মোছলেম জগতের ইতিহাস।

বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য

খান বাহাদুর আল্‌হজ্জ্‌ মৌলবী আহ্‌ছানউল্লা

এম, এ ; এম, আর, এস, এ ; আই ই, এস ; প্রণীত

১ম সংস্করণ

১৯২৫

মূল্য ২।৷০ টাকা

প্রকাশক—
মোহাম্মদ মোবারক আলি
মখদুমী লাইব্রেরী
২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না
ভোলানাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

মোছলেম জগতের ইতিহাস।

মুখবন্ধ।

ইতিহাস জাতীয় জীবনের প্রধানতম উৎস এবং স্বীয় ইতিহাস আলোচনা জাতীয় উন্নতির সুপ্রশস্ত সোপান। ইতিহাস অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন যুদ্ধের ধারার সন্ধান বলিয়া দেয়, এবং তাঁহাদের গুণ গরিমার এবং বীরত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিবার শক্তি প্রদান করে। বঙ্গদেশে কোটি কোটি মোছলমানের বাস, অথচ, মোছলেম ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কোন বিশ্বস্ত পুস্তক দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রধানতঃ ইহারই অভাবে বঙ্গীয় মোছলমান অন্য দেশীয় মোছলমান অপেক্ষা অনুন্নত ও হীনবল।

মোছলেম ইতিহাস সম্বন্ধে এযাবৎ বঙ্গভাষায় কোন পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হয় নাই। মোছলমানেরাই জগতে ইতিহাস শাস্ত্রের জন্মদাতা ও মন্ত্রগুরু, ইহা শুনিতে আশ্চর্য্যবোধ হইলেও খাঁটি সত্য কথা। সুপ্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, জগতের আর কোন জাতির সেরূপ ইতিহাস আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একথা অনেকে অনবগত। ইছলাম খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবদিগের পৌত্তলিকতার বীজ উৎপাটন করিয়া ক্রমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে যে সভ্যতা, শিক্ষা ও শিষ্টাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা অত্যল্প

লোকেই বিদিত আছে। যখন বৃটেন ঘোর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন, যখন আফ্রিকা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত বলিয়া পরিগণিত, যখন ফ্রান্স, জার্ম্মণি ও স্পেন সভ্যতার আলোক-সম্পাতে সমুদ্ভাসিত হয় নাই, যখন জাপান পৃথিবীর অপর জাতির নিকট অপরিজ্ঞাত, যখন অমোছলেম মোগল ও তাতারগণ দেশ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত, যখন রোমক ও পারস্য রাজ্যে অসূয়া ও বিবাদের অজস্র স্রোত প্রবাহিত, তখন আরবগণ এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বাগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সভ্যতার নূতন বর্ত্তিকা লইয়া সমগ্র আরব দেশে ইছলাম-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। হিজরীর সার্দ্ধ শত বৎসরের মধ্যে ইছলাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেরূপ অল্পকাল মধ্যে ইছলাম জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, অন্য কোন ধর্ম্ম এযাবৎ তদ্রূপ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাই ইছলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বই অল্পকাল মধ্যে ইহার এরূপ বিস্তৃতির প্রধান হেতু হইয়াছিল। ইছলামের অভ্যুদয় কালে ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম্ম ইহার প্রবল গতি রোধ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাজক শ্রেণী বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ইছলাম কেবল সত্যতার যাজকত্বেই সমস্ত পৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তাহার এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ ও বিরোধ বর্ত্তমান কিন্তু ইছলাম এই বিরোধ ভাব হইতে একেবারে মুক্ত। তাই ইছলাম যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দেশে ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছে। মানবকে জাগতিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিতে ইছলাম চিরদিন সিদ্ধ-হস্ত। যিনি আজ ক্রীতদাস, কাল সিংহাসনে আরূঢ় হইতে ইছলামে তাঁহার পক্ষে কোন বাধা নাই। ইছলাম

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজা হস্তে ধরাতলে অবতীর্ণ; এই বিষয়ে ইছলামের সহিত অন্য কোন ধর্ম্মের তুলনা হয় না। ইছলামের এই মহত্ত্ব বজ্রনাদে ঘোষণা করিতে ইতিহাস ন্যায়তঃ বাধ্য। কিন্তু এই মহনীয় ধর্ম্মের ছায়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় মোছলেম বালকগণ ইতিহাস নামধেয় যে সকল গ্রন্থরাজি পাঠ করিয়া থাকে, তাহাতে জাতীয় গৌরব, মর্য্যাদা ও সম্মানের জ্ঞান বিকশিত হয় না, বরং সেগুলি বিনষ্ট হয়। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা মোগলজাতিকেই উচ্চস্থান প্রদান করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করে।

তাহারা জানিতে পারে না যে, ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের বহু পূর্ব্বে ইছলাম সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম্ম ও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম এসিয়া যে ইছলামের নিকট নানা বিষয়ে বিশেষ ভাবে ঋণী, তাহা অনেকেরই জ্ঞানের অগোচর।

ভারতে হিন্দু ও মোছলমানের একতা লইয়া ইদানীং চতুর্দ্দিকে একটা বিষম রোল উঠিয়াছে। যে পর্য্যন্ত হিন্দু ও মোছলমান পরস্পরের ইতিহাস ও পূর্ব্ব গৌরব অনবগত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত হিন্দু-মোছলেমের মধ্যে প্রীতি স্থাপন সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহারা যে একই মাতৃগর্ভজাত যমজ ভাই, উহাদের প্রত্যেকরই যে উজ্জ্বল গৌরব-মণ্ডিত ইতিহাস আছে, তাহা পরস্পরের জানা একান্ত আবশ্যক। উভয়েই এক আর্য্য আদি পুরুষের বংশধর এবং মধ্য এসিয়া যে উভয়েরই আদিম আবাস ভূমি, একথা স্মরণ করিয়া পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করাই উভয়ের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে বিমুখ হইলে বিধাতার বিধানেরই প্রতিকূল আচরণ করা হইবে এবং তাহাতে ভারতের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল সংঘটিত হইবে না।

মোছলেম জাতির ইতিহাস এত বিস্তীর্ণ ও বিপুল যে, একজনের সীমাবদ্ধ জীবনে তাহার সম্যক্ অনুশীলন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। নানা দেশের নানা ভাষায় নানা ঐতিহাসিকের লেখনীপ্রসূত যে সব গ্রন্থ রহিয়াছে, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবার উপযোগী অর্থ-সামর্থ্য এবং তৎসমুদয় হইতে উপাদান সংগ্রহের উপযোগী জ্ঞানের পরিধি ও সময় অতি অল্প লোকেরই থাকিতে পারে। এই বিস্তারের যুগে ও দেশের এই সন্ধি মুহূর্ত্তে মাতৃভাষায় মোছলেম জাতির একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অভাব অনুভব করিয়া সেই অভাব মোচনে অগ্রসর হইবার জন্য আমার প্রাণে একটা তীব্র বাসনার সঞ্চার হয়। তাহার ফলেই আজ বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট আমার এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের প্রচার। মোছলেম জাতি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক, এই গ্রন্থে তৎসমস্ত বিবৃত করিতে আমি যত্নের ক্রটী করি নাই।

মোছলেম জগতের ইতিহাস কয়েক অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উম্মিয়া ও আব্বাছ বংশের অভ্যুদয় ও অবসান প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পারস্য রাজত্বের ইতিবৃত্ত (ছাছান, ছামান, গজনবী, গোরী, ছফবী, দেয়ালম প্রভৃতি বংশের উত্থান ও পতন), মেছরে ফতেমা ও মামলুক বংশের উদ্ভব, এসিয়া মাইনরে ছেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, তুরস্কে ওছমানীয় রাজত্ব, য়ুরোপে মূর অধিকার এবং ভারতবর্ষে পাঠান ও মোগল শাসন দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। তৃতীয় অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মোছলেম সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ দেশে কোন্ সূত্রে ইছলাম প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়ে ইছলামের নিকট ইউরোপের ঋণ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। য়ুরোপ মোছলেমের নিকট বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য কি পরিমাণে ঋণী, তাহা উহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১ম পরিশিষ্টে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

২য় পরিশিষ্টে সময়-জ্ঞাপক রেখা দ্বারা বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক

ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল মোছলেম রাজত্ব ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের বংশক্রম পুস্তকের শেষাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে প্রত্যেক বংশের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যে দেশে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে।

ইছলাম সত্যবলে আরবের অন্ধকার দূর করত পূর্ব্বে মেছোপোটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, চীন, মঙ্গোলিয়া, পূর্ব্ব–উপদ্বীপ, উত্তরে শাম, এসিয়া-মাইনর, তুরস্ক, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফ্রান্স, পশ্চিমে মেছর, মরক্কো, ত্রিপোলী এবং দক্ষিণ পূর্ব্বে হিন্দুস্তান, সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মোছলেমগণ সর্ব্ববিধ শিক্ষার অধিকারী হইয়া সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল। কোন রাজত্ব কখনও অসিবলে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে নাই। চেঙ্গিজ কান প্রমুখ দুর্দ্ধর্ষ অমোছলেম মোগলগণ প্রাচীনকালে কিছু কালের জন্য মধ্য এসিয়ায় বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের বংশধরগণ বহুকাল উক্ত রাজত্ব স্থায়ী রাখিতে সমর্থ হয় নাই। যে মোছলেম জাতি আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত, যে ধর্ম্ম সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ স্বীয় গৌরব রক্ষণে সমর্থ, সে জাতি ও ধর্ম্ম নিশ্চয়ই ঐশবলে সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট। যে ঐশীশক্তি প্রভাবে ইছলাম নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক ভূভাগ হইতে অন্য ভূভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই শক্তি ইছলামকে সঞ্জীবিত রাখিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সত্য প্রচার করিতে নিঃসন্দেহ সহায়তা করিবে।

হজরত রছুলে করিমের জীবন কালে ইছলামের যে জাগরণ হইয়াছিল, তাহা মৎপ্রণীত "ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এই পুস্তকে তাহার দ্বিরুক্তি সমীচীন বোধ করিলাম না। খলিফাগণের শাসন কাল হইতে বর্ত্তমান মোছলেম শাসনই এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হইল। আরবী "ছিন" অক্ষরের প্রতিঅক্ষর বঙ্গ ভাষায় না থাকায় এই পুস্তকে তৎপরিবর্ত্তে ছ-কার ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়নে বহুবিধ পুস্তকের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকখানির নাম উল্লিখিত হইল :—

১। ফেরেস্তা

২। তবরী

৩। এবনে খলদুন

৪। মৌলবী আবদুল করিম প্রণীত
ভারতবর্ষে মোছলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত

৫। The Historians' History of the World.

৬। The History of Spain and Portugal.
(The Family Library Series)

৭। The Mahamadan Dynasties (Lanepoole)

৮। The Historical and Descriptive Account of Persia
(Fraser)

৯। Elphinstone's History of India.

১০। The Story of the Nations (Lanepoole)

১১। The Decline and Fall of the Roman Empire
(Gibbon)

১২। The Caliphate, its rise, decline and fall (Muir)

১৩। Medieval India under Muhamadan Rule.
(Lanepoole)

১৪। Mesopotamia and Assyria (Fraser)

১৫। A History of Egypt (Breasled)

১৬। The Antient History of the East (Smith)

১৭। History of Persia (Browne)

১৮। Granada and Spain (Graving)

১৯ । Whiteker's Almanac.

২০ । Census Reports of India.

২১ । Encyclopedia Britannica.

২২ । Statesmans' Year Book.

২৩ । Mulhalls' Dictionary of Statistics.

২৪ । Encyclopedia of Islam.

২৫ । The Origin of the Islamic State (Hitti)

২৬ । The Muhamadan World of To-day (Arnold)

২৭ । Short History of the Saracens (Amir Ali)

২৮ । Contribution to the History of Islamic Civilization (Khoda Baksh)

২৯ । History of Persia by Sykes.

৩০ । A History of Egypt (Lanepoole)

৩২ । History of Civilization by E. Guizot.

৩২ । The Caliph's last heritage (M. Syldes)

৩৩ । রাওজাতুছ্ ছাফ্ফা by Md. Abu Khawand Shah Balkhi

৩৪ । শাহ্‌নামা by Firdausi.

৩৫ । তাওরিখে ঈরাণ

৩৬ । তওরাৎ

২০শে সেপ্টেম্বর
১৯২৫

গ্রন্থকার ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রাচীন ইতিহাস.

প্রথম অধ্যায়।

প্রাথমিক খলিফাগণের ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পৃথিবীর বিভিন্নাংশে মোছলেম জাতি।

—::✽::—

তৃতীয় অধ্যায়।

পৃথিবীর বিভিন্নাংশে ইছলাম বিস্তৃতি

চতুর্থ অধ্যায়।

উপসংহার।

প্রাচীন ভুভাগের আলোচনা।

পরিশিষ্ট

মোছলেম জগতের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাসঃ—ইতিহাস জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। পৃথিবীতে কত জাতির উদ্ভব এবং কত জাতির অবসান হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইতিহাসে ইহাদের অনেকেরই উল্লেখ নাই। যে সকল জাতি রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইতিহাস কেবল তাহাদেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা জাগতিক ইতিহাস পাঠে গ্রীক, রোমক, পারশিক ও আরব জাতির ক্ষমতার বিশেষত্ব উপলব্ধি করি। ইহারা দেশে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। য়িহুদীজাতি রাজনীতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ খ্যাতিলাভ না করিলেও ইহারা ধর্ম্মজগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। পয়গম্বর হজরত ইবরাহীম, ইছ্‌মাইল, ইছ্‌হাক, দাউদ, ছোলায়মান ও ঈছা একেশ্বরবাদের সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন ধর্ম্ম-জগতে প্রবল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই একেশ্বরবাদের নূতন সংস্কার সাধন করিয়া ইহজগতে অসীম শক্তির বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। যে একেশ্বরবাদ অতি প্রাচীনকালে বাবিলন, আসিরিয়া প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া অধুনা সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিস্তৃত

হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল জাতির ইতিহাস নাই, তাহাদের পুরাবৃত্ত উল্লেখযোগ্য নহে। ইছলাম পৃথিবীর আদিকাল হইতে অতি বিস্ময়কর ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম ইহার নিকট পরাস্ত। এই ধর্ম্মবলেই মোছলেম খলিফাগণ সমগ্র পৃথিবীর বরেণ্য হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র প্রজাবৃন্দের নৈতিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মচর্চ্চা লোকের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ইহারা সংশয়বাদ, নাস্তিকতা, বর্ব্বরতা ও অসভ্যতা পৃথিবী হইতে বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে চিরসুখ ও শান্তির সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন। যখন পৃথিবীতে কাগজের প্রচলন ছিল না, যখন মুদ্রা-যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তখনও ইছলামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতেছিল এবং সেই ইতিহাস পুরুষানুক্রমে সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত, প্রান্তর, উপত্যকা ও অধিত্যকা ভেদ করিয়া নদী-সমুদ্র পথে আজ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইতিবৃত্তই জাতীয় উন্নতির প্রকৃত পরিমাপক।

ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, আরব, মেছুর, আসিরিয়া ও বেবিলন সাম্রাজ্য অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যীশুখৃষ্টের জন্মের ত্রিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেরও এই সমস্ত রাজ্যের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতা

আরব:—পৃথিবীর ধারাবাহিক ইতিহাস ইছরাইল বংশ হইতে আরম্ভ। আদিমকালে পয়গম্বর ইব্রাহীম এশিয়া মাইনরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পয়গম্বর ইছমাঈল ও তাঁহার অনুচরবর্গ আরব দেশের উত্তরভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ইছমাঈল

জর্ডন নদীর তীরবর্ত্তী জনৈক জোরহাম বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে পয়গম্বর ইছ্‌হাক প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। ইঁহার বংশধরগণ খৃষ্টীয় ইতিহাসে ইছরাইলটি নামে অভিহিত। হিব্রু ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইছরাইলিটগণ কাদেশ হইতে পেলেষ্টাইনে হিজরাত করিয়াছিল। ইহারা এখানে আসিয়াই কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে।

খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে আরবদেশে উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ঐ সময় দক্ষিণ পশ্চিম আরব উন্নতিব শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ছাবায়ীগণও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঐ সময় অন্য কোন জাতি উহাদের সমকক্ষ ছিল না। পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, গ্রীক ও রোমকগণ সভ্যতার জন্য ইহাদের নিকট ঋণী। প্রাচীন আরবীয় সভ্যতা অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। আদিন ইছমাঈলী ও ছাবায়ীদিগের ন্যায় কোরায়েশগণ বাণিজ্যহেতু গাজা, জেরুশালেম, দামেস্ক, হিরা, ছানা, এমন কি লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া তাহার অপর পার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারা বেদুঈনগণ অপেক্ষা ক্রমে ধনশালী ও ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যখন রোমক ও পারশিকগণ ক্রমাগত যুদ্ধে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আরবগণ কেবল সত্যধর্ম্মের বলে বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল। রোমক প্রদেশের অধিবাসীরা একে একে মোছলেম বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

মেছর :—শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য মেছর দেশ অতি প্রাচীনকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মেছরের নৌবাহিনী লোহিত সাগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। অতি পুরাকালে মেছরের বিখ্যাত পিরামিড সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেছরে সামন্ততন্ত্র বর্ত্তমান ছিল। পরে ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বিষাদের সৃষ্টি হয়;

এবং মেছর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এশিয়া মাইনর হইতে হিজরত করিয়া আরবের বেদুঈনগণ এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্ত্তমান ইজিপ্টকে প্রাচীন য়িহুদী জাতি মিজ্‌রেম এবং আরবগণ মেছর বলিত। প্রকৃতপক্ষে উভয় নামই একার্থ বোধক। হিব্রুভাষায় মেছরের বহুবচন মিজ্‌রেম। মেছর উচ্চ-নিম্ন দুইটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল বলিয়া উহার এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছিল। কপ্‌ট্‌দিগের সময় হইতে ইজিপ্ট নাম প্রচলিত। মেছররাজগণ ফেরো (Pharaoh) বা ফেরাউন নামে আখ্যাত হইত। খৃঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দীতে ২য় রামসিস (ফেরাউন) অতি পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভয় ও সম্মান করিত। ঈশ্বরত্ব দাবীকরণই তৎকালীন পয়গম্বর মুছার (Moses) সহিত তাঁহার বিরোধের কারণ। পূর্ব্বকালে মেছেরবাসিগণ মৃত্যুকে সর্ব্বদা চিন্তা করিত। উহারা জীবিতকালে কাফন প্রস্তুত করিয়া রাখিত। সম্রাটের মৃত দেহকে শত সহস্র বৎসর রক্ষণার্থ স্পিরিট এবং অন্যান্য মসলাদি সাহায্যে সংরক্ষিত করিয়া রাখিত। এই সংরক্ষিত দেহ মিউজিয়ামে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই "মামী" নামে আখ্যাত।

এশিয়া মাইনর :—এই উপদ্বীপটি জগতের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক, ফিনিসিয়ান্ ও আরবগণ ইউফ্রেতিস্ নদীর পশ্চিম তীরে অপ্রতিহতভাবে শক্তির পরিচালনা করিয়াছিল। ইহার নিকটবর্ত্তী বেবিলনিয়া, আসিরিয়া, ক্যাল্ডিয়া ও ছুছিয়ানা প্রাচীন ইতিহাসের লীলাভূমি। সভ্যতা, বাণিজ্য ও শিল্প সর্ব্বপ্রথম তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিসের বেলাভূমিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহাই প্রাচীন সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত। এই স্থানই পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-গণের জন্মভূমি। এখান হইতেই তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া যুগে যুগে সঞ্চিত মানবের ভ্রমান্ধকার অপসারিত করিয়া সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

হজরত আদম (আঃ) যে সনে বেহেশ্‌ত্‌ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উহা "সনে হবুত" নামে অভিহিত। তিনি পৃথিবীতে ৯৩০ বৎসর ও তদীয় পুত্র হজরত শীশ্‌ (আঃ) ৯১২ বৎসর জীবিত ছিলেন। হজরত নূহ (আঃ) ১০৫৬ সনে (হবুত) জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সন (হবুত) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহা জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল। হজরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ২১৩৫ সনে (হবুত) জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইছ্‌মাঈল (আঃ) হইতে কোরায়েশ ও কনিষ্ঠপুত্র হজরত ইছহাক (আঃ) হইতে ইছ্‌রাঈল বংশ উৎপন্ন হয়। হজরত ইছ্‌হাকের পুত্র হজরত ইয়াকুব (আঃ) ইছ্‌রাঈল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহারই বংশধরগণ বাইবেলে ইছ্‌রাঈলী নামে পরিচিত। প্রাচীন বাইবেলের সহিত উপরোক্ত তারিখগুলির সামঞ্জস্য আছে। (জেনেসিস্‌ ৫ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

হজরত ইয়াকুবের পুত্র হজরত ইউছফ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের ষড়যন্ত্রে মেছর যাত্রী সওদাগরের নিকট বিক্রীত হইয়াছিলেন। মেছরে তিনি ফেরাউনের জনৈক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছিলেন। ফেরাউন তাঁহার চরিত্রে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। হজরত ইউছফের দানশীলতার সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কেনানবাসিগণ মেছরে উপস্থিত হইয়া হজরত ইউছফের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, উহাদের সহিত হজরত ইউছফের ভ্রাতৃগণও আসিয়াছিলেন, হজরত ইউছফের অনুরোধ ক্রমে তাঁহারা মেছরে অবস্থান করিলেন। ক্রমে হজরত ইয়াকুব ও তাঁহার বংশধরগণ (বনি ইছ্‌রাঈল) মেছরে আসিয়া পৌছিলেন। কালে মেছর-বাসী ও বনি ইছরাঈলদিগের মধ্যে মনোবিবাদের সূত্রপাত হইলে, বনি ইছরাঈল ফেরাউন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকে। তৎকালীন পয়গাম্বর

হজরত মুছা বনি ইছরাঈলদিগকে ফেরাউনের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐশী আদেশ প্রাপ্ত হন। হজরত মুছা বনি ইছরাঈলসহ নীল নদী অতিক্রম করিয়া সিনাই পর্ব্বতাভিমুখে অগ্রসর হন। ফেরাউন অনুচরবর্গসহ নীল নদীতে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখেপতিত হয়।

হজরত মুছা (আঃ) তূর পর্ব্বতে ঐশীবাণী প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট যে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল, তাহা 'তওরাত' নামে আখ্যাত। হজরত মুছা তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে প্রবৃত্ত ছিলেন।

হজরত দাউদ (আঃ) আইন ও রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার গীতাবলী (P'slams) জবুর নামে পরিচিত।

হজরত দাউদের (আঃ) পর তাঁহার পুত্র হজরত ছোলায়মান (আঃ) ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

হজরত ছোলায়মানের পর হজরত সাম্বিল (Samuel), দানিয়েল (Daniel), ইউনুছ (Jonas), জাকারিয়া (Zacharia) প্রভৃতি পয়গম্বরগণ ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেবিলন্ঃ—বেবিলনের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস্ নদীর বেলা ভূমিতে মানব জাতির আদিম ইতিহাস গঠিত হইয়াছিল। উক্ত ইতিহাস মেছর ইতিহাস অপেক্ষাও প্রাচীনতর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হিব্রু বাইবেলও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে বেবিলন পশ্চিম এশিয়ার একটী অতি ক্ষমতাশালী প্রদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ছিরিয়া, ফিনিসিয়া ও প্যালে-ষ্টাইন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমে আছিরিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে বেবিলনের পতন সংঘটিত হয়। বেবিলনের ইতিহাসে পৃথিবীর সৃষ্টি, মহাপ্লাবন ও নমরুদের রাজত্বের আভাস পাওয়া যায়। আসিরীয়া বংশের ষষ্ঠ ত্রিংশৎ রাজার রাজত্বকালে মিদিয়া ও বেবিলনবাসিগণ বিদ্রোহী হইলে

আসিরিয়া ও বেবিলন খৃঃ পূঃ ৮২১ অব্দে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। ইতঃপূর্ব্বে এইগুলি এক সাধারণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বেবিলনের নৃপতিগণের পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায় না। নব নাছর খৃঃ পূঃ ৭৪৭ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে নবপোলাছর নিনেভা অধিকার করেন। তৎপুত্র নব-কল-আছর বা নেবু-কাড-নেজার খৃঃ পূঃ ৬০৪ হইতে ৫৬১ পর্যান্ত রাজত্ব করিয়া ছিলেন। ইনি খৃঃ পূঃ ৫৯৮ অব্দে জুডা-রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া টায়ার অধিকার করেন এবং তৎপরে স্বয়ং জেরুশালেমে উপস্থিত হন। ইঁহার পিতা মেছর-সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া এশিয়া হইতে মেছর পর্য্যন্ত করায়ত্ত করেন। মেছরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধাভিনয়ের ফলে বহুসংখ্যক বন্দী মেছোপোটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। নেবু-কাড্-নেজার দশ হাজার রথারোহী, এক লক্ষ বিশ হাজার অশ্বারোহী ও এক লক্ষ আশি হাজার পদাতিক সহ গেলিলি, স্যামারিয়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংস সাধন করেন। জুডিয়ার অধিবাসিগণ মেছর-রাজের সহিত যোগদান করায় নেবু-কাড-নেজারের বিরক্তি ভাজন হইলে ইহাদিগকে নিহত করা হয়। ইহাদের ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করা হয়। কৃষককুল প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। নেবু-কাড-নেজার স্বীয় কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। ছিরিয়ার অধিবাসিগণ মেছররাজ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা অস্বীকার করিলে নেবু-কাড্-নেজার জেরুশালেমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া উহা বিধ্বস্ত করেন। ত্রয়োদশ বৎসর অবরোধের পর টায়ার ও মেছর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ক্রমে নেবু-কাড-নেজারের বংশধরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পারশিকগণ ক্ষমতাশালী হইয়া খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে ছাইরাছের নায়কত্বে বেবিলনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া জয়লাভ করে এবং ব্যাবিলন পারস্য সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেছোপোটেমিয়া :—মেছোপোটেমিয়া গ্রীকশব্দ। ইহার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান এই নামে অভিহিত। ইহা প্রথমে আসিরিয়া ও পরে বেবিলন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ফিনিসিয়া :—ফিনিসিয়া ছিরিয়ার দক্ষিণস্থ লেবানন পর্ব্বত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত একটী প্রাচীন স্থান। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিবাসিগণ শেম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ফিনিসিয়া কয়েকটী স্থান লইয়া গঠিত। সেগুলি কখনও এক রাজ্যে গ্রথিত হয় নাই। খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে টায়ার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ অব্দে ফিনিসীয়গণ ছাইপ্রাসে উপনিবেশ স্থাপন করে। খৃঃ পূঃ ৯৮০ অব্দে ১ম হিরাম টায়ার নগর দুর্গ-দ্বারা সুরক্ষিত করেন। খৃঃ পূঃ ৬০৮ অব্দে ২য় নেবু সমগ্র ছিরিয়া অধিকার করেন। খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে ৩য় হিরামের রাজত্বকালে পারশ্যরাজ ছাইরাছ (Cyrus) ফিনিসিয়া আক্রমণ করেন এবং ফিনিসিয়া পারশিক রাজ্যে পরিণত হয়। খৃঃ পূঃ ৫৩২ অব্দে প্যালেষ্টাইন ও ছিরিয়া পারশিকগণের করায়ত্ত হয়। ফিনিসিয়াবাসিগণ মেছরের বিরুদ্ধে পারশিকরাজ কেম্বিসেসের সাহায্যে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। খৃঃ পূঃ ৪৯৬ অব্দে পারশিকগণ জয়লাভ করে। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে পারশিক নৌবাহিনী গ্রীকগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। খৃঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডার টায়ার আক্রমণ করেন। ঐ সময় হইতে টায়ারের অবনতি হয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় আর ফিনিসীয় জাতির গৌরব লুপ্ত হয়। খৃঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে আলেকজাণ্ডার ফিনিসিয়া, ছিরিয়া, ছিলিসিয়া এই তিনটী দেশ লইয়া একটী সাম্রাজ্য গঠন করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। তৎপরে ফিনিসিয়া কিছু কালের জন্য গ্রীকদের হস্তচ্যুত হয়। খৃঃ পূঃ ২৮৭ সনে

উহা টলেমি কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হয়। ছেলুকাছবংশ খৃঃ পূঃ ৬৭ অব্দে ফিনিসিয়া ও ছিরিয়া অধিকার করে। খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে পম্পে ছিরিয়াকে রোমক রাজ্যে পরিণত করে।

কার্থেজ ঃ—কথিত আছে, খৃঃ পূঃ ৮১৪ অব্দে কার্থেজ টায়ার রাজদুহিতা ইলাইছা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃঃ পূঃ ৫৮৩ অব্দে কার্থেজ স্বাধীন হইয়া উঠে। খৃঃ পূঃ ৩৪০ অব্দে কার্থেজবাসিগণ গ্রীকদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়। ইহার পর রোমকদিগের সহিত কার্থেজের যুদ্ধ ঘটে। রোমক নৌবাহিনী খৃঃ পূঃ ২৫৩ অব্দে ঝটিকা দ্বারা বিধ্বস্ত হয় এবং কার্থেজবাসিগণ জয়লাভ করে। তদনন্তর হানিবলের রাজত্ব কালে কার্থেজ-বাসিগণ স্পেনে রাজ্য বিস্তার করে এবং সন্ধিদ্বারা ইব্রো নদী রোম ও কার্থেজের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশক রেখা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। খৃঃ পূঃ ২০৬ অব্দে কার্থেজবাসিগণ রোমকগণ দ্বারা স্পেন হইতে সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাসিত হয়। ইহার পর রোমের সহিত পুনরায় সংঘর্ষ হইলে ক্রমান্বয়ে তিনটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহা পিউনিক যুদ্ধ নামে অভিহিত। তাহার ফলে খৃঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে কার্থেজ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৯৭ খৃষ্টাব্দে উম্মীয় খলিফা আব্দুল মালেকের সেনাপতি কর্ত্তৃক কার্থেজ বিধ্বস্ত হয়।

প্রাথমিক খলিফাগণের ইতিহাস

ইছলামের প্রসার—বর্ত্তমান সময় সমস্ত পৃথিবীতে **২৩ কোটি** মোছলমানের বসতি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম আরব দেশে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহারই বলে আরবীয় যাযাবর সম্প্রদায়সমূহ একটী মহা জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। আরববাসিদিগের অদম্য উৎসাহ ও বীর্য্যবলে ছিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইজিপ্ট (মেছের), উত্তর আফ্রিকা ও

পারশ্য তাঁহাদের অধিকৃত হয় এবং ইছলাম পশ্চিমে স্পেন ও পূর্ব্বে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দেহত্যাগের এক শত বৎসরের মধ্যে ইছলাম সাম্রাজ্য রোমক সাম্রাজ্য অপেক্ষাও অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই অল্পকাল মধ্যে ইছলাম পারশ্য, ছিরিয়া, এশিয়া মাইনর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। অধুনা ইছলাম রুশিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ইংলণ্ডেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইছলামের স্বাভাবিকতা, সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বই এই ধর্ম্মের এরূপ বিরাট বিস্তৃতির একমাত্র কারণ।

(প্রজাতন্ত্র) ৬৩২—৬৬১ খৃঃ অঃ

১ম খলিফা হজরত আবুবকর ৬৩২—৬৩৪ খৃঃ অঃ

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে আরব দেশে একটা মহা ভীতির সঞ্চার হয়। হজরত দেহত্যাগ কালে তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার নিয়োগ সম্বন্ধে কোন আদেশ প্রদান করিয়া যান নাই। সুতরাং নায়কত্ব লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ আরম্ভ হইল। হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওছমান ও হজরত আলী এই সর্ব্বপ্রধান শিষ্য চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই নেতৃত্ব পদের যোগ্য ছিলেন। এই চারি জনই ক্রমান্বয়ে খলিফা হইয়াছিলেন। শরীয়তের জ্ঞান, সদ্বিচারের ক্ষমতা এবং অকলঙ্ক চরিত্র দেখিয়াই খলিফা নির্ব্বাচন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। মহাত্মা হজরত আবুবকর সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও উৎসাহী ছিলেন এবং মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ছিল। তিনি মহাপুরুষের নিত্য সহচর ছিলেন এবং শত্রুদের অত্যাচার উৎপীড়ন অকাতরে

সহ্য করিতেন। মহাপুরুষের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী হজরত আয়েষা তাঁহার দুহিতা। মহাপুরুষ মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাকেই আচার্য্যের (ইমামতের) কার্য্য এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হজরত ওমর উদারতা, বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্যে সর্ব্বজন প্রশংসিত ছিলেন। ইছলামের প্রাধান্য ও দৃঢ়তা রক্ষণে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। হজরত ওছমান মহাপুরুষের শিষ্য ও জামাতা ছিলেন। ইছলামের উন্নতিকল্পে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করিয়াছিলেন।

হজরত আলী হজরত মোহম্মদের (দঃ) জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ও প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা বিবীর স্বামী ছিলেন। তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার ও ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্যে ইছলামের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।*

উপরোক্ত চারি জন মহাত্মার মধ্যে কাহার হস্তে সম্প্রদায়ের ভার অর্পিত হইবে, তাহার মীমাংসার জন্য মদিনার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রস্তাবিত হইল যে, মোছলমানদিগের নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক না হইয়া নির্ব্বাচন প্রথানুযায়ী হইবে।

---

* শিয়া ও ছুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলাফত লইয়া মতদ্বৈধ আছে। ছুন্নী সম্প্রদায়ের মতানুসারে খেলাফত বলিতে "খোলাফায়ে রাশেদীন" এবং উম্মীয়া ও আব্বাছীয়া খেলাফত বুঝায়। কিন্তু শিয়াগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা খলিফা আলীর অনুসরণকারী এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাত্রয়ের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে খেলাফত বা ইমামতের জন্য শরীয়ত এবং মারফত জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে খলিফা হজরত আলী এবং ফাতেমার বংশধর হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা খলিফা হজরত আলীকে নিম্নলিখিত কারণে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী বলিয়া মনে করেন :—

(১) খলিফা আলী সর্ব্বপ্রথম ইছলাম গ্রহণ করেন। (২) তিনি হজরত মোহাম্মদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (৩) তিনি হজরত মোহাম্মদের জামাতা। (৪) [তাঁহাদের মতানুসারে] হজরত মোহাম্মদ স্বয়ং হজরত আলীকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী নিয়োগের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিষম বাদানুবাদ দর্শনে মহাত্মা ওমর সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইয়া মহাত্মা আবুবকরকে মহাপুরুষের প্রিয়তম এবং বিশ্বস্ত অনুচর প্রমাণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই তদীয় উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে প্রায় সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করায় মহাত্মা আবুবকর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া মনোনীত হইলেন। তিনি কোন রাজ উপাধি ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়া কেবল "খলিফা" অর্থাৎ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী উপাধিই ধারণ করিলেন। নির্ব্বাচনের পর তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহি। আমি সর্ব্ব বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ ও সাহায্য চাহি। যদি আমি ভালরূপ কাজ করিতে পারি, আমার সমর্থন করিবে, যদি আমি ভুল করি, আমাকে পরামর্শ দিবে। শাসন কার্য্যে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে সত্যবাদ জ্ঞাপন করা বশ্যতার লক্ষণ, গোপন করা রাজদ্রোহ সদৃশ। আমার সমক্ষে পরাক্রান্ত ও দুর্ব্বল উভয়ই তুল্য এবং উভয়ই আমার নিকট সুবিচার প্রাপ্ত হইবে। যতক্ষণ আমি খোদাকে ও তাঁহার রছুলকে মান্য করিব, ততক্ষণ তোমরাও আমাকে মান্য করিবে। যদি আমি তাঁহাদের আইন ও নিয়ম অবহেলা করি, তবে আমি তোমাদের বাধ্যতা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইব না।"

আঁ হজরত তদীয় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শাম (ছিরিয়া) দেশে মোছলেম দূতের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য এক অভিযান প্রেরণের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে হজরত আবু-বকর সর্ব্বপ্রথমে সেই দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট হিরাক্লিয়স শাম দেশের অধিকারী ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ ফল-শস্য-সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ দুর্গবদ্ধ প্রধান প্রধান নগর পরম্পরায় সুশোভিত ছিল। আরবের খাদ্য এই দেশ হইতেই আনীত হইত। ইহা প্রাচুর্য্যের

স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যখন খলিফা এই দেশ আক্রমণ করিবার জন্য মোছলেমদিগকে আহ্বান করিলেন, তখন আরবের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মোছলেমগণ দলে দলে আসিয়া মদিনায় উপস্থিত হইল। আরবীয় সৈন্যগণ যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তিনি তাহাদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন, "সৎপথ কখনও অতিক্রম করিও না, প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া শবদেহ বিখণ্ডিত করিও না, খর্জ্জুর বৃক্ষ কিংবা মনুষ্য বা পশুর ভক্ষ্যদ্রব্য নষ্ট করিও না, গৃহপালিত পশু হত্যা করিও না; যদি কোন মুণ্ডিত-মস্তক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার উপর উৎপীড়ন করিবে না। মহাপ্রভুর নাম লইয়া অগ্রসর হও, তিনি তোমাদিগকে অসি ও মারীভয় হইতে রক্ষা করিবেন।" সেনানায়ক ওছামা সৈন্য লইয়া শাম দেশে উপস্থিত হইলেন এবং জয় লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন (৬৩২ খৃঃ)।

তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত উর্ব্বর ভূমিখণ্ডের প্রতি অনেকের লোলুপদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। এই প্রদেশের উত্তরাংশ মেছোপোটেমিয়া নামে পরিচিত। উহার নিম্নাংশ [বেবিলনিয়া ও ক্যালডিয়া] ইরাক-এ-আরব নামে অভিহিত। তাইগ্রীসের পূর্ব্ব পার 'ইরাক-এ-আজম' নামে পরিচিত। মেছোপোটেমিয়া, ইরাক, বর্ত্তমান পারশ্য, বক্ত্রিয়া, মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ, তাতার ও ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ তৎকালীন পারশ্য সম্রাটের অধীন ছিল। ইরাক আক্রমণের জন্য মহাবীর খালেদের অধীনে স্বতন্ত্র এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। খালেদ প্রথমে হীরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার উপর সপ্ততি সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বার্ষিক কর ধার্য্য করিলেন। বিদেশে আরবদিগের ইহাই প্রথম কর স্থাপন। পারশিক সৈন্য মোছলেমদিগকে বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্গের পর দুর্গ, নগরের পর নগর খালেদের হস্তগত

হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল উষ্ট্রযোগে মদিনায় প্রেরিত হইল। এদিকে শাম দেশের বিজয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় খলিফা মহাবীর খালেদকে তত্রত্য সৈন্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিয়া সত্বর তথায় গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে অন্যান্য সেনাপতি-দিগের হস্তে ইরাক বিজয়ের ভার দিয়া খালেদ স্বয়ং অমিতবিক্রমে ছিরিয়া অভিমুখে অভিযান করিলেন। ৬৩৪ খৃঃ অঃ তিনি সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ বছরা নগরী আক্রমণ করিলেন। মহাযুদ্ধের পর নগরবাসীরা সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার করিল। বছরা হস্তগত করিয়া খালেদ দামেস্ক আক্রমণ করিলেন। রোমক সৈন্য বিপুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ফলে দামেস্ক আরবদিগের অঙ্কশায়ী হইল। ত্রয়োদশ হিজরীর ১২ই জমাদিয়ছ্ছানি দামেস্ক অধিকৃত হয়।

হজরত আবু বকর আড়াই বৎসর রাজ্য শাসনের পর ৬৩৪ খৃঃ অঃ ২৩শে আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ আঁ হজরতের কবরের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। হজরত আবু-বকর আঁ হজরত হইতে তিন বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মক্কার মধ্যে একজন সম্পন্ন বণিক ছিলেন। অনেকেই বলেন, তিনি আঁ হজরতের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। তিনি বড়ই ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদ্‌গুণ সমন্বিত ছিলেন। আঁ হজরতের উপর তাঁহার অটলভক্তি ছিল। তাঁহার প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে তিনি কখনও সন্দিহান হন নাই। আঁ হজরত যাহা বলিতেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ পরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন। তিনি ইছ্‌লামের জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে বিরত হইতেন না। তাঁহার অপরিমিত সম্পত্তির মধ্যে মদিনা যাত্রা কালে মাত্র তিনি অল্প পরিমিত ধন সঙ্গে লইয়া ছিলেন। ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ়ভাবে আঁ হজরতের পক্ষ সমর্থন করি-তেন। দুর্ব্বিষহ নির্য্যাতনের সময়েও তিনি আঁ হজরতকে পরিত্যাগ

কখিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন নাই। তিনি সুনিপুণ যোদ্ধা না হইলেও প্রায় সকল যুদ্ধেই আঁ হজরতের সঙ্গী হইয়া ছিলেন। তদীয় প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপে তিনি আঁ হজরতের দৃষ্টান্ত বা বাণী যথাযথ অনুসরণ করিতেন। ইছলাম গ্রহণের পূর্ব্বে কোরায়েশদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বুদ্ধিবলে মক্কাবাসীদিগের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন। আঁ হজরতের ন্যায় তিনি সাধারণ বেশ ভূষায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। সাধারণের মঙ্গল সাধন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

হজরত ওমর ৬৩৪—৬৪৪ খৃঃ অঃ

হজরত আবুবকর মৃত্যুর পূর্ব্বে হজরত ওমরকে তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা মনোনীত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় হজরত ওমর বলিলেন, "এই গুরুতর ভার হইতে আমাকে রক্ষা করুন, আমি খলিফার পদ চাহি না।" মুমূর্ষু হজরত আবুবকর উত্তর করিলেন, "তুমি খলিফার পদ না চাহিলেও খলিফার পদ তোমাকে চায়।" হজরত আলি, হজরত আয়েষা এবং অন্যান্য সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং সমস্ত প্রজাবৃন্দ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিল। হজরত ওমর হইতেই ইছলামের বিশেষ অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। তিনি চরিত্র ও নীতিবলে যেমন বলীয়ান ছিলেন, তেমনই সুবিচারক ও কর্ম্মকুশল ছিলেন। প্যালেষ্টাইনের উত্তরাংশে যে মনোহর সৌষ্ঠবযুক্ত দেশ অবস্থিত, রোমকগণ উহাকে 'ছিরিয়া' ও আরবগণ উহাকে 'বার্‌রোশাম' বা কেবল শাম নামে আখ্যাত করিত। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, হজরত আবুবকর ছিরিয়াপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথম সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোমকগণ ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া ক্রমে বল সংগ্রহ করিতেছিলেন। রোমক সাম্রাজ্য অতি বিশাল ও পরাক্রমশালী, তাহার

তুলনায় মোছলেমদিগের ক্ষমতা বড়ই অপ্রতুল ছিল। রোমক সম্রাট হীরাক্লিয়স স্বয়ং আক্রমণকারিদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং আরব সেনা-নায়কদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে দুই মাস পরস্পরের প্রতীক্ষা করার পর অবশেষে হজরত ওমর ক্যালডিয়া হইতে অলিদপুত্র খালেদকে শামদেশে প্রেরণ করেন। এয়ারমুক নামক স্থানে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। সেনা-নায়ক খালেদ বহুসংখ্যক রোমক সৈন্য হত্যা করিয়া ছিলেন। কতক রোমক সৈন্যকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। হজরত ওমর খালেদের এতাদৃশী নিষ্ঠুরতা অনুমোদন না করিয়া তাঁহাকে সেনা-নায়কত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া তৎস্থলে আবু ওবায়দাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। খালেদ আবু ওবায়দার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া ক্রমে দামেস্ক, আলেপ্পো, কিন্নিসরিণ, এপিফেনিয়া প্রভৃতি দেশ হস্তগত করিলেন। অবশেষে মোছলেমগণ রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব রাজধানী এন্টিওক অভিমুখে অগ্রসর হইল। এখানেও রোমকগণ পরাজিত হইল। পরে মোছলেম সৈন্য আমরের নায়কত্বে প্যালেষ্টাইনে জয় লাভ করিল। স্থানীয় রোমক শাসনকর্ত্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া জেরুশালেমের পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। রোমকগণ পুনরায় যুদ্ধে পরাজিত হইল। তৎ-পরে পরাজিত সৈন্যগণ জেরুশালেমে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথাকার ধর্ম্মাধ্যক্ষ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি খলিফা ভিন্ন অপর কাহাকেও ঐ স্থান সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তদনুসারে হজরত ওমর বিনা আড়ম্বরে একাকী জবিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে জেরু-শালেম হইতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গও উপস্থিত হইল। হজরত ওমর উহাদিগকে ধর্ম্মে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের সঙ্গে সামান্য কর গ্রহণে গীর্জ্জাগুলির অধিকার প্রদান করিলেন।

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। হিরাক্লিয়স ছিরিয়া দেশে পুনরায় বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। পুনরায় উহারা মোছলেমদিগের হস্তে পরাজিত হইল। ইহার পর হইতে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত শাম দেশ খলিফাদিগের অধীন ছিল। অতঃপর মোছলেমগণ যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিল। রোমীয় নৌবল মোছলেম-দিগের সন্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। গ্রীসীয় উপসাগরের দ্বীপগুলি ক্রমে ক্রমে মোছলেমদিগের হস্তগত হইল। ছিরিয়া আক্রমণকালে মেছর দেশ হইতে রোমকগণ অনেক সময় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য হজরত ওমর সেনাপতি আমরুর নেতৃত্বে মেছরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ রোমকগণের আচার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল বলিয়া শাসন পরিবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রোমকগণ মেছর পরিত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুকাল অবরোধের পর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া ব্যতীত সমগ্র মেছর দেশ (আবিসিনিয়ার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত) মোছলেমের বশ্যতা স্বীকার করিল। মোছলেমগণ কৃষিজীবি প্রজাগণের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা উহাদিগের জমির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া জল সরবরাহ ও জল নিকাশের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং ভূমধ্যসাগরের ও লোহিতসাগরের সংযোজক খালের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। প্রাচীনকালে নীল নদী হইতে লোহিত সাগরের সীমা পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র প্রণালী ছিল। ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত নৌগম্য ছিল, ক্রমে উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া নৌচালনের অযোগ্য হইয়া পড়ে। ৬৪২ খৃঃ অব্দে আমর উহা খনন করিয়া পণ্যদ্রব্যাদি মেছর হইতে হেজাজে আনয়ন করেন। উক্ত খাল এখন সুয়েজ প্রণালী নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ। মেছর দেশীয় খৃষ্টানগণ ম্লেচ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। মোছলেমগণ উহাদের প্রতিও যথেষ্ট ভদ্রতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিল।

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে রোমকগণের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া মোছলেমদিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু তাহারা আলেকজান্দ্রিয়ার পরিবর্ত্তে নীল নদীর দক্ষিণ তীরস্থ ফোস্তাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করিল।

পশ্চিমে মেছর ও উত্তরে ছিরিয়া এবং পূর্ব্বে পারশ্য পর্য্যন্ত এক সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পরাজিত পারশিকেরা অনন্যোপায় হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই সময়ে বাগ্দাদ মোছলেমদিগের অধিকৃত হয়। পারশ্য সম্রাট তৃতীয় এজদিগার্দ্দ স্বীয় অধিকার হইতে মোছলেমদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য এক দল প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। ৬৩৬ খৃঃ অব্দে কাদেশিয়ার মহাসংগ্রামে সেনাপতি সহ ত্রিশ হাজার পারশিক সৈন্য নিহত হয়; হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। সেই মহাসমরে প্রায় সাত হাজার আরবীয় সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এই যুদ্ধের ফলে মোছলেমগণ পারশিকদিগের বহু দুর্গ ও নগর হস্তগত করে। ৬৩৭ খৃঃ অঃ আরবগণ তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করিয়া পারশ্যের রাজধানী মদায়েন অধিকার করে। এই মহাবিজয়ে এইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য মোছলেম-দিগের হস্তগত হইয়াছিল যে, লুণ্ঠিত এক পঞ্চমাংশ নয় শত উষ্ট্রপৃষ্ঠে মদিনায় প্রেরিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ধনরাশি ষাট হাজার সৈন্যের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যেকে দ্বাদশ শত রৌপ্য দেরহাম পাইয়াছিল। মদায়েন মোছলেমদিগের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়াতে তাহারা কুফাতে একটী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকে। ইহার পর ৬৪২ খৃঃ অব্দে পারশ্য সম্রাট বহু সৈন্য লইয়া নেহাবন্দে মোছলেমদিগের সম্মুখীন হয়। এইবারও পারশিকদিগের সম্পূর্ণ পরাজয়, সম্রাটের পলায়ন এবং লক্ষাধিক পারশিক সৈন্যের নিধন সাধন হইয়াছিল। ফলে পারশ্য সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মোছলেমগণ হামদান ও আজরবাইজান প্রভৃতি স্থানগুলি অধিকার করিয়া লয়।

হজরত ওমরের শাসনের দশম বর্ষে একদিন জনৈক পারশ্য দাস স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে খলিফার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। খলিফা অভিযোগ ভিত্তিহীন মনে করিয়া উহা অগ্রাহ্য করেন। বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া পাপাত্মা নামাজের সময় মছজেদে প্রবেশ করিয়া খলিফাকে আঘাত করে। তাহার ফলে ৬৪৩ খৃঃ অব্দে হজরত ওমর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সময় মেছর, শাম, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, মেছোপোটেমিয়া ও পারশ্য মোছলেম-দিগের করতলগত হয়। হজরত ওমর এক দিকে নীলনদী ও অপর দিকে পারশ্য পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ইছলাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। তিনি ১৪০০০ হাজার মছজিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি অবস্থা অনুসারে আন্ছার ও মোহাজেরদিগের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিজিত দেশের লব্ধসামগ্রী নেতৃগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তিনি হিজরী সন প্রবর্ত্তিত করেন। দীনাতিদীন প্রজাও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত। যদিও তিনি প্রবল পরাক্রান্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তবুও তিনি রাত্রিকালে একাকী দরিদ্র প্রজাদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। খলিফা ওমর সুনিয়ন্ত্রিত সৈনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি কুফা, বছরা, জর্ডন ও প্যালেষ্টাইন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এই সকল প্রদেশে সকল সমর্থ ব্যক্তিকে সামরিক কার্য্যে যোগ দিতে হইত। অন্য প্রদেশের পক্ষে দেশের অবস্থা ও ইচ্ছানুসারে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। হজরত আবুবকর কেবল মোমেনদিগের দ্বারা সৈন্যশ্রেণী গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হজরত ওমর শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিতেন।

এই সময় উম্মীয়া বংশীয়গণ মদিনায় শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল।

আঁ হজরতের পর হইতে ইহারা হাশেমীদিগের উপর কূট-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল। খেলাফত লাভের জন্য তাহাদিগের বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল। এই জন্য হজরত ওমরের মৃত্যুর পর খলিফা নির্ব্বাচন লইয়া কয়েকদিন বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। হজরত ওমর মৃত্যুকালে আপনার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান নাই। তবে খলিফা নির্ব্বাচন করিবার জন্য তিনি মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদের ছয় জন প্রিয়তম সহচরদ্বারা (১) এক সভা গঠন করেন এবং মহাত্মা ওছমান ও মহাত্মা আলী এই উভয়ের মধ্যে একজনকে খলিফা করা হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যান।

নূতন খলিফাকে কোরাণ ও মহাপুরুষের উপদেশ পরম্পরা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের ব্যবস্থানুযায়ী চলিতে হইবে। খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মহাত্মা হজরত আলী শেষোক্ত সর্ত্ত স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় উল্লিখিত সর্ত্ত স্বীকার পূর্ব্বক হজরত ওছমানই ৬৪৪ খৃঃ অব্দের ৭ই নবেম্বর সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে খলিফার পদে অভিষিক্ত হন।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান ৬৪৪—৬৫৬ খৃঃ অঃ

৬৪৮ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওছমান বছরার শাসনকর্ত্তা আব্দুল্লা বিন্ আমীরকে ফারেছ প্রদেশবাসিদিগকে বশীভূত করিতে আদেশ করেন। আব্দুল্লা তত্রস্থ বিদ্রোহ দমন করিয়া বছরায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে খলিফা ওছমান অলিদ-বিন-আতিবাকে কুফার শাসন কর্ত্তৃত্ব হইতে বহিস্কৃত করিয়া ছায়াদ-বিন্-আবুল-আছকে নিযুক্ত করেন। ইনি পারশ্যের মধ্য দিয়া সৈন্যসহ তব্বারিস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন। হজরত আলীর পুত্র হাছান ও হোছায়ন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। উভয়ের

(১) মহাত্মা আলি, ওছমান, জোবের, তালহা, আব্দুর রহমান ও এবনে ওক্কাছ।

সাহায্যে তিনি কাস্পিয়ানের প্রান্তস্থিত অস্রাবাদ পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং তথায় ইছলাম প্রচার করেন। ৬৫১ খৃঃ অব্দে আবদুল্লা-বিন্-আমীর আর একদল সৈন্য সহ কামরাণ ও খোরাছানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি হানিফ-বিন্-কায়েছ ছিস্তান, কোহিস্তান ও নেশাপুর প্রভৃতি অধিকার করেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত তুছ-রাজ যোগদান করেন। তৎপরে হেরাত, গোর, জুরিস্তান, মার্ভ, তালিখান ও বল্খ্ অধিকৃত হয়। ইহার পর আবদুল্লা হাছান পুত্র কায়েছকে খোরাছান প্রদেশ, কায়েস পুত্র হানিফকে মার্ভ, তালিখান ও নেশাপুর প্রদেশ এবং আবদুল্লা পুত্র খালিদকে গোর ও জুরিস্তান প্রদেশ বণ্টন করিয়া দিয়া সৈন্য সহ মক্কায় উপস্থিত হন। ৬৫২ খৃঃ অব্দে আব্দররহমান-বিন্-রাবেয়া পারস্যে ধর্ম্ম বিস্তারার্থ বাগ্দাদ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি সৈন্য সহ নিহত হন। তৎপরে জনৈক পারশ্য আমীর কারুণ চল্লিশ সহস্র সৈন্য সহ নব প্রতিষ্ঠিত মোছলেম প্রদেশগুলির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কারুণ হানিফের সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন।

খলিফা ওছমানের সময়েও মোছলেমগণ মেছোপোটেমিয়া, পারশ্য রাজ্যের অবশিষ্টাংশ, ইস্পাহান, ইস্তিখার প্রভৃতি জয় করিয়া খোরাছানেরও কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে পারশ্য সম্রাট প্রাণভয়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি সৈন্য ও অনুচরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খলিফা ওছমান স্বীয় মক্কাবাসী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে অধিক পরিমাণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। মদিনাবাসিগণ ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মেছেরের শাসনকর্ত্তা আমরুর স্থানে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তখন সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের পুত্র কনষ্টান্স সুযোগ

বুঝিয়া মেছর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বহু রণতরী প্রেরণ করিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক অধিবাসীদিগের সাহায্যে সম্রাটের সৈন্য মেছর পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। এই সংবাদ পাইয়া খলিফা আমরুকে পুনঃ মেছরের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। আমরু তথায় পৌছিলে গ্রীক ও মোছলেমদিগের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। আমরু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মেছর পুনরুদ্ধার করেন। ইহার অল্পকাল পরেই খলিফা আবার আবদুল্লাকে মেছরের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। এবার আবদুল্লা বিলক্ষণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া ত্রিপোলি রাজ্য অধিকার করিলেন এবং নিউবিয়া আক্রমণ করিয়া অনেক ধনরত্ন লাভ করিলেন। অপর দিকে ছিরিয়ার শাসনকর্ত্তা আমির মাবিয়া রণপোতের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব ও পূর্ব্বোত্তর তীরবর্ত্তী স্থানগুলি ক্রমশঃ জয় করিতে থাকেন। তিনি সাইপ্রস, এরেডাস, রোডস প্রভৃতি দ্বীপ সকল জয় করিয়া ক্রীট ও মাল্টা দ্বীপ এমন কি কনষ্টান্টিনোপলের বন্দর পর্য্যন্ত আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু আঁ হজরতের জীবদ্দশায় মোছলেমগণের প্রতি মাবিয়া-জননীর নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়া মদিনাবাসিগণ মাবি-য়াকে কোপ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং তাহারা খলিফার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বেদুঈনগণের সাহায্যে তাঁহাকে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

খলিফা অযোগ্য লোকদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং অন্যায় ভাবে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার উপর এইরূপ নানা দোষারোপ হইতে থাকে। মারোয়ান নামক এক রাজকর্ম্মচারীকে খলিফা-কৃত এই সকল অন্যায়ের মূল মনে করিয়া খলিফার শত্রুপক্ষগণ মারোয়ানকে ধরিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে বলে। খলিফা তাহাদের এই প্রস্তাব

অগ্রাহ্য করেন। তাহাতে ঐ শত্রুপক্ষীয় লোকগণ খলিফাকে হত্যা করে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রায় ১২ বৎসর কাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

চতুর্থ খলিফা হজরত আলী—৬৫৬—৬৬১ খৃঃ অঃ

মহাত্মা ওছমানের মৃত্যুর পর মহাত্মা আলী, জোবের, তাল্হা এবং মাবিয়া প্রত্যেকেই খলিফা পদ প্রার্থী হন, কিন্তু হজরত আলীই সর্ব্বাংশে উপযুক্ত এবং তাঁহার দাবীই সর্ব্বোপরি বলিয়া মেছর, কুফা ও আরবের অধিকাংশ অধিবাসীই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করে। সুতরাং তিনিই খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। হজরত আলী কুফা, ছিরিয়া ও মেছরের শাসনকর্ত্তা-দিগকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থলে নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এই সকল নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তারা যখন অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসেন, তখন সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। সেই বিশৃঙ্খলার প্রতিকারার্থ বিবি আয়েষা, জোবের ও তালহা বিদ্রোহী লোকজনদিগকে সঙ্গে লইয়া বছরায় খলিফার নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদিগের ষড়যন্ত্রে তথায় উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তাহাতে জোবের ও তাল্হা নিহত হন এবং বিবি আয়েষা খলিফার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। খলিফা তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। যুদ্ধাবসানে বছরায় অনুগত শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া খলিফা কুফা নগরীতে উপস্থিত হন এবং ৬৫৭ খৃঃ অব্দে ঐ স্থানের অধিবাসী-দিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

এখন ছিরিয়া ব্যতীত সমগ্র আরব, পারস্য ও মেছরের উপর খলিফার আধিপত্য স্থাপিত হইল। ছিরিয়ার শাসনকর্ত্তা আমীর মাবিয়া সৈন্য ও

অর্থবলে প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু খলিফা হজরত আলী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে মাবিয়া পরাস্ত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করেন। নানাকারণে সন্ধি হইতে পারিল না। কিন্তু খলিফা স্বধর্ম্মাবলম্বীর রক্তপাতে অনিচ্ছুক হইয়া ছিরিয়া হইতে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে ৬৬০ খৃষ্টাব্দে খলিফা ও মাবিয়ার মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায় এবং মোছলেম রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একার্দ্ধ হজরত আলীর কর্তৃত্বাধীনে রহিল এবং অপরার্দ্ধ আমীর মাবিয়া শাসন করিতে লাগিলেন। খলিফার ছিরিয়া ত্যাগের অত্যল্প কাল পরেই মাবিয়া ৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মেছরে সৈন্য প্রেরণ করিয়া উহা স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন। তৎপরে আরব আক্রমণ করিয়া মক্কা, মদিনা ও এয়মন হস্তগত করেন। খলিফা নিজের প্রভুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ৬০,০০০ সৈন্য সহ পুনরায় ছিরিয়া আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে দ্বাদশ সহস্র লোক হজরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া মাবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। এই বিদ্রোহীরা খারেজী নামে অভিহিত। কেবল কোরায়েশগণই খলিফা পদের অধিকারী, ইহারা তাহা স্বীকার করিত না। যিনি সদ্বিবেচনার সহিত এবং উপযুক্তরূপে খলিফার কাজ করিতে সমর্থ, তিনিই ঐ পদের অধিকারী, ইহাই তাহাদের মত। ইহাদের মতে আল্লাহ্‌তায়ালা ভিন্ন অপর কাহারও বশ্যতা স্বীকার করা উচিত নহে। যে কোন মুক্ত আরব ইহাদের মতে খলিফা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত এবং সাধারণ-তন্ত্রের অসন্তোষ-ভাজন হইলে খলিফার সিংহাসনচ্যুতি ন্যায়সঙ্গত। ইহারা অষ্টম শতাব্দীর ওহাবী-দিগের ন্যায় ইছলামের চরমপন্থী ছিল। খারেজিগণ আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়া বার্ব্বারদিগকে স্বীয় মতে আনয়ন করে। ইহারা ৬৬১ খৃষ্টাব্দে হজরত আলী, মাবিয়া ও আমরুকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। উহার

ফলে খলিফা হজরত আলী মছজেদ মধ্যে সাংঘাতিক রূপে আহত হন। তিনি আহত হইবার পর তিন দিন জীবিত ছিলেন। হজরত আলী পাঁচ বৎসর খলিফার পদে অভিষিক্ত থাকিয়া ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি কুফা নগরীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুফার ৫ মাইল দূরবর্ত্তী "নজফ" নামক স্থানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। উহা এক্ষণে তীর্থস্থান মধ্যে গণ্য।* মদিনা নগরীতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মছজেদে দর্শন, তর্কশাস্ত্র, তফছির ও ব্যবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তিনি অতি নম্র ও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন এবং উৎপীড়িত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার ক্ষমাশীলতা ও উদারতার সুযোগে শত্রুগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইত।

যে দশ জনকে আঁ হজরত বেহেশ্‌তের খোসখবরী দিয়াছিলেন, হজরত আলী তাঁহাদের মধ্যে এক জন এবং মৃত্যুশয্যায় যে ছয় জন সঙ্গীর নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরও এক জন। হজরত আলী বদর, ওহোদ, খন্দক ও তাবুক ব্যতাত প্রায় সকল যুদ্ধেই আঁ হজরতের অনুগামী হইয়াছিলেন। তাবুকের যুদ্ধকালে আঁ হজরতের অনুপস্থিতিতে তাঁহার উপরেই মদিনার ভার ন্যস্ত ছিল।

হজরত আলীই হজরত ওমরকে হিজরত হইতে মোছলেমাব্দ গণনা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, হজরত আলী হইতে ৫৮৬টী হাদিছ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৪৪টী হাদিছ বোখারী বা মোছলেম কর্ত্তৃক ছহি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং সমস্ত অর্থ গরীবদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন। পৃথিবীর জন্য তাঁহার

---

* হজরত আবুবকর হইতে হজরত আলী পর্য্যন্ত এই চারিজন ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রাথমিক খলিফাকে "খোলফায়ে রাশেদিন" বলা হয়।

কোন আকর্ষণ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি মাত্র ৬০০ দেরহাম রাখিয়া গিয়াছিলেন। শিয়াগণ হজরত আলীকে অলিওল্লা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি ইছলামের সর্ব্বপ্রধান ছুফি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

খেলাফতের অবসান

ইমাম হাছান—হজরত আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাছান কুফা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক খলিফারূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই আমীর মাবিয়া ইরাক আক্রমণ করেন। ইমাম হাছান যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তী ইরাকবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। যে সমস্ত লোক তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহারাও শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিল। ইহাদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি অগত্যা মাবিয়ার সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, তিনি শাসন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং মাবিয়া তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত খেলাফতে অভিষিক্ত থাকিবেন এবং মৃত্যুর পর খেলাফত ইমাম হোছায়নের হস্তে প্রত্যর্পিত হইবে, এইরূপে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে আমীর মাবিয়া সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হইলেন। ইমাম হাছান পরিবারবর্গ সহ মদিনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প দিন যাইতে না যাইতেই শত্রুর ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হজরত আলী কুফাতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাবিয়া কর্ত্তৃক তাহা দামেস্কে পরিবর্ত্তিত হইল।

খলিফাগণের অনাড়ম্বরপ্রিয়তা—খলিফাগণ বিনা আড়ম্বরে জীবন যাপন করিতেন। এতৎসম্বন্ধে "আল্-বায়ন" হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল;—"সমগ্র পৃথিবী স্বীকার করিয়াছে যে, খলিফা-

গণ বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াও আজীবন দরিদ্র দরবেশের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের বাসের জন্য কোন প্রাসাদ বা বসিবার জন্য জাঁকজমকশালী কোন হর্ম্ম্য ছিল না। মধ্যবিত্ত লোকের গৃহাদি হইতে তাঁহাদের বাসস্থান অধিকতর আরামদায়ক ছিল না বা দেশের সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদের বিশেষ কোন বাহ্য পারিপাট্য ছিল না। তাঁহারা অতি দরিদ্রাবস্থায় বাস করিতেন। হজরত ওমর যে কোর্ত্তা (পিরহান) ব্যবহার করিতেন, তাহা বহুগ্রন্থিযুক্ত ছিল। তাঁহাদের গৃহদ্বারে কোন দ্বাররক্ষক ছিল না, কিংবা তাঁহারা শকটারোহণে ধুমধামের সহিত চলিতেন না। তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় একাকী যত্র তত্র পদব্রজে গমন করিতেন। তাঁহারা সাংসারিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ে লজ্জা বোধ করিতেন না।

তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযোগাদি করিবার পূর্ণ অধিকার প্রত্যেককে দেওয়া হইত। তাঁহারা পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজকোষ হইতে ৩০ টাকা মাত্র মাসিক বৃত্তি পাইতেন। রাজকীয় শাসন কার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহারা রাত্রিকালে এবাদতে মশগুল থাকিতেন এবং পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতেন। সাধারণ লোক হইতে ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব ছিল। চরিত্রে, বিনয়ে, ক্ষমাশীলতায়, স্বার্থত্যাগে এবং ধৈর্য্যগুণে তাঁহারা আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা যে কোন লোককে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী সমালোচনার অধিকার দিয়া ছিলেন। তাঁহারা, সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও আঘাত করিতে বা একদিনের জন্যও কয়েদ করিতে বিরত থাকিতেন। * * * * * একদা হজরত ওমর অন্ধকার রাত্রে মদিনার পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি না জানিয়া অপর এক ব্যক্তির পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি অন্ধ"? অমনি হজরত ওমর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "রাত্রির

অন্ধকারে আমি দেখিতে পাই নাই"। লোকটী হজরত ওমরকে চিনিতে পারিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে হজরত ওমর বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, অপরাধ আমারই"। * * * * আর একদিন হজরত ওমর ছিরিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ছিলেন, তাঁহার আহারের জন্য একটি কাষ্ঠ পাত্রে যৎকিঞ্চিৎ যবের ছাতু, ভ্রমণের জন্য একটী মাত্র উষ্ট্র ও সঙ্গে মাত্র একজন গোলাম দেওয়া হইয়াছিল। কখন তিনি উষ্ট্র পৃষ্ঠে চড়িতেন, গোলাম লাগাম ধরিত; আবার কখন বা গোলাম উষ্ট্রারোহণ করিত, তিনি রজ্জু ধরিয়া অগ্রসর হইতেন। পথিমধ্যে যেখানেই তিনি কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে অন্যায় কঠোরতার অভিযোগ শুনিতে পাইতেন, সেখানেই তিনি তাহার প্রতিকার করিয়া অগ্রসর হইতেন। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলে মোছলেম সৈন্যগণ "আল্লাহু আকবর" রবে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছিল। তাহারা আমিরুল মোমেনিন্‌কে ঈদৃশী অবস্থায় দেখিয়া একটী সুন্দর অশ্বে আরোহণ ও একটী সুন্দর পোষাক পরিতে বাধ্য করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন, "আমার গ্রন্থিযুক্ত পোষাক আন, কারণ এই পোষাক পরিয়া আমার মধ্যে গর্ব্ব আসিয়াছে। রছুলে মকবুল হইতে আমি শুনিয়াছি, যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার আছে, সে বেহেস্তের সুগন্ধের ঘ্রাণ পাইতেও সমর্থ হইবে না।" খলিফা ওমর এই নিয়ম প্রচারিত করিয়া ছিলেন যে, কোন আরবকে যুদ্ধে পরাজিত বা অর্থদ্বারা খরিদ করিয়া কেহ দাসত্বে পরিণত করিতে পারিবে না, পিতা পুত্রকে অথবা উত্তমর্ণ অধমর্ণকে রোমক গণের ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিবে না"।

মধ্যযুগে সহস্র সহস্র শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গ দাস প্রতি বৎসর মোছলেম সাম্রাজ্যে আমদানী হইত। মধ্য এশিয়া, তুর্কীস্থান ও ফরগণা প্রভৃতি

স্থান হইতে বহুসংখ্যক তুর্কীদাস প্রতি বৎসর বাগদাদের বাজারে আনীত হইত এবং ধনী লোকেরা উহাদিগকে ক্রয় করিত। আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী সুদান হইতেও বহু দাস আনীত হইত। পারশ্য ও গ্রীক রাজত্ব হইতেও বহু শ্বেতাঙ্গ দাস আসিত। স্পেন ও ইতালিতেও দাসত্ব প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল। রোমে দাসত্ব প্রথা অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং কেবল মাত্র আরবে নহে, সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেই মধ্যযুগে দাসত্ব প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল।

ইছলাম দাসত্ব হইতে মুক্তিদানকে সৎকার্য্য বলিয়া মনে করে এবং পরলোকে ইহার পুরস্কার আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। যে ইহজগতে কোন মোছলেম দাসকে মুক্তি দিবে, সে পরজগতে নরকাগ্নি হইতে মুক্তি পাইবে, ইহাই আঁ হজরতের আদেশ ছিল। পবিত্র কোর্‌আন বলিতেছে, "খোদাকে সম্মান কর.........এবং এমন কি তোমার দাসের প্রতিও সদয় হও"। আঁ হজরত বলিতেন, "তুমি যাহা খাও, তোমার মামলুকদিগকে তাহাই খাইতে দিবে এবং তুমি যাহা পরিধান কর, উহাদিগকে তাহাই পরিধান করিতে দিবে এবং তাহারা যে কাজ করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে তাহা করিতে আদেশ দিবে না"।

হজরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধেও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার রাজত্ব কালে তিনি একটী য়িহুদীর নিকট হইতে একটী বর্ম্ম ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দিয়াছিলেন, কিন্তু য়িহুদী তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কাজী তদানীন্তন মোহাম্মদীয় আইন অনুসারে খলিফাকে সমন দিলেন। হজরত আলী (রাঃ) আদালতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে জনৈক য়িহুদী অভিযোগ করিয়াছে। হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি ইহার মূল্য পূর্ব্বেই দিয়াছেন। কাজী উত্তর করিলেন, আপনি ইহা প্রমাণ করিতে বাধ্য,

অন্যথা আপনার বিরুদ্ধে ডিক্রি দিব। হজরত আলী সাক্ষী স্বরূপ তাঁহার পুত্র এমাম হোছায়ন ও গোলাম কম্বরকে আনিলেন। য়িহুদী আপত্তি করিল যে, পিতার স্বপক্ষে পুত্রের ও মনিবের স্বপক্ষে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে। কাজী য়িহুদীর উক্তির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া হজরত আলীর বিরুদ্ধে ডিক্রি দিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার য়িহুদীকে টাকা দিলেন। ডিক্রিকৃত টাকা লইয়া য়িহুদী স্বীকার করিল যে, আদালত, কাজী এবং খলিফার ন্যায়পরতা পরীক্ষার জন্যই সে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল। এই ঘটনার পরই সে ইছলাম গ্রহণ করে।

খলিফাগণের শাসন প্রণালী

বৈষয়িক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য খলিফার দ্বারা পরিচালিত হইত। তিনি একাধারে শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা ও প্রধান ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকিত। সাম্রাজ্যের রাজস্ব যাহা সাধারণ কোষাগারে রক্ষিত হইত, তাহাই বায়তুল্ মাল নামে অভিহিত ছিল। নিম্নলিখিত আয় দ্বারা বায়তুল মাল গঠিত হইত; যথা—(১) প্রত্যেক মোছলেমের দেয় জাকাত, (২) যুদ্ধলব্ধ বস্তুর পঞ্চমাংশ (অবশিষ্ট ⅘ অংশ যোদ্ধগণের প্রাপ্য), (৩) জিজিয়া ও খেরাজ। খলিফার ইচ্ছানুসারে বায়তুল্ মাল নিম্নলিখিত রূপে ব্যয়িত হইত; যথা—(১) যুদ্ধকার্য্য, (২) সাধারণ হিতকর কার্য্য, (৩) কর্ম্মচারীদিগের বেতন, (৪) বার্ষিক বৃত্তি, (৫) দরিদ্রদিগের জন্য খায়রাত। এতদ্ভিন্ন ঘোটক ও উষ্ট্রচারণের জন্য স্বতন্ত্র ভূমি উক্ত অর্থ হইতে রক্ষিত হইত।

খলিফা স্বয়ং কিংবা তাঁহার কোন আত্মীয় হজযাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান

করিতেন। তত্ত্বাবধায়কের পদ অতি সম্মানের ছিল। তাঁহাকে আমীর-উল-হজ্জ্ বলা হইত।

খলিফাগণের শাসনকার্য্য কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ দ্বারা গঠিত সমিতি কর্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। আঁ হজরতের জীবন কালে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগেরই মধ্য হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই সমিতির জন্য মনোনীত করা হইত। সহরের গণ্য মান্য ব্যক্তি ও বেদুঈনদিগের সর্দ্দারগণ এই সমিতিকে সাহায্য করিতেন। প্রধান মছজেদ মধ্যেই সমিতির অধিবেশন হইত। বিশেষ বিশেষ সদস্যের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার অর্পিত ছিল। হজরত আবুবকরের খেলাফত কালে হজরত ওমর বিচার বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। দরিদ্রদিগের দেয় কর আদায় তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন ছিল। হজরত আলীর উপর পত্র-বিনিময়ের ভার অর্পিত ছিল। কয়েদী-দিগের পরিদর্শন ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। সমিতি ব্যতীত কোন বিসম্বাদিত বিষয়ের মীমাংসাই সংঘটিত হইতে পারিত না। রাজস্ব খলিফাদিগের ভোগ্য ছিল না। উহা কেবল প্রজাবর্গের জন্যই ব্যয়িত হইত। ধনীদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তদ্দ্বারা দরিদ্রদিগের সাহায্য করা হইত। দান প্রণালী আইন মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। বাদশাহের কোষাগারে ধন সঞ্চিত থাকিত না; সুতরাং উহা রক্ষণের জন্য কোন হিসাব-রক্ষকের বা প্রহরীর প্রয়োজন হইত না। রাজস্ব আসিবা মাত্র বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। প্রধান প্রধান সহর ও প্রদেশের জন্য শাসক বা আমীর নিযুক্ত হইতেন। হজরত ওমর শাসন প্রণালী প্রণয়নে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি সমস্ত অধিকৃত দেশগুলিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটীকে এক একজন আমীরের হস্তে অর্পণ করিয়া ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের শাসনভার ওলি বা নায়েবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। আমীর বা ওলিগণ শুক্রবার নামাজের ইমামতী (নায়কত্ব) করিতেন এবং

খোত্‌বা পাঠ করিতেন। উক্ত খোত্‌বা রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া রচিত হইত। শাসন ও সামরিক বিভাগের ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা সাধারণের অভাব মোচনার্থ ব্যয় করা হইত। কৃষিজীবী ও বণিক-দিগের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করা হইত। এই উদ্দেশ্যেই মেছর, শাম, ইরাক, দক্ষিণ পারশ্য প্রভৃতি স্থান জরীপ করা হইয়াছিল। একটী খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে জমির পরিমাণ, উর্ব্বরা শক্তির বিবরণ, উৎপন্ন শস্যাদির অবস্থা, প্রজার অধিকারের বিবরণ প্রভৃতি লিখিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদী হইতে জল নিষ্কাশনের জন্য অনেকগুলি প্রণালী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ধনশালী পারশ্যাধিপতিগণ যে সকল বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন, খলিফাগণ সেই সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করিতেন। মেছর ও আরবের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সুয়েজ প্রণালীর সংস্কার করা হইয়াছিল।

কাজী আখ্যাধারী কর্ম্মচারীর উপর বিচার ভার অর্পিত ছিল। এই পদের জন্য নিম্নলিখিত সর্ত্ত নির্দ্ধারিত ছিল—(১) পরিণত বয়স, (২) স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা, (৩) মুক্তাবস্থা (ক্রীতদাস এই পদের অনুপযোগী), (৪) ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বন, (৫) সচ্চরিত্রতা, (৬) শরিয়তে পূর্ণজ্ঞান ও অধিকার। কাজী অভিযোগ গ্রহণ করিয়া মীমাংসা করিতেন এবং স্বীয় আদেশ কার্য্যে পরিণত করাইতেন। তিনি মছজেদ ও বিদ্যালয়ের ওয়াকৃফ্‌ সম্বন্ধে বিচার করি-তেন, নাবালক ও উহাদের সম্পত্তি রক্ষণ জন্য কাউন্সিল নিযুক্ত করিতেন, রাস্তা ঘাট পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং আবশ্যক হইলে মছজেদের ইমামতীও করিতেন। ইঁহার বিচারের বিরুদ্ধে আপিল শুনিবার জন্য স্বতন্ত্র আদালত নির্দ্দিষ্ট ছিল। খলিফা স্বয়ং এই আদালতের সভাপতিত্ব করিতেন।

শাসন ও বিচার ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান কালে ভারত শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য সাধনকল্পে নানাবিধ আয়োজন

চলিতেছে কিন্তু তাহাতে এ যাবৎ বিশেষ কোন ফল লাভ হয় নাই। তথাকথিত (?) অসভ্য আরবদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী যুগেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। যে সাধারণতন্ত্র মুষ্টিমেয় লোক দ্বারা আরবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সহস্রাধিক বর্ষের শিক্ষার পরেও তাহা এখনও সম্যক্ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে সভ্য জগতে যে রাজস্ব প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বহুকাল পূর্ব্বে মোছলেম-মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হইয়াছিল।

আরব সৈন্য—অশ্বারোহী ও পদাতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহীরা ঢাল, অসি ও দীর্ঘ বর্শা ব্যবহার করিত। পদাতিকেরা ঢাল, বর্শা ও অসি অথবা ঢাল ও তীর ব্যবহার করিত। যুদ্ধকালে পদাতিকগণ সাধারণতঃ অগ্র পশ্চাৎ তিন পংক্তিতে সজ্জিত হইত। উহাদের সর্ব্ব পশ্চাতে তীরন্দাজ ও সম্মুখে বর্শাধারী থাকিত। বর্শাধারিগণঅশ্বারোহীর আক্রমণ নিষ্ফল করিতে প্রয়াস পাইত। মোছলেম সৈন্য অত্যন্ত শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল। তাহারা এই সমস্ত গুণেই অজেয় হইয়াছিল।

অশ্বারোহিগণ লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিত। পদাতিকগণ খর্ব্ব পায়জামা ও পাঞ্জাবিদিগের ন্যায় জুতা পরিধান করিত। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সৈন্য ইহাদেরই কতক অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে, প্রাচীন কালে মোছলেমগণ যেরূপ যুদ্ধসজ্জা প্রচলন করিয়াছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার সম্যক্ অনুসরণ সহজ-সাধ্য বলিয়া অনুমিত হয় না। তৎকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করা হইত। মত্ততা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধকালে তখন ঢাক ঢোল ব্যবহৃত হইত।

জেহাদ—বিজিত লোকদিগকে ইছলাম গ্রহণ করিবার জন্য খলিফাগণ আহ্বান করিতেন। ইহাতে আপত্তি হইলে খলিফাদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে জিজিয়া দিতে হইত। জিজিয়া দিতে স্বীকার

করিলে কাহারও জীবন বা সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হইত না। যদি কেহ ইছলাম গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিত, তবে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইত। বিজিতের লুণ্ঠিত সম্পত্তির উপর $\frac{8}{৫}$ অংশ বিজয়ী সৈন্যদিগের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যাহারা ইছলাম গ্রহণ করিত, তাহারা মোছলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উহার যাবতীয় অধিকারে অধিকারী

জিজিয়া—মোছলেম রাজত্বকালে অ-মোছলেমদিগের নিকট হইতে যে কর গৃহীত হইত, তাহার নাম জিজিয়া। জিজিয়া ধর্ম্মগ্রন্থানুমোদিত কর নহে। ইহা রাজনৈতিক আইনের একটী অঙ্গ বিশেষ। মোছলেম নৃপতির ইচ্ছানুসারে এই কর ধার্য্য হইত, এইজন্য বিভিন্ন খলিফা ও নৃপতির রাজত্বকালে ইহার পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইত। যেরূপ ওয়েলেস্‌লি ব্রিটিশ ষ্টেট্ হইতে রক্ষণ-সাধক শুল্ক গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মোছলেম নৃপতিগণ অ-মোছলেম প্রজাবর্গের রক্ষণ সাধন হেতু জিজিয়া কর গ্রহণ করিতেন। এই কর সম্বন্ধে কোরাণ বা হাদিছে কোন বিধি লিপিবদ্ধ নাই। মোছলেম রাজত্বকালে নিম্নলিখিত কর দ্বারা জাতীয় ভাণ্ডার (বায়তোলমাল) গঠিত হইত। যথা (১) ওশর, (২) খেরাজ, (৩) জাকাত, (৪) জিজিয়া। যে জমিতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত থাকিত কিংবা যে জমি বিজয়ী সৈন্যদিগের মধ্যে বণ্টিত হইত, কিংবা যে বিজিত স্থানের অধিবাসিগণ যুদ্ধের সময় ইছলাম গ্রহণ করিত, কেবল সেই জমির উপর ওশর ধার্য্য হইত। ইহা জমির আয়ের দশমাংশের সমান ছিল বলিয়া ওশর নামে অভিহিত হইত। উপরিলিখিত জমি ব্যতীত অন্য জমির উপর যে কর ধার্য্য হইত, তাহাকে খেরাজ বলা হইত। এই উভয়বিধ জমির কর মোছলেম ও অ-মোছলেম সকলেরই নিকট হইতে আদায় করা হইত।

জাকাত কেবল ধনী মোছলেমদিগের দেয়। ইহা স্বর্ণ, রৌপ্য,

অলঙ্কার প্রভৃতির উপর ধার্য্য করা হয়। এই করের হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

জিজিয়া জাকাতের পরিবর্ত্তে অল্প হারে অ-মোছলেমদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইত। যে সকল প্রজা স্বধর্ম্মে থাকিতে ইচ্ছা করিত এবং যুদ্ধকার্য্য হইতে মুক্তি চাহিত, কেবল তাহাদিগের রক্ষণ সাধন হেতু এই কর গৃহীত হইত। খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম জিজিয়ার পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। এই করের হার নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) ধনীদিগের নিকট হইতে লোকপ্রতি বার্ষিক ৪৮ দারহাম অর্থাৎ ১২৲ টাকা।

(২) মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে বার্ষিক ২৮ দাবহাম অর্থাৎ ৬৲ টাকা।

(৩) সাধারণ ব্যক্তি হইতে বার্ষিক ১২ দারহাম অর্থাৎ ৩৲ টাকা।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পীড়িত ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে এই কর গৃহীত হইত না। মঠের আশ্রিত সম্পত্তি থাকিলে মঠবাসিদিগকে এই কর দিতে হইত। কিন্তু দরিদ্র তাপসগণ ইহা হইতে অব্যাহতি পাইত। কোন কোন নৃপতি (যেমন আকবর ও জাহাঙ্গীর) অ-মোছলেমদিগকে এই কর হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়াছিলেন। কোন কোন সময় জিজিয়া লোকপ্রতি ধার্য্য না করিয়া গৃহপ্রতি ধার্য্য করা হইত।

জাকাৎ স্বরূপ যাহা সংগৃহীত হইত, তাহা দরিদ্র, নিঃসহায় ও আতুর মোছলেমদিগের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইত। জিজিয়া, ওশর ও খেরাজ সাধারণ হিতকর (যথা শিক্ষা, পুলিস, সৈন্য ইত্যাদি) কার্য্যে ব্যয়িত হইত, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মোছলেমগণ অপেক্ষা অ-মোছলেমগণই জাতীয় ভাণ্ডার হইতে অধিকতর উপকৃত হইত। প্রকৃতপক্ষে জিজিয়া কোন বিদ্বেষমূলক করের নাম নহে। অল্প পরিমিত জিজিয়ার বিনিময়ে অ-মোছলেমগণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু মোছলেমগণ তদপেক্ষা

অধিক পরিমিত কর দিয়াও স্বীয় দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত না। *

কোরআন সংগ্রহ—হিজরতের পূর্ব্বে ১৩ বৎসর নির্য্যাতন-কাল মধ্যে মক্কায় পবিত্র কোর্‌আন শরিফের ৮৬টী ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। এইগুলি 'মক্কী' নামে অভিহিত। এই সকল ছুরায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর আভাস পাওয়া যায় যে, উৎপীড়িত দরিদ্র ইছলাম, ধর্ম্মাবলম্বিগণই যথাসময়ে আরব দেশে আধিপত্য লাভ করিবে। নবী ও আঁ হজরতের অনুবর্ত্তীদিগকে প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবী ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদিগকেও এরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে তাঁহারাই অনুগৃহীত হইয়াছিলেন।

আঁ হজরতের মদিনায় ১০ বৎসর অবস্থিতি কালে ২৮টী ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই ছুরাগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘ এবং 'মদনী' নামে আখ্যাত। এই গুলিতে ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতির পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। যে ক্রম অনুসারে ছুরাগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই ক্রম অনুসারে তাহা কোর্‌আনে সন্নিবেশিত হয় নাই। আঁ হজরত যে সকল ছুরার যে নাম দিয়াছেন, তাহা ঐ নামে আখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের শেষ রমজান মাসে তিনি দুইবার সমস্ত কোর্‌আন খতম করিয়াছিলেন, ঐ সময় তিনি ছুরা ও আয়েতের যে ক্রম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই অধুনা কোর্‌আনে বিদ্যমান। তাঁহার জীবনকালে ছুরা ও আয়েতগুলির কোন অংশ খর্জ্জুর পত্রে, কোন অংশ উষ্ট্রঅস্থিতে ও কোন অংশ মসৃণ চর্ম্মে লিখিত ছিল। তখন ঐগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয় নাই। যাঁহারা ঐ সকল লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং যাঁহারা হেফ্‌জ

---

* জিজিয়ার নামে পক্ষপাতিপরায়ণ ঐতিহাসিকগণ মোছলেম নৃপতিদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিয়া স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধ, বার্দ্ধক্য ও অন্য কারণে তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। হজরত ওমরের পরামর্শমতে প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছুরাসমূহ সংগ্রহ করিয়া কোর্‌আন শরিফকে গ্রন্থাকারে পরিণত করার জন্য জায়েদ-বিন্-ছাবেতকে নির্ব্বাচন করিলেন। আঁ হজরতের সময়ে ইনি একজন লেখক ছিলেন। কোন আয়েত অবতীর্ণ হইলে আঁ হজরত তাহা লেখকগণ দ্বারা লিখাইয়া রাখিতেন। যখন রমজান মাসে আঁ হজরত কোর্‌আন শরিফ শেষ খতম করেন, তখন জায়েদও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আঁ হজরতের মুখ হইতে কোরাণ-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশমত তাঁহারই সম্মুখে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে ছুরা, যে আয়েত আঁ হজরত যেখানে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও তাহা সেইখানে রক্ষা করিলেন। এইরূপে জায়েদ কোর্‌আনের ১১৪ ছুরা একই গ্রন্থে সংগ্রহ করেন। এই কোর্‌আন আমিরুল্ মোমেনিন হজরত আবুবকরের নিকট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত ওমরের কন্যা হাফ্‌জা উহার হেফাজত করিতে লাগিলেন। ইনিও হাফেজ ছিলেন। অবতীর্ণ হওয়ার ক্রম মতে ইনি সমস্ত কোর্‌আন হেফ্‌জ্ করিয়াছিলেন। হজরত ওছমানের সময়ে ইছলামের অধিকার বহু দূর দেশে বিস্তৃত হওয়ায় দূরদেশবাসিগণও কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু উহারা উচ্চারণ ও পাঠ সম্বন্ধে ভুল করিতে লাগিল। আঁ হজরতের নিয়োজিত লেখকগণ ব্যতীত অপর লোক দ্বারা কোর্‌আন শরিফ লিখিত হইতেছিল। ব্যাখ্যা স্বরূপ যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাও লোকের নিকট কোর্‌আনের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল, সুতরাং কোর্‌আন সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্কের আবির্ভাব হইল। এতদ্ব্যতীত অক্ষরগুলির উপর (এরাব) জের, জুবর, পেশ্ (স্বর চিহ্ন) না থাকায় অনেক স্থলেই পাঠের ভুল হইতে লাগিল। এই

সকল কারণে হজরত ওছমান জায়েদ-বিন্-ছাবেতকে কোর্আন পুনঃ সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন। বিবি হাফ্জার রক্ষিত কোর্আনের সহিত ঐক্য রাখিয়া পুনরায় কোর্আন লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহা অবিকল পূর্ব্ব সংগ্রহেরই অনুরূপ হইয়াছিল। খলিফার অধিকারস্থ সমস্ত স্থানের অশুদ্ধ কোর্আন সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল এবং পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহের প্রতিলিপি সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল। এই সংগ্রহেও জের, জবর, ও পেশ জ্ঞাপক চিহ্ন ছিল না। উত্তরকালে এই সকল চিহ্ন বিশুদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল। আঁ হজরত এক মাসে কোর্আন সমাপ্ত করা ভাল মনে করিয়া উহাকে ৩০ ভাগে বিভক্ত করিয়া আবার প্রত্যেক ভাগকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভাগ আবার কতকগুলি রুকুতে বিভক্ত হইল। ৩০ ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পারা বা জুজ বলা হয়। যে পারার আরম্ভে যে শব্দ আছে, তাহাই ঐ পারার নাম হইয়াছে। ছুরাতে সন্নিবিষ্ট বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া ছুরার নামও দেওয়া গিয়াছে। সর্ব্ব বৃহৎ ছুরায় ২৮৬ আয়েত এবং সর্ব্ব ক্ষুদ্র ছুরায় মাত্র ৩ আয়েত সন্নিবিষ্ট আছে। কোরআন পাঠের ৭টী কেরাত বা পাঠপ্রণালী প্রচলিত আছে। উহা অক্ষরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের উপর নির্ভর করে। এই সকল ব্যতীত তালমান যুক্ত করিয়া গানের ন্যায় কোর্আন্ পাঠ অবৈধ, কিন্তু সুস্বরে শুদ্ধভাবে কোর্আন্ পাঠ করা পুণ্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য। কোর্আনের প্রত্যেক ছুরা ও প্রত্যেক আয়েত যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন তাহার পরিচয় এই যে, আপদে বিপদে, রোগে শোকে ইহার অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া পাঠক সুফল পাইয়া থাকেন। ছুরে ফাতেহা সম্বন্ধে আঁ হজরত বলিয়াছেন, "এই সপ্ত আয়েতযুক্ত ছুরা মহা কোর্আন ; ইহা সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারে"।

'কোর্আন্' 'কাব্য না হইলেও কাব্য হইতে বরং সুন্দর, ইহা বৌদ্ধ-

সূত্রের ন্যায় তর্কশাস্ত্র নহে, ইহা প্লেটোর বিদ্বৎসমিতির নৈতিক উপদেশবাণী নহে, ইহার অর্থ বিশ্বোপযোগী এবং সর্ব্ব সময়োচিত। প্রাসাদে ও মরুতে, নগরে ও সাম্রাজ্যে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র গ্রহণীয়। যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন ইহা খৃষ্টীয় ইয়ুরোপকে নব বলে বলীয়ান করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

প্রথম খণ্ড (খ)।

উম্মীয়াবংশ—৬৬১—৭৫০ খৃঃ অঃ

(রাজত্বের সূত্রপাত)

খলিফা মাবিয়া৬৬১—৬৮০ খৃঃ অঃ।—৬৬৪ খৃঃ অব্দে খলিফা মাবিয়া উম্মীয়পুত্র জেয়াদকে বছরা, ছিস্তান ও খোরাছানের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ঐ সময় আমীর নামক জনৈক আরব মার্ভ হইতে কাবুলে উপস্থিত হন এবং দ্বাদশ সহস্র লোককে ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ৬৭২ খৃঃ অব্দে জেয়াদ বছরা নগরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তৎপরে তদীয় পুত্র আব্দুল্লাকে কুফার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করা হয়। আব্দুল্লা সৈন্য সহ পারশ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন এবং মাওয়ারুন্নাহার (Transoxiana) অধিকার করেন। তৎপরে তিনি পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া ছলিম-বেন-জুবার উপর খোরাছানের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বছরাভিমুখে যাত্রা করেন। ৬৭৮ খৃঃ অব্দে খলিফা মাবিয়া ছলিমের স্থানে সাদ্-বেন-ওছমানকে খোরাছানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

মাবিয়ার রাজত্বকালে মোছলেম সাম্রাজ্য ১০টী প্রদেশে বিভক্ত ছিল:— (১) ছিরিয়া (ইহা ৪টী সামরিক জেলায় বিভক্ত), (২) ইরাক (কুফাসহ),

(৩) বছরা (ছিস্তান, খোরাছান, বাহ্‌রায়েন ও ওমান সহ), (৪) আর্ম্মেনিয়া, (৫) মক্কা, (৬) মদিনা, (৭) ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশ, (৮) ইফ্রিকা, (৯) মেছর, (১০) এয়মন। ইঁহার শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনভার ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা সাধারণ কোষাগারে কিয়ৎ পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করিয়া অবশিষ্ট স্বয়ং ভোগ করিতেন। ইনি দামেস্কে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বীয় শরীর রক্ষার জন্য প্রহরী নিয়োগ প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা দ্বারা দেওয়ান-উল্-আখ্‌তাম (Seals office) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে খলিফার আদেশ রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইত। মাবিয়া রাজ্য মধ্যে পারশিক ও রোমকদিগের অনুকরণে ডাক বিভাগের সৃষ্টি করেন।

মাবিয়ার সময় পূর্ব্ব আফগানিস্থান মোছলেমগণের হস্তগত হয় এবং গ্রীসের কয়েকটী দ্বীপও মোছলেম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৭৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মোছলেমগণ গ্রীক রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সফলকাম হয় নাই। ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ কনষ্টাণ্টাইনের সহিত ৩০ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হয়।

৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মাবিয়া স্বীয় পুত্র এজিদকে খলিফাপদে মনোনয়ন করেন। শাম ও ইরাকের দলপতিগণ দামেস্কে সমবেত হইয়া এজিদকে তদীয় ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে মাবিয়া হেজাজের লোকদিগের মতগ্রহণ করিবার জন্য মদিনায় যাত্রা করেন। অনেকেই তাঁহার মতে মত দিল, কিন্তু এমাম হোছায়ন, খলিফা হজরত ওমরের পুত্র আবদুল্লা, হজরত আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান ও জোবায়েরের পুত্র আবদুল্লা কোন ক্রমেই এজিদকে খলিফা স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। এমাম হোছায়ন এই উপলক্ষে মাবিয়াকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—"আপনি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া

ছিলেন যে, যদি আমি আপনার প্রতি শত্রুতাচরণ করি, আপনিও আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন। বেশ, আপনার যেরূপ ইচ্ছা আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করুন। ইহলোকের স্বার্থ ও রছুলের শিষ্যবর্গের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে আমার মতে আপনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাই সঙ্গত। যদি আমি ইহা করিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্মের কাজ করা হইবে, কিন্তু যদি অসমর্থ হই, তবে প্রার্থনা করি, আমার অক্ষমতার জন্য যেন খোদাতালা আমাকে ক্ষমা করেন। তাঁহারই মর্জ্জির উপর আমার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছি। আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠ হাজর ও তাঁহার সঙ্গিগণকে বিনাদোষে হত্যা করিয়াছেন। আপনি ধর্ম্মভীরু আমার-এবনে-হামিদকে নিহত করিয়াছেন। দোহাই আল্লার, আপনি মোছলেম বলিয়া পরিচিত হইবার কার্য্য করেন নাই। আপনি খোদাতালার নামে কলঙ্ক আনিয়াছেন; আপনি চিরকাল ধার্ম্মিকগণের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছেন। খোদাকে ভয় করুন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করেন নিশ্চয় জানিবেন। মনে রাখিবেন যে, মিথ্যা দোষারোপ করিয়া লোকদিগকে হত্যা করিবার জন্য খোদাতালা আপনাকে ক্ষমা করিবেন না। আপনি একটী মদ্যপায়ী বালককে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, ইহা দ্বারা আপনার প্রজাবর্গের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হইবে। আপনি ক্ষমার উপযোগী হইবেন না।"

মাবিয়া ৬৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর এজিদ্ নির্ব্বাচন অপেক্ষা না করিয়াই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

এমাম হোছায়েন :—এমাম হোছায়েন এজিদকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তদীয় চরিত্রদোষহেতু তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া ধর্ম্মের

পোষকতা করাকেই তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করিতেন। সুতরাং যখন এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না এবং নিরাপদ হইবার জন্য মদিনা পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় জোবায়েরের পুত্র আবদুল্লা মক্কার অধিপতি। আবদুল্লার ভ্রাতা আমরের নেতৃত্বে এজিদ আবদুল্লাকে দমন করিবার জন্য যে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবদুল্লা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া কতকটা নিরাপদে মক্কায় প্রভুত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং এমাম হোছায়ন আপাততঃ তথায় বাস করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কুফার অধিবাসিগণ তাঁহাকে ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। এমাম হোছায়ন প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য মোছলেম নামক জনৈক আত্মীয়কে তথায় প্রেরণ করেন। মোছলেম পৌছিবামাত্র কুফাবাসিগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে অঙ্গীকার করিল। তৎপরে মোছলেম এমাম হোছায়নকে আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ইত্যবসরে ইরাকের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা ওবায়দুল্লা-বেনে-জেয়াদ মোছলেমকে বধ করিয়াছিল। এমাম হোছায়ন মোছলেমের পরামর্শানুসারে কুফার উদ্দেশে যাত্রা করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ কুফাবাসিগণের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষেধবাক্য গ্রাহ্য না করিয়া তিনি কয়েক জন আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বাসী অনুচর এবং পরিবারস্থ শিশুসন্তান ও মহিলাগণ সহ ৬৮০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কুফাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এমাম হোছায়ন মোছলেমের হত্যার বিষয় অবগত হইলেন। ওবায়দুল্লা হেজাজ হইতে ইরাক পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যদলের অধ্যক্ষ তাঁহাকে জানাইল যে, তিনি ওবেদুল্লা কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। তখন এমাম হোসায়িন অল্পক্ষণের

মধ্যে জানিতে পারিলেন যে, কুফাবাসিগণ ওবেদুল্লার ভয়ে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছে। এই সময়ে উম্মীয়া শাসন-কর্ত্তা (ওবায়দুল্লা) হোছায়নকে বশ্যতা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ফোরাত নদীর পথ বন্ধ করিয়া দিলেন; কিন্তু হোছায়ন নির্ভীকচিত্তে তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কুফার অধিবাসিগণ মোছলেমের হত্যা হেতু উম্মীয়গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে; কিন্তু কুফাবাসিগণ ওবায়দুল্লা কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিল। ইরাকে পৌঁছিয়া কুফার প্রতিশ্রুত সৈন্যগণকে না দেখিয়া তিনি শত্রুদিগের চক্রান্ত এবং কুফাবাসিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা উপলব্ধি করিয়া মহররম মাসের প্রথমাংশে ইউফ্রেতিস নদীর পশ্চিম কূলে কুফার ২৫ মাইল উত্তরে কারবালা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

কারবালা—৬৮০ খৃঃ অব্দের ১০ই অক্টোবর কারবালা প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের আয়োজন হইল। ওমর-বিন্‌-ছায়াদ ৪০০০ সৈন্য লইয়া ওবায়দুল্লা-বিন্‌-জেয়াদের পক্ষে কারবালা ভূমিতে উপনীত হইল।

হোছায়ন উম্মীয় বংশীয়দিগের ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিঃসহায় শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি, আমাকে সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দাও, যদি তাহাতে সম্মত না হও, তবে দামেস্কে এজিদের সম্মুখীন হইয়া আমাকে কথা বলিতে দাও; যদি তাহাতেও রাজি না হও, তবে ইছলাম শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে লড়িতে দাও।" সেনানায়ক তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ শোমারকে আদেশ দিলেন, "কালবিলম্ব না করিয়া তুমি হোছায়নকে মৃত কি জীবিত অবস্থায় কুফায় লইয়া আইস।" ইমাম হোছায়ন জীবনের শেস মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; শিশু ও মহিলা-

দিগের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এমাম হোছায়নের ভ্রাতুষ্পুত্র কাছেম (যাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছিল) সর্ব্বাগ্রে নিহত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে বর্শার আঘাতে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে শত্রুগণ দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমাম হোছায়ন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া জলান্বেষণে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু শত্রুদিগের তীর বর্ষণ হেতু পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে শত্রুগণ ক্রোড়স্থ শিশুটিকে তীরবিদ্ধ করিল। তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সকলেই শত্রুহস্তে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শত্রুদিগের নির্ম্মম ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি একাকী শিবির দ্বারে আসীন ছিলেন। একটী স্ত্রীলোক তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণার্থ পানি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহা পান করিবার উদ্যোগ করিতেই একটা বর্শা আসিয়া তাঁহার মুখে আঘাত করিল। তৎপরে জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া তিনি আর একবার শত্রুগণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু রক্তক্ষয় হেতু দুর্ব্বলতা বশতঃ হঠাৎ ভূপতিত হইলেন। অমনি শত্রুগণ মরণোন্মুখ ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিল। পাপাত্মা শোমার তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। অশ্বারোহিগণ তাঁহার দেহ পদদলিত করিয়া বিশেষ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই দারুণ শোচনীয় ঘটনা মহররম মাসের ১০ই তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। মহাপুরুষের পরিবারবর্গের উপর যে ভয়ানক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সমগ্র জগতে তাহার উপমা বিরল। পুরুষদিগের মধ্যে এমাম বংশে জয়নাল আবেদিন ওরফে আলী মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। শত্রুগণ নিঃসহায় মহিলা ও এতিম শিশুগণের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করে নাই। সত্তরটী দেহহীন মুণ্ডের সহিত তাঁহাদিগকে ওবায়দুল্লার নিকট প্রেরণ করা হইল। যখন মুণ্ডগুলি ওবায়দুল্লার নিকট উপস্থিত করা হইল, তখন দর্শকবৃন্দের মধ্যে হাহাকার রব উঠিল। শত্রুগণের নৃশংস ব্যবহারে

সকলে স্তম্ভিত হইল। ওবায়দুল্লা এমাম হোছায়নের সহোদরা ও মৃতাবশিষ্ট পুত্র এবং কন্যাগণকে এমাম হোছায়নের ছিন্ন মস্তক সহ দামেস্কে এজিদের নিকট প্রেরণ করিল। মহিলা ও শিশুদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিরাপদে মদিনায় পাঠাইবার জন্য এজিদ উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলেন। কারবালার অধিবাসিগণ এমাম হোছায়ন ও তদীয় অনুচরবর্গের ছিন্ন দেহাংশ কবরস্থ করিল। এক্ষণে ঐ সমাধিস্থান সমগ্র মোছলেম জগতের পরম পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। এমাম হোছায়নের ছিন্ন মস্তক দামেস্ক হইতে মদিনা এবং তথা হইতে কায়রো নগরে নীত হইয়া সমাহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এই স্থানও মোছলেম জগতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

এমাম পরিবার মদিনায় পৌঁছিবামাত্রই ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলে হায় হোছায়ন! হায় হোছায়ন! বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে কোলাহল পড়িয়া গেল।*

* মহাত্মা এমাম হোছায়েনের মৃত্যুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যখন মহাত্মা এমাম হোছায়েন মোছলেম সৈন্যগণের নেতৃত্বপদ গ্রহণপূর্ব্বক কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইরাকবাসিগণ মহাত্মা এমাম হোছায়েনের নিকট পবিত্র ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে বলিয়া তাঁহাকে তাহাদের দেশে শুভাগমন করিবার জন্য বারংবার সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়। তদনুসারে তিনি ইরাক প্রদেশে গমনকালে পথিমধ্যে ইউফ্রেতিস নদীর দক্ষিণ তীরে ইহুদীবংশোদ্ভব গুপ্তঘাতক শীমার কর্ত্তৃক নিহত হন।

যে সকল ইতিবেত্তা কারবালায় বিষাদপূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন যে, যে মহাত্মা এমাম হোছায়েন পার্থিব ভোগ-সুখ-বিরত, সদানন্দ ও নিরাকাঙ্ক্ষ অলি ও সুফিদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মগুরু ও নেতা, তিনিই কি কখন পার্থিব অকিঞ্চিৎকর ধনৈশ্বর্য্য ও ক্ষমতালাভের আশায় প্রলুব্ধ হইতে পারেন? এবং যে সিংহাসন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মভীরু মহাত্মা এমাম হাছান ৪১ হিজরীতে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন পুনঃ লাভের আশায় তিনি সুনিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী ও রাজদ্রোহিদিগকে চালিত করিবার জন্য স্বীয় হুজরা ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস

এজিদ ৬৮০—৬৮৩ খৃঃ অঃ।—এজিদের রাজত্ব কালে কাবুল নৃপতি খালেদ তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করেন, সুতরাং তিনি পদচ্যুত হন। তিনি সপরিবারে ও বহুসংখ্যক আরব অনুচরসহ ছোলায়মান পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কন্যাকে জনৈক আফগান সর্দ্দারের সহিত বিবাহ দেন। উক্ত আফগান জামাতা এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ইছলাম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁহার এক, পুত্র হইতে লোদীবংশ এবং অন্য পুত্র হইতে শূরবংশের উৎপত্তি হয়।

কারবালার নিষ্ঠুর কাণ্ডের পর হইতে উম্মীয় বংশের উপর সকলের বিশেষ ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মিয়াছিল। তাহার ফলে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জোবায়েরর পুত্র আবদুল্লা আপনাকে এমামোল মোছলেমিন বলিয়া ঘোষণা করিলে এজিদও বিদ্রোহ দমনের জন্য বহু সৈন্য নিযুক্ত করেন। সৈন্যগণ ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পবিত্র মদিনা শরিফ আক্রমণ এবং পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে মক্কায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র কাবাগৃহ আক্রমণ করে। ৩১শে অক্টোবর কাবাগৃহ ছিরিয়া দেশীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে এজিদের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সমগ্র রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলার

করা বা বলা কি কোনক্রমেই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের শাসনকালে পারস্যরাজ্য মোছলমানদের করতলগত হইলে শেষ পারস্যরাজদুহিতা শাহার বানু বন্দিনী হইয়া মদিনায় প্রেরিত হন। সেই সময়ে তাঁহার সহিত এমাম হোছায়েনের শুভ বিবাহ হয়। সেই বিবাহের ফলস্বরূপ তাঁহার গর্ভে এমাম জয়নাল আবেদিনের জন্ম, হয়। কোন কোন লেখকের মতে এমাম হাছানের ও এমাম বংশের সমস্ত সন্তান সন্ততি কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দ্দয়রূপে নিহত হন এবং পীড়িত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া এমাম বংশের কেবলমাত্র মহাত্মা হোছায়েন-তনয় সৈয়দ জয়নাল আবেদিন রক্ষা পান। কিন্তু কাদেরিয়া সুফি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা আমাদের সর্ব্বজনমান্য জনাব হজরত শেখ আবদুল কাদের মহিউদ্দিন হাছানী জিলানী (রজিঃ) সাহেব এমাম হাছানের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের বংশ এমাম হাছান হইতে গণনা করিয়া আসিতেছেন। ইহার সামঞ্জস্য করা কষ্টসাধ্য।

সৃষ্টি হইল এবং আবদুল্লা-বিন্-জোবায়ের আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিয়া মক্কায় প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন স্থাপন করেন এবং কাবাগৃহের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন। এজিদ স্বীয় রাজত্বের প্রথম বর্ষে হোছায়নকে হত্যা করেন, ২য় বর্ষে মদিনা নগরী লুটপাট করেন এবং তৃতীয় বর্ষে কাবার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। কনষ্টান্টি-নোপলের নিকটবর্ত্তী সাইজিকস দ্বীপ সাত বৎসর যাবৎ মোছলেম সেনার আবাস স্থান ছিল। এজিদের সময়ে ইহা মোছলেমদিগের হস্তচ্যুত হয়।

এজিদের মৃত্যুর পর কয়েকটী বিরোধী দলের উদ্ভব হয়। এক দল হজরত আলির উত্তরাধিকারিগণের পক্ষাবলম্বন করে। অপর দল [ইহা-দিগকে খারিজি বলা হয়] বংশপরম্পরা খেলাফতের দাবী অমান্য করিয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকে। শিয়াশ্রেণী ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিল যে, আঁ হজরতের বংশধরগণই কেবল খেলাফত পাইবার অধিকারী। ইহারা উম্মীয় বংশীয়দিগকে খেলাফতের অনধিকারী বলিয়া ঘোষণা করে।

২য় মাবিয়া ৬৮৩ খৃঃ অঃ। এজিদের পর ২য় মাবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ছয় মাস পরে তিনি আপনাকে খলিফা পদের অনুপযুক্ত মনে করিয়া স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন।

১ম মারোয়ান ৬৮৪—৬৮৫ খৃঃ অঃ।—তৎপরে হাকেমপুত্র ১ম মারোয়ান এক বৎসরের জন্য খলিফা পদে অভিষিক্ত হইলেন।

আব্দুল মালেক ৬৮৫—৭০৫ খৃঃ অঃ।—মারো-য়ানের পর তদীয় পুত্র আবদুল মালেক ২১ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করিয়া হস্তচ্যুত স্থানগুলি পুনরায় অধিকারে আনিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শোমার ও ওবায়দুল্লা প্রভৃতি ইমাম হোছায়নের হত্যাকারিদিগকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করা হয়। আল্মোখ্তার

নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এজিদের বিরুদ্ধবাদিগণ কারবালাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রাণ বিনাশ করা হয়। কিয়দ্দিবস পরে আব্দুল মালেক ইরাক প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ইরাকের খারিজিগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া হাজ্জাজকে শান্তিস্থাপনের জন্য ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি বহু চেষ্টার পর খারিজিগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ হাজ্জাজ খলিফা কর্ত্তৃক খোরাছান ও ছিস্তানের শাসক নিয়োগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি ওবায়দুল্লা-বিন্‌-আবুবকরকে ছিস্তানের এবং মোহালেবকে খোরাছানের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ওবায়দুল্লা কাবুল নৃপতির সম্মুখীন হইয়া পরাস্ত হন। তজ্জন্য হাজ্জাজ ওবায়দুল্লাকে স্থানান্তরিত করিয়া আবদুর রহমানকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয় এবং ৭০২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে হাজ্জাজ জয়ী হন। বিদ্রোহদমনের পর হইতে তিনি নিরাপদে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহারই জামাতা মোহাম্মদ-বিন্‌-কাছেম পরবর্ত্তী খলিফার রাজত্বকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সিন্ধুদেশে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন।

হাজ্জাজ যখন ইরাকের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, তখন খলিফা আব্দুল মালেক গ্রীকদিগের সহিত বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। ৬৯২ খৃষ্টাব্দে ২য় জাষ্টিনিয়ান এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকা লইয়া শত্রুতা আরম্ভ করেন। মোছলেমগণ গ্রীকদিগকে হঠাইয়া এশিয়া মাইনরের সীমান্ত প্রদেশ এবং আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত আমিদ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তৎপরে আব্দুল মালেক বহু সৈন্যসহ হাছান-বেন-নোমানকে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। তিনি কার্থেজ উপকূল অধিকার করিয়া গ্রীক সৈন্যগণকে দুর্গ হইতে বিতাড়িত করেন। হাছানের মৃত্যুর পর গ্রীকগণ পুনরায় উপকূলভাগ অধিকার করেন। মেছরের শাসনকর্ত্তা

মুছা কার্থেজ পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ পুনরধিকার করিয়া গ্রীকগণকে চিরতরে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। আব্দুল মালেকের রাজত্ব-কালে মুছা ছিছিলিতে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে মোছলেম ক্ষমতা বহুদূরদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ই দামেস্ক খলিফাগণের উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল। ঐতিহাসিক হার্ম্মসওয়ার্থ বলেন যে, এই সময়ে সমগ্র ইয়ূরোপ মোছলেম শক্তির ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের সম্মুখে কোন শক্তি অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। কনষ্টাণ্টিনোপল ও ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপগুলি মোছলেম তরবারি দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আব্দুল মালেকের রাজত্বকালে ৬৯২ খৃষ্টাব্দে আব্দুল্লা-বেন্-জোবায়েরের মৃত্যু হয় এবং তদবধি আব্দুল মালেক বিনা বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এই খলিফার সময়ে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমক মুদ্রার পরিবর্ত্তে আরবীয় মুদ্রা প্রচলিত হয়।

১ম অলীদ—৭০৫—৭১৫ খৃঃ অঃ।—আব্দুল মালেকের মৃত্যুর পর অলীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হাজ্জাজকে স্থায়ীভাবে ইরাকের এবং পিতৃব্যপুত্র ওমর-বিন্-আব্দুল-আজিজকে মদিনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অলীদের রাজত্বকালে বোখারা, খারীজান ও মাওয়ারুন্নাহার (Transoxiana) ও চীনের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত মোছলেম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহারই সময়ে মোহাম্মদ-বিন্-কাছেম সিন্ধুদেশ ও মুলতান আক্রমণ করেন। খলিফা অলীদের সেনাপতিগণ আর্ম্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনর প্রদেশে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ইফ্রিকার শাসনকর্ত্তা মুছা-বেন-নাছির মরক্কো, ফেজ ও টাঞ্জিয়ার অধিকার করেন এবং সেনাপতি তারেখকে টাঞ্জিয়ার ও পশ্চিম আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে মরিটোনিয়া স্পেনরাজ

উইটিজার অধীন ছিল। জুলিয়ান নামক জনৈক খৃষ্টান গভর্ণরের উপর ইহার শাসনভার ন্যস্ত ছিল। উইটিজার মৃত্যুর পর তারেখ স্পেন আক্রমণ করেন। মুছার জনৈক সেনাপতি ছিছিলিতে অবতরণ করিয়া ছাইরা-কিউজ ধ্বংস করেন। খলিফা অলীদের রাজত্ব ইছলামের ইতিহাসে একটী গৌরবের বিষয়। তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ দামেস্ক মছজেদ সুসজ্জিত হইয়াছিল। তিনি কুষ্ঠাশ্রম, দরিদ্র, অন্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ছোলায়মান ৭১৫—৭১৭ খৃঃ অঃ।—অলীদের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা ছোলায়মান তৎপদে অভিষিক্ত হন। উহার কয়েক দিবস পরেই প্রসিদ্ধ হাজ্জাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ছোলায়মান হাজ্জাজের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তিনি তদীয় পরিবারস্থ লোকদিগের উপর বিশেষ নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে হাজ্জাজের পিতৃব্য পুত্র মোহম্মদ-বিন্-কাছেমকে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার পদ হইতে বিচ্যুত করেন, তৎপরে ছোলায়মান কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৭১৫ অঃ অব্দে রোমক রাজ্যে অশান্তির কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ছোলায়মান ইছলামের শত্রু গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযান প্রেরণে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮০০ জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া মোছলেম সৈন্যসহ মোছলেমার নায়কত্বে এশিয়া মাইনর উপকূলে প্রেরিত হইল। মোছলেম নৌবাহিনী খাদ্যসামগ্রীর অভাবে বিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিল।

২য় ওমর—৭১৭—৭২০—খৃঃ অঃ।—ইতিমধ্যে খলিফা ছোলায়মানের মৃত্যু হওয়ায় পরবর্ত্তী খলিফা ওমর-বেন্-আব্দুল-আজিজ মেছর হইতে ৪ সহস্র সৈন্য কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু মোছলেম সৈন্য দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। মাত্র অতি অল্প

সংখ্যক লোক এশিয়া মাইনরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। খলিফা ২য় ওমর অতি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনায় বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে আব্বাছ বংশীয়গণ সাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

২য় এজিদ ৭২০—৭২৪ খৃঃ অঃ।—৭২০ খৃঃ অব্দে খলিফা ২য় ওমরের মৃত্যু হয় এবং আব্দুল মালেকের পুত্র ২য় এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে ইরাকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি উহা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হেশাম ৭২৪—৭৪৩ খৃঃ অঃ।—২য় এজিদের মৃত্যুর পর আবদুল মালেকের অন্য পুত্র হেশাম খলিফার পদে অভিষিক্ত হন। তিনিও ২য় ওমরের ন্যায় অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও বিলাস পরাঙ্মুখ ছিলেন। হেশাম এমনবাসিদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। উহার ফলে কোরায়েশগণ খলিফার উপর রোষান্বিত হয়। আব্বাছবংশীয়গণ এই সুযোগে উম্মীয়াবংশের ধ্বংস সাধনে উদ্যোগী হয়। কুফা ও সমগ্র ইরাকে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয়। খোরাছানেও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ভারতের যে সকল রাজ্য ২য় ওমরের শাসনকালে ইছলামের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। খলিফা হেশাম যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাবৎকালই তিনি রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ৭৩২ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলের ভাবী সম্রাট কনস্তাণ্টাইন মোছলেমগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হন। তৎপরে মোছলেমগণ পরাস্ত হয়। আফ্রিকার বার্ব্বারগণ নানা প্রকার উপদ্রব সংঘটন করে। স্পেনের শাসনকর্ত্তা আম্‌বাছা পিরেনিজ অতিক্রম করিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, উহারা কারকাছন (Carcassine) ও নাইমিছ (Nimes) অধিকার করে। আম্‌বাছার মৃত্যুর পর আব্দুর রহমান

গ্যাসকোনী (Gascony) নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ লাভ করেন। তৎপরে মোছলেমগণ ডিউকেন্দেছ (Dukendes) কে পরাস্ত করিয়া বোর্দ্দো অধিকার করে এবং লয়াড নদী পর্য্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স করায়ত্ত করে। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে পইটিয়াসের নিকট বিষম যুদ্ধ সংঘটিত হইলে উহার ফলে মোছলেমগণ স্পেনে হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। দুই বৎসর পরে স্পেনের নূতন শাসনকর্ত্তা ওক্‌বা-বেন্‌-হাজ্জাজ ফ্রান্সে পুনঃ প্রবেশ করেন এবং বার্গাণ্ডি পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপরে আফ্রিকার বার্ব্বারগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্পেনেও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে মোছলেমগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাধা প্রাপ্ত হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হেশাম ২২ বৎসর রাজত্বের পর পরলোকগমন করেন।

২য় অলীদ ৭৪৩—৭৪৪ খৃঃ অঃ ও ৩য় এজিদ— ৭৪৪—৭৪৫ খৃঃ অঃ।—অতঃপর উম্মীয় রাজত্বের অবনতির সূত্রপাত হইতে থাকে। ২য় অলিদ ও ৩য় এজিদের শাসনকালে মোছলেম সাম্রাজ্যের ক্রমিক পতন আরম্ভ হয়।

ইব্রাহীম ৭৪৫ খৃঃ অঃ ও ২য় মারোয়ান ৭৪৫—৭৫৩ খৃঃ অঃ।—খলিফা ৩য় এজিদের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা ১ম ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২য় মারোয়ান (মোহাম্মদ-বিন-১ম মারোয়ান) বহু সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ছিরিয়ায় প্রবেশ করিয়া খলিফা ইব্রাহিমের সেনাপতিদিগকে একে একে পরাস্ত করেন এবং দামেস্কে উপস্থিত হইয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইব্রাহিম তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইত্যবসরে আবু মোছলেম উম্মীয় বংশের বিরুদ্ধে রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। ইনি খোরাছানে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। এই সময়ে খারিজি সম্প্রদায় ও আলীর বংশধরগণ পরস্পর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত ছিল।

আবু মোছলেম উহাদিগকে কৌশলক্রমে হস্তগত করেন। ইহার ফলে সমগ্র ছিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ইরাক মারোয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইব্রাহিমের প্ররোচনায় আবু মোছলেম বিশাল সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে লাগিল। ২য় মারোয়ান এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া ইব্রাহিমকে বন্দী করিলেন; কিন্তু ইব্রাহিম মোছলেমকে উত্তেজিত করিতে বিরত হন নাই। মোছলেম খোরাছানের রাজধানী মার্ভ আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য শাসনকর্ত্তাকে বিতাড়িত করিলেন। ইহাতে ২য় মারোয়ান ক্রোধপরবশ হইয়া ইব্রাহিমকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা আবুল আব্বাছ এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ লইবার মানসে বদ্ধপরিকর হইলেন।

উম্মীয় বংশের অবসান—আবুল আব্বাছ স্বয়ং মার্ভে উপস্থিত হইয়া এক মহতী সভা আহ্বান করেন। আবু মোছলেম তথায় আব্বাছের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক সমবেত লোকদিগের নিকট অতি ওজস্বিনী ভাষায় সাহায্য প্রার্থনা করেন। খারিজি সম্প্রদায়, আলীর বংশধর ও স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলেই একবাক্যে আব্বাছের বশ্যতা স্বীকার করিল। আব্বাছ আপনাকে সর্ব্বসমক্ষে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সংবাদে মারোয়ান ভীত হইয়া হারানে প্রস্থান করেন, কিন্তু শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হওয়ায় তিনি ক্রমে এমেছা, দামেস্ক, প্যালেষ্টাইন ও অবশেষে মেছরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুগণ তথায়ও তাঁহার অনুসরণ করায় তিনি অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে মেছরবাসিদিগের গির্জ্জায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানে জনৈক আততায়ী হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে উম্মীয় বংশের অবসান এবং আব্বাছ বংশের অভ্যুদয় হয়। হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্য হজরত আব্বাছ হইতে এই বংশের নামকরণ হয়।

উম্মীয়বংশীয় খলিফাগণ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে

করিতেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এমাম হোছায়নের শোকাবহ বিয়োগের পর হইতে লোকের সহানুভূতি আঁ হজরতের বংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি পুনরুদ্দীপিত হইল। উম্মীয় বংশ তাঁহাদের হন্তা বলিয়া ঘোষিত হইল। সকলেই আব্বাছীয়দিগকে আঁ হজরতের উত্তরাধিকারী বিধায় খেলাফতের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এজিদের মৃত্যুর পর আব্বাছবংশীয় ব্যক্তিগণ উম্মীয় বংশীয় লোকদের বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। উম্মীয় বংশীয়গণের রাজত্বকালে মোছলেম সাম্রাজ্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে আফ্রিকার উত্তর ভাগস্থ দেশগুলি মোছলেমদিগের অধিকারে আসিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মোছলেমগণ ইউরোপেও রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। ১ম অলীদের রাজত্বকালে স্পেন অধিকৃত হইয়াছিল এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে মোছলেম রাজত্ব পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মাবিয়া হইতে ২য় মারোয়ান পর্য্যন্ত উম্মীয় বংশীয়গণ ৬৬১—৭৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে আব্বাছীয় ও উম্মীয় বংশীয়গণের মধ্যে মনোবাদের সূত্রপাত হইয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পরিণামে আব্বাছীয়গণ জয়লাভ করেন। ১ম আব্বাছীয় খলিফা আবুল আব্বাছের রাজত্বকালে উম্মীয় বংশীয় লোকগণকে হত্যা করা হয়। কেবলমাত্র হতাবশিষ্ট আব্দুর রহমান স্পেনে পলায়ন করেন এবং কর্ডোভা নগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি ও ইঁহার বংশধরগণ ৭৫৫—১০২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্পেনে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

আব্বাছীয় বংশ ৭৫০—১২৫৮ খৃঃ অঃ

আবুল আব্বাছ ৭৫০—৭৫৪ খৃঃ অঃ।—খলিফাগণের মধ্যে আব্বাছীয় বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আঁ হজরতের পিতৃব্য হজরত

আব্বাছ হইতে এই বংশের উৎপত্তি। বাগ্দাদ ইঁহাদের রাজধানী ছিল। ইঁহারা দামেস্কের উম্মীয় বংশীয় খলিফাদিগের স্থান অধিকার করেন। উম্মীয় বংশ অপেক্ষা আব্বাছীয় বংশের সহিতই হজরত মোহম্মদের (দঃ) ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবুল আব্বাছ খলিফা উপাধি ধারণ করিয়া উত্তরাধিকারিত্ব দাবী করেন। ইনি দেওয়ান-উল-খেরাজ (রাজস্ব সচিব) পদ সৃষ্টি করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর (উজির) হস্তে সাধারণ রাজকার্য্য-ভার অর্পণ করেন। উম্মীয় বংশীয়দিগের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয় নাই। খলিফা রাজির পর হইতে এই পদ "আমীর-উল্-ওমরা" নামে অভিহিত হয়। আবুল আব্বাছ ৭৫০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আঁ. হজরতের বংশধরগণের গৌরব ঘোষণা করেন এবং উম্মীয় বংশকে প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করেন। ইঁহারই আদেশানুসারে উম্মীয় বংশের ধ্বংস সাধন করা হয়। ধ্বংসাবশিষ্ট আবদুল রহমান স্পেনে পলায়ন করিয়া তথায় স্বতন্ত্র খেলাফত্ প্রতিষ্ঠা করেন। এই খেলাফত কর্ডোভার খেলাফত নামে অভিহিত।

আবুজাফর-আল-মনছুর—৭৫৪—৭৭৫ খৃঃ অঃ

আবুল আব্বাছের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা আবু-জাফর-আল-মনছুর ৭৫৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও আবুল আব্বাছের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাগ্দাদ নগরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ৭৬২ খৃঃ অব্দে তিনি তথায় খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করেন। মাবিয়ার সময় হইতে এযাবৎ দামেস্কেই খলিফাগণের রাজধানী ছিল। খলিফা মনছুর ইরাক ও শাম উভয় দেশবাসীকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। পারস্যের ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া তিনি দামেস্ক হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। বাগ্দাদ প্রাচীন নিনেভী ও বাবিলনের গৌরব রক্ষার্থ বিশেষরূপে সুসজ্জিত হইল। মনছুরের

শাসন সময়ে বাগদাদ সমগ্র পৃথিবী মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিবিধ স্থানের শত্রুদিগকে দমন মানসে খোরাছান হইতে তুর্কীদিগকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশের জন্য প্রলুব্ধ করিলেন এবং পারশিকগণকে হস্তগত করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি সাধারণের অভিযোগ গ্রহণের জন্য উজিরের পদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফ্রিকায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; ইহার পর হইতে আফ্রিকা নামে মাত্র খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিত। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনে উম্মীয়বংশের স্বাধীন খেলাফত স্থাপিত হয়। মনছুর গ্রীকদিগের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে খলিফার আত্মীয়া দুইজন মহিলাও ছিলেন। সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন বহু সেনা সহ অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। ৭৭৫ খৃঃ অব্দে মনছুর হজ করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার মৃতদেহ মক্কা নগরীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হয়। তিনি অসাধারণ উদ্যমশীল, দৃঢ়চেতা ও রাজনীতিকুশল সম্রাট ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মোছলেমদিগের সুখ শান্তি প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মেহেদী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মেহেদী ৭৭৫—৭৮৫ খৃঃ অঃ।—সম্রাট মেহেদী এক বৎসরের মধ্যেই হজ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কথিত আছে যে, খলিফার জন্য মক্কা নগরী পর্য্যন্ত উষ্ট্রপৃষ্ঠে বরফ আসিত। অনেক কাল পরে সম্রাট মেহেদী বহু অর্থব্যয়ে কাবার গেলাফ (আচ্ছাদন বস্ত্র) পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন এবং মক্কাবাসিদিগকে যথেষ্ট উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মক্কা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া তথাকার মছজেদের আয়তন বৃদ্ধি করেন। সদাশয় মেহেদী

মদিনাবাসিগণের প্রতিও যথেষ্ট দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি দরিদ্র তীর্থযাত্রিদিগের কষ্টে ব্যথিত হইয়া তাহাদের সুবিধার জন্য প্রতি মঞ্জেলে যেখানে জলাশয়ের অভাব ছিল, সেই খানেই নূতন কূপ খননের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি নূতন সরাই প্রস্তুত করিয়া দেন। তাঁহার রাজত্বকালে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিয়াছিল। রাজ্যে নানাবিধ উন্নতিও সংসাধিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে সাম্রাজ্যের আয়তনও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চীন সম্রাট, তিব্বতাধিপতি এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। দশ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত রাজত্ব করার পর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে তৎপুত্র হাদী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হাদী ৭৮৫—৭৮৬ খৃঃ অঃ।—পিতার মৃত্যুর পর হাদী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এক বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন নাই।

হারুণ-অর-রশিদ ৭৮৬—৮০৯ খৃঃ অঃ।—হাদীর পর হারুণ-অর-রশিদ আবু জাফর ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অতি দক্ষতার সহিত ইছলামের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াপদ্ধতি প্রতিপালন করিতেন। সম্রাট প্রতিদিন বহুবার নামাজ আদায় করিতেন এবং বহু অর্থ দান করিতেন। তিনি দশ বার হজ্জ সম্পাদন করেন এবং প্রত্যেকবারই দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। হারুণ আব্বাছীয় বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খলিফা। ৮০৯ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর রাজত্বের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হারুণের রাজত্বকালে খৃষ্টীয়রাজ চার্লস-দি-গ্রেট (Charles the Great) এবং য়িহুদীগণ তৎসমীপে রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের তীর্থস্থানের সৌষ্ঠব সাধন ও বাণিজ্যের সুবিধা বিধানের জন্য প্রার্থনা করেন। অপর

কোন খলিফা তাঁহার ন্যায় দক্ষতা, কার্য্যক্ষমতা, রাজনীতিজ্ঞান ও সমর-কুশলতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। বিভিন্ন দেশ হইতে দলে দলে বিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যাচর্চ্চার জন্য তদীয় দরবারে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার সময়ে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা এবং ট্রান্সক্সিয়ানা (Transoxiana) হস্তচ্যুত হইলেও তিনি অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি আগ্‌লাম পুত্র গালেবকে করদরাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং ৮০০ খৃষ্টাব্দে কাররোয়ানে আগ্‌লাবুঃ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফেজে ইদ্রিছ বংশের অভ্যুত্থান হয়। হারুণ-অর-রশিদের প্রশংসাবাদ প্রতীচ্য পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। তদীয় রাজত্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্রাটগণের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিষ্ঠাবান কবি ও বিদ্যাবুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে মোছলেমগণ বিবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ইয়ূরোপ বিস্মিত হইয়াছিল। কেবল মাত্র বাগ্দাদই যে মোছলেম শিক্ষার কেন্দ্র ছিল তাহা নহে, প্রধান প্রধান সকল সহরই শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। যখন ইয়ূরোপ নানা বিবাদ বিসম্বাদে ধ্বংসপ্রায় হইতেছিল, যখন টিউটন জাতি দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতেছিল, তখনও মোছলেম শিক্ষা আদর্শস্থানীয় ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, কেবল মাত্র মোছলেম শিক্ষা ও সভ্যতাই ইয়ূরোপীয় সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যখন উম্মীয় নৃপতিগণ স্পেন অধিকার করিয়াছিলেন, তখন ফ্রাঙ্ক নৃপতি আব্বাছীয় খলিফার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন। খলিফা হারুণের দরবারে খৃষ্টীয় সম্রাটগণ উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করিতেন।

আমীন ৮০৯—৮১৩ খৃঃ অঃ।—৮০৯ খৃষ্টাব্দে আমীন

খলিফা পদে অভিষিক্ত হইলেন। ভ্রাতা মামুনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে।

আবদুল্লা-আল-মামুন ৮১৩—৮৩৩ খৃঃ অঃ।— আমীনের মৃত্যুর পর আবদুল্লা-আল-মামুন ৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশে নানাপ্রকার বিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত দমন করিতে সমর্থ হন। মামুন্ খোরাছানের শাসনভার তদীয় সেনাপতি তাহেরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহের তথায় অর্দ্ধ-স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরগণ খলিফার আধ্যাত্মিক প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। ইহার পর খোরাছান ও অক্‌ছাছ নদীর পারস্থ ভূখণ্ড আর খলিফার বশীভূত হয় নাই। রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করিয়া তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। তিনি খোরাছানে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে বাগ্দাদ বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র হইয়া উঠে। তিনি নানাবিধ পুস্তক গ্রীক, পার্শি ও কফ্‌ট্ ভাষা হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। সম্রাট স্বয়ং অঙ্ক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইউক্লিডের প্রথম আরবী অনুবাদ তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি বাগ্দাদে ও দামেস্কে মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে অতি প্রামাণ্য তালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে স্পেন ও আফ্রিকার কিয়দংশে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মামুন মেছরের বিদ্রোহ দমন করিয়া গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মোতাছম ৮৩৩—৮৪২ খৃঃ অঃ।—মামুনের মৃত্যুর পর রাজ্যভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোতাছমের উপর অর্পিত হয়। মোতাছমের রাজত্বকালে শাসনকার্য্যে তুর্কিগণ আরবদিগের স্থান অধিকার করেন। বাদশাহগণ তুর্কি শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে পুত্তলিকাবৎ ছিলেন। তাঁহার

সময়ে ভারতবর্ষ হইতে একদল জাঠ ইরাকের নিম্নভূমিতে আসিয়া বড়ই উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। তাহারা অধিবাসিদিগকে অত্যধিক কর দিতে বাধ্য করে। মোতাছম জাঠদিগকে দমন করিতে বিশেষ যত্নবান হইলেন। ক্রমান্বয়ে সাত মাস অবরোধের পর অবশেষে ৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জাঠগণ আজরবাইজান নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হয়। উহারাই উত্তরকালে ইউরোপে যাযাবর (জিপছি) নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ওয়াছক ৮৪২—৮৪৭ খৃঃ অঃ।—৮৪২ খৃষ্টাব্দে মোতাছমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ওয়াছক পাঁচ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইনিও মামুনের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

মেতাওয়াক্কেল—৮৪৭—৮৬১ খৃঃ অঃ। ওয়াছকের পর তদীয় ভ্রাতা মোতাওয়াক্কেল ৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৫১ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পর বৎসর অতি কষ্টে তুর্কি সেনাধ্যক্ষ বঘা উহা দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৮৫২ খৃষ্টাব্দে গ্রীকগণ ৩০০ জাহাজ সহ মেছর দেশে উপস্থিত হইয়া রাজধানী ফোস্তাত ধ্বংশ করিয়া দেয়। ৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মোছলেম নৌবাহিনী কর্ত্তৃক গ্রীকগণ পরাস্ত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হয়। ৮৫১ খৃষ্টাব্দে ছিস্তান তাহের বংশের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ছিস্তানের শাসনকর্ত্তা আপনাকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিলে খলিফা মোতাওয়াক্কেল তাহা স্বীকার করিয়া লন।

মোন্তাছের—৮৬১—৮৬২ খৃঃ অঃ। মোতাওয়াক্কেলের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মোন্তাছের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এক বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করেন।

মোস্তায়েন্ ৮৬২—৮৬৬ খৃঃ অঃ।—তৎপরে মোতা-

ছমের পৌত্র মোস্তায়েন তুর্কিদিগের দ্বারা খলিফা পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে তুর্কি সৈনিক বিভাগ বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে গ্রীকগণ এশিয়া মাইনরে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে।

মোতায়াজ—৮৬৬—৮৬৯ খৃঃ অঃ। মোস্তায়েনকে হত্যা করিয়া মোতায়াজ খলিফা হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা তুর্কিসেনাপতি ওয়াছেক'ও বঘার ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে যত্নবান হন। তাঁহার সময়ে উভয়ই নিহত হন। মোতায়াজের রাজত্বকালে আফ্রিকীয়, তুর্কি ও পারস্থ-শরীররক্ষিদিগের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল। ঐ সময়ে ২০ কোটী দেরহাম উহাদের প্রাপ্য ছিল। উহা সমস্ত ভূমির রাজস্বের দ্বিগুণ; সুতরাং খলিফা উহাদের প্রাপ্য আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সময়ে সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ছিস্তান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইয়াকুব ও মেছর দেশে আহমদ-এব্‌নে-তুলুন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (যদিও তুলুন বংশ ৩৭ বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, তথাপি পরবর্ত্তী এক শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহাদের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন ছিল।)

মোহতাদী ৮৬৯—৮৭০ খৃঃ অঃ।—৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মোহ-তাদী তুর্কিদিগের দ্বারা রাজ্যশাসনের জন্য মনোনীত হইলেন। ইনি প্রধান প্রধান তুর্কিনেতাদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। তিনি মাত্র এক বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ৮৭০ খৃষ্টাব্দে তুর্কিগণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

মোতায়ামেদ ৮৭০—৮৯২ খৃঃ অঃ।—৮৭০ খৃষ্টাব্দে মোতায়ামেদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দুর্ব্বলচিত্ত ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সময়েই তাহের বংশের বিলোপ হয়। ৮৭৩ খৃষ্টাব্দে খোরাছানের ছাফ্‌ফার বংশের প্রতিষ্ঠাতা এয়াকুব-আল-ছাফফার নেশাপুর অধিকার করিয়া মোহাম্মদ-এব্‌নে-তাহেরকে সপরিবারে বন্দী করেন। তিনি

খলিফা কর্ত্তৃক স্বাধীন সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। এয়াকুব ইরাকের বিরুদ্ধে সমরযাত্রা করিয়াছিলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর তিনি খলিফা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তৎপরে তিনি ভ্রাতা আমরের উপর সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া তিন বৎসর পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। খলিফা মোতায়ামেদ ছাফ্ফার বংশকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিবার জন্য ছামানরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ছামানী বংশ খলিফা মামুনের সময় হইতে অক্ছাছের অপর পারস্থ ভূখণ্ডে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে আসীন ছিল। ৯০০ খৃষ্টাব্দে আমর ছামানবংশীয় ইছমাইল কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। এইরূপে ছামানগণ খোরাছানের অধিকারী হইল।

মোতায়ামেদের সময়ে মেছরের শাসনকর্ত্তা আহমদ্-এবনে-তুলুন পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন এবং ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত তুলুন বংশ ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। তাঁহার রাজ্য ছিরিয়া ও মেছোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। খলিফা মোতায়ামেদ, আহমদের সাহায্যে মেছর দেশে হেজরত করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু তদীয় উজির তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তুলুন বংশের সহিত আব্বাছ বংশের বিরোধ ঘটাইয়া ছিলেন।

মোতাজিদ ৮৯২—৯০২ খৃঃ অঃ।—মোতাজিদ আব্বাছীয় বংশের একজন অতি দক্ষ খলিফা ছিলেন। তিনি রাজ্য শাসনে যেমনই নিপুণ, যুদ্ধক্ষেত্রেও তেমনই অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহার সময়ে মেছোপোটেমিয়ায় খারিজিগণ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন মিডিয়ার পরাক্রান্ত আবুদোল্ফের বংশ হীনবল হইয়া পড়ে। আজারবাইজান ও আর্ম্মেনিয়ার তুর্কী বংশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ ছিরিয়া ও মেছর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন; কিন্তু মোতাজিদ উহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ করেন। এদিকে বছরায় নিগ্রো ক্রীতদাসগণ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করে এবং কুফা প্রদেশে

কারামাতিয়া সম্প্রদায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু ৯০১ খৃষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের দলপতি ছিরিয়া হইতে আফ্রিকায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

মোক্তাফি ৯০২—৯০৭ খৃঃ অঃ—মোতাজিদের পরলোক-গমনের পর তৎপুত্র মোক্তাফি খলিফার আসন অলঙ্কৃত করেন। মোক্তাফি পিতার ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল কারামাতিয়াগণের বিরুদ্ধে অভিযানেই ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে পরাস্ত করতঃ বিজয় গৌরব লাভ করেন এবং ইহাদের তিন জন নেতাকে নিহত করেন। এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য কারামাতিয়াগণ ৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিশ সহস্র হজ্জযাত্রীকে হত্যা করিয়া অগণিত লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের জন্য সমগ্র মোছলেম জগত রোষান্বিত হইয়া উঠে এবং উহাদের দলপতি জিকরুয়া বিনষ্ট হয়। ছিরিয়াদেশীয় কারামাতিয়াগণকে পরাজিত করিয়া খলিফার সেনাপতি মোহাম্মদ-বিন্-ছোলেমান মেছরে উপনীত হন এবং তুলুন বংশের ধ্বংস সাধন করেন। ইছা-বেন্-মোহাম্মদ ৯০৫ খৃষ্টাব্দে তথাকার শাসনকর্ত্তা মনোনীত হন। এই বৎসর গ্রীকগণ আলেপ্পো পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। মোছলেমগণ জলপথে উহাদের সম্মুখীন হইয়া ৯০৭ খৃষ্টাব্দে আইকোনিয়ম অধিকার করিলে গ্রীক সম্রাট বাগদাদে দূত প্রেরণ করিয়া খলিফার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

মোক্তাদের ৯০৭—৯৩২ খৃঃ অঃ।—মোক্তাফির মৃত্যুর পূর্ব্বে আব্বাছীয় ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে পুনরুত্থিত হয়, কিন্তু মোক্তাদের মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম ছিলেন বলিয়া তদীয় মাতা অভিভাবিকারূপে শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। মোক্তাদেরের রাজত্বকালে আব্বাছীয় খেলাফত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে ফাতেমা বংশ সগৌরবে স্থাপিত হইয়াছিল,

তাহা এই সময়ে মেছর দেশে প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং তথায় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকে। ফাতেমা বংশ আগলাব ও ইদ্রিছ বংশকে বিনষ্ট করিয়াছিল। কারামাতিয়াগণ এই সময়ে পুনরায় উপস্থিত হইলে খলিফার সৈন্য উহাদের সম্মুখীন হইয়া ৯২৭ খৃষ্টাব্দে উহাদিগকে পরাস্ত করে। ঐ বৎসর মক্কা লুণ্ঠিত হয়। তখন ছাঙ্গে আছওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু ৯৫০ খৃষ্টাব্দে ফাতেমা বংশীয় জনৈক এমামের আদেশে উহা পুনরায় কাবাগৃহে নীত হয়। এই সময়ে মোছল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯৩০ খৃষ্টাব্দে মেছোপোটেমিয়ায় হামাদান বংশ স্থাপিত হয়।

কাহের ৯৩২—৯৩৪ খৃঃ অঃ।—মোক্তাদেরের পর কাহের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মগুপায়ী ছিলেন এবং বিলাসবাসনে বহু অর্থ অপব্যয় করিতেন। ৯৩৪ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসনচ্যুত হন। ইঁহার রাজত্বকালে ৯৩৩ খৃঃ অব্দে বাওয়া নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল যুদ্ধকুশল লোক ছিরিয়ার দক্ষিণাংশে প্রভুত্ব স্থাপন করে। ইহারা পূর্ব্বে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে পার্ব্বত্য প্রদেশে ছামান বংশের অধীনে বাস করিত। ইহার বংশধরগণ (এমাদউদ্দৌলা, রোকন-উদ্দৌলা, ময়েজদ্দৌলা) ফারছ প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করে।

রাজী—৯৩৪—৯৪০ খৃঃ অঃ। কাহেরের পর রাজী সাত বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্বকালে খোরাছান ও অক্‌ছাছের অপর পার ছামান বংশীয়দিগের করতলগত হয়। কারমান ও মিদিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ছাজেদ বংশ আর্ম্মেনিয়া ও আজারবাইজান এবং ইক্সিত বংশ মেছর দখল করিয়া লয়। আমিরুল-ওমরা কারামাতিয়াগণের সহিত সন্ধি করিয়া হজ্জ যাত্রা করিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোমক সম্রাটগণ মোছলেম সাম্রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পরে খলিফার

সহিত উঁহাদের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে আব্বাছীয় খেলাফত কেবল মাত্র বাগদাদে সীমাবদ্ধ ছিল।

মোত্তাকি—৯৪০—৯৪৪ খৃঃ অঃ। রাজীর পর মোত্তাকি অল্পকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে তুর্কি সেনাপতি আমিরুল-ওমরাত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বারিদী নামক জনৈক বছরাবাসী বাগদাদ অবরোধ করেন। খলিফা মোত্তাকি মোছলের হামাদান-রাজ নাছিব উদ্দৌলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাছির বারিদীকে বিতাড়িত করিয়া আমিরুল-ওমরা পদ গ্রহণ করেন। ইহাতে তুলুন নামক তুর্কি সেনাপতি অসন্তুষ্ট হইয়া বাগদাদ আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করায় খলিফা মেছর সম্রাট ইক্ষিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুলুন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া ইক্ষিতের আশ্রয় হইতে বহিষ্কৃত ও নিহত করেন এবং মোস্তাক্ফি বিল্লাকে খলিফা পদে মনোনীত করেন।

মোস্তাক্ফি—৯৪৪—৯৪৬ খৃঃ অঃ। মোস্তাক্ফির সময়ে জীরাক-বিন-ছেরজাদ নূতন আমিরুল-ওমরা নিযুক্ত হন। তাঁহার উৎপীড়নে বাগদাদ অধিবাসীরা অস্থির হইয়া পারস্যের বাওয়া বংশের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি আহ্‌মদ বাগদাদে প্রবেশ পূর্ব্বক জীরাক্‌কে পরাস্ত করিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করেন। তৎপরে তিনি খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি মোক্তাদেরের পুত্র মোতেদকে নামে মাত্র খলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে আব্বাছ বংশের দিন দিন অবনতি ঘটিতে লাগিল।

মোতেদ ৯৪৬—৯৭৪ খৃঃ অঃ। মোতেদের সময়ে মোছলাধিপতি হামাদান বাগদাদ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। হামাদান ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং উঁহার দশ বৎসর

পরে হামাদান বংশের অবসান হয়। মোতেদের রাজত্বের শেষভাগে কারামাতিয়াদিগের সহিত এই মর্ম্মে এক সন্ধি হয় যে, উহারা ছিরিয়া পরিত্যাগ করিবে এবং তৎপরিবর্ত্তে উহাদিগকে সত্তর হাজার দিনার প্রদত্ত হইবে। এই বংশ ১০৮১ খৃষ্টাব্দে লুপ্ত হয়। মোতেদের সময়ে ৯৬১ খৃষ্টাব্দে গজনী রাজ্য স্থাপিত হয়। মোতেদ হজরত আলীর বংশের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার সময়ে ইমাম হোছায়নের মৃত্যু উপলক্ষে বিশেষ শোক প্রকাশ করা হইত এবং খলিফা মাবিয়া, আবুবকর, ওমর ও ওছমানের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত করা হইত। এইজন্য ছুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত তুর্কি সৈন্যবিভাগ অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে খলিফা মোতেদ সিংহাসন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ইত্যবসরে ফাতেমা বংশের ময়েজউদ্দিন বিল্লাহ্ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ জাওহর মেছর অধিকার করেন। আরবদেশও ফাতেমা বংশের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে কারামাতিয়াগণের ষড়যন্ত্রের ফলে খলিফা মোতেদ রাজ্যচ্যুত হন।

তায়ী ৯৭৪—৯৯১ খৃঃ অঃ। মোতেদের পরে তদীয় পুত্র তায়ী খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে বাওয়া বংশের জনৈক ইজ্জতদ্দৌলা শাহেনশাহ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং তিনি খলিফাকে নাম মাত্র সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

কাদের ৯৯১—১০৩১ খৃঃ অঃ। ইজ্জতদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাহারদ্দৌলা খলিফা তায়ীকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তৎপরে মোক্তাদেরের পৌত্র কাদের বিল্লাহ্ বাওয়া বংশের হস্তপুত্তলিকা স্বরূপ ৪০ বৎসর খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কাদের বিল্লাহ্ ১০৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

কায়েম ১০৩১—১০৭৫ খৃঃ অঃ। কাদেরের পর কায়েম খলিফা হন। ইনি আমিরুল-ওমরার নিষ্ঠুর ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া ছেলজুক তোগ্রলবেগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তোগ্রল ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে উপস্থিত হইয়া বাওয়া বংশের ধ্বংস সাধন করেন এবং স্বয়ং তাহাদের স্থান অধিকার করেন। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে খলিফা ইহাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের নৃপতি বলিয়া আখ্যাত করেন।

তোগ্রল বেগ এক বৎসরের জন্য বিদ্রোহ দমন করিতে পারশ্যে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে বাওয়া বংশীয় উজির পুনরায় বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং ফাতেমা বংশীয় মেছরের খলিফাকে বাগদাদের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহাতে খলিফা কায়েম পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তোগ্রল বেগ প্রত্যাগমন করিলে নব মনোনীত খলিফা পলায়ন করিলেন এবং কায়েম ১০৫৯ অব্দে পুনরায় খলিফা পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তোগ্রল বেগ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া খলিফা কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌প-আর-ছালানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া পরলোক গমন করেন। খলিফা কায়েম আল্‌প-আঁর ছালান ও তদীয় উত্তরাধিকারী মালিকশাহের নেতৃত্বে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করেন। ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে ছেলজুক ছোলতান এশিয়া মাইনর অধিকার করিয়া আইকোনিয়ম বা রুমরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে কায়েম মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মোক্তাদি ১০৭৫—১০৯৫ খৃঃ অঃ। কায়েমের মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র মোক্তাদি মালিক শাহের সাহায্যে আরব দেশে প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে ছিরিয়া ফাতেমা বংশীয়দের হস্তচ্যুত হইয়া ছেলজুক তুর্কিগণের অধিকৃত হয়। এই সময় হইতে মক্কা ও মদিনার মছজেদসমুহে খোতবার মধ্যে ফাতেমা বংশের

পরিবর্ত্তে খলিফার নাম পঠিত হইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে মালিক শাহ্ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। খলিফা নামে মাত্র বাদশাহ্ ছিলেন। মালিক শাহের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে খলিফারও মৃত্যু হয়।

মোস্তাজহের ১০৯৪—১১১৮ খৃঃ অঃ। খলিফা মোক্তাদির মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী মোস্তাজহেরের রাজত্বকালে ক্রুছেড যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে বাগ্দাদের ইতিহাস ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

মোস্তারসেদ ১১১৮—১১৩৪ খৃঃ অঃ। ইহার পর মোস্তারসেদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি রাজপ্রাসাদে স্বীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হন।

রাশেদ ১১৩৪—১১৩৫ খৃঃ অঃ।—মোস্তারসেদের পর রাশেদ মোছলাধিপতি জঙ্গীর সাহায্যে রাজ্যের উন্নতি বিধান করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তিনি অচিরেই সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

মোক্তাফি ১১৩৫—১১৬০ খৃঃ অঃ। মোক্তাফির সময় ছেলজুক শক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। মোছলাধিপতি আতাবেগ জঙ্গী মেছোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আতাবেগের মৃত্যুর পর কুতুবদ্দিন অতি প্রশংসার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময়ে দামেস্ক নুরুদ্দিনের হস্তগত হয়।

মোস্তানজেদ ১১৬০—১১৭০ খৃঃ অঃ।—অতঃপর মোস্তানজেদ খলিফাপদে আসীন হইলেন। ইঁহার রাজত্বকালে নুরুদ্দিন কর্ত্তৃক মেছর দেশ অধিকৃত হয়।

মোস্তাজেদ ১১৭০—১১৮০ খৃঃ অঃ। খলিফা মোস্তাজেদের রাজত্বকালে ফাতেমা বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং মেছর

পুনরায় বাগদাদ খলিফাগণের প্রভুত্ব স্বীকার করে। আমীর নুরুদ্দিনের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ ছালাহ্‌উদ্দিন-বিন-আয়ুব ১১৭১ খৃষ্টাব্দে মিছরে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি আয়ুব বংশ স্থাপন করিয়া আপনাকে ছোলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং খলিফাকে তাঁহার উপাধি স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এই সময়ে চেঙ্গিজ খাঁ বহুসংখ্যক মোগল সেনার নায়কত্বে এশিয়ার মধ্য ভাগ হইতে বাহির হইয়া মাওয়ারুন্নাহার অধিকার করেন।

নাছির ১১৮০—১২২৫ খৃঃ অঃ। মোস্তাজেদের মৃত্যুর পর খলিফা নাছির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাতারগণ তদীয় রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং ১১৮৭ অব্দে ছালাহ্‌উদ্দিন কর্ত্তৃক জেরুশালেম অধিকৃত হয়। এই সময়ে তাতার বা মোগল দলপতি চীন দেশের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া অকৃছাছ নদীর অপর পার পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। খলিফার মৃত্যুর পর ১২২৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সৈন্যগণ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ ধ্বংস করেন।

জাহের ১২২৫—১২২৬ খৃঃ অঃ। নাছিরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জাহের ১২২৫—১২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

মোস্তানছের ১২২৬—১২৪২ খৃঃ অঃ। তৎপরে মোস্তান্‌ছের খলিফাপদে আরূঢ় হন। ইঁহার সময়ে চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু ঘটে এবং মোগলসৈন্য রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। এই সময়ে সমস্ত পারস্য দেশ মোগলদের করতলগত হয়।

মোস্তাছেম ১২৪২—৫৮ খৃঃ অঃ। শেষ খলিফা মোস্তাছেম ১২৪২ হইতে ১২৫৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন।

আব্বাছ বংশের অবসান।—১২৫৬ খৃঃ অব্দে প্রধান খান (The Great Khan) এর ভ্রাতা হালাকু (১) অকৃছাছ পর হইয়া

ইছমাইল বংশের প্রধান প্রধান অধিকৃত স্থান বিনষ্ট করিয়া বাগদাদে উপস্থিত হন এবং ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মোতাবেক ১১ই মহররম তারিখে রাজধানীর প্রাচীর দ্বারে উপনীত হইয়া রাজকোষ লুণ্ঠন এবং খলিফা ও তৎপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে নিহত করেন। এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে বাগদাদের পতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আব্বাছীয় রাজত্ব লুপ্তপ্রায় হয়। মোস্তাছেম সন্ধির প্রস্তাব করিলেও উহা গৃহীত হয় নাই। হালাকু কেবল বাগদাদ বিধ্বস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সর্ব্বত্র লুট তরাজ করিয়া প্যালেষ্টাইনে উপনীত হইলেন। তথাকার ভীষণ যুদ্ধাভিনয়ে বহুলোক কালগ্রাসে পতিত হইল এবং হালাকু তৎকালীন মেছর ছোলতান বাইবার্শ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। বাইবার্শ উক্ত মোগলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে ছিরিয়া ও মেছোপোটমিয়ার বহির্ভাগে বিতাড়িত করেন।

(১) ১২১৭ খৃষ্টাব্দে হালাকু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়া পরিত্যাগ করেন এবং ককেশাশ ও পারস্যদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে হালাকু পারস্য আক্রমণ করিয়া কারামাতিয়াগণকে বিতাড়িত করেন। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের মহররম মাসে বাগদাদের খলিফার সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি বাগদাদে উপস্থিত হন। খলিফা কোন প্রকারে তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু পারস্যের প্রধান খান (The Great Khan) এর মৃত্যু সংবাদে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। হালাকু কুর্দ্দিস্থান, এশিয়া মাইনর এবং ককেশাশের দক্ষিণস্থ খৃষ্টীয় রাজ্যগুলি স্বপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এক্ষণে তাঁহার ক্ষমতা আমুদরিয়া হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত এবং ককেশাশ হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। মোগল সম্রাট হালাকু ইল্‌খান উপাধি ধারণপূর্ব্বক প্রধান খানের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইঁহার বংশধরগণ (যথা আরগুণ, গাইকাতু, বাইদুগাজান প্রভৃতিও) ইল্‌খান নামে পরিচিত। প্রকৃত শব্দ "খান" নহে "কান্"। ইহা চীন দেশীয় শব্দ—ইহার অর্থ সর্দ্দার (Cheif).

আব্বাছ বংশের হতাবশিষ্ট আবুল কাছেম আহ্মদ নামক জনৈক ব্যক্তি মেছরে গিয়া বাইবার্শের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মেছর ছোলতান ইঁহাকে মোস্তানছের বিল্লাহ উপাধি দিয়া খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইনি একদল সৈন্য লইয়া বাগ্দাদ অভিমুখে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে পরাজিত ও নিহত হন। তৎপরে মেছরের আশ্রিত অন্য একজন আব্বাছীয় বংশধর কায়রো নগরে খলিফার পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার পুত্রগণ খালিফা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। তৎপরে মেছর দেশে মাম্লুকগণ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেই সময়ে মেছর মোছলেম সভ্যতার কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল।

তুর্কীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা—এই সময়ে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার ছোলতানের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইহাতে খলিফার কোন প্রকার অধিকার ছিল না। খেলাফতের এই ছায়াবশেষ তুর্কি ছোলতান ১ম ছেলিমের মেছর জয় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মামলুক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কায়রো নগরে প্রবেশ করেন। তথায় আট মাস অবস্থিতি করিয়া তিনি মামলুকদিগের ধ্বংস সাধন করেন এবং তদানীন্তন খলিফা মোতাওয়াক্কেল সহ কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছোলতান খলিফাকে যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। কিয়ৎকাল কনষ্টান্টিনোপলে অবস্থান করিয়া খলিফা মোতাওয়াক্কেল স্বীয় ক্ষমতা ও অধিকার ছোলতানকে অর্পণ করেন এবং মেছরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৯৪৫ হিজরিতে পরলোকগমন করেন। এইরূপে খেলাফত আব্বাছ বংশ হইতে তুর্ক বংশে হস্তান্তরিত হইল এবং ওছমানীয় গবর্ণমেণ্ট মেছরের সম্পদ ও সভ্যতার অধিকারী হইলেন*। মেছর-খলিফা কর্ত্তৃক

* আব্বাছীয় বংশের মোহাম্মদ নামক জনৈক বংশধর (খলিফা মোস্তানছেরের পৌত্র) কিয়ৎকাল পরে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে

প্রদত্ত খেলাফত ও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ওছমানীয় ছোলতানগণ এযাবৎ খেলাফতের দাবী করিয়া আসিতেছেন। রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মশাসন উভয়ই ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত।

আব্বাছ বংশ সুদীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্য শাসন করে। উন্নতির যুগে বিশাল আব্বাছীয় সাম্রাজ্য পূর্ব্ব এশিয়া মাইনর, মেছর, ছিরিয়া, আরব, হেজাজ, মেছোপোটামিয়া ও পারশ্য লইয়া গঠিত ছিল। ৭৮৬ খৃষ্টাব্দেই এই সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। খলিফা হারুণ-অর রশিদের শাসনকালেই আব্বাছীয় শক্তি চরম উন্নতি লাভ করে। তাহার পর হইতেই নানাপ্রকারে আব্বাছীয়গণের শক্তি হ্রাস এবং সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্যুতি আরম্ভ হয়। খলিফা মামুন স্বীয় শরীর এবং সাম্রাজ্য রক্ষার্থ অর্থলোলুপ ভাগ্যান্বেষী বিদেশীয়গণকে অবাধে সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইচ্ছামত উপযুক্ত লোককে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত না করিয়া শাসনকর্ত্তৃত্বকে বংশ পারম্পরিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতে থাকেন। এই উভয় কার্য্যদ্বারাই খলিফার ক্ষমতা বিশেষরূপে বিপন্ন হইয়া উঠে এবং পরবর্ত্তী খলিফাগণও এই সকল প্রথা নিবারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমেই সাম্রাজ্যের এক এক অংশ আব্বাছীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল।

বিশাল আব্বাছীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি দুই এক বৎসরে সম্পূর্ণ হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ধ্বংসক্রিয়া চলিতে থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বহু নূতন নূতন বংশের উত্থান ও পতন পরিদৃষ্ট হয়। খলিফা হারুণ-অর-রশিদ আগলাবিদ বংশকে প্রথমে কেবল মাত্র অধীনস্থ শাসকরূপেই টিউনিস দান করেন, কিন্তু

সম্মান প্রদর্শন করিয়া "মহ্‌মুদজার্দা" নামে আখ্যাত করেন। ইনি উত্তরকালে সুমাত্রা-দ্বীপে হেজরত করেন। ঐদ্বীপে সম্প্রতি ইঁহার বংশধরগণের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাজধানী হইতে দূরত্ব এবং অন্যান্য নানা কারণ নিবন্ধন আগলাবিদগণ আপনাদিগকে বাস্তবিক স্বাধীন নৃপতি বলিয়াই মনে করিতে থাকেন। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ইদ্রিছ বংশও ঠিক এইরূপেই প্রভুত্বের অধিকারী হয়। পারসিক সৈন্য তাহের, খলিফা আমিন ও মামুনের ভ্রাতৃকলহে মামুনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক একদিকে যেরূপ মামুনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া উঠিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্বীয় প্রভুত্বের লিপ্সাও তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। তাই মামুন তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া খোরাছানের যে শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন, তাহের ও তাঁহার বংশধরগণ খলিফার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা স্বীয় বংশানুক্রমিক রাজ্যরূপে ভোগ করিতে লাগিলেন। মামুনের জনৈক তুর্কীদাসের বংশধরগণ মেছরে স্বাধীনভাবে প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করে। এই বংশ ইতিহাসে তুলুন বংশ নামে পরিচিত। অপর দিকে আমির আবুদুলাফ খলিফা আমিনের সময় হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন এবং অল্পকাল মধ্যে মামুনের শাসনকালে তাঁহার সন্তানগণ হামাদানের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন।

খলিফার শরীররক্ষী সৈন্যদল ক্রমে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ এবং ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠে যে, খলিফাগণ তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন এবং রাজ্যশাসন বিষয়েও তাহাদেরই দ্বারা হস্তপুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হইতেন। খলিফা মোতাছিম এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার মানসে ছামারা নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিয়মিত সৈন্যপালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের সাহায্যে বৈদেশিক শরীররক্ষীগণের অত্যাচার হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। কারণ বাগদাদ হইতে খলিফার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া তাহের বংশ বাগদাদের প্রভু হইয়া বসিল, অপরদিকে খলিফা তাঁহার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক প্রায় বন্দীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে, তাহারা খলিফার ক্ষমতা অমান্য করিয়া আপনারাই যুদ্ধবিগ্রহ করিতে এবং স্ব স্ব শাসন বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। খলিফাগণের জীবনও ছামারার প্রধান নেতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে খলিফা মোস্তায়েন ছামারা হইতে পলায়নপূর্ব্বক বাগদাদের তাহেরবংশের শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তুর্ক সৈন্যগণ বাগদাদ অবরোধপূর্ব্বক মোস্তায়েনকে নিহত করে এবং তদীয় ভ্রাতা মোতায়াজকে খলিফা পদে বরণ করে। মোস্তায়েনের হত্যার পর তুর্কী শরীররক্ষীদল সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া মেছোপোটেমিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া উঠিল এবং আব্বাছীয় সাম্রাজ্যের গৌরব একেবারে লোপ পাইল। তুলুন বংশ মেছরের সহিত ছিরিয়া যুক্ত করিয়া লইল, তাহের বংশ ছাফ্‌ফার এবং ছামান দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া খোরাছান বিভাগ করিয়া লইল, এবং আর্ম্মেনীয়া ও কুর্দ্দিস্তানে ছাজেদ ও আলিবংশের অভ্যুত্থান হইল। স্বল্পকাল মধ্যে তুলুন বংশের পতন হয় এবং ইক্সিং নামক একটী নূতন বংশ তুলন-প্রভুত্ব গ্রাস করিয়া বসে। অপর দিকে আরবীয় হামাদান বংশ উত্তর মেছোপোটামিয়া, মোছল এবং ছিন্‌জার লইয়া এক রাজ্য গঠন করিয়া বসিল। এইরূপে যে আব্বাছীয় সাম্রাজ্য তুর্কিস্তান হইতে মেছর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাহার আয়তন সঙ্কুচিত হইয়া কেবলমাত্র বাগদাদ এবং বছোরায় সীমাবদ্ধ হইয়া আসিল। ইহার পরেও ৪০ বৎসর যাবৎ খলিফা নামমাত্র হইলেও কিছু ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু যখন বাওয়া বংশ ছামানবংশের সাহায্যে সমগ্র পারশ্য করতলগত করিয়া লইল, তখন খলিফা মোস্তাক্‌ফি নিঃসহায় এবং নিরুপায় হইয়া বাওয়া বংশের নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তুর্ক শরীররক্ষি-গণের নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাওয়া

বংশের তদানীন্তন নেতা আহমদ তুর্কগণের হস্ত হইতে খলিফাকে উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনিই খলিফার প্রভু হইয়া বসিলেন। মোস্তাকফি নিরাশহৃদয়ে স্বাধীনতালাভের সামান্য চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পরাজিত এবং বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তৎপরে আহমদ মোতেদকে মোস্তাকফির আসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহার জীবনযাত্রার জন্য সামান্য পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহমদের মৃত্যুর পর বাওয়া বংশ পারস্যে প্রভুত্ব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মেছরের পশ্চিমে বারবারগণ মেহেদী ওবায়দুল্লার পক্ষ সমর্থন করে। ওবায়দুল্লা হজরত আলী ও ফাতেমার বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিয়া খেলাফত দাবী করেন। ৯০৯ খৃঃ অব্দে ইনি উত্তর আফ্রিকায় রাজ্য স্থাপন করেন। ওবায়দুল্লার চতুর্থ বংশধর আজিজ মেছরের ইক্সিৎ বংশ ধ্বংস করিয়া ফাতেমা বংশ স্থাপন করেন। তৎপরে উত্তর আফ্রিকা ওবায়দুল্লার বংশধরগণের হস্তচ্যুত হয়।

৯৮৫ খৃঃ অব্দে ফাতেমা বংশ মেছর এবং দক্ষিণ ছিরিয়ায় প্রভুত্ব স্থাপন করে। বাওয়া বংশ ইরাকের আধিপত্য এবং হামাদান বংশের বিভিন্ন শাখা আলেপ্পো হইতে তাইগ্রিস পর্য্যন্ত অধিকার করে।

ছেলজুকগণ বহুসংখ্যক সৈন্যসহ অকৃছছ অতিক্রম করিয়া পারস্যে উপস্থিত হইল। অকৃছছ অতিক্রমের ৪৩ বৎসর মধ্যেই সমগ্র পারস্য এবং এশিয়ার অন্তর্গত তুরস্ক ইহাদিগের হস্তগত হইল। বাওয়া বংশ বিতাড়িত হইল। তুর্কী শরীররক্ষক সৈন্যগণ হীনবল হইয়া পড়িল। ফাতেমা বংশ ছিরিয়া হইতে বিতাড়িত হইল। ১০৭১ খৃঃ অব্দে ইম্রাজ্‌গর্দ্দের যুদ্ধে গ্রীকগণ কনষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইল। ছেলজুক-গণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। ছাগর বে,

তোগ্রল বে এবং ইব্রাহিম নেয়াল পরস্পর ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও প্রত্যেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

ছাগর বের মৃত্যুর পর তোগ্রল বে ইব্রাহিমকে নিহত করিয়া স্বয়ং সমগ্র ছেলজুক রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তোগ্রেলের পর ছাগর পুত্র আল্‌প-আর-ছালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল্প-আর-ছালান জনৈক পারশিক কর্তৃক নিহত হন। তৎপরে মালিক-শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে ছেলজুক সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। তৎপরে গৃহ বিচ্ছেদ আরম্ভ হয় এবং উহার ফলে তুর্কী সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

আব্বাছবংশের শাসন প্রণালী—আব্বাছীয়গণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ৫০০ বৎসরের অধিক কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বাদশাহ কেবল শাসন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন না, তিনি প্রজাতন্ত্রের নেতা ও আমিরুল-মোমেনিন ছিলেন। বাদশাহগণ তাঁহার জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতেন। তৎপরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আসিয়া তাঁহার নিকট বায়ত গ্রহণ করিত। এই বায়ত গ্রহণানুষ্ঠান মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। উম্মীয়বংশের রাজত্বকালে বাদশাহগণ অনেক পরিমাণে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। আব্বাছীয় রাজত্বের প্রথমাংশেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইত। কিন্তু প্রসিদ্ধ মামুনের রাজত্বকালে স্বেচ্ছাতন্ত্র নিয়মতন্ত্রে পরিণত হয়। বাদশাহ একটী শাসন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হইতেন। উক্ত পরিষদ সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হইত। কোন প্রদেশে দীর্ঘকালের জন্য কোন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইত না। গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের জন্য স্থানে স্থানে দূত নিযুক্ত থাকিত। সাম্রাজ্যের সুখ শান্তি বিধানই আব্বাছীয় দিগের প্রধান কাম্য ছিল। রাজ্য বিস্তার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে যেরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তঁহারাও তদ্রূপ প্রণালীতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

তখন মোছলেম সাম্রাজ্য বলিতে অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য বুঝা যাইত। আফ্রিকার বার্ব্বার জাতি, তুর্কিস্থানের যাযাবরজাতি, আরবীয় মরুভূমির ছারাছেন, ছিরিয়াবাসী, পারশ্যবাসী, আর্ম্মেনিয়া ও মেছোপোটেনিয়াবাসী, মেছর ও স্পেনবাসী প্রভৃতি লইয়া মোছলেম সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। এইরূপ সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বহুকাল একই বাদশাহের অধীনে একই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরস্পর সম্মিলিতভাবে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

আব্বাছীয় বংশ ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করে। উম্মীয়া রাজত্বের পর শাসনকেন্দ্র ছিরিয়া হইতে ইরাকে স্থানান্তরিত হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে উন্নতি-স্রোতও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আব্বাছবংশীয় প্রথম আট জন বাদশাহ অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। জনৈক ফরাসী ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, ঃ—"প্রথম আব্বাছীয় রাজত্ব পূর্ব্ব ছারাছিন জাতির সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ আভরণ।" উম্মীয় শাসনকর্ত্তৃগণ কেবল বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতেন। রাজশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, প্রজাগণের সহানুভূতি ব্যতীত কোন রাজত্বই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। উম্মীয়গণের প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহভাব পোষণ করিত। কুফা হইতে খোরাছান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। দূর দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে সাম্রাজ্যের ক্ষতি সাধন করিতে আরম্ভ করিলে শাসন-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। শাসনকর্ত্তাদিগের দৌরাত্ম্য, অপরিমিত বিলাসিতা, দুষ্প্রবৃত্তি, আত্মাভিমান, অবিচার প্রভৃতি দোষ হেতুই উম্মীয়গণের অবনতি ঘটিয়াছে। আঁ হজরত ও খলিফাদিগের সময়ে ইছলামের যেমন প্রাধান্য ছিল, উম্মীয়গণের সময়ে

সেরূপ ছিল না। তৎকালে ইসলাম ধর্ম্মে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ইছলামের আদেশের প্রতি শাসকগণের আস্থা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল। হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতা ও কঠোর শাসনই প্রজাগণের সহানুভূতির বিলোপ সাধন করে।

মধ্যযুগে মোছলেমদিগের বিদ্যাচর্চ্চা।—জ্ঞানার্জ্জন স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল মোছলেমেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। হাদিছের এই অমূল্য অনুজ্ঞা অনুসরণ করিয়াই মধ্যযুগে মোছলেমদিগের ভিতর শিক্ষার এত উন্নতি ঘটিয়াছিল। অন্য একটী হাদিছে উক্ত আছে,—"এক ঘণ্টা কাল বিজ্ঞান শিক্ষা সহস্র সহিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ এবং সহস্র রজনীতে উপাসনা করা অপেক্ষা প্রশংসনীয়।" মোছলেমদিগের মধ্যে যে বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ আদেশ ছিল, এতদ্দ্বারা তাহারই প্রতীয়মান হইতেছে। কথিত আছে, চিকিৎসক এবনে-রোমায়া পশ্চিম দেশে যে সকল পত্র মঞ্জরী দুর্ল্লভ, তদনুসন্ধানার্থ পদব্রজে স্পেন হইতে মেছর এবং মেছর হইতে ছিরিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। আবুল মঞ্জুর চিত্রকর সহ ওষধি অন্বেষণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ল্লভ লতা পাতার চিত্র উঠাইয়া অতি যত্নে রক্ষা করিতেন। উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ জিয়াউদ্দীন-এব্নে-বিতা গ্রীস, স্পেন ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে উদ্ভিদবিদ্যা চর্চ্চার জন্য পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মধ্য যুগে মোছলেমদিগের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার যেরূপ অনুসন্ধিৎসা ও চর্চ্চা ছিল, বর্ত্তমান যুগে অনেক সভ্য ও শিক্ষিত জাতির মধ্যেও সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ অদ্যাপি মুক্তকণ্ঠে মোছলেম ভৈষজ্যশাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন। মোছলেমগণ এমন অনেক ভৈষজ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা এখনও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যে সময় মোছলেম-স্পেন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত

হইয়াছিল, তখন ইউরোপের কুত্রাপি তাহার চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই। ফ্রান্স, জার্ম্মেণি, ইংলণ্ড হইতে বিদ্যার্থিগণ স্পেনে ছুটিয়া আসিত। এণ্ডেলুশিয়ার চিকিৎসকগণ অস্ত্রশিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। কর্ডোভার স্ত্রীলোকগণ ধাত্রীবিদ্যায় বিচক্ষণ ছলেন। এতদ্ভিন্ন ইতিহাস, দর্শন, ব্যবস্থা বিজ্ঞান কেবলমাত্র মোছলেম-স্পেনেই শিক্ষা করা যাইত। মোছলমানগণই সর্ব্বপ্রথম বারুদ প্রস্তুত করেন। জলপ্রণালী দ্বারা শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন, দুর্গ, জাহাজ নির্ম্মাণ, বিবিধ রূপ যন্ত্র গঠন, লৌহকার ও কুম্ভকারের কারুকার্য্য ও স্থপতি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে স্পেন দেশীয় মোছলেমগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। আল্‌বু-মাজার, ছাবেত-এব্‌নে-কারা, ও আলি-আল-হাছার প্রভৃতির নাম ইতিহাস বিখ্যাত। দশম শতাব্দীতে ইউরোপে যে গণিত ও বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, উহা স্পেন হইতেই আনীত হয়। "চেম্বার্স-এন-সাইক্লোপিডিয়ায়" লিখিত আছে, 'সাধারণ কথায় বলিতে হইলে মোছলেমগণকে নবম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলা যাইতে পারে।' স্থপতি বিদ্যায়ও আরবগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।" জেরুশালেম ও কাইরোর মছজিদই ইহার প্রধান প্রমাণ। বাবিলোনিয়া, পারশ্য ও মেছর দেশের উন্নতি কৃষি শিল্পের দ্বারাই সংঘটিত হয়। মোছলেমগণই সর্ব্বপ্রথম কৃষি শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ইঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ইয়ুরোপে ইক্ষু ও তুলার গাছ আনয়ন করেন। ধাতুপাত্র ও কাচের দ্রব্য নির্ম্মাণে ইঁহারা সুদক্ষ ছিলেন। মোছলেমগণই প্রথমে কাগজ আবিষ্কার করেন। ইঁহারা সূত্র ও রেশমবস্ত্র বয়ন ও রঞ্জন করিতে পারিতেন। ভূগোল শাস্ত্রেও ইঁহারা অগ্রণী ছিলেন। অল্‌-মামুন সর্ব্বসাধারণের জন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভার রয়েল লাইব্রেরী জগদ্বিখ্যাত। সেণ্ট লুই ইঁহারই অনুসরণে ফ্রান্সে পাব্‌লিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। স্পেনের লাইব্রেরীতে ছয় লক্ষ পুস্তক ছিল।

মোছলেম স্পেন শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের আদর্শস্থল ছিল। আলেক-জান্দ্রিয়ার ২০টী কলেজ লইয়া যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া যোগদান করিত। কাইরো ও ফেজ সহরেও বহুসংখ্যক কলেজ ছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল খ্যাতনামা লোক আসিয়া স্পেনে সমবেত হইতেন, তাঁহাদিগকে লইয়া খলিফাগণ দশম শতাব্দীতে ওলেমা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কবিতাদির চর্চ্চা হইত। গুণসম্পন্না মহিলাগণও এই সমিতিতে যোগদান করিতেন। মোছলেম স্পেন রোমক ও গ্রীক জাতি হইতে অত্যাধিক শিক্ষোন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্পেন হইতে ফ্রান্স, ইতালী ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তর আফ্রিকা যাহা বর্ত্তমান কালে (Dark continent) অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলিয়া আখ্যাত, তাহাও ইউরোপস্থ অনেক দেশের অগ্রণী ছিল।

আরবগণ বীজগণিতের “সমীকরণ” আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহারা ত্রিকোণমিতিরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সঙ্গীতকলায়ও ইঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্টানগণ গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মধ্যযুগে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, কারণ ইছলামের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরোধ ছিল। কেহ এই সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা করিলে অতি কঠিনভাবে উৎপীড়িত হইত।

আরব জাতি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান কালেও স্পেনের ভেলেনসিয়া দেশে মূরগণ প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত বিদ্যা বিদ্যমান আছে। ইহাদের বীণা ও বাদ্যযন্ত্র সর্ব্বদেশের আদর্শ স্থানীয়। মস্কো নগরে কিংবা স্পেনে যে রাগ রাগিণী প্রচলিত হইয়াছে, উহা আরব সঙ্গীতের অনুকরণে গঠিত। মোট কথা, অতি পূর্ব্বকালে আরবগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে আদর্শ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

মোছলেম মহিলাগণের প্রতিভা।—মোছলেম মহিলাগণও জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে পুরুষগণের পশ্চাতে ছিলেন না। এমন কি, বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ও অগ্রণী ছিলেন। কি অস্ত্র-বিদ্যায়, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি রাজ্যশাসনে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। খলিফা মোস্তাকৃফি কন্যা ওয়াল্লাদাহ্ আরবী কবিতা লিখিয়া বিশেষ যশঃ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কর্ডোভার প্রিন্স আহমদের কন্যা আয়েষার বাগ্মিতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল এবং লাবনা খলিফা আল্‌হাকামের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন; ইনি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেভিলিনিবাসী এয়াকুব-আল্‌-আন্‌সারীর কন্যা মরিয়ম সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। শোহোদা-আল্‌-কাতিবাহ হাদিছশাস্ত্রের এবং তাকিউদ্দীন ওয়াছিতির কন্যা ছিত্তুল ফোকাহা ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমান কালেও তুর্কী মহিলাদিগের কৃতিত্ব যৎপরোনাস্তি বিস্ময়কর। আঙ্গোরার পাঁচটী মহিলা উড়ো জাহাজ চালনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন।

ইছলামের উদারতা।—ইছলাম যে খৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় অসি-বলে বিস্তার লাভ করে নাই, ইহার বিস্তর প্রমাণ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইছলামের বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টানগণ কিরূপ নৃশংসভাবে ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছে, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইল। নরওয়ের রাজা ওলাফ যে সমস্ত লোক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে নাই, তাহাদিগের কাহাকেও বধ করিয়াছিলেন, কাহারও হস্ত পদ কর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং কাহাকেও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। সেণ্ট লুই ধর্ম্মবিস্তার সম্বন্ধে কি আদেশ দিয়াছিলেন, একবার দেখুন:—"যদি কোন লোক খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধমত পোষণ করে, অসি দ্বারা তাহাকে ঐ ধর্ম্ম সমর্থন করাইতে হইবে।

বিধর্ম্মীর বক্ষে যতদূর অসি চালনা করা যাইতে পারে, ততদূর উহা চালনা করিতে হইবে।" এস্থলে খাজে মইনউদ্দিন চিশ্‌তির (রহমত উঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে বিনা উপদ্রবে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইছলাম প্রচারের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বা বিশেষ শ্রেণী নাই। ইহার অখণ্ডনীয় যুক্তি, সরলতা, সাম্যভাব ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন সমগ্র জগতে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে মোছলেম সৈন্যদিগকে জয় লাভ করিতে দেখিয়া মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী জাতি সকল স্বতঃই ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। আঁ হজরতের ভদ্রতা, নির্য্যাতিত জাতিদিগের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারে তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যে সমস্ত লোক ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া নূতন জাতি গঠনে সমর্থ হইয়াছিল। ইছলাম শত্রুহস্ত হইতে বিপন্নদিগকে পরিত্রাণ করিয়া লইয়াছিল। ইছলাম কেবল আরব জাতির কুসংস্কার দূর করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে এক নব উদ্দীপনা শক্তির উন্মেষ করিয়া দিয়াছিল। ইস্‌লাম প্রথম যুগে যেরূপ ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও ইছলামে সেই উদ্দেশ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ইছলামের উদারতা সর্ব্ববাদিসম্মত। আরব শাসনের প্রথম শতাব্দীতে খৃষ্টীয় ভজনালয়সমূহ যেরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, রোমক শাসন কালেও কোন জাতি তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাঁহার (ফরমানের) অঙ্গীকার পালনে কার্পণ্য করে এবং বিধর্ম্মীর প্রতি সাধ্যাতীত ভার প্রদান করে, আমি তাহার অভিযোক্তা হইব। যে ভিন্ন ধর্ম্মীর প্রতি অত্যাচার করে, সে আমার প্রতি অত্যাচার করে।"

খলিফা ওমর জোরষ্ট্রীয়গণকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন।

খলিফা ওছমান পৌত্তলিকদিগের প্রতিও ঐ ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন। তাহারা জিজিয়া বা ধর্ম্ম-স্বাধীনতা-কর প্রদান করিয়া উক্ত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। আরব শাসনের প্রারম্ভ কাল হইতে ভারতেও ব্রাহ্মণগণ জিজিয়া প্রদান করিয়া স্ব স্ব মত অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গের মোছলেম শাসনকর্ত্তা জগন্নাথ দেবের পূজার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। হায়দর আলী ও টিপু ছোলতান অন্যান্য অনুদারতা সত্ত্বেও শ্রীনগরের ভারতপ্রসিদ্ধ দেবালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু মুদ্রা সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও হায়দরাবাদ ও ভাওয়ালপুরের মোছলেম ষ্টেট হিন্দু মন্দির রক্ষণার্থ কিয়দংশ রাজকর নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন ইহুদি ও মোছলেম ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল, অষ্টম শতাব্দীতে রোমক সম্রাট ইহুদি সম্প্রদায়কে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, মোছলেম শাসন কালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনও সেরূপ উৎপীড়ন করা হয় নাই। স্পেন হইতে বিতাড়িত ইহুদিগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ দলে দলে মোছলেম তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইছলামের অতুলনীয় উদারতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে জনৈক খৃষ্টীয় যাজক লিখিয়াছেন, "আরবগণ বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখ, তাহারা তোমাদের সহিত বাস করিতেছে, কিন্তু খৃষ্টান-ধর্ম্ম আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে না। পক্ষান্তরে তাহারা আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি মঙ্গল ইচ্ছা পোষণ করে। যাজক, সাধু ও প্রভুকে সম্মান করে। ভজনালয় ও ধর্ম্মাশ্রমের জন্য অর্থ সাহায্য করে।"

৬০৮ খৃষ্টাব্দে যখন জেরুশালেম মোছলেমদিগের করতলগত হয়, তখন অমোছলেমদিগের প্রতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আদেশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—"পরম দয়ালু আল্লাহতায়ালার নামে আরম্ভ

করিতেছি। রুগ্ন, সুস্থ সকলকেই তাহাদের জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মালয় সমূহের রক্ষণের অভয়বাণী প্রদান করিতেছি। কাহারও ধর্ম্মালয় বিধ্বস্ত বা বাসস্থানে পরিণত হইবে না, কিম্বা উহার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বাজেআপ্ত করা হইবে না। ধর্ম্মচিহ্ন ক্রশ বা ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর কোনরূপ বাধা প্রদান কিংবা অনিষ্ট সাধন আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।”

পাঠক, মোছলেম খলিফার এই আদেশের সহিত স্পেনরাজ ৪র্থ ফিলিপের উক্তি মিলাইয়া দেখুন, সম্রাট ফিলিপ দর্পভরে বলিতেছেন, “I will be no king rather than be the king over the heretics—Lodge's Modern Europe “আমি রাজা না থাকিলেও ভাল, তবু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের রাজা হইতে চাহি না”। এই সম্রাট উত্তর-কালে স্পেন হইতে মূরদিগকে বিতাড়িত করেন।

খলিফাগণ রাজকার্য্যে খৃষ্টানদিগকে নিযুক্ত করিয়া উদারতা ও সাম্য-নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আদালতের সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেহ কেহ খলিফার প্রধান মন্ত্রিত্ব পদও লাভ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য ক্ষেত্রেও খৃষ্টানদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। খলিফাগণ খৃষ্টানদিগের গীর্জ্জা ও মঠগুলির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যে সমস্ত নগরে খৃষ্টান জাতির অত্যধিক হ্রাস ও মোছলেম জাতির অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল, কেবল সেই সকল নগরে গীর্জ্জাগুলি মছজেদে পরিণত হইয়াছিল। যখন খৃষ্টানগণ মোছলেম রাজত্বে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অসিযোগে ইছলাম বিস্তার করিবার কোন আবশ্যকই ছিল না। মধ্যযুগে খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম্মসূত্র লইয়া নানা প্রকার মতভেদ চলিতেছিল। পাদ্রিদিগের নির্য্যাতন, সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও ধর্ম্মের তর্ক লোকদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিয়াছিল। এই অবস্থায় যখন আরব হইতে

সত্য ধর্ম্মের স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন প্রাচ্য দেশীয় খৃষ্টানগণ স্বেচ্ছায় দলে দলে নব-জীবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

টেইলার সাহেব এই নবীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গ শুনুন, "এই নব সংস্কার কিরূপে অতি সত্বরে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য। আফ্রিকা ও ছিরিয়ার পাদরীগণ ধর্ম্মের অতি কূটতর্ক লইয়া আন্দোলন করিতেছিল। তাহারা চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্যভিচারের পথ রোধ করিতে যত্নবান হইয়াছিল, সন্ন্যাসব্রত পবিত্রতার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল। লোকজন খোদাতায়ালার একত্ব পরিত্যাগ করিয়া বহুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং সিদ্ধপুরুষ ও স্বর্গীয় দূতদিগকে পূজা করিতেছিল। উচ্চশ্রেণী বিলাসরত ও ভোগাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য শ্রেণী শুল্ক ও উৎকোচ প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছিল। ক্রীতদাস ভবিষ্যজীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া চির অধীনতা গ্রহণ করিয়াছিল। অন্য পক্ষে ইছলাম কুসংস্কার উৎপাটিত করিয়া অতি সরলভাবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝাইতেছিল। ইছলাম খোদাতায়ালার একত্ব সংস্থাপন করিয়া আত্ম নির্ভর ও আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দিতেছিল। ইছলাম ভিক্ষুশ্রেণীর পরিবর্ত্তে বীরপুরুষ প্রস্তুত করিতেছিল"।

ইছলাম ক্রীতদাসের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ইছলাম সমস্ত মানব জগৎকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। পুরুষকার ইছলাম বিস্তারে সৌকার্য্য সাধন করিয়াছিল। ইছলাম সমগ্র মোছলেম সাম্রাজ্যে আরবী ভাষার প্রচলন ও সদ্ব্যবহার এবং সুনীতি শিক্ষা দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিতে গঠন করিয়াছিল। আদিম মেছরবাসী জনৈক খৃষ্টান কথোপকথন ছলে এই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনুন—"খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশাবলী পরস্পর বিরোধী। উহা জ্ঞান ও বিচারের

প্রতিকূল। চিন্তা, তর্ক তাহাদিগকে সাবধান করিতে পারে না, বুদ্ধি তাহাদিগের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দিতে সক্ষম নহে। পরাক্রান্ত ও শিক্ষিত জাতির নরপতিগণ যে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের অলৌকিকত্ব শুনিয়া বিচারশক্তির সাহায্য না লইয়াই উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।” ইছলামের অপ্রতিহত কৃতকার্য্যতা খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস শিথিল করিয়া দিয়াছিল এবং উহারা ইছলাম বিস্তৃতির মধ্যে স্থষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশ উপলব্ধি করিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তৎসৃষ্ট মানবগণ স্বল্প কাল মধ্যে এইরূপ পার্থিব উন্নতি লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মোছলেমদিগের অপ্রতিহত প্রভাব ইছলামের সত্যতার প্রমাণ দিয়াছিল। জাতি ও স্থান নির্ব্বিশেষে ইছলাম সকলকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।

মধ্যযুগের দ্বিতীয় ধর্ম্মযুদ্ধে খৃষ্টীয় তীর্থযাত্রিগণ মোছলেমদিগের ভদ্রতা, দয়ালুতা ও সদ্ব্যবহারে এত মুগ্ধ এবং অপর পক্ষে তাহাদের সমধর্ম্মাবলম্বী গ্রীকদিগের নিষ্ঠুরতায় এত ব্যথিত হইয়াছিল যে, তাহারা দলে দলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া মোছলেমদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কথিত আছে, তিন সহস্র খৃষ্টান ছেলজুক তুর্কীদিগের সহিত ধর্ম্মে যোগদান করিয়াছিল।

ছালাহদ্দিনের শৌর্য্যবীর্য্য ও চরিত্রবল খৃষ্টানদিগের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কোন কোন নেতৃস্থানীয় বীরপুরুষ তাঁহার প্রতি এইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ১১৮৫ খৃঃ অব্দে রবার্ট নামক জনৈক ইংরেজ টেম্পলার ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবশেষে ছালাহ্দ্দিনের পৌত্রীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন জেরুশালেম মোছলেম হস্তে পতিত হইয়াছিল, তখন প্যালেষ্টাইনের খৃষ্টানগণ নূতন মনিবকে সাদরে আহ্বান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত কালাতিপাত করিয়াছিল।

অসিবল খৃষ্টধর্ম্মে (ইছলামে নহে) য়ুরোপীয় লেখকগণ ইছলাম ধর্ম্মের উপর নানা প্রকার কুৎসা আরোপ করেন; তন্মধ্যে অসিবলে ধর্ম্মপ্রচার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভিযোগ। যাঁহারা ক্রুছেড বা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যুদ্ধের ইতিহাস জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা এই অযথাউক্তি সহজে বিশ্বাস করেন। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোন ধর্ম্মই অসিবলে স্বীয় প্রভুত্ব স্থায়ী ও অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পূর্ব্বকালে অনেক সম্প্রদায় অসি সাহায্যে ক্ষণকালের জন্য কর্ত্তৃত্বস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের প্রভাব কয়েক পুরুষ মধ্যেই তিরোহিত হইয়াছিল। ইহারা সম্ভবতঃ এরটুগ্রেলের কাহিনী, চেঙ্গিসখাঁর নৃশংসতা ও হালাকুর ধ্বংস ক্রিয়ার ইতিহাস পাঠ করিয়াই মোছলেম জাতির উপর এইরূপ কঠোর অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বোধ হয়, জানেন না যে, ইহারা কেহই মুসলমান ছিল না, সকলেই বর্ব্বর দস্যুদলের নেতা ছিল এবং ইছলামের জয়-পতকা চিরতরে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। ইহারা সকলেই ইছলামের শত্রু, কেহই উহার মিত্র ছিল না। ইহাদের বংশধরগণ ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদিগকে মোছলেম রাজত্বের আদর্শ মনে করা বাতুলতা মাত্র। ইহাদের ইতিবৃত্তি পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, ইহারা দস্যুতা ও লুণ্ঠন কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত ছিল, রাজ্য সংস্কার ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এই কারণে অত্যল্প কাল মধ্যেই ইহাদের শক্তি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুকৃতি ও সুশাসন ঐতিহ্য গঠনে সক্ষম। যে জাতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পৃথিবীর নানা অংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল; তাহাদিগের উপর এই প্রকার অপবাদ ও কুৎসার আরোপ কোন রূপেই সমীচীন নহে। পাঠকবর্গ একবার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ক্রুছেডের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা হইলে দেখিতে

পাইবেন, কোন্ জাতি ধর্ম্মযুদ্ধের নামে অসি প্রয়োগ ও উন্নতির উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছিল। বহু য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক এক বাক্যে ছালাহ্ উদ্দিনের মহত্ব ও শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা কীর্ত্তন এবং জার্ম্মান ও ফরাসীদিগের দুরাচারের কাহিনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ক্রুছেড—১০৯৬—১২৯১ খৃঃ অঃ—যখন মোছলেমগণ চীন হইতে বস্‌ফরাস পর্য্যন্ত সমগ্র এসিয়া অধিকার করিয়াছিল, তখন য়ুরোপবাসিগণ মনে করিয়াছিল যে, উহারা বস্‌ফরাস অতিক্রম করিয়া সমগ্র য়ুরোপ করায়ত্ত করিবে। স্পেন ও ছিছিলিতে মূরদিগের বিজয় ঢক্কা এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিল। মোছলেমদিগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করাই সমগ্র য়ুরোপের একমাত্র লক্ষ্য স্থির হইল। মোছলেমদিগকে বাধা দিবার জন্য য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবতারণা করা হইয়াছিল। যে মহাযুদ্ধে কাইছরের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীর খৃষ্টান রাজন্যবর্গ যোগদান করিয়াছিল, সেই মহাযুদ্ধ হইতেও ইহা অতি ভীতিপ্রদ ও লোমহর্ষক। এই ভীষণ সংগ্রাম প্রায় দুই শত বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। ইহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মোন্মত্ততাব প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। দুষ্কৃতির প্রধান দৃষ্টান্ত, ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ও অনুদারতার বিকট ছবি এবং জাগতিক ইতিহাসের একটী মহা কলঙ্ক। পৃথিবীতে ইহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। নেবুকাডনেজার আদিম অধিবাসিগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, মেছারাধিপতি ফেরাউন ইহুদী প্রজাদিগের (ইস্রাইলিদিগের) উপর যে কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, চেঙ্গিস খাঁন দেশের পর দেশ উৎসন্ন করিয়া যেরূপ কলঙ্কিত হইয়াছিলেন, হালাকু বাগদাদ বিধ্বস্ত করিয়া যে অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অপেক্ষা মধ্যযুগের সমগ্র য়ুরোপীয় জাতিগণের ধর্ম্মের নামে ক্রুছেড যুদ্ধের কলঙ্কের পরিধি অনেক বৃহত্তর। রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির

আলি এই সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ শত চেষ্টা করিয়াও ক্রুছেড যুদ্ধের আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই, বরং তাঁহারা সকলেই ইহাকে অতি গর্হিত নীতির আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কেহ ইহাকে ন্যায্য বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে ছারাছেনাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, উদারতা, দয়ার্দ্রতা ও ন্যায়পরতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কোন কোন খৃষ্টান ঐতিহাসিক তুর্কিদিগের উপর দোষারোপ করিয়া ক্রুছেড কলঙ্ক কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এখানে বলা বাহুল্য যে, একাদশ শতাব্দীতে আব্বাছবংশীয় খলিফাগণ এবং তাঁহাদের মিত্র রাজন্যবর্গ অতি দক্ষতার সহিত পৃথিবীর বিশাল ভূভাগের উপর সুশাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এযাবৎ কোন শক্তি এত দীর্ঘকাল এরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা কিম্বা দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। যে দেশে আরব বিজেতা পদার্পণ করিয়াছেন, সেই দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে। এমন কি, খৃষ্টীয় অধিবাসিগণ রোমকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আরবদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছে। ইহুদীগণ গ্রীকদিগের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া মোছলেম নৃপতিকে আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করিয়াছে। খৃষ্টীয় স্পেন খৃষ্টীয়রাজের বিরুদ্ধে সমুদ্রের অপর পারস্থ মোছলেম বাদশাহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে। পার্থিয়াবাসিগণ পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইছলামকে আহ্বান করিয়াছে। যে দেশে ইছলাম প্রবেশ করিয়াছে, সেই দেশেই শান্তি ও সম্পদের উৎস নিঃসৃত হইয়াছে। যদি ক্রুছেড যুদ্ধের অবতারণা না হইত, তবে সম্ভবতঃ সমগ্র পৃথিবী ঈর্ষা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ভুলিয়া গিয়া একতার আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারিত। সংশয়বাদকে পৃথিবী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া একে-

শ্বরবাদ প্রচার করত অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে সক্ষম হইত।

তুর্কিজাতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রধান নৃপতিবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইহারা দুর্ব্বৃত্ত ও নিষ্ঠুর বলিয়া গৃহীত হইত। তৎকালে ইহাদের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদ্রেক হয় নাই, সুতরাং ইহাদের জন্য ক্রুছেড যুদ্ধের অবতারণার আবশ্যকতা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য বলিতে হইবে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যুরোপীয় রাজন্যবর্গ কিরূপে এই যুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং উহার ফলই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ জেরুশালেমের তীর্থ দর্শন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চতুর্দ্দিকে এই মত প্রচারিত হইল যে, প্রলয়কাল অতি নিকটবর্ত্তী। অগণিত খৃষ্টানগণ স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই তীর্থ দর্শনের জন্য দূর দূরান্তর হইতে দলে দলে আসিতে লাগিল। প্যালেষ্টাইনের অধীশ্বর আরব জাতি ইহাদের নিরাপদ তীর্থ দর্শনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে ছেলজুকগণ তীর্থযাত্রিদিগের উপর বর্দ্ধিত হারে কর নির্দ্ধারণ করিয়া খৃষ্টান জাতির বিদ্বেষভাজন হইল। পিটার নামক জনৈক যাজক জেরুশালেমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট হইতে তৎকালীন পোপ ও পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ছেলজুক নৃপতির বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ অতিরঞ্জিতভাবে চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিল। উক্ত যাজক ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া মোছলেম কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় তীর্থস্থানের অপবিত্রীকরণবার্ত্তা এবং দরিদ্র জাতিদিগের উপর অমূলক অত্যাচারকাহিনী রটাইতে লাগিল। তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া সকলেই ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ২য় পোপ

আরগন ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ফ্রান্সে গিয়া বিশাল সমিতি আহ্বান করত মোছলেমদিগের মিথ্যা অত্যাচারকাহিনী বিবৃত করিয়া সকলকে উত্তেজিত করিলেন। তিনি উহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যাহারা উক্ত ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিবে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। য়ুরোপের চতুর্দ্দিকে ইহার ঝঙ্কার হইতে লাগিল। ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিয়া ধনী দরিদ্র সকলেই দলে দলে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে লাগিল এবং পর বৎসর য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ক্রুশধারী যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিল। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার শৃঙ্খলা বা রীতিনীতি ছিল না।

১ম ক্রুছেড—(১০৯৬—১১৪৭ খৃঃ অঃ)—প্রথম যুদ্ধে কোন য়ুরোপীয় মহাশক্তি স্বয়ং আসিয়া যোগদান করে নাই। সামন্ত নৃপতিবর্গই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। গডফ্রে ও তদীয় ভ্রাতা ইউজটেজ বলডুইন ও উইলিয়ম পুত্র (নর্ম্মাণ্ডির ডিউক) ১০৯৬ খৃঃ অব্দে লক্ষাধিক সৈন্যসহ মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। ইহারা ছেলজুক ছোলতান খিলিজি আরছালানের (ছোলেমানের) বিস্তৃত রুম রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করে। ১০৯৭ খৃঃ অব্দে বলডুইন এডেছা প্রতিষ্ঠা করে। পর বৎসর উহারা এণ্টিয়ক আক্রমণ করে। সাত মাস অবরোধের পর তথায় দুর্ভিক্ষ ও রোগ উপস্থিত হয়। ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে এণ্টিয়ক অধিকৃত হইল। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানগণ জেরুশালেম অভিমুখে অভিযান করে। দুই দিবস অবিরত যুদ্ধের পর ১৫ই জুলাই জেরুশালেম খৃষ্টানদিগের করতলগত হয়। ইহাই প্রথম ক্রুছেড নামে অভিহিত। খৃষ্টানগণ অসংখ্য নরহত্যা করিয়াছিল এবং নরমাংস ভোজনে তৃপ্ত হইয়াছিল। ১১০৯ খৃঃ অব্দে ক্রুশধারিগণ ত্রিপোলীর ধ্বংস সাধন করিয়া অধিবাসিদিগকে

অসিমুখে নিপাতপূর্ব্বক তত্রস্থ লাইব্রেরী, কলেজ ও পণ্যদ্রব্য ভস্মীভূত করিয়াছিল।

১১১৩ খৃষ্টাব্দে জেরুশালেমের শাসনকর্ত্তা বলডুইন দামেস্ক আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দামেস্কাধিপতি রুমের ছোলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে উভয়েই প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়া ফরাসিদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া দেন। ক্রুশধারিগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত আলেপ্পোবাসিগণ মোছেল আমীরের সাহায্য প্রার্থনা কর্রিলে তিনি আসিয়া আলেপ্পো ও হামা হস্তগত করেন। ইতি মধ্যে গ্রীক সৈন্যগণ আসিয়া জার্ম্মাণী ও ফরাসী সৈন্যদলের সহিত যোগদান করত বজ্জা অধিকার করে এবং পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে দাসরূপে গ্রহণ করে। মোছেল আমির উপস্থিত হইলে ফরাসী ও গ্রীক সৈন্যগণ পলায়নপর হয়।

২য় ক্রুছেড ১১৪৭—১১৮৯ খৃঃ অঃ—ছালাহ্ উদ্দিনের পিতার নায়কত্বে বালবেক গৃহীত ও ত্রিপোলীর অন্তর্গত আকা দুর্গ ভূমিস্যাৎ করা হয়। তৎপরে ছোলতান এডেছা (রোছা) হস্তগত করেন। ইহা পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পাদ্রিদিগের অধিকারে ছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, তখন জেরুশালেম, রোম, কনষ্টান্টিনোপল, রোছা পাদ্রিদিগের প্রধান অধিকার বলিয়া গণ্য হইত। তৎপরে ছোলতান ক্রমে অগ্রসর হইলেন এবং ক্রুশধারিদিগের অধিকৃত ছিরুণ, বীরা প্রভৃতি দুর্গ ধ্বংস করিলেন। এডেছাবাসী খৃষ্টানগণ বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক ফরাসিদিগকে সাহায্য করিয়া দুর্গ-রক্ষী সৈন্যদিগকে হত্যা করে এবং মোছলেম অধিবাসিদিগকে অসহ্য উৎপীড়ন করে। ইহাতে ছোলতান ক্রোধ-পরবশ হইয়া বিশ্বাস-ঘাতকদিগকে বধ করেন। আর্ম্মোনিয়ানদিগকে (যাহারা উহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল) দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এডেছার পতন

সংবাদে য়ুরোপ অধীর হইয়া উঠিল এবং ২য় ক্রুছেডের আদেশ দিল। ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে উহারা কয়েক মাস পর্য্যন্ত দামেস্ক অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। ছোলতান উহাদিগকে অবরোধ হইতে অপসৃত করিলেন। এই যুদ্ধে (১১৪৭—১১৪৯ খৃষ্টাব্দে) খৃষ্টানগণ বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়। বলডুইনের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা এলমেরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ১১৬৩ খৃঃ মেছর আক্রমণ করেন কিন্তু মোছলাধিপতি নুরুদ্দিনের সেনাপতি ছালাহ্উদ্দিন সেরকেল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ছালাহ্-উদ্দিন জেরুশালেম আক্রমণ ও অধিকার করেন। তৎপরে তিনি টায়ার অবরোধ করেন, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তাহার পর তিনি এন্টিয়ক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং একে একে ২৫টী নগর তাঁহার হস্তগত হয়।

৩য় ক্রুছেড—(১১৮৯—১১৯৩ খৃঃ অঃ) (মোছল) আমীর নুরদ্দিনের রাজত্বকালে তদীয় সেনাপতি ছালাহ্দ্দিন নানাবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ তৎপরতা লাভ করিয়াছিলেন। আমিরের মৃত্যুর পর ইনি মেছর, নিউবিয়া, হেজাজ ও ইমন দেশে প্রাধান্য স্থাপন করার সুযোগ পাইলেন। ছালাহ্দ্দিন ১১৩৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৮২ খৃষ্টাব্দে সকলেই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হেতিনের যুদ্ধে ক্রুশধারিদিগকে পরাস্ত করেন। পরে তাইবিরিয়ান তাঁহার হস্তগত হয়। জাফা, বেরুৎ, আরছন প্রভৃতি নগরসমূহ বিনা আপত্তিতে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিল। তৎপরে তিনি জেরুশালেম অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইহার পুনরুদ্ধার সাধন করেন। ইহাতে ৩য় ক্রুছেডের সূত্রপাত হয়। জেরুশালেমের পতনে খৃষ্টান রাজ্যগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একত্রাবদ্ধ হইয়া একর আক্রমণ করার জন্য

অগ্রসর হইলে ছালাহ্‌উদ্দিন ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্রুশধারিদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে বহুসংখ্যক ক্রুশধারী নিহত হইয়াছিল। ছালাহ্‌উদ্দিনের সৈন্যবল অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও তিনি জয়লাভ করিলেন। ইহার পর য়ুরোপীয় মিত্রশক্তি-পুঞ্জ পুনরায় একর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে বহুসংখ্যক মোছলেমকে ক্রুশধারিগণ অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। স্কেলন অবরোধে অকৃতকার্য্য হইয়া উহারা ছালাহ্‌উদ্দিনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। তখন এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, "খৃষ্টানগণ অবাধে ও বিনা করে জেরুশালেমে উপস্থিত হইবার অধিকারী হইবে।" এইরূপে তৃতীয় যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হয়। ইহাতে জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহাদের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণ রণক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ছালাহ্‌উদ্দিন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সাধুতা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও সহৃদয়তা প্রধান শত্রু রিচার্ডকে [Richard of England] মুগ্ধ করিয়াছিল। ক্রুশধারী রিচার্ডও এই যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতা, উদারতা ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। সন্ধির পর ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনকালে সমুদ্র মধ্যে তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় তিনি অষ্ট্রীয়ার ডিউক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সম্রাট ৬ষ্ঠ হেনরীর নিকট সমর্পিত হন এবং তথা হইতে বহু অর্থ-বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪র্থ ক্রুছেড (১১৯৫—১১৯৮ খৃঃ অঃ) এশিয়া মাইনর বা রোমের আয়ুব বংশীয় ছোলতানগণের মধ্যে ছালাহ্‌উদ্দিনই (১) সর্ব্বাপেক্ষা

(১) ছালাহ্‌উদ্দিন ইউছফ-ইব্‌নে-আয়ুব—তাঁহার পিতৃব্যকে মেছর দেশ অধিকার করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ১১৭১ খৃষ্টাব্দে ফাতেমাবংশীয় খলিফাদিগকে পরাজিত করেন, এবং ছিরিয়া, মেছোপোটেমিয়া ও আরব পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেন।

প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে পোপের আদেশ অনুসারে ৪র্থ ক্রুছেডের সূত্রপাত হয়। প্রকৃত পক্ষে ৩য় ক্রুছেডে খৃষ্টান ও মোছলেম বিবাদের অবসান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুদ্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে হেনরী একদল ক্রুশধারী সঙ্গী লইয়া ছিছিলি অধিকার করেন। অপর দুই দল ছিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কিগণ টায়ারের নিকট পরাজিত হয়। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ছারাছেনগণ জাফা আক্রমণ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধির বিরুদ্ধে খৃষ্টানগণ বেরুৎ আক্রমণ করিল। তাহাতে ছালাহ্‌উদ্দিনের পুত্রগণ অগ্রসর হইলে ১১৯৮ খৃঃ অব্দে খৃষ্টানগণ তিন বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছিল।

৫ম ক্রুছেড—(১২০১—১২০৪ খৃঃ অঃ)—তিন বৎসর অতিক্রম করিলেই পোপ পুনরায় যুদ্ধের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইংরেজ রাজা রিচার্ড এবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু অন্যান্য মিত্রবর্গ যুদ্ধে যোগদান করিল। এবার ছিরিয়া অভিমুখে না যাইয়া খৃষ্টান সৈন্য কনষ্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। উহারা কনষ্টান্টিনোপলকে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের লীলাক্ষেত্র করিল। গ্রীক স্ত্রীপুরুষগণও ক্রুশধারিদিগের কবল হইতে রক্ষা পাইল না। হত্যা, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের পরাকাষ্ঠা হইল।

বালকদিগের ক্রুছেড ১২১২ খৃঃ অঃ—ইহা বিবেচিত হইল যে, ক্রুশধারিগণ স্বীয় পাপের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই, তজ্জন্য ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, কেবল নির্দ্দোষ বালক দ্বারা এই যুদ্ধ পরিচালিত হইবে। তদনুসারে ১২১২ খৃষ্টাব্দে ৩০ সহস্র বালক ও বালিকা বালক ষ্টিফেনের নেতৃত্বে এবং ২০ সহস্র একটী কৃষক বালকের নেতৃত্বে জর্ম্মাণী হইতে রওয়ানা হইল; ইহাদের অধিকাংশই

পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং অবশিষ্ট দাসরূপে বিক্রীত হইল।

৬ষ্ঠ ক্রুছেড—(১২১৯—১২২৯ খৃঃ অঃ)—১২১৯ খৃষ্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ ক্রুছেড ঘোষণা করিলেন। আড়াই লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য (উহাদের অধিকাংশই জর্ম্মাণ) ছিরিয়া দেশে অবতরণ করিল। উপকূল-ভাগ বিধ্বস্ত করিয়া তাহারা মেছর অভিমুখে যাত্রা করিল এবং ১২১৯ খৃষ্টাব্দে দামিয়েতা অবরোধ করিল। ৭০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র তিন হাজার হতাবশিষ্ট ছিল। তৎপরে খৃষ্টানগণ কায়রো উপস্থিত হইল। যুদ্ধে ক্রুশধারিগণ পরাস্ত হইল এবং দামিয়েতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক ছোলতান মালিক কামেলের সহিত সন্ধি করিয়া জেরুশালেমের প্রভূত্ব লাভ করেন। এই সময় হইতে ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেরুশালেম খৃষ্টানদিগের অধীন ছিল।

সপ্তম ক্রুছেড—(১২৩৯—১২৪৫ খৃঃ অঃ)—নবম গ্রেগরী ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ বৎসরই ছোলতান কামেল মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানগণের সহিত কামেলের যে সন্ধি হইয়াছিল, খৃষ্টানগণ উহা ভঙ্গ করিয়া প্যালেষ্টাইনে উপস্থিত হয়। কামেলের পুত্রগণ উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জেরুশালেম আক্রমণ করেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানগণ মেছর ছোলতানের সহিত সন্ধি করিয়া জেরুশালেম পুনরুদ্ধার করেন।

অষ্টম ক্রুছেড—(১২৪৮—১২৫৪ খৃঃ অঃ)—১২৪৪ খৃষ্টাব্দে খারিজ্মবাসিগণ চেঙ্গিসখাঁন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া জেরুশালেম অধিকার করে। ইহার ফলে ৮ম ক্রুছেডের সূত্রপাত হয়। ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ৯ম লুই এই সংবাদে উত্তেজিত হইয়া খারিজ্মবাসিদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। ১২৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি মেছরে উপস্থিত হইয়া

১২৫০ খৃষ্টাব্দে মনসুরার যুদ্ধে মেছর ছোলতান তুরান শাহ কর্ত্তৃক লুই পরাজিত ও ধৃত হন। ক্রুশধারিগণ দামিয়েতা প্রত্যর্পণ করিয়া ভবিষ্যতে বিবাদ হইতে ক্ষান্ত থাকিবে এই সর্ত্তে অঙ্গীকার করিলে লুই মুক্ত হন। ইনি ৪ বৎসর ছিরিয়াতে অবস্থান করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করেন।

নবম ক্রুছেড় (১২৭০—১২৭২ খৃঃ অঃ)—১২৬০ খৃষ্টাব্দে ছোলতান আয়ূব বেগের মৃত্যু হইলে মামলুকগণ বাইবার্সকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এই বীর্য্যশালী সৈনিক খারিজম্‌বাসিদিগকে ছিরিয়া হইতে বিতাড়িত করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে দামেস্ক ও জেরুশালেম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ছিরিয়া হইতে খৃষ্টানদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইহারই ফলে ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে নূতন ক্রুছেডের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের ৯ম লুই ও ইংলণ্ডের যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড ক্রুশ ধারণ করেন। ১২৬৮ খৃঃ এন্টিয়ক বাইবার্সের বশীভূত হয়। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে লুইএর মৃত্যু হয়। নৌ-বাহিনী ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তন কালে ছিছিলি উপকূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১২৭১ খৃঃ অব্দে এড্‌ওয়ার্ড একরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া মামলুকদিগকে বিতাড়িত করেন। ১২৭২ খৃঃ অব্দে এড্‌ওয়ার্ড বাইবার্সের সহিত দশ বৎসরের সন্ধি-স্থাপন করিয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন করেন। ১২৭৪ খৃঃ অব্দে দশম গ্রেগরী আর একটা ক্রুছেড যুদ্ধের অবতারণা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন করেন। বাইবার্স ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ খৃষ্টানদিগকে ক্রমে বিতাড়িত করিতে থাকেন। ১২৮৯ খৃঃ অব্দে ত্রিপলী অধিকৃত হয়। কেবলমাত্র একর খৃষ্টানদিগের হস্তগত থাকে। ১২৯১ খৃঃ অব্দে বাইবার্সের উত্তরাধিকারী খালিল একর আক্রমণ করেন। টায়ার, বেরুৎ ও অন্যান্য নগরগুলি বশ্যতা স্বীকার করে। খৃষ্টান অধিকৃত অন্যান্য স্থানগুলিও পরিত্যক্ত

হয়। তৎপরে আরও কয়েকবার ক্রুছেড যুদ্ধের সংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু কখনও উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ক্রুছেডের স্বরূপ—এই সকল যুদ্ধে মোছলেমগণ শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়ালুতা, ক্ষমাশীলতা ও শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই গুণাবলীর আদর্শে মধ্যযুগের খৃষ্টীয় "নাইট" সম্প্রদায় গঠিত হয়।

খলিফাদিগের শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে, জেরুশালেম বিশ্বাস-ঘাতকতা, অত্যাচার, অবিচার ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতির লীলাভূমি ছিল। মোছলেম শাসনে আসিয়া ইহার নবজীবন লাভ হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ লোপপ্রাপ্ত হয়। খৃষ্টানগণ অবাধে স্বীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিত। ক্রুছেড যুদ্ধকালে জেরুশালেমে পুনরায় অশান্তি ও অত্যাচারের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ক্রুশধারিগণ স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা নির্ব্বিশেষে অগণিত মোছলেমকে হত্যা করিয়া নরশোণিতে ধরণী প্লাবিত করে। কিন্তু ইছলামের এমনই অপূর্ব্ব শিক্ষা যে, ছোলতান ছালাহ্উদ্দিন যখন জেরুশালেম পুনরধিকার করেন, তখন অ-মোছলেমদিগের উপর কোন হত্যাকাণ্ডের আদেশ হয় নাই।

প্যালেষ্টাইন অধিকার করিবার জন্যই ক্রুছেডের সৃষ্টি। য়ুরোপের সাধারণ অশিক্ষিত লোক এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য আদৌ ধর্ম্ম-নৈতিক নহে। মধ্যযুগে যাজকশ্রেণীর অবস্থা অতি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। যাজকশ্রেণীর ইঙ্গিতে ক্রুশধারিগণ ইউরোপ অতিক্রম করিয়া হত্যা, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির জন্য প্রাচ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য দেশের অধিবাসিদিগের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা পথিমধ্যে বাইজেন্টিয়াম পৌঁছিয়া যেরূপ কদাচার করিয়াছিল, তাহার কতক আভাষ ডিন্-

মিল-ম্যান হইতে পাওয়া যায়। তিনি লাটিন খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"খৃষ্টান যুবতীগণ ও গ্রীকগৃহিনীগণের উপর সদর রাস্তায় বীভৎস অত্যাচার করা হইয়াছিল এবং সৈনিকগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গাড়ীপূর্ণ করিয়াছিল। গণিকাগণ কুৎসিৎ গানে পবিত্র ধর্ম্ম-গৃহ অপবিত্র করিয়াছিল। খৃষ্টান যাজক ও তাপসগণ বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে উপস্থিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ক্রুশধারী রোগে ও দুর্ভিক্ষে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট প্যালেষ্টাইনে পৌঁছে। ক্রুছেড ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা যাজক শ্রেণীর 'কলঙ্ক-ইতিহাস।' কথিত আছে, ১ম ক্রুছেডের সময় ফরাসী সৈন্যদিগের জন্য তিন শত বারাঙ্গণা প্রেরিত হইয়াছিল। যে সকল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছারাছেনদিগের হস্ত হইতে পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহারা পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্রের কলঙ্ক সাধন করিয়াছিল। ক্রুশধারিগণ, যে সকল দেশ অতিক্রম করিয়াছিল, সেই সকল দেশ লুণ্ঠিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। অগণিত ইহুদীও নিহত হইয়াছিল।" মিলম্যান বলিতেছেন, "প্যালেষ্টাইনের খৃষ্টানগণ ব্যবহারে ও চরিত্রে অতি ব্যভিচারী, অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক এবং উৎপীড়ক ছিল। তাহারাই পবিত্র ভূমির ও পবিত্র সমাধির রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হইত।"

২য় ক্রুছেডে বহুসংখ্যক ইহুদী নিহত হইয়াছিল। কথিত আছে, ১ম যুদ্ধে তিন লক্ষ এবং ২য় যুদ্ধে ত্রিশ হাজার লোক নিধন প্রাপ্ত হয়। অগণিত খৃষ্টান বালক পবিত্র ভূমির অভিমুখে যাত্রা করিয়া আফ্রিকার উপকূলে দাসত্বের জন্য বিক্রীত হয়। যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, বহু ক্রুশধারী পবিত্র ভূমি দর্শনও করে নাই। ইছলাম অর্থ "শান্তির ধর্ম্ম।" যখন জেরুশালেম মোছলেম অধিকারে ছিল, তখন আরবে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ স্বস্ব ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত, কিন্তু খৃষ্টান অধিকারে ইহা অশান্তির

আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। যখন হজরত ওমর প্যালেষ্টাইন অধিকার করিয়াছিলেন, তখন ক্রুছেড যুদ্ধের ন্যায় পবিত্র ভূমি রক্তে প্লাবিত হয় নাই। মোছলেম খলিফা ও খৃষ্টান ধর্ম্মাধ্যক্ষ একত্রে বন্ধুভাবে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন প্যালেষ্টাইন ক্রুশধারিদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, তখন সহস্র সহস্র পুরুষ, স্ত্রী ও বালক নিহত হইয়াছিল। সমাধি-ক্ষেত্রে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজপথে মোছলেম-রক্তের ঢেউ খেলিয়াছিল। অন্য পক্ষে যখন ছালাহ্উদ্দিন ইহা পুনরধিকার করেন, তখন তাঁহার দয়ালু ব্যবহার দেখিয়া সমস্ত খৃষ্টান জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পারশ্য।

ফারেছ বা পারেছ পারশ্যের একটী প্রদেশের নাম। উক্ত নাম হইতে "পারশ্য' নামের উৎপত্তি। পারশ্য এরিয়ান বা আর্য্যভূমির অন্তর্গত বলিয়া উহার অপর নাম 'ইরাণ'। ইরাণী বলিতে পার্থিয়া, মিডিয়া ও ফারেছের অধিবাসিগণ কিম্বা তাহাদের ভাষাকে বুঝায়। এই কারণে পারশ্যের অধিবাসিগণ আপনাদিগকে 'ইরাণী' বলিয়া পরিচয় দেয়।

পারশ্য—একিমিনিয়ান বংশ খৃঃ পূঃ ৭৩০-৫২১

পারশ্যের ইতিহাস একিমিনিজ হইতে আরম্ভ। ইঁহার পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত কাহারও হস্তগত হয় নাই। এই বংশ খৃঃ পূঃ ৭৩০ হইতে ৫২১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ছাইরছ ও ক্যাম্বাইছেছ এই বংশের অতি ক্ষমতাশালী নৃপতি। ছাইরছ খৃঃ পূঃ ৫৪৯ অব্দে আসিরিয়া প্রবেশ করেন। ৪ বৎসর মধ্যে গ্রীকাধিকৃত সমগ্র এশিয়া মাইনর তাঁহার করায়ত্ত হয়। পরে তিনি বক্ত্রিয়া ও ব্যাবিলনিয়া অধিকার করেন। খৃঃ পূঃ ৫২৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে ক্যাম্বাইছেছ মেছর আক্রমণের জন্য সংকল্পারূঢ় হন। ফিনিশিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ নৌবাহিনী প্রেরণ করে। এলুছিয়মের যুদ্ধে মেছর পারশিক রাজ্যের অধিকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্যাম্বাইছেছ কার্থেজ আক্রমণের জন্যও অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ লিবিয়ার মরুভূমি মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়।

দরায়ুছ বংশ, গ্রীক, রোমক ও পার্থিয়ান নৃপতিগণ—খৃঃপূঃ ৫২১—২২৭—খৃঃপূঃ ৫২১ অব্দে হিস্তাস্পিস পুত্র ১ম দরায়ূছ পারশ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দে তৎকর্তৃক সাম্রাজ্যের সংস্কার সাধিত এবং কর নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি ২০টি শাসন বিভাগ সৃষ্টি করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রত্যেক বিভাগে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। দরায়ূছ ৮ লক্ষ সৈন্যসহ বস্ফোরাছ অতিক্রম করিয়া থ্রেছ ও মাসিডোনিয়া বশীভূত করেন। খৃঃ পূঃ ৫১২ অব্দে তিনি কাবুলের উত্তরাংশ হস্তগত করিয়া সিন্ধু অভিমুখে প্রধাবিত হন এবং ঐ রাজ্যকে একটী স্বতন্ত্র শাসন বিভাগে পরিণত করেন। খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে মেছর বিদ্রোহী হয়, তাহাতে পারশিকগণ তথা হইতে বিতাড়িত হয়। খৃঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দে দরায়ূছের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ১ম জারাকৃছিছ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পুনরায় মেছর পারশ্যের অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে পারশিকগণ গ্রীস আক্রমণ করিয়া থার্ম্মপলির যুদ্ধে জয়লাভ করে। খৃঃ পূঃ ৪৬৪ অব্দে দরায়ূছের ভ্রাতা ১ম আর্টাজারাকছিছ রাজা হন। খৃঃ পূঃ ৪২৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ২য় জারাকৃছিছ ৪৫ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৪২৩ অব্দে ২য় দরায়ূছ সিংহাসনারূঢ় হন। খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দে ২য় আর্টাজারাক্‌ছছ এবং খৃঃ পূঃ ৩৫৮ অব্দে ৩য় আর্টাজারাকৃছিছ রাজা হন। তাঁহার সময়ে পারশিকগণ মেছরে পরাজিত হয়। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৩৪১ অব্দে ঈজিপ্ট (মেছর) পুনরাধিকৃত হয়। খৃঃ পূঃ ৩৩৮ অব্দে আরছিছ এবং ৩৩৫ অব্দে ৩য় দরায়ূছ অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার লিডিয়া, ক্যারিয়া ও লিশিয়া অধিকার করেন। পর বৎসর ফ্রিজিয়া, ক্যাপাডোসিয়া, ছিলিসিয়া ও ছিরিয়ার উত্তরাংশ গ্রীকদিগের হস্তগত হয়।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ফিনিশিয়া, জুডিয়া ও ছামারিয়াও গ্রীকগণ অধিকার করে। মেছরও উহাদের বশীভূত হয়। খৃঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে আলেকজাণ্ডার আসিরিয়া আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে ব্যাবিলন ও ছুছার পতন হয়।

পার্থিয়া—খৃঃ পূঃ ২৫০—২১৬—গ্রীকগণ পারশ্যের উত্তর পূর্ব্বে বক্ত্রিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বক্ত্রিয়াবাসিগণ কালে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ছেলুকছ নিকেটর অতি কষ্টে উহা দমন করেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ ২৪০ অব্দে ছেলুকছ বংশের প্রভুত্ব অমান্য করিয়া মধ্য এশিয়ায় একটী নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। বক্ত্রিয়াবাসিগণ পূর্ব্বকালে যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ক্রমে ইহাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং যাযাবর অধিবাসিগণ গ্রীকদিগের সহিত একত্র বসবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তজ্জন্য উহারা পশ্চিমাংশে সরিয়া গিয়া পার্থিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। উহা এক্ষণে পারশ্যের খোরাছানের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পারশিকদিগের ন্যায় জোরষ্টার ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। *

* জোরষ্টার বা জারদস্ত খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে জারদস্তী বা জোরষ্টার ধর্ম্ম নামে আখ্যাত করা হয়। পারশ্যের একিমিনিয়ান এবং ছাছান রাজগণ এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ভারতীয় পার্শি সম্প্রদায় জারদস্তী ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

মিডিয়া প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আরাম্ন নদীর তীরে জোরষ্টার ভূমিষ্ঠ হন। কথিত আছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তিনি নানা প্রকারে ঐশী-প্রেরণা অনুভব করিতে থাকেন এবং তদানীন্তন বক্ত্রিয়ারাজ বিস্তস্পকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করেন। এই রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে জোরষ্টারের আত্মীয়তা সৃষ্টি হয় এবং রাজশক্তির সহায়তায় তদীয় ধর্ম্ম যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে।

আভেস্তা এই ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ। যে ভাষায় ইহা রচিত, তাহা বর্ত্তমান পৃথিবীতে কোথাও কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার নাম বলা দুরূহ; তবে অনেকে আভেস্তার ভাষাকেও আভেস্তা বলিয়া থাকেন। মোটামুটি ভাবে ইহাকে অতি প্রাচীন

খৃঃ পূঃ ৫৪ অব্দে রোমে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। ইউফ্রেতিছ নদার উৎপত্তির স্থানে রোমক ও পার্থিয়ানদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। তাহাতে

পহ্লেবী ভাষা বলা যাইতে পারে। ইহার অংশ বিশেষের অনুবাদকে জেন্দ বলা হইত; তাহা হইতে অনেকে ভ্রমবশতঃ মূল গ্রন্থকেই 'জেন্দ-আভেস্তা' নামে অভিহিত করেন। মৌলিক আভেস্তা ২১ খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে বর্ত্তমান আভেস্তা মাত্র পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। কি প্রকারে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে কথিত আছে, আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক পার্সিপলিস ভস্মের সময় আভেস্তার কিয়দংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরে ভলোজিসিস্ নামক জনৈক আরসাশিদ বংশীয় নৃপতি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আভেস্তার উদ্ধার সাধন করেন। আরদাছের এবং ১ম ও ২য় শাপুর নামক ছাছান নৃপতিত্রয়ের সময়েও আভেস্তার পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার সাধিত হয়।

আভেস্তা অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইলেও তাহাতে একত্ববাদের স্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। জোরষ্টার নিজের প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, প্রচলিত ধর্ম্মকে বহু ঈশ্বর পূজার আবিলতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তিনি প্রেরিত হইয়াছেন। যদিও তিনি পৃথিবীতে সৎ ও অসৎ দুই শক্তির প্রভাব ও প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপিও তাঁহার ধর্ম্মকে একত্ববাদ ব্যতীত অন্য কিছু বলা অসঙ্গত।

জোরষ্টার সৎ ও অসতের চিরন্তন দ্বন্দ্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবী এই দুই শক্তির যুদ্ধক্ষেত্র এবং মানবের আত্মা তাহাদের কলহের বস্তু। জগৎ-স্রষ্টা মানবের ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন বলিয়া মানব সৎ ও অসৎ যে কোন শক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে।

আভেস্তা গ্রন্থে মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার এবং তদনুসারে নরক বা স্বর্গভোগের অবস্থার উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তির পুণ্যের পরিমাণ পাপ অপেক্ষা বেশী হইবে, সেই স্বর্গের অধিকারী, নচেৎ নহে। তাঁহার মতে যাগযজ্ঞ বা বলিদান দ্বারা পাপক্ষয় হয় না।

কালক্রমে জোরষ্টার প্রচারিত ধর্ম্মে পুরোহিতগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে এবং পৌরহিত্যের চাপে পিষ্ট হইয়া মূল ধর্ম্ম নানাপ্রকার কলুষতা প্রাপ্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যে ইছলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্ম লোপ পাইতে থাকে।

খৃঃ পূঃ ৩৪ অব্দে পার্থিয়ানগণ জয়লাভ করে। ২১৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রোমের সহিত পার্থিয়ার যুদ্ধ ঘটে এবং কিছুকাল পরে সন্ধি স্থাপিত হয়। ক্রমে রোমকগণ হীনবল হইয়া পড়ে। পুরাকালে আস্‌কারী বংশ ইরাণে তুই শতাব্দী যাবত রাজত্ব করিয়াছিল। ইহারা নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। এইজন্য এই নামে অভিহিত হইত। ইহাদের জনৈক পরবর্ত্তী রাজা ছাছান নামে আখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে ছাছান নামের উৎপত্তি। ছাছান বংশের প্রাথমিক রাজগণের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। আরদাছের হইতে পারস্য ইতিহাসের আরম্ভ। ইনি ছাছান বংশীয় নরপতি ছিলেন। তজ্জন্য ইঁহার বংশধরগণও ছাছান নামে অভিহিত।

ছাছান বংশ ২২৭-৬৪১ খৃঃ (আরদাছের ২২৭-২৪২ খৃঃ)—২২৭ খৃষ্টাব্দে আরদাছের রোমক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মেডেরাছের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং হরমুজ নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহাতে আরদাছের জয়লাভ করেন এবং রোমক সম্রাট অপমানিত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া যান। এই সময় হইতে পার্থিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। আরদাছের ২৪২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি জারদাস্ত মতাবলম্বী ছিলেন। আরদাছেরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ১ম শাপুর সিংহাসন লাভ করেন।

১ম শাপুর (২৪২—২৭২ খৃঃ অঃ)—শাপুরের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহাতে ২৬০ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ শাপুরের অধীনতা স্বীকার করে। তৎপরে তিনি এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেন।

বর্ত্তমানকালে পারস্যের কারমান ও এজ্‌দ্ প্রদেশে অল্পসংখ্যক জারদস্তী অবশিষ্ট আছে। ভারতে বোম্বাই ও তৎসন্নিহিত জনপদে যথেষ্ট সংখ্যক জারদস্তী বসবাস করে।

১ম হরমুজ—২৭২—২৭৩ খৃঃ অঃ; ১ম বাহা-রাম—২৭৩—২৭৭ খৃঃ অঃ; ২য় বাহরাম—২৭৭—২৯৪ খৃঃ অঃ; ৩য় বাহরাম—২৯৪ খৃঃ অঃ— ১ম শাপুরের মৃত্যুর পর ১ম হরমুজ ২৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে তদীয় ভ্রাতা ১ম বাহরাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পুত্র ২য় বাহরাম ২৭৭—২৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১ম হরমুজের পুত্র ৩য় বাহরাম ছিজিস্তান বা ছিস্তানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আর্ম্মেনিয়া অধিকার করেন।

নারছেহ—২৯৪—৩০৩ খৃঃ অঃ; ২য় হরমুজ—৩০৩—৩১০ খৃঃ অঃ; ২য় শাপুর—৩১০—৩৭৯ খৃঃ অঃ—১ম শাপুরের পুত্র নারছেহ রোমকদিগের হস্তে পরাস্ত হইয়া উহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নারছেহের পুত্র ২য় হরমুজ ৩০৩ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন তৎপরে ২য় হরমুজ পুত্র ২য় শাপুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার সহিত আরবদিগের সংঘর্ষ ঘটে। ইনি নেশাপুরে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে খৃষ্টানদিগের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। শাপুর রোমকদিগকে তাইগ্রীস নদীর তীর হইতে বিতাড়িত করিয়া আর্ম্মেনিয়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩৩৭ খৃঃ অব্দে রোমকরাজ কনষ্টাণ্টাইনের মৃত্যু হয়। তৎপরে কনষ্টান্টিয়াম যুদ্ধে অগ্রসর হন। বহুকাল উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ৩৭৯ খৃষ্টাব্দে ২য় শাপুরের মৃত্যু ঘটিলে তদীয় ভ্রাতা ২য় আরদাছের তৎপদে অভিষিক্ত হন।

২য় আরদাছের—৩৭৯—৩৮৩ খৃঃ অঃ; ৩য় শাপুর—৩৮৩—৩৮৮ খৃঃ অঃ—৩৮৩ খৃষ্টাব্দে ২য় আরদাছের সিংহাসনচ্যুতি ঘটে। তৎপরে ২য় শাপুরের পুত্র ৩য় শাপুর সিংহাসনে

আরোহণ করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে দূত প্রেরণ করেন। তাহার ফলে ৩৮৪ খৃষ্টাব্দে রোমকদিগের সহিত আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

৪র্থ বাহ্‌রাম—৩৮৮—৩৯৯ খৃঃ অঃ—৩য় শাপুরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ৪র্থ বাহ্‌রাম (কারমান শাহ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে আর্ম্মেনিয়ার অধিকাংশ পারস্য সাম্রাজ্যের এবং অবশিষ্টাংশ রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাহ্‌রাম ৩৯৯ খৃঃ অব্দে জনৈক আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন।

১ম এজদেগার্দ্দ—৩৯৯—৪২০ খৃঃ অঃ—বাহ্‌রামের পর ১ম এজদেগার্দ্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এইজন্য খৃষ্টানগণ তাঁহাকে 'পাপী' নামে আখ্যাত করিয়াছিল। ৪২০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। তৎপরে জনৈক দূরবর্ত্তী আত্মীয় সিংহাসন দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু একদল আরববাসীর সাহায্যে এজদেগার্দ্দের পুত্র ৫ম বাহরাম সিংহাসন লাভে সমর্থ হন। তিনি 'গোর' নামে অভিহিত হইতেন।

৫ম বাহ্‌রাম—৪২০—৪৩৮ খৃঃ অঃ—ইঁহার সময়ে খৃষ্টানদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে উহাদিগের সহিত যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। রোমকগণ ৪২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। উহাতে পারস্য সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদিগকে এবং রোমক সাম্রাজ্যের জারদস্তিদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। এই সময়ে পারস্যের সহিত কুশন বা শ্বেত হুনদের যুদ্ধ হইয়াছিল বাহরাম গোর ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

২য় এজদেগার্দ্দ-৪৩৮—৪৫৭ খৃঃ অঃ—বাহরাম গোরএর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় এজদেগার্দ্দ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সময়ে পুনরায় রোমকদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ স্থগিত করা হয়। খোরাছানে শ্বেত হুনদিগের সহিত ২য় এজদেগার্দ্দের বিরোধ ঘটে। এই সময়ে আর্ম্মেনিয়া প্রদেশেও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এজদেগার্দ্দ অগত্যা খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মে স্বাধীনতা প্রদান করিতে বাধ্য হন।

৩য় হরমুজ—৪৫৭—৪৫৯ খৃঃ অঃ; পিরোজ—৪৫৯—৪৮৪ খৃঃ অঃ—২য় এজদেগার্দ্দের পর তৎপুত্র ৩য় হরমুজ ৪৫৭—৪৫৯ খৃঃ অব্দ এবং অপর এক পুত্র পিরোজ ৪৫৯ – ৪৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। পিরোজ হুনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কয়েকবার তাহাতে জয়লাভ করেন, কিন্তু অবশেষে ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে বন্দীকৃত হন। হুনগণ সমগ্র পারস্য উৎসন্ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে নিষ্ক্রয় দ্বারা যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করা হয়।

বালাস—৪৮৪—৫৩১ খৃঃ অঃ—অতঃপর পিরোজের ভ্রাতা বালাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসনচ্যুত হন।

১ম কোবাদ—৪৮৮—৫৩১ খৃঃ অঃ—বালাসের পর পিরোজের পুত্র ১ম কোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে পারশ্য ও রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বিরোধ ঘটে এবং তাহার ফলে আরবগণ নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। কোবাদ ৫৩১ খৃষ্টাব্দে ছিরিয়ার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। পারশ্যবাসিগণ ইউফ্রেতিছ পার হইয়া বেলিছেরিয়াছ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু মেছোপোটেমিয়া আক্রমণ করিয়া তাহারা জয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইতিমধ্যে কোবাদের মৃত্যু ঘটে এবং তৎপরে সন্ধি স্থাপিত হয়।

আনওশেরওঁয়া (১ম খছরু—৫৩১-৫৭৯ খৃঃ)—
অতঃপর তৎপুত্র ১ম খছরু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আনওশের-ওঁয়া* নামে অভিহিত ছিলেন। খছরু অতি ন্যায়পরায়ণ সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার ফলে প্রজা ও কোষাধ্যক্ষ উভয়েরই প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব কালে বহু খাল খনিত ও বহু সেতু এবং নদীর বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি অতি দক্ষতার সহিত মন্ত্রীদিগকে পরিচালন করিতেন। তাঁহার সময়ে লোকের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গ নির্ব্বিবাদে স্বস্ব অধিকার ভোগ ও ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইত। তিনি সযত্নে সৈন্যদিগের সংস্কার করেন। ৫৩২ খৃষ্টাব্দে রোমকদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। পারশ্যরাজ রোমকগণকে বার্ষিক যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিলেন এবং উহাদিগকে কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব্ব দিকস্থ কয়েকটী দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। কিছুদিন পরে পুনরায় রোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে খছরু ছিরিয়া আক্রমণ করিলেন। তৎপরে তিনি এণ্টিওক অধিকার করিয়া লইলেন। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজ্যে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। উত্তর প্রদেশস্থ নিম্নভূমিতে তুর্কিগণ কর্ত্তৃক নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তুর্কীরা খাকান অক্ছাছ (আমুদরিয়া) নদীর দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত হুনদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বক্ত্রিয়া ছাছান সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। খছরু খাকান কন্যাকে বিবাহ করিয়া তুর্কীদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করেন, কিন্তু উহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। খোরাছান অধিপতি ও তুর্কিস্থানরাজের মধ্যে শত্রুতার বীজ উপ্ত হইল। খছরু আফগানিস্থানে

---

* ছাছান বংশের রাজগণ গ্রীকগণ কর্ত্তৃক "খছরু" এবং আরবগণ কর্ত্তৃক "কেছরা" নামে অভিহিত হইতেন।

রাজ্য বিস্তার না করিলেও সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে খছরু ইমনের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। এই দেশ আবিসিনিয়ার খৃষ্টানগণ ৫২৫ খৃষ্টাব্দে অধিকার করিয়াছিল। ইছলাম প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইমেন পারশিক শাসনের অধীন ছিল।

রোমকগণ সন্ধি অমান্য করিয়া নিসিবিন আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হয়। তৎপরে বহুকাল যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে রোমকগণ সন্ধি স্থাপন করিতে এবং আর্ম্মেনিয়া ও আইবেরিয়া প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইল। ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে খছরু পরলোক গমন করেন।

৪র্থ হরমুজ—৫৭৯-৫৯০ খৃঃ—খছরুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ৪র্থ হরমুজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অতি ন্যায়পরতা ও দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিতেন এবং সাধারণ সৈন্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও রোমক ও তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধ চলিয়াছিল। তুর্কীগণ পরাজিত হইয়া কর দিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তারপর রোমকদিগের বিরুদ্ধে ককেশাশের দক্ষিণে এক অভিযান করা হয়, কিন্তু তাহাতে পারশিকগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সময়ে রাজ্যে অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হয় এবং উহার ফলে হরমুজ সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

২য় খছরু (পরভেজ) ৫৯০-৬২৮ খৃঃ—তৎপরে ২য় খছরু (পরভেজ) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে টিসিফনে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। খছরু দুর্ব্বল, ভীরু ও বিলাসী ছিলেন। (১) তাঁহার সময়ে কোষাগার ধনশূন্য হইয়াছিল। তিনি খৃষ্টীয়ান স্ত্রীর অতিশয় বাধ্য ছিলেন। ইউফ্রেতিছের নিকট জুকার নামক স্থানে আরবদিগের

(১) বিখ্যাত তাবারী নামক মোছলেম ঐতিহাসিক বলিয়াছেন।

সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আরবগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং ক্রমে পারশ্য জয়ের আশা পোষণ করিতে থাকেন।

খছরু পরভেজের নিকট ছাছান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কয়েকটী দৈব আভাষ আসিয়াছিল। খছরু পরভেজ স্বপ্ন দেখেন যে, (১) ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) আসিয়া রাজদণ্ড ভগ্ন করিয়াছেন এবং দেওয়ালের উপর নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়াছেন, "হে দুর্ব্বল ব্যক্তি, সত্যই আল্লাহ তাঁহার লোকদিগের জন্য একজন রছুল পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট একটী ধর্ম্মপুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব তুমি নত হও এবং উহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাকে ইহ ও পরজগতে মঙ্গল প্রদান করিবেন; কিন্তু যদি তুমি ইহা না কর, তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার রাজত্ব বিনষ্ট হইবে এবং তোমার প্রভুত্ব তোমা হইতে অন্তর্হিত হইবে।"

(২) তাইগ্রীস নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

(৩) হেজাজের দিকে বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছিল।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) খছরু পরভেজের নিকট নিম্নলিখিত ফরমান প্রেরণ করিয়াছিলেন:—"বিছমিল্লা হিররাহ্মান নিররাহিম। আল্লার রছুল (দঃ) মোহাম্মদ হইতে হরমুজ পুত্র খছরু সমীপে:—সত্যই আমি তোমার নিকট আল্লাহতালার প্রশংসা করিতেছি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যখন আমি এতিম ছিলাম, তিনিই আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যখন আমি নিঃস্ব ছিলাম, তিনিই আমাকে ধনবান করিয়াছিলেন। যখন আমি ভ্রমান্ধকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে জ্ঞান বিবর্জ্জিত এবং যাহার বিপদ আসন্ন, কেবল সেই আমার নিকট প্রেরিত-প্রত্যাদেশ অমান্য করিবে। হে খছরু, সত্যতা স্বীকার কর, তুমি নিরাপদ হইবে।

অন্যথা আল্লাহ এবং তাঁহার রছুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, সে যুদ্ধে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইবেন না। তোমার মঙ্গল হউক।"

কথিত আছে, খছরু পরভেজ এই পত্র পাইয়া ক্রোধ ও ঘৃণায় উহা খণ্ডীকৃত করিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে মোছলেম দূত বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন, "হে ধর্ম্মভ্রষ্ট নৃপতি, আল্লাহ তোমার রাজ্য বিধ্বস্ত করিবেন এবং তোমার শত্রু বৃদ্ধি করিবেন।"

রোমকদিগের সহিতও খছরুর সংঘর্ষ ঘটে। ৬১৩ খৃষ্টাব্দে দামেস্ক এবং ৬১৪ খৃষ্টাব্দে জেরুশালেম খছরুর হস্তগত হয়। হেরাক্লিয়াস বহু চেষ্টা করিয়াও জয়লাভে অসমর্থ হন। কিন্তু পরে খছরু ককেশাশাভিমুখে অগ্রসর হইলে হেরাক্লিয়াস তাঁহার পথ অবরোধ করেন। টিসিফন বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে খছরু পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিনি ৬২৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

২য় কোবাদ—৬২৮ খৃঃ—খছরুর মৃত্যুর পর ২য় কোবাদ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি ছয় মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৩য় আরদাছের—৬২৮—৬৩০ খৃঃ অঃ—কোবাদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ৩য় আরদাছের সাত বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার সময়ে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ৬৩২ খৃঃ অব্দে ৩য় এজদেগার্দ্দ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

৩য় এজদেগার্দ্দ—৬৩২—৬৫১ খৃঃ অঃ—ইঁহার সময়ে আরবগণ ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন। বেদুইন দলপতি মোছান্না ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জুকারের যুদ্ধের পর হইতে অনেকবার পারস্য আক্রমণ করেন। হঠাৎ খালেদ বেদুইনদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতঃ অল্প সংখ্যক সেনাসহ ইউফ্রেতিছ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন; পারশিক সৈন্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে বারংবার পরাস্ত হইল এবং অনেকগুলি সীমান্ত স্থান মোছলেমদিগের করতলগত হইল। খৃষ্টানগণ বিজয়ী মোছলেমদিগকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করে। আরবগণ তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম পারস্থ গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিয়া লন। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে খালেদকে ছিরিয়া দেশে ডাকিয়া পাঠান হয়। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আবু ওবায়দা পারশিকদিগের দ্বারা পরাস্ত হন। খলিফা ওমর ইরাকে অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণে মনস্থ করিলেন। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বোয়ের নামক স্থানে পারশু সৈন্য আরব-দিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। ইতিমধ্যে ইয়ার-মুক যুদ্ধে হেরাক্লিয়াস কর্ত্তৃক ছিরিয়া জয়ের সংবাদ আসিল। পারশুরাজ আসন্ন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া রোস্তমের নেতৃত্বে লক্ষাধিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আরব সেনাপতি ছায়াদ-এবনে-আবি-অক্কাছ হটিয়া গিয়া হিরার দক্ষিণ পশ্চিমে কদীছিয়া নামক স্থানে উপনীত হইলেন। অবশেষে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন হইল। আরবগণ অতি সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন। গজারূঢ় পারশিক সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল এবং রোস্তম নিহত হইলেন। মোছলেমগণ জয়লাভ করিলেন। তৎপরে আরবগণ তাইগ্রীস অতিক্রম করিয়া টিসিফন আক্রমণ করেন। ভয়ে এজদেগার্দ্দ পলায়ন করিলেন।

ছাছানবংশের অবসান—নিম্ন ইরাক ও ছছিয়ানা আরবদিগের হস্তগত হইল। অতঃপর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ প্রসিদ্ধ নেহাবন্দের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অবশেষে বিশাল পারশিক বাহিনী নোমান কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। এস্তাখের ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মোছলেমগণ নানা প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হইল। ৬৫১ খৃষ্টাব্দে এজদেগার্দ্দ অতি নিষ্ঠুরভাবে আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

আরব অধিকার—৬৪১-৮৭৪ খৃঃ অঃ—সমগ্র পারস্য, কাস্পিয়ান হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত আরবদিগের শাসনাধীন হইল; ক্রমে খোরাছান, কারমান, মেকরাণ, ছিস্তান এবং বল্‌খও তাঁহাদের হস্তগত হইল। এইরূপে দুই শতাব্দীর মধ্যে সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ সমগ্র দেশ দামেস্ক খলিফার অধীনতা স্বীকার করিল। ইহার পর ছাছান সাম্রাজ্যের সামান্য অবশেষ তবারিস্তানের পার্ব্বত্য দেশে বহুকাল স্থায়ী ছিল বটে, কিন্তু শাসনকর্ত্তৃগণ খলিফাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতেন।

যখন আরব মোছলেমগণ ইউফ্রেতিছ হইতে অকৃছাছ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অধিকার করিতেছিলেন, তখন পারশিকগণ কোন প্রকার বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। উহারা বিলাসিতা ও দুর্ব্বলতা হেতু অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের শাসনশৃঙ্খলা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। পারশ্যদেশ দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত খলিফাদিগের অধীন ছিল। তৎপরে খলিফাদিগের উত্তরাধিকারীরা ক্রমে হীনবল হইয়া পড়েন। তাহাতে পারশ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। এয়াকুব ছিস্তান প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতা আমর দৃঢ়তার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

খলিফা মোতায়াম্মেদের উত্তেজনায় মাওয়ারুন্নাহারের দলপতি এছমাইল ছামানী আমরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। আমর বন্দীকৃত হইয়া খলিফার নিকট আনীত হইলে ৯০১ খৃঃ অব্দে খলিফার আদেশ অনুসারে নিহত হন। আমরের মৃত্যুর পর আরও দুইজন নৃপতি কিয়ৎকাল শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দীতে পারশ্য সাম্রাজ্য ছামান ও দেয়ালম বংশের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

পারস্যে ছামান বংশ—৮৭৪—৯৯৯ খৃঃ অঃ— ছামান বংশ মাওয়ারুন্নাহার, খোরাছান, বল্‌খ্‌ ও ছিস্তানের উপর এবং অপব অংশ এরাক, ফারেছ, কেরমান, কুর্দ্দিস্থান ও লারিস্তানের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। প্রথমোক্ত বংশের নেতা ছামান জনৈক তাতার দলপতি ছিলেন। তিনি ছাছান বংশীয় বাহ্‌রাম চৌবি হইতে বংশক্রম দাবী করিতেন। খলিফা মামুনের অনুগ্রহে তাঁহার পৌত্র ছামান খোরাছান ও মাওয়ারুন্নাহার প্রদেশে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইছমাইল আমরের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া খলিফার বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন। এজন্য খলিফা তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করেন। ৯০৭ খৃঃ অব্দে তিনি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রাজ্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিশ্বস্ততা সাহসিকতা, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মপরায়ণতা এবং বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তিনি প্রাচ্য সম্রাট্‌দিগের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইছমাইলের পঞ্চম বংশধর আমীর নুহ্‌ ওমরাহগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ছবক্‌তাগীন নামক জনৈক পরাক্রমশালী শরীর রক্ষক ক্রীতদাসের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন।

দেয়ালম বংশ—৯৩২-১০৫৫ খৃঃ অঃ—মাজেন্দরাণ প্রদেশস্থ 'দেয়ালম' নামক স্থানের জনৈক মৎস্যজীবী আবু-সোজা-বাওয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে তদীয় পুত্রত্রয়কে রাজকীয় ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সাময়িক বিদ্রোহ ও পরস্পরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে পুত্রগণ তাবারিস্থানের দলপতির নেতৃত্বে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। ক্রমে তাঁহারা কারমান ও কুর্দ্দিস্তান অধিকার করিয়া বাগদাদ অধিকারের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু খলিফা উক্ত প্রদেশে তাঁহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করায় তাঁহারা বাগদাদ আক্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। আবু-সোজার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রোকনউদ্দৌলা হাছান সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং তদীয় ভ্রাতা ইমাদুদ্দৌলা ফারেছ রাজ্য অধিকার করিয়া ৩০ বৎসর যাবৎ অতি

দক্ষতার সহিত উহার শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। অবশেষে গজনীর মাহমুদ খোরাছান, ফারেছ প্রভৃতি রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। *

৬৪১ খৃষ্টাব্দে নেহাবন্দের যুদ্ধে পারশ্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। বাগদাদের খলিফাগণ ছামান, গজনী ও দেয়ালাম বংশের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সকল বংশ খলিফার আধিপত্য স্বীকার করিয়া অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিত। খলিফাদিগের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল অর্দ্ধস্বাধীন বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের স্থাপয়িতৃগণ অধিকাংশই ভাগ্যান্বেষী ছিলেন। এই সকল ভাগ্যান্বেষীর মধ্যে মোগলদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোগলবংশ—১০২৬—১৬৩৪ খৃঃ অঃ।

মোগলগণ হজরত নূহের (আঃ) পুত্র ইয়াফেছ হইতে উদ্ভূত, জনৈক মোগল সর্দ্দার আলেঞ্জা কানের দুইটী পুত্র মোগল কান ও তাতার কান নামে অভিহিত ছিলেন। উভয়েই মোগল দলপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিত। ক্রমে তাতার বংশীয়গণ হীনবল হইয়া পড়ে এবং মোগল দলপতিগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে।

মোগল কানের জনৈক বংশধর তোমনায় কানের পুত্রদ্বয় কাজুলি

* গজনী বংশের উৎপত্তি—ছবক্‌তাগীন ছামান বংশীয় আমীর নূহের সাহায্যের জন্য স্বীয় পুত্র মাহমুদকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। মাহমুদ অতি পরাক্রমের সহিত বিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করেন এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ খোরাছানের শাসনকর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত হন। তাঁহা হইতেই গজনী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি। এই সাম্রাজ্য বাগদাদ হইতে খাছগড় এবং জর্জ্জিয়া হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গজনী বংশ ৯৬২ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আফগানিস্তানে রাজত্ব করিয়াছিল।

নোয়ান ও কবল কান নামে পরিচিত ছিলেন। এই দুই পুত্র হইতে আমীর তায়মুর ও চেঙ্গিজ কানের উৎপত্তি। আমীর তায়মুর কাছুলি নোয়ানের ষষ্ঠ বংশধর এবং চেঙ্গিজ কবল কানের তৃতীয় বংশধর।

মোগল শব্দের অর্থ "সাহসী"। মোগলগণ যেমন ভীষণ, তেমনি যুদ্ধপ্রিয় ছিল। পুরাকালে ইহারা বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়ায় নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। চেঙ্গিজ কান সমস্ত মধ্য এশিয়া অধিকার করিয়া ইহাদিগকে একসূত্রে আবদ্ধ করেন। মোগলদিগের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে চেঙ্গিজ কান হইতে আরম্ভ।

চেঙ্গিজ কান (১১৬২—১২২৭ খৃঃ)—চেঙ্গিজ মেছুকা বাহাদুর নামক জনৈক মোগল দলপতির পুত্র ছিলেন। তিনি ১১৬২ খৃষ্টাব্দে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্বে ওনন নদীতীরে জন্মগ্রহণ করেন। চেঙ্গিজের পিতা তাঁহার ভবিষ্য সৌভাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার নাম "তেমুচিন" রাখিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতৃস্থান অধিকার করিয়া শত্রুর সন্মুখীন হইতে বাধ্য হন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'চেঙ্গিজ' (চিনা চেংজি = অতুলনীয় যোদ্ধা এবং কান = সর্দ্দার) উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি চীন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং ১২১১ খৃষ্টাব্দে হীরা আক্রমণ করিয়া বিখ্যাত চীন প্রাচীর অবরোধ করেন। তৎপরে তিনি স্বীয় পুত্র জুজি, জাকতাই এবং ওকতাই প্রভৃতির সাহায্যে শানটুং ও লিয়াউছি অধিকার করেন এবং ১২১৪ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাটকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিয়া তৎসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন—"পীত নদীর সমগ্র উত্তর ভাগ এবং শানটুংএর সমস্ত স্থান (পিকিন ব্যতীত) এখন আমার অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে আজ তুমি দুর্ব্বল এবং আমি অতি বলবান্; কিন্তু আমি স্বেচ্ছাক্রমে আমার অধিকৃত রাজ্য হইতে এই সর্ত্তে

অবসর লইতেছি যে, তুমি আমার লোক ও কর্ম্মচারিদিগকে উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিবে।” চীন সম্রাট নিজকে নিরাপদ মনে করিয়া অতি আগ্রহের সহিত সর্ত্তগুলি স্বীকার করিলেন এবং শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় স্বরূপ চেঙ্গিজ কানকে স্বীয় কন্যা, ৫০০ শত যুবক ও যুবতী এবং ৩০০০ অশ্ব উপঢৌকন দিলেন। চেঙ্গিজ কান চীন প্রাচীর অতিক্রম করিতে না করিতেই চীন সম্রাট স্বীয় রাজধানী হোনানে স্থানান্তরিত করিলেন। তৎপরে চেঙ্গিজ কান ট্রান্সোক্সিয়ানা অধিকার করিয়া কারাকোরম পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। স্থানীয় অধিপতি মোহাম্মদ সমরখন্দ হইতে পলায়ন করেন। চেঙ্গিজ কান ইহার পর বোখারা অভিমুখে অগ্রসর হন। তৎপরে ছওত ও বল্‌খ্‌ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ক্রমে খোরাছান, মার্ভ, নেশাপুর, হিরাত মোগলের করতলগত হয়। এই সমস্ত অধিকার করিয়া চেঙ্গিজ মঙ্গোলিয়াতে প্রত্যাগমন করেন। চীন সম্রাটের মৃত্যুর পর চেঙ্গিজ পুনরায় পশ্চিম চীনে উপস্থিত হন। এবার তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইতেই রোগে আক্রান্ত হন এবং ২২৭ খৃষ্টাব্দে কানুস্‌ নামক স্থানে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এইরূপে পৃথিবীর জনৈক সর্ব্বপ্রধান বিজেতার অন্তর্দ্ধান হইল। তিনি সামান্য দলপতি হইয়া জীবন আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় করায়ত্ত করিয়া লন। তিনি ২৫ বৎসর কাল প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক হার্ম্মস্‌ ওয়ার্থ সাহেব চেঙ্গিজ কানকে যোদ্ধৃবর্গ মধ্যে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। সেকেন্দার শাহ (Alexander), নেপোলিয়ন (Napoleon), তায়মুর(Timur) প্রভৃতি বীরপুরুষগণের মৃত্যুর সহিতই তাঁহাদের রাজত্বের অবসান ঘটে, কিন্তু চেঙ্গিজের রাজত্ব তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরেও সুদৃঢ় ও অক্ষুন্ন ছিল। তিনি নূতন শাসনবিধি প্রচলন করেন এবং কখনও কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নিম্নলিখিত দেশ লইয়া গঠিত ছিল:- (১) সাইবিরিয়া, তুর্কীস্তান, মাওয়ারুন্নাহার, পূর্ব্ব খোরাছান ও আফগানিস্তান (হিরাত ব্যতীত)।

(২) পারশ্য, ছিস্তান, বেলুচিস্তান, মার্ভ, বল্‌খ্, বোস্ত হরমুজ ও বাহরায়েন।

(৩) কিপচক (বুলগেরিয়া সহ), রুশিয়া, ছোলগাত (ক্রিমিয়ার বন্দর), কিংছা, আছু, ছিরকাছিয়া (ককেশাশ)।

চেঙ্গিজ কানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র তুলি পারশ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্পকাল রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তুলির পুত্র মনকু কান সম্রাট্ নির্ব্বাচিত হন। মনকুর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা হালাকু কান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হালাকু কান—(১২৫৬—১২৬৪ খৃঃ অঃ)— হালাকু ৮ বৎসর অতিশয় দৌরাত্ম্যের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন যাবতীয় নৃপতিবর্গের উপর প্রভুত্বের দাবী করেন। সকলেই তাঁহার পরাক্রমে ভীত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু বাগ্দাদের খলিফা তাঁহার প্রভুত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এই অজুহাতে হালাকু কান বাগ্দাদ আক্রমণ করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত এবং রাজপরিবারের বিনাশ সাধন করেন। মনকু ও হালাকু কানের শাসনকালে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। হালাকু ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ "ইলকান" নামে পরিচিত। ইহার অর্থ—প্রাদেশিক নৃপতি। হালাকুর মৃত্যুর পর আবাকা রাজ্য লাভ করেন। আবাকার মৃত্যুর পর মোগল-পারশ্য নানাখণ্ডে বিভক্ত হয়। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে ইলকান বংশীয় নৃপতি গাজান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রণীত আইনসমূহ তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণের এমন কি ওছমানীয় তুর্কীদিগেরও

অনুসরণীয় ছিল। গাজানের মৃত্যুর পর ইল্‌কান মোগলদিগের প্রাধান্য ক্রমে তিরোহিত হয়। মোগল রাজ্য ইরাক ও পারশ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু তায়মুরের আবির্ভাবে অস্তগমনোন্মুখ মোগল-গৌরব-রবি পুনরুদিত হইয়াছিল।

তায়মুর—(১৩৩৬—১৪০৫ খৃঃ) তায়মুর সমরখন্দের দক্ষিণে কিশ নামক স্থানে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তারাগাই জনৈক মোগল দলপতি ছিলেন। ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে তায়মুর সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদানীন্তন রাজাগণের মধ্যে তায়মুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ট্রান্সোক্সিয়ানার অধিপতি কাজগণ যুবক তায়মুরকে তাঁহার গুণবত্তার জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। তিনি যাঁহাকে অভিরুচি তাঁহাকেই রাজসিংহাসনে বসাইতেন। তায়মুর তৎকালীন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি শৌর্য্য, বীর্য্য ও ভদ্রতায় সকলের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে বারলাসের অধিপতি হইয়াছিলেন। কাজগণ তাঁহাকে স্বীয় পৌত্রী বিবাহ দেন এবং তাঁহার উপর এক সহস্র সৈনিকের ভার অর্পণ করেন। কাজগণ শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলে তিনি ২৩ বৎসর বয়সে ট্রান্সোক্সিয়ানার শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন এবং ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনাকে ট্রান্সোক্সিয়ানার রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি মোগল ও তুর্কী শাসন প্রথার পরিবর্ত্তে ঐছলামিক বিধি প্রবর্ত্তন এবং রাজস্ব হইতে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের ব্যয়ভার মঞ্জুর করেন। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে চীনদেশ হইতে মোগল বংশ অবসান প্রাপ্ত হয়।

তায়মুর মেছোপোটেমিয়া, ছিরিয়া, এশিয়ামাইনর ও আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে খোরাছান, মাজান্দরাণ ও আজারবাইজান তাঁহার হস্তগত হয়। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইস্পাহান অধিকার করেন।

তৎপরে শিরাজ অধিকার করিয়া রাজধানী সমরখন্দে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার রাজ্য ট্রান্সোক্সিয়ানা, এশিয়াস্থ রুশিয়ার অধিকাংশ (ককেশাশ, অষ্ট্রাকান ও ভল্গার নিম্নভূমি) লইয়া গঠিত ছিল। পারশ্য জয় করিয়া তিনি রুষিয়ায় প্রবেশ করেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তিনি সিন্ধু নদ হইতে গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত জয় করিয়া লন এবং বহু লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজধানী সমরখন্দে ফিরিয়া যান। পর বৎসর তুর্কী রাজত্বে প্রবেশ করিয়া তিনি বাগদাদ, আলেপ্পো ও দামেস্ক আক্রমণ করেন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে আঙ্গোরার সমতল ভূমিতে তিনি ওছমানীয় ছোলতান বায়জিদকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী করেন। মেছরও তায়মুরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা ৩য় হেনরী তায়মুরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তায়মুর দূতকে দেখিয়া নিম্নলিখিত ভাবে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, "আমি ও আমার পুত্র (তোমার রাজাকে) আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার নিকট তাঁহার কোন উপঢৌকন প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না। তুমি এবং পত্রই যথেষ্ট।"

তায়মুর বায়জিদকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে ফরাসীরাজ ৬ষ্ঠ চার্লস তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি তাঁহার রাজ্যে ফরাসী ব্যবসায়িগণ তাঁহার সহানুভূতি পায়, তবে তিনিও ফ্রান্সের মোছলেম সওদাগরদিগের উপর সদয় ব্যবহার করিবেন।"

স্বাধীন পারশ্য।

ছফবীবংশ—১৫১০—১৭৩৬—৭ম এমাম মুছা কাজেমের বংশধর জনৈক দরবেশ শেখ ছায়ফুদ্দিন আরদেবিল (আবদান) নগরে বাস করিতেন। তদীয় পুত্র ছদরুদ্দীন স্বীয় হোজরাতে অবস্থিতি করিতেন।

তিনি সুচিন্তা ও বৈরাগ্যের জন্য এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, সম্রাটগণ এমন কি, নৃশংস তায়মুরও তদীয় আশীর্ব্বাদ ভিখারী হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই বংশের পঞ্চম বংশধর ছোলতান হায়দরই সর্ব্ব প্রথম পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হন।

হায়দরের তৃতীয় পুত্র ইছমাইল আজারবাইজান, এরাক প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং চারি বৎসর মধ্যে সমস্ত পারস্য তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। এই সময়ে পারস্য পুনরায় স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি শিয়া ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ১৫ বৎসর মধ্যে উজবেগগণ খোরাছান হইতে বিতাড়িত হয়; তাহাদের নৃপতি সাহেবানী খাঁ নিহত হন। বল্‌খ তাঁহার বশীভূত হয়। তৎপরে রাজ্যপিপাসু ওছমানীয় ছোলতান ছেলিম কনষ্টান্টিনোপল হইতে পারশ্য ক্ষমতা ধ্বংস করিতে উপস্থিত হন। ১৫১৪ খৃঃ অব্দে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ আজারবাইজান সীমান্তে উপস্থিত হয়। ইছমাইল যুদ্ধে অতি সাহসিকতা প্রদর্শনের পর পরাস্ত হন। ছেলিম কিছুকাল তাব্রিজে অবস্থান করিয়া তুরস্কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছেলিমের মৃত্যুর পর ইছমাইল জর্জ্জিয়া অধিকার করিয়া লন। তৎপরে ১৫২৫ খৃঃ অব্দে তিনি আরদেবিল নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পারসিকগণ তাঁহাকে পারস্য সাম্রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। তদীয় পুত্র তামাস্প পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অতি সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বভাগ উজবেগগণ এবং পশ্চিম ভাগ অটোমানগণ আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হয়। শাহ তামাস্পের রাজত্বকালে তদীয় দরবারে সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ প্রেরিত দূত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্রাট্ তামাস্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সাহায্যে সিংহাসন পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাহ তামাস্প

৫২ বৎসর রাজত্বের পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পারশ্যের বিশেষ ক্ষতি ও তুরস্কের প্রভুত লাভ সংঘটিত হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে ২য় ইছমাইল এবং মোহাম্মদ মির্জ্জা কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে তুর্কীগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আব্বাছ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কীগণ পুনরায় পারশ্য আক্রমণ করিলে আব্বাছ তাহাদিগকে যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়া বিদায় করেন। তৎপরে তিনি সৈন্যবিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া অটোমান ক্ষমতা বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং এক লক্ষ তুর্কী সৈন্য পারশ্য হইতে বিতাড়িত হইল। তাহাদের অধিকৃত আজারবাইজান, জর্জ্জিয়া, কুর্দ্দিস্থান, বাগদাদ ও মোছল পারশ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং উজবেগদিগের হস্ত হইতে খোরাছান বিমুক্ত করা হয়। আব্বাছের রাজত্বকালে পারশ্য সাম্রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব পূর্ব্বে বল্‌খ ও বাহ্‌রায়েন (পারশ্যোপসাগরের আরব সংলগ্ন অংশ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইস্পাহানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার দরবারে ইংলণ্ড, রুশিয়া, স্পেন, হলণ্ড, পর্টুগাল ও ভারতবর্ষ হইতে রাজদূত উপস্থিত থাকিতেন। তিনি অতিশয় বিচারক্ষম ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি ছিলেন এবং বহুসংখ্যক মসজেদ, কলেজ, বাজার, সেতু ও পান্থশালা নির্ম্মাণ এবং রাজধানী ইস্পাহানকে বিশেষরূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ৪২ বৎসর রাজত্বের পর ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপৌত্র শাহ মির্জ্জা চতুর্দ্দশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি 'শাহ ছুফি' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কান্দাহার দিল্লীর মোগলগণ কর্ত্তৃক এবং বোগদাদ ছোলতান মূরাদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইহাতে পারশ্যের বিশেষ ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছিল। তৎপরে তদীয় পুত্র ২য় আব্বাছ

১৬৪১ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে উজবেগগণ পুনরায় উপদ্রব আরম্ভ করে। আফগান সম্প্রদায় (খিলিজ ও আবদালীগণ) এতকাল যাবৎ পারস্থের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা এক্ষণে শত্রুগণ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং রাজধানীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত লুট তরাজ আরম্ভ করিল। আবদালী আফগানগণ হেরাত ও মেশেদ অধিকার করিয়া লয়। ২য় আব্বাছের পর তৎপুত্র ২য় শাহ ছুফি 'শাহ ছোলেমান' নাম ধারণ করিয়া ১৬৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শাহ হোছায়েন সিংহাসনারূঢ় হন। ইঁনি দুর্ব্বলচিত্ত সম্রাট ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আফগান দলপতি মাহমুদ এক বিশাল আফগান বাহিনী লইয়া পারশ্য আক্রমণ করেন এবং ফারমান অধিকার করিয়া ইস্পাহান পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময়ে ইস্পাহান এশিয়ার মধ্যে অতিশয় সমৃদ্ধ নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ছফবী বংশের শেষ সম্রাট শাহ হোছায়েন মাহমুদের হস্তে রাজ্য ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মাহমুদ অতি সমারোহের সহিত নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া রাজপ্রাসাদ অধিকার করিলেন। তুর্কীগণ এই অবসরে তিফলিস, তাব্রিজ ও হামাদান অধিকার করিল এবং সুযোগ বুঝিয়া রুশিয়া ছেরওয়ান ও গিলান অধিকার করিয়া বসিল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে আবদুল্লা পুত্র আশরফ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কীর ছোলতানকে মোছলেমদিগের অধিপতি স্বীকার করেন।

পারস্যে ছফবীবংশের অবসান— ছফবীবংশ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শাহ ইছমাইল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বংশ পারস্যকে বৈদেশিক শাসন এবং ক্ষমতাপ্রিয় যাযাবর জাতির হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল। ছফবী বংশের রাজত্বকালে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে উৎপীড়িত ও উপেক্ষিত হইত,

এক্ষণে উহা রাজধর্ম্মে পরিণত হইল। জয়, ধন ও সভ্যতা পারশ্যকে পুনরায় একটী প্রধান স্বাধীন রাজ্যে উন্নীত করিয়াছিল। দেড় শত বৎসর যাবৎ পারশ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাটগণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ছফবীবংশের শেষ সম্রাট শাহ হোছায়েন ১৬৫৩ হইতে ১৭২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি অতিশয় নম্র ও ধর্ম্মভীরু কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে যাজক শ্রেণীর প্রভুত্ব ঘটে এবং যুদ্ধকৌশল রাজপরিবার হইতে ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আফগান প্রজাগণ হইতে পারশ্যের ধ্বংশের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণ আফগানিস্তান সপ্তদশ শতাব্দীতে পারশ্যের অন্তর্গত ছিল, এই স্থানে গলজায়ী ও আবদালী জাতি বাস করিত। এক্ষণে পারশ্য সম্রাটের দুর্ব্বলতা দেখিয়া দুর্দ্দান্ত আফগান জাতি স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া উঠে। কান্দাহারের জনৈক পারশিক শাসনকর্ত্তা কঠোরতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করায় ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গলজায়ী জাতি মীর ওয়াছের নায়কত্বে শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া কান্দাহার আক্রমণ করতঃ তথায় স্বীয় শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দ বিদ্রোহী নায়ক মাহমুদ গলজায়ী জাতিকে পারশ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। ইহার ফলে ছফবী সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। মাহমুদ রাজধানী ইস্পাহান আক্রমণ করিলে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ছফবীবংশীয় শাহ হোছায়েন সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং পারশ্যে আফগান শাসনের সূত্রপাত হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মাহমুদের স্থানে তদীয় পিতৃব্যপুত্র আশরফ অভিষিক্ত হন। কান্দাহার মাহমুদের ভ্রাতার অধীন ছিল। আশরফ তাঁহাকে স্বস্থান হইতে দূরীভূত করিতে সক্ষম হন নাই, সুতরাং গলজায়ী জাতি দুই জন নায়কের অধীনতা স্বীকার করিল। রাজ্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত শাহ হোছায়েনের পুত্র মির্জ্জা তামাস্প রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করিয়া মাজান্দারাণ দেশে স্বীয় ক্ষমতা

প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এশিয়াস্থ জনৈক প্রধান সেনাপতি নাদের কুলি এই সময়ে তাঁহার সহিত যোগদান করেন। কিয়ৎকাল মধ্যে এই নাদের কুলিই পারশ্যের রাজশক্তির কর্ণধার হইয়া উঠেন।

নাদের শাহ।

নাদের শাহ ১৭৩৬—১৭৪৭ খৃঃ অঃ—নাদের কুলির পিতা ইমাম কুলি দরিদ্র তুর্কমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশ বহুকাল খোরাছানে অবস্থিত থাকিয়া মেষচর্ম্ম দ্বারা প্রস্তুত টুপি ও কোট বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। নাদের ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। উজবেক দস্যুগণ তাঁহাকে তাতার দেশে লইয়া যায় এবং চারি বৎসর কাল বন্দী করিয়া রাখে। তৎপরে তিনি তথা হইতে মুক্তিলাভের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতির অধীনে কার্য্য করেন এবং পরে একদল ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিদের নায়কত্ব গ্রহণ করেন। আফগানদিগের অধিকার কালে পারশ্যের শাসন হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময়ে সীমান্তপ্রদেশ খোরাছানের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় নাদের কুলির পক্ষে উহা আক্রমণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি কালার দুর্গ আক্রমণ করিয়া খোরাছানের আফগান শাসনকর্ত্তাকে পরাস্ত এবং নিশাপুর হস্তগত করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজত্বের প্রকৃত অধিকারী শাহ তামাস্প নাদের কুলিকে আলিঙ্গন করত ৭২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে নিযুক্ত করেন। নাদেরের পরাক্রম দেখিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। পারশ্য আফগান হস্ত হইতে পুনরুদ্ধৃত হইল। আফগান শাসনে ৬০ বৎসর যাবৎ পারশ্যের অধিবাসিগণ নিরতিশয় উৎপীড়িত হইতেছিল। অল্পকাল মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ অধিবাসী মৃত্যুমুখে

পতিত, অতি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ মরুভূমিতে পরিণত এবং উচ্চ প্রাসাদগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছিল। নাদের কর্ত্তৃক পারশ্যের জাতীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি সকলের আগ্রহ ও সহানুভূতি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সম্রাট্ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই সেনাপতিকে অর্দ্ধাংশ রাজ্য ও তৎসহ রাজমুকুট অর্পণ করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। নাদের যখন পূর্ব্ব প্রদেশগুলিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্রাট্ পশ্চিম প্রদেশে অভিযান করিয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহার সেনাপতির অধিকৃত স্থানগুলি হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং সম্রাট্ অনুদার সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহাতে জাতীয় রোষ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমগ্র কর্ম্মচারী মনে করিয়াছিলেন যে, শাহ তামাস্প আর বেশী দিন রাজ্যের নায়কত্ব করিলে অচিরেই জাতীয়-তার তিরোভাব হইবে, তজ্জন্য তাহারা একবাক্যে নাদেরকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে তামাস্প রাজ্য-চ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেনাপতি নাদের এত দিন তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। এখন শাহ তামাস্পের আট মাস বয়সের শিশু পুত্র আব্বাসকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং নাদের তাঁহার সমগ্র ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার পাইলেন। ৪ বৎসর পরে শিশু রাজার মৃত্যু হইলে নাদের ১৭৩৬খৃঃ অব্দে "শাহানশাহ," উপাধি ধারণ করত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি তুর্কীগণের হস্ত হইতে আর্ম্মেনিয়া ও জর্জ্জিয়া অধিকার করিয়া লইলেন এবং রুষদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আরবদিগের নিকট হইতে বাহরায়েন দ্বীপ পুনরধিকার করেন। ইহার পর সুস্তা পর্ব্বতে বক্তিয়ারী জাতিকে দমন করিয়া নাদের রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিলেন।

১৭৩৭ খৃঃ অব্দে নাদের শাহ ৮০,০০০ সৈন্যসহ কান্দাহারের বিরুদ্ধে যাত্রা

করেন। কান্দাহার পারশ্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। ঐ সময়ে কান্দাহারে আফগান ক্ষমতা প্রবল ছিল। তাঁহাদের সেই ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া পারশ্যের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা এবং মোগল সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিবার জন্য নাদের শাহ এখন যত্নবান হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একাদশ শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী বীর মাহমুদ গজনবীর ন্যায় বৈদেশিক বিজিতদিগের শাসনের জন্য আফগানদিগকে যুদ্ধ বিভাগে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কান্দাহারে পারশ্যের বিদ্রোহী সম্প্রদায় মাহমুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোছেনের শাসনাধীনে ছিল। ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে পারশিক সৈন্যগণ উহা আক্রমণ করিয়া নগর দুর্গ বিধ্বস্ত করে এবং নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে নাদেরাবাদ নামে আখ্যাত করে। এক্ষণে উহা পুনরায় কান্দাহার নামে অভিহিত হইতেছে।

নাদের আফগান দলপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বন্দিদিগকে মুক্তি প্রদান করত দলপতিদিগকে উপযুক্ত পেন্সন বা বৃত্তি প্রদান করেন এবং আব্দালী দলপতিদিগকে দক্ষিণ আফগানিস্তানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত এবং গজ্জারীদিগকে খোরাছানে স্থানান্তরিত করিয়া পূর্ব্ব শত্রুদিগকে মিত্রতায় আবদ্ধ করেন। আফগান সৈন্যগণ তাঁহার উদারতায় ও দয়ার্দ্রতায় মুগ্ধ হইয়া দলে দলে তাঁহার সৈন্যবিভাগে যোগদান করত মধ্য এসিয়া ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সুযোগ করিয়াছিল। নাদের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য বা অসভ্য দলপতি ছিলেন না। তিনি রাজনীতিক বিষয়ে ও যুদ্ধ বিগ্রহে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিনা কারণে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হন নাই।

দরবার পারশ্য সম্রাটদিগের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া

আসিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে বংশানুক্রমে পারশ্যের ছফী ও শাহ বংশ ভারতের মোগল সম্রাট্‌দিগের মধ্যে উপঢৌকন ও রাজদূতের বিনিময় করিয়া আসিতেছিলেন। একে অন্যের রাজকীয় ব্যাপারে সহানুভূতি ও স্তুতিবাদ জ্ঞাপন করিতেন। ক্রমে দিল্লীর বাদশাহ্‌গণ পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত আকারের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং এমন কি, মির ওয়ারেস ও তদীয় পুত্র হোসেনের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। পারশ্য হইতে আফগান-দিগকে বিতাড়িত করিয়া নাদের শাহ আলী মর্দ্দন খাঁকে এইরূপ আদেশ দিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর সম্রাট যেন তদীয় কাবুল সুবাদারকে সাবধান করিয়া দেন। আফগানগণ যেন তাঁহার রাজ্য মধ্যে পলায়ন করিতে না পারেন। ইহাতে সম্রাট্ মোহম্মদ শাহ এই মর্ম্মে উত্তর দেন যে, তিনি কাবুলের সৈন্য বিভাগকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন। তৎপরে নাদের মহম্মদ আলী খাঁন নামক আর একজন দূত প্রমুখাৎ দিল্লীর সম্রাটের নিকট দ্বিতীয়বার ঐরূপ অনুরোধ প্রেরণ করেন। তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যুত্তর আসে। যখন গলজাই জাতি পরাস্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের গজনী ও কাবুল অভিমুখে প্রস্থান করে, তখন সীমান্ত দেশে উহাদিগকে বাধা দিবার জন্য কোন মোগল সৈন্য বা সেনাপতি নিযুক্ত ছিলেন না। পারশিক সেনাপতিগণ নাদের শাহের আদেশ ব্যতীত সীমান্ত দেশ অতিক্রম করিতে না পারায় তাঁহারা উক্ত ঘটনা নাদের শাহকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। নাদের শাহ তৃতীয়-বার তুর্কোমান মহম্মদ খাঁকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া সম্রাটের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দিল্লীর দরবার উক্ত দূতকে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই এবং নাদের শাহকে কি জবাব দিবেন, তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইলে অগত্যা নাদের ভারত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময়ে আফগানিস্তানের শাসন প্রণালী অতি শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। সৈন্য বিভাগে মোগল সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক বেতন প্রদত্ত হইত না। সুবাদার পেশোয়ারে বাস করিতেন এবং কাবুল দুর্গের ভার জনৈক কেল্লাদারের হস্তে ন্যস্ত ছিল। পঞ্জাব প্রদেশেরও শাসন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। যখন নাদের শাহ্ ভারত আক্রমণ জন্য যাত্রা করেন, তখন আফগানিস্তান বা পঞ্জাব তাঁহাকে কোন বাধা প্রদান করে নাই।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে নাদের আফগানিস্তানে প্রবেশ করত আফগান শত্রুর ধ্বংস সাধন করেন। গজনীর মোগল শাসনকর্ত্তা ভয়ে পলায়ন করেন এবং সহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ উপঢৌকনাদি সহ নাদেরের আনুগত্য স্বীকার করেন। নাদের অধিবাসিদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করেন নাই। যে সমস্ত আফগান তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা নিহত বা বন্দীকৃত হইয়াছিল। তৎপরে নাদের কাবুলে প্রবেশ করেন। দুর্গ হইতে নাদেরের সৈন্যের প্রতি যথেষ্ট গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। ক্রমাগত ৭ দিবস চেষ্টার পর নাদের দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করত উহা অধিকার করেন এবং ৪০ দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া সমগ্র কাবুল বশীভূত করেন। তৎপরে তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডমাতে উপস্থিত হন। ইহার পর তিনি জেলালাবাদ আক্রমণ করেন। নাদের শাহ স্বীয় অনুপস্থিতি কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিরজা রেজা কুলীকে তাঁহার স্থানে পারশ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে আফগানিস্তানের মোগল শাসনকর্ত্তা নাসির খাঁন পেশোয়ারে ২০ সহস্র আফগান সৈন্যসহ গিরিবর্ত্ম অবরোধ করেন। ১৪ই নভেম্বর আছর নামাজের পর নাদের শাহ খাইবার পাছে শত্রুদিগের সম্মুখীন হন। নাসির খানের সৈন্যবৃন্দ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে নাদের পেশোয়ারে প্রবেশ করিয়া তথাকার প্রাসাদ অধিকার করিয়া লন

এবং আগা মহম্মদের কর্ত্তৃত্বে একদল সৈন্য আটকে সিন্ধু নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রেরণ করেন। তৎপরে লাহোরে উপস্থিত হইয়া নাদেরের সৈন্যগণ ভারত সৈন্যকে পরাস্ত করিলে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নাদেরের আশ্রয় প্রার্থী হন। অতঃপর নাদের লাহোর হইতে কর্ণেল অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতীয় সৈন্য পরাজিত হয়। তৎপরে নাদের দিল্লীতে উপস্থিত হন।

সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহ নাদের শাহকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ছৈয়দ নেয়াজ খান তাঁহার অনুচরবর্গ সহ কতিপয় পারশিক অশ্বারোহী নিহত করিয়া চতুর্দ্দিকে রটনা করিলেন যে, নাদের শাহ নিহত হইয়াছেন। যখন চতুর্দ্দিকে এইরূপ মিথ্যা সংবাদ ঘোষিত হইল, তখন নাদের শাহ প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য জনৈক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পথি মধ্যে নিহত হইলেন। পুনরায় আর এক ব্যক্তি প্রেরিত হইল, তিনিও মোগল সৈন্যগণের হস্তে নিহত হন। ইহাতে নাদের অত্যন্ত রোষান্বিত হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ জন্য ইঙ্গিত করিলেন। উহার ফলে লুটতরাজ আরম্ভ হইল। বহুলোক নিহত, আহত ও বন্দীকৃত হইল। প্রাতঃকাল ৯টা হইতে বৈকাল ২টা পর্য্যন্ত হত্যাকাণ্ড অপ্রতিহত রহিল। তৎপরে মোহাম্মদ শাহ নিজাম উজির ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারিদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নাদের শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। নাদের উঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণমাত্রই তাঁহার সৈনিকদিগকে হত্যা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিলেন। কথিত আছে, এই ঘটনায় ৮০০০ লোক নিহত হইয়াছিল। সে সমস্ত লোক বন্দীকৃত হইয়াছিল, নাদের তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

তৎপরে নাদের শাহ দিল্লীতে একটী বিরাট দরবারের আয়োজন করেন। উহাতে সম্রাট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ আহুত হন। নাদের শাহ উক্ত

দরবারে স্বহস্তে মোহাম্মদ শাহের মস্তকোপরি রাজমুকুট স্থাপন করেন এবং তাঁহার কটিদেশে মণিমুক্তাখচিত তরবারি বাঁধিয়া দেন। সম্রাট কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থ প্রদেশগুলি নাদের শাহকে অর্পণ করেন। ইহার পর হইতেই আফগানিস্তান চিরতরে মোগল সম্রাট-দিগের হস্তচ্যুত হয়। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নাদের দিল্লী পরিত্যাগ করেন।

নাদের দিল্লীতে ২ মাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিকালে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা নাসিরুল্লা শাহ জাহানের প্রপৌত্র দাবরবক্সের কন্যাকে বিবাহ করেন। নাদের শাহকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও প্লেট	..	৩০ কোটী।
মণিমুক্তা	... ...	২৫ কোটী।
ময়ূর সিংহাসন ও অন্যান্য সিংহাসন	...	৯ টী।
মূল্যবান দ্রব্যাদি	... ...	২ কোটী।
আসবাব পত্র	... ...	৪ কোটী।
প্রস্তরখচিত অস্ত্রাদি	... ...	৯ কোটী।
হস্তী	... ...	৩ শত।
ঘোটক	... ...	১০ সহস্র।
উষ্ট্র	... ...	১০ সহস্র।

নাদেরের প্রত্যাগমনের পর মোহাম্মদ শাহ দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মোগল শাসন ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং কেবল মাত্র নিজামই বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হওয়ায় তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। এই কারণে মোহাম্মদ শাহ তাঁহার বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার ফল বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর চারিদিকে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং উহার অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে মোগল সাম্রাজ্য ভূমিসাৎ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

নাদের শাহের আক্রমণের ৩৪০ বৎসর পূর্ব্বে তায়মুরের হস্তেও দিল্লীর উপর এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন সংঘটিত হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তায়মুর মোগল সাম্রাজ্যকে খণ্ডীকৃত বা অঙ্গহীন করেন নাই, কিন্তু নাদের শাহ্ সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থ সমগ্র প্রদেশগুলি এবং সম্পূর্ণ আফগানিস্তান মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তায়মুরের মৃত্যুর পর আর কেহ মোগল সাম্রাজ্যের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু নাদের শাহের পর আব্‌দালীগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদের আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন। নাদেরের উত্তরাধিকারী আদিল শাহ্ ও ইব্রাহিম খাঁ কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে আজারবাইজান, মাজেন্দরাণ ও অস্ত্রাবাদ প্রভৃতি স্বাধীন হইয়া উঠে।

জেন্দবংশ—১৭৫৩—১৭৯৫ খৃঃ অব্দ।— তৎপরে জেন্দ সম্প্রদায়ের জনৈক দলপতি করিম শাহ ২৬ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। করিম শাহ শিরাজে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইনি ছুফি শাহ মীর হাম্‌জার প্রসিদ্ধ রওজা অতি ধূমধামের সহিত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। করিম স্বয়ং 'শাহ' উপাধি ধারণ না করিয়া আপনাকে ছফি বংশের উকিল বা প্রতিনিধি বলিয়া বিঘোষিত করেন। এই সময়ে ছফি বংশের বংশধর আলিমর্দ্দন খাঁ কেবল আবাদাল দুর্গ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রভুত্বের ছায়া সীমাবদ্ধ ছিল।

কাজর বংশ—১৭৯৫ খৃঃ অঃ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত—করিম খাঁর পুত্রগণ একে একে ভিন্ন ভিন্ন দলপতি-গণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে কাজর বংশের প্রতিষ্ঠাতা আগা মোহাম্মদ খাঁ শিরাজের কয়েদখানা হইতে বহির্গত হইয়া মাতৃভূমি মাজেন্দরাণে উপস্থিত হন এবং ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন।—ইনি 'মোহাম্মদ শাহ' নামে অভিহিত হইতেন। ইনি নাদেরের বংশধরগণের হেড কোয়াটার খোরাছান অধিকার করেন। তৎপরে রাজ্যের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং উহার ফলে পারশ্যের সহিত সন্ধি হয়। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ শাহ নিহত হন। তৎপরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাজ খাঁ 'ফতে আলী শাহ' নাম ধারণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জিয়া রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎপরে ক্রমে মিংগ্রেলিয়া, গাঁজ্জা, ইরিভানও রুশ ক্ষমতার অধীন হয়। দাঘীস্থান, সিরওয়ান, কারাবাগও রুশ বশ্যতা স্বীকার করে। তৎপরে বৃটিশগণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গুলিস্তানের সন্ধি সংঘটিত হয়। রুশিয়ার জার ফতে আলী শাহার পুত্র আব্বাছ মির্জ্জাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু আব্বাছ মির্জ্জা বৃটিশদিগের উৎসাহে সৈন্যসহ যুদ্ধে উপস্থিত হন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ সহস্র মোছলেম সৈন্য ও ছয় হাজার কসাক সৈন্য রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে মোছলেমগণ জয় লাভ করে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই আব্বাছের পুত্র মোহাম্মদ মির্জ্জা গাজ্জার নিকট পরাস্ত হন। আব্বাছ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রুশ সৈন্যকে পরাজিত করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মন্ত্রীর সাহায্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ফতে আলী শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আলী শাহ ২০ দিন মাত্র রাজত্ব করেন এবং তাঁহার পর ফতে আলী শাহের পৌত্র মোহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু

হইলে তৎপুত্র নছিরুদ্দীন শাহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সময়ে রুশিয়া বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি গ্রেটব্রিটনের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শাহ নছিরুদ্দীনের পুত্র মোজাফ্ফর উদ্দীন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পারশ্যের জাতীয় সমিতি (মজলেছ) গঠন করিতে বাধ্য হন। এই বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে মোহাম্মদ আলী মির্জ্জা পারশ্যের সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বৎসর জুলাই মাসে জাতীয় সমিতির অনুজ্ঞাক্রমে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তৎপুত্র আহমদ মির্জ্জা মজলেছ কর্ত্তৃক "শাহ" বলিয়া ঘোষিত হন।

পারশ্য রাজগণ 'শাহেন্‌শাহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। স্বীয় রাজ্য মধ্যে শাহের আদেশ অপ্রতিহত। সমগ্র রাজস্ব তাঁহারই করায়ত্ত। পারশ্যের শাসন প্রণালী তুরস্কের শাসন প্রণালী সদৃশ। কোরআন মজিদের উপরই সমগ্র আইন প্রতিষ্ঠিত। শাহের ক্ষমতা অব্যাহত হইলেও তিনি যথেচ্ছা তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাঁহার আদেশ **যদি কোরআন, হাদিছ ও তফছিরের** বিরুদ্ধ না হয়, তবেই তিনি স্বীয় প্রভুত্ব পরিচালন করিতে পারেন। তিনি আপনাকে হজরতের প্রতিনিধি মনে করেন। তাঁহার শাসনকার্য্য মন্ত্রীসভার সাহায্যে পরিচালিত হয়। পূর্ব্বে মাত্র উজির ও কোষাধ্যক্ষ দ্বারাই এই কার্য্য পরিচালিত হইত, কিন্তু অধুনা ইউরোপের অনুকরণে ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক, বিচার, বাণিজ্য, শিক্ষা, কৃষি, ডাক, তার, পাবলিক ওয়ার্কস ইত্যাদি ২০টী বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রী নির্দ্দিষ্ট আছেন। সমগ্র দেশ ৩৩টী প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেকটীর জন্য স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা

কৈন্দ্রিক গভর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী। তাঁহারা স্বীয় শাসনাধীন জেলার জন্য অনুশাসক (নায়েব-উল-হোকামা) নিযুক্ত করিতে সমর্থ। প্রত্যেক সহরের জন্য এক জন দারোগা এবং প্রত্যেক গ্রামের জন্য এক জন কদখোদা নিযুক্ত থাকেন। খৃষ্টান, য়িহুদী ও পার্শিদিগের নিকট হইতে অতি সামান্য কর সংগৃহীত হয়।

সৈনিক বিভাগ : ৫৫৫০০ জন লোক দ্বারা গঠিত। উহারা অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র নৌ-বিভাগ বর্ত্তমান আছে।

তাব্রিজ, তেহরাণ, ইস্পাহান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র; বন্দর আব্বাছ ও বুশায়ার প্রভৃতি প্রধান বন্দর।

১৮৮৯ সালে পারশ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার হেড অফিস তেহরাণে অবস্থিত।

তেহরাণ হইতে আবদুল আজিম পর্য্যন্ত এবং মাহমুদাবাদ হইতে আমল পর্য্যন্ত রেল লাইন আছে। এতদ্ভিন্ন পারশ্যরাজের অনুমতি লইয়া রুশ গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য রেল লাইন প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান পারশ্য দরায়ুছ বা ছাছানের সময়ের পারশ্য হইতে অল্লায়তন হইলেও এক্ষণে উহা আয়তনে জার্ম্মাণির দ্বিগুণ হইতে বৃহত্তর হইবে।

পারশ্য শাহের রোজনামচা :—পারশ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন কোর্‌আন মজিদ ও হাদিছের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন পারশ্যে "ওরফ" অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবহারবিধি প্রচলিত আছে। শেখুল-ইছলাম প্রধান বিচারকর্ত্তা। তাহা ছাড়া মোজ্‌তাহেদগণের বিশেষ প্রভুত্ব আছে। প্রত্যেক সহরে বাদশাহ এক জন "শেখ" নিযুক্ত করেন। বড় বড় সহরে একজন কাজিও থাকেন। বাদশাহ স্বয়ং এবং তাঁহার প্রতিনিধি ও সহর, জেলা ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক বিচার কার্য্য

সম্পন্ন হয়। জীবনদণ্ড বাদ্‌শাহ্ স্বয়ং প্রদান করেন। তিনি প্রত্যেক দিন দরবার কক্ষে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাদ-শাহের খাদ্য মোহরযুক্ত পাত্রে আনীত হয়। গার্হস্থ্য কার্য্যাধ্যক্ষ স্বয়ং খাদ্যদ্রব্যগুলি পরীক্ষা করেন। এতদ্ভিন্ন প্রধান চিকিৎসকের পরামর্শও গৃহীত হয়। মোছলেম প্রথানুসারে কার্পেটের উপর—বিস্তৃত সুবর্ণখচিত দস্তরখানের উপর তিনি আহার করিয়া থাকেন। আহারের পর বাদশাহ মন্ত্রী, সেক্রেটারী ও সচিবদিগকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিতে অনু-মতি দেন এবং তাঁহাদিগের মুখে রাজ্যসংক্রান্ত সমাচার অবগত হইয়া আবশ্যকানুযায়ী আদেশ প্রদান করেন। তৎপরে তিনি লেভি বা মজলিসে উপস্থিত হইয়া তথায় দেড় ঘণ্টা কাল অবস্থিতি করেন। এ সময়ে তিনি শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপক সভার কর্ম্মচারিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদনন্তর হেরেমে প্রবেশ করিয়া প্রায় সমস্ত অপরাহ্ন কাল তথায় যাপন করেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বহিঃস্থ কক্ষে উপস্থিত হইয়া তিনি সরকারী কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন এবং তৎসমাপনান্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গত হন। রাত্রি ৮।৯টার মধ্যে সান্ধ্যভোজন সমাপন করিয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল গায়ক ও নর্ত্তক-দিগের সহিত আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

পারশ্যের রাজ্য বিভাগ।—পারশ্যদেশ ৪টি শাসন-বিভাগে বিভক্ত; পশ্চিমে আজার-বাইজান (রাজধানী তাব্রিজ), উত্তরে উত্তর পারশ্য (রাজধানী তেহরাণ), পূর্ব্বে খোরাছান (ছিস্তান সহ রাজধানী মেশেদ) এবং দক্ষিণে দক্ষিণ পারশ্য (রাজধানী শিরাজ)। এতদ্ভিন্ন আরও ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভাগ আছে; যথা:—অস্ত্রাবাদ, মাজেন্দরাণ, গীলান, খামাশ, কজভীন ও জীরাস; পারশ্যের শাসনভার শাহের উপর ন্যস্ত। তিনি মহাপুরুষের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হন।

তাঁহার আদেশ কোর্‌আন ও শরিয়তের বিরুদ্ধ না হইলে সর্ব্বথা পালনীয়। পারশ্যের পরিমাণ ফল ৬০০,০০০ বর্গ মাইল। ইহার কিয়দ্দংশ মরুময়। অধিবাসী সংখ্যা ১ কোটী। প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ১৫ জন অধিবাসীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই আরব, তুর্ক বা কোর্দ্দি। এতদ্ভিন্ন যাযাবর শ্রেণীও বিদ্যমান আছে। প্রধান নগরগুলি এই :—তেহরাণ, তাব্রিজ, ইস্পাহান, মেশেদ্, কারমান, এজদ্, শিরাজ, হামাদান্, কায়মান শাহ্। ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে পারশ্যের সীমা কোথাও সঙ্কুচিত ও কোথাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রাচীন ইরাণ দক্ষিণে পারশ্য উপসাগর, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ ও পশ্চিমে তাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্ত্তী তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই প্রাচীন সীমা হইতে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট ভূভাগ বর্ত্তমান পারশ্য নামে অভিহিত। ইহা দেখিতে একটি ত্রিভূজের ন্যায়। বর্ত্তমান নগরগুলি অর্দ্ধবিধ্বস্ত। গ্রামগুলি পরিত্যক্ত প্রান্তরবৎ। সম্ভবতঃ পুরাকালের যুদ্ধ বিগ্রহে অধিবাসিগণ অত্যধিক নির্য্যাতিত হইয়াছিল। যে দেশের ছাইরাছ, দরায়ূছ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটগণের নামে সমগ্র পৃথিবী একদা কম্পিত হইত, যাহার ছফি, খছরু ও ছেলজুক নৃপতিগণের সম্বন্ধে নীতিপূর্ণ উপাখ্যান বিরচিত হইত, যে দেশে চেঙ্গিজ কান ও তৈমুরলঙ্গের সমরভেরী দিগ দিগন্ত নিনাদিত করিত, যে দেশ শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবে সমুন্নত ছিল, বর্ত্তমান পারশ্য তাহার ছায়াবশেষ মাত্র।

পারশ্য ভাষা। পারশ্য ভাষা একটী অতি আদিম ভাষা। ইহা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত :—

(১) আদিম পার্শি বা আকিমিনিজদিগের তাম্রলিপি (খৃঃ পূঃ ৫৫০—৩৩০ অব্দ)

• (২) প্রাচীন পার্শি বা পাহ্‌লোভী ভাষা (খৃঃ পূঃ ৩৩০-২২৬ অব্দ) আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ হইতে ছাছান বংশের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত এই ভাষা প্রচলিত ছিল।

(৩) মধ্যযুগের ভাষা (খৃঃ পূঃ ২২৬—৬৫২ খৃঃ অঃ)।

(৪) আধুনিক পার্শি—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

প্রাচীন এঙ্গ্‌লো সেক্সন (Anglo-Saxon) ও মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান-কালের ইংরেজী ভাষা যেমন এক সাধারণ (ইংরেজী) নামে অভিহিত, প্রাচীন, মধ্যযুগের ও আধুনিক পারশ্যভাষাও তেমন একই সাধারণ (পার্শি) নামে আখ্যাত।

পাহ্‌লোভী ছাছানবংশীয়দিগের রাজভাষা ছিল বলিয়া পরিচিত। তৎপরে দুই তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা জোরষ্ট্রীয় বা জরদাশ্তী যাজকদিগের ধর্ম্মভাষা ছিল। এই ভাষা হইতেই বর্ত্তমান পার্শিভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। পোস্ত বা আফগান ভাষার জননীও এই পাহ্‌লোভী ভাষা।

আফগানিস্তান।

আফগানিস্তান।—বহু পূর্ব্বকালে আফগানিস্তান নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। উহার অধিবাসিগণও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং ভাষারও সমতা ছিল না। কেহ কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিত না। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইহা একটী সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন বিভাগ :—

(১) কাবুল—এই প্রদেশের মধ্যে গজনী অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নগর ছিল কিন্তু বিগত চারি বৎসরের মধ্যে কাবুল ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

(২) কান্দাহার—ইহা দুর্রাণীদিগের প্রধান বাস ভূমি।

(৩) ছিস্তান।

(৪) হিরাত—পূর্ব্বে ইহা একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। হাজারা ও আরমন জাতি ইহার পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত।

(৫) হাজারিস্তান—এই স্থানও হাজারাদিগের বাসভূমি। পূর্ব্বকালে ইহা 'গোর' নামে অভিহিত হইত। খৃষ্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্থানে গোরী ছোলতানগণ রাজত্ব করিতেন।

(৬) তুর্কিস্তান—এই দেশ কোহে বাবার উত্তর হইতে অক্সাছ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রাচীন রাজধানী বলখ অতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

(৭) বাদাকৃশাঁ—এই প্রদেশ হিন্দুকুশের উত্তরে ও তুর্কীস্থানের পূর্ব্বে অবস্থিত।

(৮) ওয়াথাস্ - ইহা পামীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(৯) কাফ্রীস্তান—ইহা কাবুলের উত্তরে হিন্দুকুশের মধ্যে অবস্থিত।

আফগানিস্তানের অধিবাসিগণ নিম্নলিখিত জাতিতে বিভক্ত:—(১) আফগান। (২) পারশিক। (৩) তুর্কী ও মোগল। (৪) অন্যান্য।

আফগান জাতি—'পাঠান' নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। যোড়শ শতাব্দীতে এই নামের ভূরি ভূরি ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালেও আফগানিস্তানের কোন কোন অংশে এই নাম ব্যবহৃত হয়। বেলুচিস্থানেও এই নামের ব্যবহার দেখা যায়। 'আফগান' নাম পুরাকাল হইতেই প্রচলিত আছে। ভ্রমবশতঃ অনেক তাহ্জীক, গোরী ও তুর্কী খল্জদিগকে আফগান বলিয়া মনে করা হয়। পুরাকালে আফগানগণ কখনও মোগল, কখনও তায়মুরী, কখনও বা ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাট, আবার কখনও বা পারশ্যের ছফিবংশের অধীন ছিল। তৎপরে দুররানী আবদালীদিগের অধীনে গলজাইদিগের অভ্যুদয় হয়। শূর, লোদী ও লোহানী জাতি গোরীরাজদিগের বংশধর। গলজাই জাতি ইতিহাসে খিলিজি বা খল্জি নামে পরিচিত। তাহ্জিক সম্প্রদায় কেবল আফগানিস্তানে নয়, পারশ্য এবং তুর্কীস্থানেও দৃষ্ট হয়। ইহারা সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন অধিবাসী এবং সাধারণতঃ কৃষিজীবি, শিল্প বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, ইহাদের ভাষা পারশিক হইলেও ইহারা আফগানদিগের ন্যায় ছুন্নী মতাবলম্বী। কাবুলের অধিকাংশ অধিবাসী এই তাহ্জিক শ্রেণীভুক্ত। হিরাতের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যদেশে আরমন সম্প্রদায়ের বাস। উহাদিগের ।। যাঁগ্ৰিভকআফগানদিগের ভাষা পোস্ত। দুই একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়

ব্যতীত আফগানগণ সকলেই ছুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা সপ্তম শতাব্দীতে ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

তুর্কমান জাতিও এই ছুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আফগানগণ প্রাচীনকালে মোছলেমদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। কোন পরাক্রমশালী মোল্লা জেহাদ ঘোষণা করিলেই ইহারা লোকের প্রতি ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ করিত। শিখ, খৃষ্টান ও হিন্দুদিগকে হত্যা করিতে ইহারা দ্বিধা বোধ করিত না। সর্ব্বপ্রথম গলজাই সম্প্রদায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তৎপরে আহমদ শাহের অধীনে দুররাণীগণ পরাক্রান্ত হয়।

প্রাচীন ইতিহাস।—অতি প্রাচীনকালে আফগানিস্তান পারশ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ ১৪০ শতাব্দীর পূর্ব্বে বক্ত্রিয়া (পারশ্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ) গ্রীকদিগের অধীন ছিল। ৪৫ খৃষ্টাব্দে কুশণদিগের হস্তে শেষ গ্রীকরাজ পরাস্ত হন। খৃঃ পূঃ ১৪০ অব্দ হইতে গ্রীকরাজগণের পাশাপাশি অনেক বর্ব্বর সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান ছিল। উহাদের এক শ্রেণী "শখ" নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়াই ইহাদের প্রাচীন আবাসভূমি ছিল। ৯০ খৃঃ অব্দে শখগণের স্থাপিত রাজ্য কুশণদিগের হস্তগত হয়। কুশণগণ চীনদেশীয় তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ছিল। ইহাদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইলে পারশিক ছাছান বংশের অভ্যুদয় হয়। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত নেহাবন্দ ক্ষেত্রে ছাছানরাজের সহিত আরবদিগের তুমূল যুদ্ধ ঘটে। উহার ফলে আরবগণ জয়লাভ করেন। ছাছান বংশীয়গণ আরবদিগের সহিত বহুকাল যাবৎ শত্রুতা সাধনে রত থাকেন। ৬৫২ খৃষ্টাব্দে ছাছান বংশ লুপ্তপ্রায় হয় এবং ক্রমে মোছলেম প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। উম্মীয় খলিফাগণ ক্ষমতাশালী হইয়া সর্ব্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার করেন। খলিফা হারুণ-অর-রশিদের সময় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন বংশের অভ্যুদয় হয়। তন্মধ্যে তাহির,

ছাজেদ ও আলী বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎপরে ৯০০ খৃষ্টাব্দে ছামান বংশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে।

আফগানিস্তানে ছামান বংশ—৯০০—৯৯৯ খৃঃ অঃ—ট্রানসোক্সিয়ানা ও খোরাছানে ছামান বংশের প্রভুত্ব ছিল।* ইঁহারা ট্রানসোক্সিয়ানা এবং পারশ্যের পূর্ব্বাংশে দৃষ্ট হইত। ইঁহারা প্রথমে বাগ্দাদের খলিফাগণের অধীনতা নাম মাত্র স্বীকার করিতেন কিন্তু অবশেষে স্বাধীন হইয়া উঠেন। বল্‌খের 'ছামান' নামক জনৈক পারশিক আমীর হইতে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে। ইনি খলিফা মামুনের রাজত্বকালে জারদস্তী ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইছলাম গ্রহণ করেন। ইঁহার চারি পুত্র নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা খলিফার সন্তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিদান স্বরূপ খলিফা উঁহাদিগকে যথাক্রমে ছমরকন্দ, ফরগণা, শাস ও হিরাত প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে ইঁহারা ছামান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। এই বংশের নৃপতিগণ শতাধিক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলপ্তগীন নামক জনৈক তুর্ক ক্রীতদাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া উচ্চ রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আব্দুল মালেকের রাজ্যাভিষেক

---

* পারশ্যদেশে দশম শতাব্দীতে ছামান বংশ ব্যতীত বুয়েয় বংশও বহুকাল যাবৎ অতি দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবুসোজা বুয়েয় হইতেই এই বংশের উৎপত্তি। ইঁহারা ছামানগণকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। রোকনদ্দৌলার রাজত্বকালে ইস্পাহান এবং মায়েজদ্দৌলার সময়ে বাগ্দাদ ইঁহাদের হস্তগত হয়। খলিফা মোছাতাক্ফি মায়েজদ্দৌলাকে ছোলতান ও আমিরুল ওমরা আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মায়েজ মোছেলের হামাদান বংশের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। ইঁহার বংশধরগণ অতি দক্ষতার সহিত বাগ্দাদ শাসন এবং উহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্ব পারস্যোপসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রমে ইঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন।

উপলক্ষে তিনি তদীয় খুল্লতাতের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহাতে আব্দুল মালেকের বিরাগভাজন হইয়া তিনি বোখারায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং তথা হইতে ৯৬২ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের পর্ব্বতময় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আব্দুল মালেকের উত্তরাধিকারী মনছুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া গজনী দখল পূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন গজনীই বর্ত্তমান আফগানিস্তান নামে খ্যাত।

গজনী বংশ—আলপ্তগীন গজনীতে নির্ব্বিঘ্নে পাঁচ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার জনৈক তুর্কীদাস বলকৃতাগীন তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর আলপ্তগীনের অন্যতম দাস ছবুক্তগীন ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতাশালী হইয়া গজনী বংশ স্থাপন করেন। তাঁহার ক্ষমতা তুর্কীস্থান, গোর ও বর্ত্তমান বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইনি গোর প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পাঞ্জাবের হিন্দুরাজ জয়পালকে আক্রমণ করিয়া ৯৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ছবুক্তগীন ছামানী রাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। তিনি ইঁহাকে খোরাছানের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে ছামানী রাজত্বের পতন এবং গজনী রাজত্বের অভ্যুদয় হয়। ছবুক্তগীনের মৃত্যুর পর ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র এছমাইল রাজপদে অধিষ্ঠিত হন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা মহাবীর মাহ্‌মুদ ৯৯৯ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করেন। ইতিমধ্যে ছামানী রাজত্বে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে রাজা মনছুর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হন। মাহ্‌মুদ এই সিংহাসনচ্যুত রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়া বিদ্রোহিদিগকে শাস্তি প্রদান এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সুযোগে তিনি 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে মাহ্‌মুদ বল্‌খে রাজধানী স্থাপন করিয়া ''আমিনদ্দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' উপাধি ধারণ করেন।

অতঃপর ছামানী রাজের নাম লুপ্ত হয়; মাহ্মুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ছিস্তান, গোর ও আফগান সম্প্রদায় গজনীরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্য বিভাগ তুর্কী ও খল্জ শ্রেণীদ্বারা গঠিত হইয়াছিল। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ছোলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১০০১ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পিতৃশত্রু জয়পালের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বহু ধনরত্ন ও লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাহ মুদ বিতস্তা দুর্গ অধিকার করিয়া লন এবং তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর মাহ্মুদ রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভাটিয়ার রাজ্য অধিকার করেন। ১০০৫ খৃষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্ত দায়ুদ জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। তদ্ধেতু মাহ্মুদ পুনরায় ভারত আক্রমণ করিয়া অনঙ্গপালকে পরাজিত করেন। তৎপরে মাহ্মুদ দুর্ভেদ্য নগরকোট দুর্গ আক্রমণ করিয়া বহু সংখ্যক হীরক ও মণিমুক্তা হস্তগত করেন। পর বৎসর মাহ মুদ গোর আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। গোর রাজ্য মাহ মুদের অধিকার ভুক্ত হয়। ঐ বৎসর মুলতানে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মাহ্মুদ মুলতান আক্রমণ করিয়া উহার শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করেন। ১০১১ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ ৬ষ্ঠ বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করেন। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক পিন্দনা দুর্গ এবং ১০১৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর আক্রান্ত হয়। কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া তিনি তত্রত্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ কনৌজ (কান্যকুব্জ) আক্রমণ করেন। কান্যকুব্জরাজ রাজ্যপাল বিনা যুদ্ধে তাঁহার শরণাগত হন। তিনি কান্যকুব্জ রাজ্যে

হস্তক্ষেপ না করিয়া মথুরা আক্রমণ করত নগর ও দেব মন্দিরাদি লুণ্ঠন করেন। তৎপরে তিনি ক্রমে লাহোর ও কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অতঃপর তিনি এক বিশাল বাহিনী লইয়া ১০২৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির আক্রমণ এবং গুজরাট অধিকার করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পারশ্য-বিজয়ই মাহ্‌মুদের শেষ কার্য্য। ইরাকের বিশৃঙ্খল শাসন দেখিয়া মাহ্‌মুদ উহা অধিকার করেন। তৎপরে গজনীতে ফিরিয়া আসিয়া ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর রাজত্বের পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মাহ্‌মুদ অনেক মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কখনও কাহাকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তিনি ন্যায়পরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু ও সদ্বিচারক ছিলেন। তৎপূর্ব্বে পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইছলাম ধর্ম্ম প্রবেশ করে নাই। মাহ্‌মুদ, খোরাছান, পারশ্য, ইরাক, তুর্কিস্তান, কান্দাহার, পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধুদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। গোরের দলপতিগণ তদীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। লাহোর তাঁহার পূর্ব্বদেশীয় রাজধানী ছিল। মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর পশ্চিমাংশে পারশ্যের ছেলজুকগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং মধ্যভাগে গোর দলপতিগণ মাহ্‌মুদের বংশধরগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। গজনীবংশের সৈন্য বিভাগে গোরী, আফগান, খিলজি, তুর্ক ও পাঞ্জাবী সৈন্য ছিল। বীর পুরুষ মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর ঐ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সৈন্যগণকে সুশাসনে রাখা সম্ভবপর হয় নাই। মাহ্‌মুদ নিষ্ঠাবান ছুন্নী ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে শিয়ামতের পরিবর্ত্তে ছুন্নীমতের প্রবর্ত্তন এবং পৌত্তলিক ভারতবর্ষে ইছলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ যেমন ধীশক্তিসম্পন্ন, তেমনই সুচতুর ছিলেন। শাসনকার্য্যে তিনি এতই নিপুণ ছিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালেও রাজ্য মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা

ঘটিতে পারে নাই। তিনি যোদ্ধা হইয়াও সাহিত্য ও শিল্পের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি উহাতে বিভিন্ন ভাষার বিবিধ পুস্তক সংগ্রহ এবং শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য রাজকোষ হইতে স্থায়ী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ বিদ্বন্মণ্ডলীর সমিতি স্থাপন করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পেন্‌সনের জন্য দশ সহস্র পাউণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আনছারী ও ফেরদৌসীপ্রমুখ কবিগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন। তৎকর্তৃক নির্ম্মিত একটী মছজেদ প্রাচ্যদেশের একটী বিশেষ আশ্চর্য্যজনক বস্তু। ইহা শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্য্যে খচিত। ইহার মধ্যে অতি মূল্যবান জাজিম আছে এবং ইহার অভ্যন্তর-ভাগ রৌপ্য ও স্বর্ণাভরণে ভূষিত। ছোলতান মাহ্‌মুদ বহু উৎস, জলাশয় ও সুন্দর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দরবার অত্যন্ত জাঁকজমক-পূর্ণ ছিল। খলিফাগণ তাঁহারই অনুকরণে স্ব স্ব রাজধানীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলপ্রয়োগ না করিয়া কৌশলে সত্যধর্ম্ম (ইছ্‌লাম) প্রচার করিয়াছিলেন। একজন হিন্দু সাধুকে গুজরাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া তিনি উদারতারও পরিচয় দিয়া-ছিলেন। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ লিখিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিংবা অবরুদ্ধ দুর্গে ব্যতীত কুত্রাপি কোন হিন্দুকে বধ করেন নাই। তিনি পারশিকদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অ-মোছলমান চেঙ্গিজের সহিত তুলনায় উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। তৎপ্রতি ধর্ম্মবিস্তারে অনুচিত গোঁড়ামি প্রদর্শনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। খলিফার প্রতি তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল এবং তাঁহাকে ধর্ম্মনেতা বলিয়া সম্মান করিতেন। তিনি রাজবিদ্রোহী

কারামতিয়া সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কথিত আছে, ছোলতান মাহ্‌মুদ যুদ্ধক্ষেত্রে নামাজ পড়িয়া মহাপ্রভুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে কখনও ভয় বা সঙ্কোচ করেন নাই।

তাঁহার রাজত্বকালে কোন প্রকার অমানুষিক শাস্তি প্রদত্ত হয় নাই। তিনি শত্রুদিগকে ক্ষমা ও বিশ্বাস করিয়া স্বীয় মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকর্ত্তৃক ইরাক বিজয়ের পর দস্যুগণ ইরাকের পূর্ব্বস্থিত মরুভূমিতে একটী কাফেলা আক্রমণ করিয়া বহুলোকের প্রাণসংহার করে। কাফেলার নিহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক বালকের বিধবা মাতা গজনীতে উপস্থিত হইয়া ছোলতানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে, ছোলতান উত্তর করিয়াছিলেন, "রাজত্বের এত দূরবর্ত্তী অংশে সর্ব্বদা শান্তি সংরক্ষণ অসম্ভব।" তদুত্তরে স্ত্রীলোকটি অতি সাহসের সহিত বলিয়াছিল, "যে রাজ্য আপনি অধিকার করেন এবং যাহার সংরক্ষণ জন্য শেষ বিচার দিন আপনাকে জওয়াবদিহি হইতে হইবে, তাহা যদি শাসন করিতে না পারেন, তবে তাহা কেন অধিকার করিলেন?" ছোলতান এই তিরস্কার বাক্য শুনিয়া বিধবাকে বহু উপঢৌকন দিয়া বিদায় দিলেন এবং কাফেলায় নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনের জন্য কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিলেন।

মাহ্‌মুদের উত্তরাধিকারিগণ।—মাহ্‌মুদের মৃত্যুকালে তৎপুত্র মোহাম্মদ অনুপস্থিত থাকায় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়াও তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার যমজ ভ্রাতা মছ্‌উদই পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তোগ্রলবেগের নেতৃত্বে ছেলজুকগণ রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত করেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে তোগ্রল দামদানাকানের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে প্রস্থান করেন।

মছ্‌উদের রাজত্বকালে গোরের খলিফাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠেন।

১০৪১ খৃষ্টাব্দে মছউদ নিহত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা মোহাম্মদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মছ্উদের পুত্র মাহ্মুদ তাঁহার পিতৃহন্তা মোহাম্মদকে পরাজিত করত তাঁহা হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লন। মাহ্মুদ ১০৪১—১০৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জালালাবাদে রাজত্ব করেন। এই সময়ে একদিকে হিন্দুগণ থানেশ্বর অধিকার এবং নগরকোট দুর্গের পুনরুদ্ধার করেন, অপর দিকে ছেলজুকগণ গজনীর অভিমুখে অগ্রসর হন। গোর মালিকগণ ছেলজুক আক্রমণে সুযোগ পাইয়া গজনীবংশের প্রভুত্ব অমান্য করেন। মাহ্মুদ ছেলজুকদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগাক্রান্ত হইয়া ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লাহোর প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় প্রদেশসমূহ মাহ্মুদের অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় মছ্উদ ছয় দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁহার পিতৃব্য ১ম মছ্উদের পুত্র আবুল হাছান বা আলী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। দুই বৎসরান্তে আবুল হাছান মোহাম্মদের পুত্র আবদুর রশিদ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। তৎকালে ছিস্তানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে উহা দমনার্থ তোগ্রল বেগকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করা হয়। বিদ্রোহ দমন করিয়া তোগ্রল রাজ্য লাভার্থ গজনী আক্রমণ পূর্ব্বক প্রভু আবদুর রশিদকে পরাজিত ও নিহত করেন। রশিদ কেবল এক বৎসর কাল রাজপদে সমাসীন ছিলেন। তোগ্রল আপনাকে 'আমীর' বলিয়া ঘোষণা করিয়া মাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ওম্রাহগণ মিলিত হইয়া তাঁহার হত্যা সাধন করিলে ১ম মছউদের পুত্র ফরোখজাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনারূঢ় হন। আলপ্-আরছালান ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে তোগ্রলস্থান অধিকার করিয়া আপনাকে

সমগ্র ছেলজুক সাম্রাজ্যের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি ১০৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজত্ব কালে ছেলজুক সাম্রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তিনি ফাতেমা বংশীয়গণ হইতে সমগ্র ছিরিয়া ও পালেষ্টাইন অধিকার করিয়াছিলেন। ছেলজুকগণ মধ্যএশিয়া মাইনর অধিকার করিলে রোমকগণ হীনবল হইয়া পড়ে। আর্ম্মেনিয়া ও জর্জ্জিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এন্টিওক ব্যতীত সমগ্র স্থান ছেলজুকগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে আলপ্ আরছালান নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মালিক শাহ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ছেলজুক সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। মালিক শাহ তদীয় খুল্লতাতপুত্র ছোলায়মানকে রুম বা আইকোনিয়ামে ছেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই সময়ে খোরাছান ও তাবারিস্তান চিরকালের জন্য গজনী বংশের হস্তচ্যুত হয়। ইব্রাহিম ছেলজুকদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তিন আলপ্-আরছালানের উত্তরাধিকারী মালিক শাহের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র ৩য় মছউদের বিবাহ দেন। ইব্রাহিম গজনী বংশধরদিগের মধ্যে ছেলজুকদিগের অনুকরণে সর্ব্বপ্রথম 'ছোলতান' উপাধি ধারণ করেন। দীর্ঘ ৪১ বৎসর রাজত্বের পর ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করিলে তাঁহার তৃতীয় পুত্র ৩য় মছউদ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার সময়ে গোরী মালিকগণ পুনরায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ইরাণ ও তুরাণে গজনী রাজ্যের যে যে অংশ ছিল, তাহা ছেলজুকদিগের হস্তগত হওয়াতে মছ্উদ লাহোরে স্বীয় রাজধানী নির্দ্দেশ করেন। ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১১৮ (কাহারও মতে ১১১৫) খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তৎপরে ছেরজাক মাত্র এক বৎসর কাল রাজত্বের পর স্বীয় ভ্রাতা আরছালান কর্ত্তৃক নিহত হন। আরছালান সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার অপর ভ্রাতা বৈরাম মাতুল 'ছেলজুক সম্রাট্ ছোলতান সঞ্জরের

আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরছালান সঞ্জরের ভগ্নী স্বীয় পিতার বিধবা স্ত্রীকে অপমানিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ছেলজুকদিগের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল; গজনী বংশের ধ্বংসের পথও সুগম হইল। সঞ্জর আরছালানকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বৈরামকে গজনীর সিংহাসন প্রদান করেন। আরছালান ধৃত ও নিহত হন। ইনি মাত্র তিন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৈরাম শাহ ১১১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক সঞ্জরই গজনী রাজ্য পরিচালন করিতেন। কালক্রমে গোর দলপতিগণ বলশালী হইয়া উঠেন এবং গজনীর স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। বৈরাম স্বীয় জামাতা গোরেশ্বর কুতব্ উদ্দীনের বধ সাধন করায় তদীয় ভ্রাতা প্রধান মালিক ছাইফুদ্দিন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে গজনী আক্রমণ করিয়া বৈরামকে বিতাড়িত করেন। এই সময়ে গোরীগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তাহাতে গজনী বিধ্বস্ত এবং কান্দাহার রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু প্রজাপুঞ্জ ছাইফুদ্দিনের শাসনে অশান্তিতে কাল কাটাইতেছিল। তাহারা পলায়িত বৈরামকে আহ্বান করিলে বৈরাম অতি নৃশংস ভাবে ছাইফুদ্দিনের হত্যা সাধন করেন। ইহাতে ছাইফুদ্দিনের ভ্রাতা আলাউদ্দিন ক্রোধান্বিত হইয়া তুমুল সংগ্রামের পর গজনী অধিকার করিয়া লন। বৈরাম জীবন লইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। আলাউদ্দীনের আদেশে গজনী নগর অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত এবং অধিবাসিগণের নিধন সাধিত হয়। এই কারণে আলাউদ্দীন জাহান্ সোজ্ (বিশ্বদাহী) নামে অভিহিত হন। বৈরাম ১১৫২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। বৈরামপুত্র খছরু শাহ লাহোরে সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলে তৎপুত্র খছরু মালিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি গজনী বংশের শেষ ছোলতান। তিনি ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে

গজনী বংশ কেবলমাত্র ভারতীয় প্রদেশেরই অধিকারী ছিলেন। আলা-উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র সাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ গোরী বা ময়জ উদ্দিন আফগানিস্তান, পেশওয়ার ও মুলতান জয় করিয়া লাহোর আক্রমণ করেন। তিনি দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয়বারে লাহোর অধিকার করেন। তৎপরে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন খছরু মালিককে সপরিবারে নিহত করিয়া স্বীয় বিদ্বেষাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। এইরূপে গজনী বংশের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইল এবং পার্ব্বত্য গোর বংশীয়েরা গজনীর অধীশ্বর হইলেন।

গোরী মালিকগণ আক্রমণ না করিলেও মোগলগণের হস্তে গজনী বংশের ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল। কারণ তাঁহারা তখন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া উঠিতেছিলেন এবং প্রবল প্রতাপ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার শক্তি তাঁহাদের একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছিল।

গোরী বংশ।--গোর আফগানিস্তানের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিরাতের নিকটস্থ একটী প্রদেশ। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে গোর বংশের অভ্যুদয় হয়। পারশ্যরাজের সুনা নামক জনৈক রাজকুমার শত্রুদ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পর্ব্বত-বহুল গোর প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ছোলতান মাহ্মুদের রাজত্বকালে গোররাজ মোহাম্মদ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করায় তিনি গোর আক্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য রাজাকে বন্দী করিয়া তৎপুত্র আবু আলীকে, ১০০৯ খৃষ্টাব্দে গোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দেশের অধিবাসিগণ এ পর্য্যন্ত ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। আবু আলীই সর্ব্বপ্রথম ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি মছ্জেদ নির্ম্মাণ করেন।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর মালিক সাহাবুদ্দিন গোরের রাজা হন। এক বৎসর রাজত্বের পর ইনি তুর্কমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপরে আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাহাউদ্দিনের পুত্র গিয়াছুদ্দিন সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ গোরী (ময়জুদ্দিন) সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার সাহায্যে ১১৭১ খৃষ্টাব্দে গিয়াছুদ্দিন গজনী জয় করিয়া প্রথমে উচ নগর এবং তৎপরে গুজরাট আক্রমণ করেন। গুজরাট নরপতি ভীমদেব পরাজিত হন। মহাম্মদ গোরী ১১৮৭ খৃঃ অব্দে খছরু মালিককে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার পূর্ব্বক তথায় স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনি ১১৯১ খৃষ্টাব্দে লাহোর শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া বিতস্তা অধিকার করেন। এই সংবাদে দিল্লী ও আজমীররাজ চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হন। দিল্লী হইতে ৮ মাইল এবং থানেশ্বর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী সরস্বতী নদীর তীরে তিরোরী নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মোহাম্মদ গোরী সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া লাহোরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। হিন্দুরাজগণ বিতস্তা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়াও তাহা অধিকার করিতে না পারিয়া তাঁহারা সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। ছোলতান তৎপরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কর্ণাল ও থানেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অশ্বারোহী সৈন্যসহ পৃথ্বীরাজকে ধৃত ও নিহত করেন। তখন আজমীর হস্তগত হয়। তৎপরে মোহাম্মদ গোরী কুতুবুদ্দিন আইবেককে সসৈন্যে ভারতবর্ষে রাখিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কুতুবুদ্দিন মিরাট ও দিল্লী অধিকার করিয়া দিল্লীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। কিয়ৎকাল পরে মোহাম্মদ গোরী পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক কনোজ আক্রমণ করেন। কুতুবুদ্দিনও ছোলতানের সহিত যোগদান করিলেন। কনৌজরাজ জয়চন্দ্র এটোয়া নামক স্থানে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন। পরাক্রান্ত

রাঠোর সৈন্য পরাস্ত হইল। তৎপরে মোহাম্মদ গোরী বারাণসী আক্রমণ করেন। অতঃপর কুতুবুদ্দিনকে ভারতবর্ষে একমাত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি বহু লুণ্ঠিত ধনসহ গজনীতে প্রত্যাগমন করেন। আবার এক বৎসরান্তে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে অভিযান করিয়া গোয়ালিয়র রাজ্য অধিকার করেন। থানকির নামক স্থানও তাঁহার হস্তগত হয়। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তিনি গোরের অধীশ্বর হন। এতদিন তিনি সেনাপতি ও গজনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

কুতুবুদ্দিন আজমীরের দক্ষিণস্থ প্রদেশ জয় করেন। উজ্জয়িনীও কুতুবুদ্দিনের হস্তগত হয়। তাঁহার সেনাপতি মোহাম্মদ-বিন্-বখ্তিয়ার খিলজি বিহার অধিকার করিয়া লন এবং তিনি (কাহারো মতে তৎপুত্র মহম্মদ বা এক্তিয়ার) সপ্তদশ অশ্বারোহীসহ নদীয়া আক্রমণ করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করেন। লক্ষ্মণসেন প্রাণ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সময় হইতে লক্ষ্মণাবতী মোছলেম রাজ-ধানীতে পরিণত হইয়াছিল। ১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন কালিঞ্জর অধিকার করেন। ইতিমধ্যে লাহোরের নিকট সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সংবাদে ছোলতান মোহাম্মদ পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহি-দিগকে দমন করেন। প্রত্যাগমনকালে সিন্ধুতীরে জনৈক আততায়ী কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। মোহাম্মদ গোরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নামে মাত্র গোরেশ্বর থাকিলেও কুতুবুদ্দিন স্বাধীন ভাবেই ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ভারতে পাঠান শাসন।

দাসবংশ (১২০৬—১২৮৮)—মোহাম্মদ গোরী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তুর্কিদাস কুতুবুদ্দিন আইবেককে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিবার মানসে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং দিন দিন উচ্চপদে উন্নীত করিয়া তাঁহাকে 'কুতুবুদ্দিন' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

কুতুবউদ্দিন লাহোরে গমন পুর্ব্বক তাহা অধিকার করিয়া লন। তিনি খিলজি বংশোদ্ভূত বঙ্গ-বিহার-বিজেতা বখ্‌তিয়ারকে বিহারের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন।

কুতুবউদ্দিন মাত্র চারি বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আরাম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে দুর্ব্বল ও অক্ষম দেখিয়া মোহাম্মদ গোরীর অন্যতম ক্রীতদাস নাছিরউদ্দিন সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া লন এবং বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি বঙ্গদেশে স্বাধীন হন। রাজ্যের এইরূপ শোচনীয় অবস্থাদর্শনে ওম্‌রাহগণ কুতুবউদ্দিনের জামাতা বাদাউনের শাসনকর্ত্তা আলতামাসকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। আল্‌তামাস আরামকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল্‌তামাস কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনিই তাঁহাকে বাদাউনের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আল্‌তামাসের রাজত্বকালে ১২১৭ খৃষ্টাব্দে এশিয়ায় ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তাতারদেশ মাঞ্চু, মোগল ও তুর্ক এই তিন প্রধান জাতির বাসস্থান। এই সময়ে মোগলজাতির মধ্যে চেঙ্গিজ কান অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। কিন্তু আল্‌তামাস তাঁহাকে ভারত

আক্রমণের কোনরূপ সুযোগ না দেওয়ায় সিন্ধুর অপর তীর হইতে তিনি বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন; আর ভারতাক্রমণ করিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর মোগলগণ বারংবার ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করে। তাহারা তখন পর্য্যন্ত ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে আল্‌তামাস বিহার ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া বখ্‌তিবার খিলজির পুত্র গিয়াছুদ্দিনকে নিয়মিত করদানে বাধ্য করেন এবং স্বীয় পুত্র নাছিরুদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে আল্‌তামাস গোয়ালিয়র অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে মালবদেশে যাত্রা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং পরে পীড়িত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। আল্‌তামাস সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। আল্‌তামাসই হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রথম অধীশ্বর বলিয়া বাগদাদের খলিফা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন্ এবং স্বীয় উজিরকে 'নিজামুল্ মুল্‌ক' উপাধি প্রদান করেন।

আল্‌তামাস তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকুনুদ্দিন সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তিনি অত্যাচারী, বিলাসব্যসনাসক্ত ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তদীয় ভগ্নী রিজিয়াকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। রিজিয়া ভিন্ন অন্য কোন রমণী দিল্লীর রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই। গভর্ণরগণ প্রথমতঃ রিজিয়ার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেই তাঁহারা সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজকার্য্যে রিজিয়ার যেমন দক্ষতা ছিল, সদনুষ্ঠানেও তেমনই তাঁহার সাহস ছিল। তিনি জনৈক ক্রীতদাসকে উচ্চপদে উন্নীত করিয়া অবশেষে তাহাকে 'আমিরুল-

ওমরা' উপাধিতে বিভূষিত করেন। ইহাতে ওমরাহগণ বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন এবং রিজিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা বাহ্‌রামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিদ্রোহ দমন কালে অলঙ্কার-লোভী জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্ত্তৃক ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে রিজিয়া নিহত হন।

রুকুনউদ্দিন ছয় মাস ও রিজিয়া তিন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাহ্‌রাম দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে রুকুনুদ্দিনের পুত্র মছ্‌উদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচার ও উৎপীড়ন হেতু ওমরাহগণ আল-তামাসের অন্যতম পুত্র নাছিরুদ্দিনকে আহ্বানপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নাছিরুদ্দিন দিল্লী হইতে কালিঞ্জর পর্য্যন্ত এবং চিতোর ও মালওয়া (মালব) বশীভূত করেন। তিনি স্বহস্তে গৃহকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিতেন এবং বিদ্যালোচনা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় নিরত থাকিতেন। ভোগ-বিলাসের জন্য রাজকোষ হইতে তিনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। তদীয় মহিষী রন্ধনকালে অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়া একজন পরিচারিকা নিয়োগের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে তিনি রাজ্ঞীর সেই বাসনা পূর্ণ না করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি রাজ্যের রক্ষক মাত্র। ধনাগারে তাঁহার অধিকার নাই।" পুস্তকের অনুলিপি করিয়া তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। তৎপরে তদীয় মন্ত্রী গিয়াছুদ্দিন বলবান দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হন। তাঁহার শাসনকালে তোগ্রল খাঁ বঙ্গদেশে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশেষে তোগ্রল বলবানের জনৈক সৈনিক কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে বলবান স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বগ্‌রা খাঁকে বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

তৎপরে কায়কোবাদ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তিনি ছামানীয় শাসনকর্ত্তা

জালালুদ্দিন খিলজিকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন। তিন বৎসর রাজত্বের পর তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলে জালালুদ্দিন তাঁহাকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। ১২০৫—১২৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্বের পর দাসবংশ বিলুপ্ত ও খিলজিবংশের অভ্যুদয় হয়।

খিল্‌জিবংশ ১২৮৮—১৩২১। খল্‌জ্‌ জেলার অধিবাসী জালালুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বংশ 'খিল্‌জি বংশ' নামে খ্যাত। খিল্‌জি সম্প্রদায় তুর্কী শ্রেণী-ভুক্ত ছিল। দিল্লীর ওম্‌রাহ্‌-মণ্ডলী ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত তুর্কীদিগের অধীন ছিলেন। এজন্য তাঁহারা খিল্‌জীদিগকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান এবং তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। জালালুদ্দিন পরম দয়ালু ও সমরকৌশলাভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগলগণ চেঙ্গিজ কানের পৌত্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। জালালুদ্দিন উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। এই সময়ে বহু সংখ্যক মোগল মোছলেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। জালালুদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিন্তু আলাউদ্দিন ষড়যন্ত্র করিয়া পিতৃব্যের হত্যা সাধন পূর্ব্বক তদীয় ভালবাসার প্রতিদান করেন। জালালুদ্দিন মাত্র আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে মোগলগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করিতে থাকে; কিন্তু যুদ্ধে উহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং দ্বাদশ সহস্র মোগল যুদ্ধে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করে। অতঃপর দুই লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যসহ মোগল দলপতি দাউদ পুনরায় লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতে করিতে দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাটও তিন লক্ষ সৈন্যসহ দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। মোছলমানদের অধিকার কালে এইরূপ বিশালবাহিনী ভারতবর্ষে আর

কথনও সম্মিলিত হয় নাই। মোগলগণ পশ্চাৎপদ হইয়া ভারতবর্ষের সীমা পরিত্যাগ করিল। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর জয় করিয়া তিনি স্বীয় পুত্র খিজির খাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। ইতি পূর্ব্বে কোন মোছলমান রাজা চিতোর আক্রমণ করেন নাই। আলাউদ্দিন উজ্জয়িনী, জলন্দর এবং চন্দেরীও বশীভূত করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর রাজত্বের পর তিনি ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় অন্যতম পুত্র মোবারক খাঁ সিংহাসনারূঢ় হন। তিনি চারি বৎসর কাল অতি নৃশংস অত্যাচার ও অবিচার করিয়াছিলেন।

ইঁহার রাজত্বকালে গুজরাট বিদ্রোহী ও মালবদেশ মালিক খছরু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত এবং রাজ্য মধ্যে নানাপ্রকার বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হয়। মোবারক নিহত হইলে মালিক খছরু 'নাছিরুদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহার সময়েও দেশে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পাঁচ মাস গত হইতে না হইতে গাজীবেগ তোগলক খছরুকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত করিলেন। মোবারকের ন্যায় ইনিও শত্রুহস্তে নিহত হন।

তোগলক বংশ—১৩২১—১৪১৪--১৩২১ খৃষ্টাব্দে গাজীবেগ তোগলক গিয়াছুদ্দিন তোগলক নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তা বড়ই অত্যাচার করিতে থাকেন। গিয়াছুদ্দিন আলেফ খাঁর হস্তে দিল্লীর শাসনভার ন্যস্ত করিয়া সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনে ছোলতান বলবানের পুত্র বগরা খাঁ তাঁহার শরণাপন্ন হন। গিয়াছুদ্দিন তাঁহাকে গৌড় রাজ্য প্রদান করিয়া তৎস্থলে স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত

করেন। ৪ বৎসর রাজত্বের পর গিয়াছুদ্দিন তোগক পরলোক গমন করেন।

গিয়াছুদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জুনা খাঁ 'মোহাম্মদ তোগলক' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিপুল মোগল সৈন্য মুলতান অধিকার করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। দুর্ব্বল সম্রাট ইঁহাদিগকে অপর্য্যাপ্ত উপঢৌকন দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। তদনন্তর বিজয়ী মোগল সৈন্য গুজরাট ও সিন্ধু দেশ লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে মোহাম্মদ কাম্পিল্য বরঙ্গল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিদিগকে বশীভূত করিয়া, রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত কর্ণাট এবং সমস্ত বেলুচিস্তানও তৎ-কর্ত্তৃক বশীভূত হয়।

পারস্য প্রভৃতি দেশ জয় করিবার জন্য তিনি এক বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহারা দীর্ঘকাল বেতন না পাইয়া চতুর্দ্দিকে হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। রাজকোষ শূন্য হওয়ায় তিনি রৌপ্যমুদ্রার পরি-বর্ত্তে তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন।

চীনের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া তিনি ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে চীন জয়ের জন্য এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা চীনের বিশাল বাহিনী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। প্রত্যা-বর্ত্তন কালে হিমালয় প্রদেশে খাদ্যের অভাব, শীত, বৃষ্টি ও জলপ্লাবনে বহু সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। চীনদেশে কাগজের নোট প্রচলিত আছে শুনিয়া মোহাম্মদ তোগলক স্বীয় রাজ্যে তাম্রমুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের মুদ্রা প্রচলিত করেন। বণিক্‌গণ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। সুতরাং বাণিজ্য বন্ধ হইয়া আসিল এবং দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইল। বহুস্থানের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাগণ কর দিতে না পারিয়া দেশ হইতে

পলায়ন করিল। ইহাতে মোহাম্মদ ক্রোধ পরবশ হইয়া কয়েক সহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেন। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হন। মোহাম্মদ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। পর বৎসর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; কিন্তু মোহাম্মদ কিছুতেই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই।

মোহাম্মদ তোগলক ভয়ঙ্কর চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে মোছলেম সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। বুদ্ধি বিপর্য্যয় না ঘটিলে তিনি পৃথিবীতে একজন প্রধান দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন।

মোহাম্মদ তোগলক মৃত্যুকালে ফিরোজ শাহ তোগলককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গুজরাট ও নগরকোট প্রভৃতি স্থান স্বীয় শাসনে অ নয়ন করেন, কিন্তু বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য জয় :করিতে পারেন নাই। এই দুই স্থানের মোছলমান ভূপতিগণ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহারা কেবল ছোলতানকে সামান্য মাত্র কর দিতেন। পৌত্তলিকতায় পথরোধ করিবার জন্য ফিরোজ শাহ ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট হইতে 'জিজিয়া' গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

তিনি ছত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ খাঁর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ খাঁ 'নাছিরুদ্দিন' উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় ফিরোজশাহ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পৌত্র গিয়াছুদ্দিনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি দানশীল, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আলতামাসের পুত্র নাছিরুদ্দিন

ব্যতীত ফিরোজ শাহের মত ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বগুণান্বিত সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই।

গিয়াছুদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। সুতরাং রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তিনি নিহত হইলেন। তিনি পাঁচ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে আবুবাক্কা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেড় বৎসর কাল রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তৎপরে ফিরোজ শাহের পুত্র মোহাম্মদ 'নাছিরুদ্দিন' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ছয় বৎসর কাল রাজ্যশাসনে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর তৎপুত্র হুমায়ুন ৪৫ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মাহমুদ ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে জৌনপুর, লাহোর প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে তাতার জাতির দলপতি তায়মুর লঙ্গ এরূপ প্রবল হইয়া উঠেন যে, তিনি পারশ্য জয় করিয়া তুরস্কের ছোলতান বায়জিদকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। তায়মুর জনৈক মোগল দলপতির বংশধর। তিনি জর্জ্জিয়া, মেছোপোটেমিয়া ও রুশিয়ার অধিকাংশ স্থান লুণ্ঠন করিয়া ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে বিশাল বাহিনী-সহ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। ক্রমে দ্বিপালপুর, সরস্বতী, মুলতান ও লাহোর প্রভৃতি দেশ উৎসন্ন করিয়া তাতারগণ দিল্লীর দিকে ধাবিত হয়। দিল্লীর সম্রাটের সহিত তায়মুরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতে মাহমুদ পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন। তায়মুর আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। মোগলগণ অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কখনও দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করে নাই। এইবার তাহারা দিল্লী নগর লুণ্ঠন করিল। ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। তায়মুর খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে

মুলতান, লাহোর ও দ্বিপালপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে সমরখন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ছোলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশ ও বাহমনী রাজ্য পূর্ব্বেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ বিশ বৎসর রাজত্বের পর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে ওমরাহগণ দৌলত খাঁ লোধী নামক মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এক বৎসর রাজত্বের পর খিজির খাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন।

ছৈয়দ বংশ ১৪১৪—১৪৫০—খিজির খাঁ ছৈয়দ বংশীয় ছিলেন। এই বংশ আরবজাতির অন্তর্গত। খিজির খাঁ সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪২১ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মোবারক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রয়োদশ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া তিনি মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিযুক্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে তৎপুত্র মোহাম্মদ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি ১২ বৎসর রাজত্বের পর ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপরে ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র আলাউদ্দিন সিংহাসনারূঢ় হন। দিল্লী ও উহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী অল্প পরিসরস্থান মাত্র তাঁহার অধিকারে ছিল। তাঁহার সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বাহলুল লোধী দিল্লী আক্রমণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন তজ্জন্য বিনাযুদ্ধে বাহলুলকে দিল্লী দান করিয়া তিনি ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সাত বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লোধীবংশ ১৪৫০—১৫২৬ খৃঃ অব্দ—বাহলুল লোধী ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩৮বৎসর রাজত্বের

পর ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হন। তিনি ধার্ম্মিক, ন্যায়বান ও সদাচারী ছিলেন। তিনি কৌশলপূর্ব্বক মন্ত্রীকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া স্বাধীন নৃপতিগণকে অস্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বজ্জনের সংসর্গ ভালবাসিতেন, সর্ব্বদা দরিদ্রের সাহায্যার্থে কোষাগার মুক্ত রাখিতেন এবং স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্য মাত্র ব্যয় করিতেন।

বাহলুল লোধীর মৃত্যুর পর ওমরাহগণ তৎপুত্র নিজাম খাঁকে 'ছেকন্দর' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ছেকন্দর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে অশ্ব দ্বারা ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, বাহ্যাড়ম্বরে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না এবং সর্ব্বদা সাধুসহবাসে কাল যাপন ও দরিদ্রদিগকে অকাতরে দান করিতেন। তাঁহার দানশীলতা জগদ্বিখ্যাত। তিনি স্বয়ং একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনারূঢ় হন।

ইব্রাহিমের সময়ে রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দিল্লী, আগ্রা ও দুয়ার ব্যতীত রাজ্যের প্রায় সকল স্থানই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রজাগণের উপর অন্যায় অত্যাচার এবং রাজকর্ম্মচারিদিগকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিতেন।

রাজ্যের এই দুরবস্থা দেখিয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোধী কাবুলের নৃপতি বাবর শাহকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। এই জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবরই ভারতবর্ষে মোগলরাজত্বের স্থাপয়িতা। তিনি তায়মুর-পুত্র মিরাণ শাহের প্রপৌত্র ও ওমর শেখ মির্জ্জার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার মাতা চেঙ্গিজ কানের বংশোদ্ভূতা। তিনি দ্বাদশ বর্ষ

বয়ঃক্রমকালে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরগণাস্থ পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। পৈতৃক সম্পত্তির অল্পতাহেতু তিনি হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কাবুলে একটী রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্দাহার জয় করিয়া লন। ইত্যবসরে দিল্লীর ছোলতান ইব্রাহিম লোধীর সহিত আফগানদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে বাবর সুযোগ পাইয়া দৌলত খাঁ লোধীর আহ্বানে ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর জয় করিয়া লইলেন এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া আগ্রা হস্তগত করিলেন। আগ্রাতেই তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে আরবগণ কাবুল আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। অবশেষে তুর্ক ছবুক্তগীন গজনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তৎপরে জোহাক বংশীয় রাজগণ গোরে রাজ্য স্থাপন করেন। গোরীগণ আফগান বংশীয় ছিলেন না। গোরীবংশের পর খিলজীবংশ ১২৮৮—১৩২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারা আফগান ছিলেন। তৎপরে তোগলক বংশ ১৩২১—১৪২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করেন। ইঁহারা তাতার ছিলেন। লোধীগণ ১৪৫০—১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহারাও আফগান বংশীয়। এক শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত আফগান দেশগুলি মোগল শাসনাধীন ছিল।

পারশ্য হইতে আসিয়া বিজয়ী নাদের শাহ কান্দাহারে প্রবেশ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে নাদেরাবাদ নামে আখ্যাত করেন। নাদের আফগান দলপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া

ছিলেন এবং আবদালি আফগানগণকে দক্ষিণ আফগানিস্তানের শাসনভার প্রদান করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহের হত্যাসংবাদ প্রচারিত হইলে আবদালি আফগান দলপতি আহমদ শাহ কান্দাহার অধিকার করেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি নাদেরশাহের অধীনে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। পরে নাদেরের সাম্রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দুর্রাণী আখ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার ২৬ বৎসর ব্যাপী রাজত্ব কালে তিনি চর্তুর্দ্দিকে অভিযান প্রেরণ এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বাধীন আফগানিস্তান সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য আফগানিস্তান হইতে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, তুর্কিস্তান, সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্তান ও খোরাছান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আহমদ শাহের পুত্র তায়মুর রাজধানী কান্দাহার হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কাবুলে আনয়ন করেন। তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ গৃহ বিবাদে লিপ্ত হইয়া বহুকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর বরাকজায়ি সম্প্রদায়ের ফতেহ খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি কিছুকাল রাজত্ব করেন। অবশেষে তিনি ধৃত ও নিহত হন। ফতেহ্ খাঁর বংশধরগণ কাবুল, গজনি ও কান্দাহার অধিকার করেন। এই সম্প্রদায়ের দোস্ত মোহাম্মদ নামক জনৈক সুচতুর ব্যক্তি কাবুলের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইনি প্রাগুক্ত তায়মুরের অধীনে পাচেন্দা খাঁ নামক জনৈক দলপতির পুত্র। তাঁহার শাসনকালে প্রথম আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৮৩৮—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সময়ে আফগান রাজ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। দোস্ত মোহাম্মদ এই সমস্ত রাজ্যকে এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শের আলী

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে সমাসীন ছিলেন। এই বৎসর বোখারা রুষদিগের হস্তগত হয়।

২য় আফগান যুদ্ধ ১৮৭৮—১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গণ্ডামাকের সন্ধিতে শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ আফগানিস্তানের আমীর বলিয়া স্বীকৃত হন। এই সন্ধির ফলে পিতা শের আলী রুষিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং পুত্র ইংরেজদের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। শের আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান শের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি অক্ছাছের অপর পারে দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আফগানিস্তানের উত্তরাংশে এক রাজ্য স্থাপন করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন তাঁহার রাজনীতিক কর্ম্মচারিদিগকে কাবুলে আব্দুর রহমানের সহিত সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইতে আদেশ করেন। ফলে তিনি ইংরেজ কর্ত্তৃক আমীর বলিয়া স্বীকৃত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমান রাজ্য বিস্তারে এবং শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্পাদনে নিযুক্ত হন। আয়ুব খাঁ পারস্য হইতে আসিয়া রাজ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করেন। তুর্কিস্তানেও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। আবদুর রহমান অতি কঠোরতার সহিত বিদ্রোহগুলি দমন করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র আফগনিস্তানে প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হন। ১৯০১ সনের ১লা অক্টোবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলে দুই দিবস পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাবিবউল্লা খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি স্থায়ী সৈনিক বিভাগ সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করেন। তাঁহার সময়ে আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপিত এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সখ্য সুদৃঢ় হয়।

বর্ত্তমান আফগানিস্তান কাবুল, তুর্কিস্তান, খিলাত ও কান্দাহার এই

চারিটী শাসন বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ বা প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। বদকশান তুর্কিস্তানের অন্তর্গত। আফগানিস্তানের বিস্তৃতি খিলাত হইতে খাইবার পর্য্যন্ত ৬০০ মাইল এবং উত্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম পর্য্যন্ত ৭০০ মাইল। ইহার লোক সংখ্যা ৬৪ লক্ষ। আফগান জাতির মধ্যে দোররানী ও গলজায়ী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানে সাধারণতঃ পারশ্য ও পোশ্‌তু ভাষা প্রচলিত। সহরগুলির মধ্যে কাবুল, জেলালাবাদ, কান্দাহার ও হিরাত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

আফগান জাতি পশুচারণ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমির গ্রাম্য লোকদিগকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা প্রার্থনা কালে প্রজা সাধারণের আর্থিক উন্নতি, কৃষির বিস্তৃতি ও তাহাদের সুখ সম্পদ এবং মঙ্গল কামনা করেন।

আমীর হাবিবউল্লা খাঁর ৩য় পুত্র আমানুল্লা খাঁ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে।

আমানুল্লা-খাঁ অসাধারণ প্রতিভাশালী ও উন্নত চরিত্রের লোক। তিনি দৃঢ়তা ও সৎসাহসিকতার জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত। তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র। তিনি সুবক্তা এবং সহজেই শ্রোতৃবর্গের মন আকর্ষণ করিতে পারেন। ফারসী আফগানিস্তানের রাজকীয় ভাষা। আমীর সচরাচর দেশভাষা পোশ্‌তুতেই কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং পরিষদবর্গকে পোশ্‌তুতেই কথোপকথন করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। আমীর তুর্কি ভাষায়ও বিশেষ অভিজ্ঞ। ফারসী ও আফগানী উভয় ভাষাতেই তাঁহার অসংখ্য কবিতা বিদ্যমান। আমীর মহোদয় অস্ত্র সঞ্চালনে বিশেষ নিপুণ এবং সর্ব্বপ্রকার যান-পরিচালন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি স্বয়ং ফুটবল খেলিয়া থাকেন। সচরাচর তিনি কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতশ্রবণে বিশ্রামকাল

অতিবাহিত করেন। পিয়ানো বাদনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশেষ সৌখিন হইলেও তিনি কৃষকবেশে হল চালনা করিতেও বিরত হন না। নমাজের সময় স্বয়ং ইমামতী করিয়া থাকেন। তিনি মস্তকে আফগানী উষ্ণীষ ব্যবহার এবং মেম্বরোপরি বক্তৃতা দান কালে হস্তে তরবারি ধারণ করেন। আমীর প্রাচ্য নীতির সংস্কার করত পাশ্চাত্য নীতির সমকক্ষতা সাধনে তৎপর। তিনি ইছলামের রীতিনীতি ও পদমর্য্যাদা রক্ষণ সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তিনি একতা, সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী। প্রজাদিগের জাতীয় জীবন গঠনে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অনেক সময়ে তিনি আলেম ফাজেল ও পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকেন।

পুর্ব্ববর্ত্তী আমীরগণ বহুবিবাহে অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু আমানুল্লা খাঁ একমাত্র মহিষী লইয়া সন্তুষ্ট। তিনি কাবুল ও মাজারশরিফের মধ্যে টেলিফোন স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অনেক সময়ে ছদ্মবেশে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং বাজারে উপস্থিত হইয়া সওদা করেন।

আমীর আমানুল্লা অত্যন্ত পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, খোশমেজাজ ও আড়ম্বরহীন। তিনি দেশীয় পোষাক ব্যবহার করেন এবং অমাত্যগণকেও ঐরূপ পোষাক ব্যবহার করিতে উৎসাহ দেন। তিনি তুর্কি জাতির শৌর্য্য বীর্য্যের খুব প্রশংসা করেন এবং উহাদের সহিত প্রীতির ভাব পোষণ করিয়া থাকেন।

অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি একজন বিচক্ষণ, রাজনীতিকুশল ও প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইংরেজগণের সহিত আফগান-দের বিগত সন্ধির ফলে আফগানিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বৈদেশিক শক্তির সহিত সখ্য বা যুদ্ধ করিবার নামে এতদিন যে অন্তরায় ছিল, তাহাও দূরীভূত হইয়াছে।

এখন ইউরোপীয় শক্তিবর্গের রাজসভায় প্রায় সর্ব্বত্রই এক জন করিয়া আফগান দূত বর্ত্তমান। তাঁহারাও আফগান রাজসভায় তাঁহাদের স্ব স্ব দূত প্রেরণ করিয়া আফগানিস্থানের সহিত রাজ-নীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। আমীর হাবিবউল্লা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ভারতবাসি-দিগের প্রতি অতিশয় সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ কালে ইংরেজ-সরকার তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর করিয়া-ছিলেন।
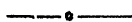
ভারতে মোগল শাসন।

ভারতীয় মোগলবংশের উৎপত্তি—তুর্কিস্তান ও চীনদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মোগলগণ বাস করিত। এই স্থানের নাম মঙ্গোলিয়া বা তাতার। তাহার অধিবাসিগণ তাতার, তুরাণী বা মোগল নামে অভিহিত। কয়েকদল মোগল তাতার হইতে আসিয়া তুর্কিস্তানে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং তত্রত্য আর্য্যদিগের সহিত ক্রমে মিলিত হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে তুর্কিনামে অভিহিত করা হয়। মোগল বা তাতারগণ অসভ্য ও কদাচারী, কিন্তু তুর্কিগণ সভ্য, সুশ্রী ও প্রতিভাশালী। উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। তুর্কিগণ ভারতবর্ষীয় মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। মোগল সম্রাট্‌গণ আর্য্য তুর্কিজাতীয়, অনার্য্য মোগল জাতীয় নহেন।

বাবর ১৫২৬—১৫৩০—প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আপনাকে ভারত সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মোগলবীর ভারতবর্ষে স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুস্থান তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। সময় সময় তাঁহারা ভারতে উপস্থিত

ইছলামের বিস্তৃতি সাধন করত পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ইহার কারণ, বাবর তাঁহার জনৈক বন্ধু সমীপে এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"হিন্দুস্তানের নগরগুলি অতি কদর্য্য, সকলগুলি দেখিতে প্রায় একই প্রকারের। : প্রাচীর বেষ্টিত নহে। এখানে উল্লেখ যোগ্য কোন আমোদের বস্তু নাই। অধিবাসিগণ দেখিতে সুশ্রী নহে; ইহারা শিষ্টাচার জানে না, হস্ত ও সৌধ শিল্পে ইহাদের দক্ষতা নাই; এখানে চড়িবার জন্য সুন্দর ঘোটক, আহারের জন্য উপাদেয় মাংস কিংবা সুমিষ্ট ফল বা খরমুজ, আঙ্গুর দৃষ্টিগোচর হয় না; এখানে হাম্মাম বা সৌষ্ঠবযুক্ত এমারত নাই।" বাবরই সর্ব্বপ্রথম চিতোরের রাজপুতদিগের বিদ্রোহ দমন এবং আগ্রার নিকট শিক্রির যুদ্ধে রাণা সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নছিরুদ্দিন হুমায়ূন পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি .৫০৮ অব্দে কাবুল দুর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন ১৫৩০—১৫৫৬ খৃঃ অব্দ—হুমায়ূনের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অধিবাসী আফগানগণ শের শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার ফলে শের শাহের প্রভুত্ব উত্তরপশ্চিম ভারতে কিছুকালের জন্য প্রতিষ্টিত হয়। হুমায়ূন পারশ্যদেশে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। পলায়নকালে সিন্ধু মরুভূমির মধ্যে অমরকোটের দুর্গে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র আকবর ভূমিষ্ঠ হন। শের শাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে নিহত হইলে হুমায়ূন পুনরায় স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ বৈরাম খা তাঁহার পক্ষে ১৫৫৪ অব্দে ছেরহিন্দে স্কোন্দর শাহের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করেন। তাঁহারই কৃতকার্য্যতার ফলে হুমায়ুন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হন। তিনি বঙ্গে আসিয়া গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক

বালক আকবরকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া তিনি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

আকবর ১৫৫৬—১৬০৫—আকবরের রাজত্বের প্রথম সাত বৎসর কাল যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চিতোর দুর্গ ভেদ এবং আজমীর অধিকার করেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র দখল করেন এবং ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদের স্বাধীন ছোলতানদিগকে পরাস্ত করেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ তোদড়মল্ল কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বঙ্গদেশের অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে কাবুল, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ এবং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। অবশেষে আকবর দাক্ষিণাত্যস্থিত বেরার অধিকার করেন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহার রাজস্ব সংস্কার যেমন অতি প্রশংসনীয়, তাঁহার সাম্যনীতি ও বিচার নীতিও তেমন চিরবিখ্যাত। আকবর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ আগ্রার নিকটবর্ত্তী ছেকেন্দরাভূমিতে সমাহিত আছে। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমাধির আবরণ জন্য গেলাফ প্রদান করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

জাঁহাগীর ১৬০৫—২৭ আকবর পুত্র জাঁহাগীর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অতুল রূপগুণসম্পন্না মহিষী নুর-জাহান রাজকীয় কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীন রাজমুদ্রা তাঁহারই নাম বক্ষে ধারণ করিয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। তাঁহার মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে লাহোরে সমাহিত রহিয়াছে। আকবর রাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

জাঁহাগীর তাহা আগ্রা হইতে লাহোরে পরিবর্ত্তিত করেন। তাঁহারই সময় ইংরাজগণ সুরাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মোগল দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শাহজাঁহা ১৬২৭—৫৮—জাহাগীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহজাঁহা পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে মোগল সাম্রাজ্য অতি জাকজমকশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বর্ত্তমান দিল্লী নগরী স্থাপন করেন। এই জন্য উহা 'শাহজাঁহাবাদ' নামে খ্যাত। ভুবন-বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহল তাঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া মোছলেম-শিল্পের চরমোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। শাহজাহা আগ্রাতে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গরীয়সী মহিষীর প্রতি অপূর্ব্ব ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তদীয় সমাধিক্ষেত্রে তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়া তিনি জগতে দাম্পত্য প্রেমকে মূর্ত্তিমান করিয়া গিয়াছেন। এই মহিমান্বিত জায়াপতি আজ উহারই মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রহিয়াছেন।

আওরঙ্গজেব—১৬৫৮—১৭০৭ খৃঃ অঃ—আকবরের ন্যায় আওরঙ্গজেবও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে মোগল-শক্তি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের চরিত্র কলুষ-শূন্য ছিল না। তিনি অতি সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া তিনি মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণে মনোনিবেশ করিবার সময় পান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বাঙ্গালার নওয়াবগণ

মস্তক উত্তোলন করেন এবং মারহাট্টাগণ ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। (১)

(১) ভারতীয় মোগল সম্রাটগণের মধ্যে আওরঙ্গজেব অতিশয় বিচক্ষণ, ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ অন্যান্য সম্রাটগণের মধ্যে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ প্রচলিত ইতিহাসে তাঁহার গুণগুলিকে বিকৃতরূপে প্রদর্শিত হওয়ায় পাঠকের মনে স্বতঃই তাঁহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। সিংহাসন লাভের সময় যে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহাকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হয় যে, আওরঙ্গজেব অপেক্ষা দারা ও মুরাদ প্রভৃতিই অধিকতর দায়ী। শাহজাহা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেই দারা সিংহাসনে আসীন হইয়া চতুর্দ্দিকে সংবাদ আদানপ্রদানের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন; উদ্দেশ্য যে, অন্য পুত্রগণের নিকট রাজধানীর সংবাদ না পৌছিতে পারে। আবার আওরঙ্গজেব পিতৃদর্শন হেতু আগ্রায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দারার সৈন্য তাঁহার পথরোধ করিল, সুতরাং ভ্রাতৃ-বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। দারার পরাজয়ের পর মুরাদ মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারই প্রতাপে দারা পরাভূত, কাজেই তিনিই সিংহাসনের অধিকারী। সুতরাং সিংহাসন লাভের পর মুরাদের শত্রুতা হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা আওরঙ্গজেবের স্বীয় নির্ব্বিঘ্নতার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান্ মোছলমান ছিলেন, সুতরাং তিনি ভয়ানক হিন্দুদ্বেষী ছিলেন এবং নানারূপে হিন্দুগণকে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। হিংসাপূর্ব্বক হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংসের অভিযোগও তাঁহার উপর আরোপিত হয়। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে এই সকল অভিযোগের অসারবত্তা প্রতিপাদিত হইবে।

"আকবরের রাজত্বকালে কোন দেবমন্দির নূতন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের সময় রাজধানীতে ৭৬টী দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ মোছলমানদিগের উপর প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এবং মোছলেম স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং মসজেদ ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ প্রস্তুত করিতেছিল। শাহজাহা প্রথমত ৬ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে হিন্দুদিগের নবনির্ম্মিত দেবমন্দির ভাঙ্গিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও হিন্দুগণ মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের প্রথম ১২ বৎসর রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক মোছলেম ছাত্রা-

মোগলদিগের রাজত্বকালে ভূমির নিম্নোক্ত রাজস্ব আদায় হইত :—

আকবরের সময়	১৮৬৫০০০০ পাউণ্ড।		
জাঁহাঙ্গীরের "	১৯৬৮০০০০ "		
শাহজাহার "	২৪৭৫০০০০ "		
আওরঙ্গজেবের "	৩০৮৫০০০০ "	১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে।	
আওরঙ্গজেবের "	৮৩৫০০০০০ "	১৬৯৭ "	

পরবর্ত্তী মোগল সম্রাট্‌গণ ১৭০৭—১৮৫৭—

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ্‌ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার তিন পুত্র ক্রমান্বয়ে আর ৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃঃ পারশ্যের নাদের শাহ্‌ দিল্লী-নগরী আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ কাল পর্য্যন্ত মোগলবাদশাহগণ কেবলমাত্র পৈতৃক উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। এ সময়ে মোছলেম কর্ম্মচারী ও মারহাট্টা সৈন্যাধ্যক্ষগণের হস্তেই প্রকৃত ক্ষমতা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নাদের শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া যেরূপ ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা আর

দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। জাঁহাগীরের যুবরাজ কালে নরসিংহ আবুল ফজলকে হত্যা করিয়া উহারই ধন হইতে মথুরায় দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব উহা ভগ্ন করিয়া মসজেদে পরিণত করিয়াছিলেন।

"১০৮২ হিজরীতে আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়াছিলেন যে, রাজস্ব বিভাগে পেস্কার ও দেওয়ান প্রভৃতি পদে হিন্দু ও মোছলেম সমভাবে নিযুক্ত করা হউক, যেহেতু হিন্দুগণ ঘুষ লইতে অভ্যস্ত ছিল।"

তিনি নাচ, গান ও বিলাসব্যসন পছন্দ করিতেন না। সুতরাং রাজদরবারে গান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকেও বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি নমস্কারের পরিবর্ত্তে "ছালাম" প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি মোছলেম বালকদিগের জন্য বিদ্যালয়ে ইছলামী পুস্তক পাঠের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কখনও পূরণ হইতে পারে নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে আহমদ শাহ্ দুরাণী পাণিপথ-যুদ্ধে মারহাট্টা শক্তির উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতে তাঁহার বংশক্রম সৃষ্টি করিবার কোন অভিলাষ ছিল না, সুতরাং শাহ্ আলম মোগল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন. কিন্তু সিন্ধিয়ার হস্তে পুত্তলিকাবৎ রহিলেন। তৎপরে ২য় অ কবর তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া বৃটিশদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী-বিদ্রোহে লিপ্ত থাকার অপরাধে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপে ৩৩০ বৎসর পরে মোগলসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

আফগান ও মোগল অধিকারে বঙ্গদেশ।

১২০৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ কুতবুদ্দিন আইবেকের অধীনে বক্তিয়ার খিলজি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি গোরের জনৈক অমাত্য এবং ছোলতান সাহাবুদ্দিনের প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন।

১২০৩ খৃঃ অব্দ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ পর্য্যন্ত ৫৬২ বৎসর কাল মোছলেমগণ এদেশে অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে কাদের খাঁর শাসন সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দিল্লীশ্বর বাঙ্গালায় আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ছোলতান ফখরুদ্দিনের সময়ে বাঙ্গালা স্বাধীন হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর দাউদকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ পর্য্যন্ত ইহা দিল্লীর অধীন ছিল। মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের সময়ে যখন পারশ্যাধিপতি নাদের শাহ ভারত আক্রমণ করেন, তখন সুজা খাঁ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই অবস্থাতেই বাঙ্গালা ইংরাজের হস্তে পতিত হয়।

১২০৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৬১ বৎসর কাল ৭৬ জন শাসনকর্ত্তা স্বাধীন নবাব বা নাজেম ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৬ জন গোরী ও খিলিজি সম্রাটগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শের শাহের সময়ে ১০ জন স্বাধীন নবাব ছিলেন এবং অবশিষ্ট মোগল বাদশাহদিগের দ্বারা নিযুক্ত নাজেম ছিলেন। ইঁহাদের

অধিকাংশই আফগান, মোগল, ইরাণী বা আরব ছিলেন। ছোলতান গিয়াছুদ্দিন খিল্‌জি নামে প্রসিদ্ধ। ইছামুদ্দিন হোছেন ১২১৪ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকদিগকে আয়মা ও নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন, জুমা মছজেদ ও অন্যান্য মছজেদ নির্ম্মাণ করিয়াও তিনি বিশেষ খ্যাতি ও পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দানে ও অনুগ্রহে প্রজাগণ পরম সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিত।

বগরা খাঁ ছোলতান নাছিরুদ্দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি দিল্লীশ্বর ছোলতান গিয়াছুদ্দিন বলবানের পুত্র এবং ছোলতান আলতামাসের দৌহিত্র ছিলেন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসর কাল তিনি বাঙ্গালার শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। ছোলতান গিয়াছুদ্দিন চেঙ্গিজ কানের আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষা করিতে যাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় সুচতুর তোগরল স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। গিয়াছুদ্দিন বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া তোগরলের বিনাশসাধনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র বগরা খাঁকে বঙ্গের শাসনভার অর্পণ করেন। বগর খাঁ গুণীর মর্য্যাদা বুঝিতেন। কবিবর আমির খছরু তাঁহার অনেক প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসর শান্তিতে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বগরা খাঁ মানবলীলা সম্বরণ করিলে মোহাম্মদ তোগলক মলিক বেদাদ খিল্‌জিকে বাঙ্গালার শাসনভার প্রদান করেন। তিনি কাদের খাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জনৈক আমির মলিক ফখরুদ্দিন তাঁহাকে বধ করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন বলিয়া চারিদিকে অপবাদ ও দুর্ণাম রটিয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে তিনিও ইলিয়াছ কর্ত্তৃক নিহত হন। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াছ ছোলতান শামছুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ

করেন। তাঁহার সুবিচারে দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত ও রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তৎপরে তাঁহার পুত্র মইনুদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র ছোলতান শামছুদ্দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু রাজা গণেশ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মোছলমানগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। বহু-শিক্ষিত ধার্ম্মিক মোছলমান তাঁহার আদেশে নিহত হন। তিনি স্বীয় পুত্রকে ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জালালুদ্দিন নাম প্রদান করত ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। সেই সময়ে পাণ্ডুয়া সর্ব্বপ্রধান নগরী হইয়া উঠে।

ছোলেমান শাহের পুত্র দাউদ শাহ বাঙ্গালার শেষ বাদশাহ্। আকবরের রাজত্বের সময় জাঁহান খাঁ কর্ত্তৃক তিনি বাঙ্গালায় ধৃত ও নিহত হন। এই ঘটনার পর হইতে বাঙ্গালা মোগল বা তায়মুর বংশের হস্তে পতিত হয়। এই অবধি তুরাণী বা আরবী শাসনকর্ত্তা বা নাজেমগণ বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে দিল্লী দরবার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। ইহাঁদের বিশেষতঃ সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে নানাদেশ হইতে সম্ভ্রান্ত মোছলেমগণ এই দেশে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। তিনি তাঁহাদিগকে জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন।

সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খাঁর রাজত্ব কালে পারস্যের বাদশাহ্ নাদের শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন। সে সময়ে দিল্লী ও অন্যান্য সহর লুণ্ঠিত হয়। তখন অনেক লোক সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খাঁর আশ্রয় পাইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেশত্যাগী লোকদিগকে বিশেষ সমাদর করিতেন। এই সময়ে হুগলী বাঙ্গালার বন্দর ছিল। বাঙ্গালা হইতে যে সমস্ত লোক মক্কাশরিফ কিংবা অন্যান্য পবিত্র স্থানে যাইতেন,

তাঁহারা এই স্থানে জাহাজে উঠিতেন। ইরাণ, খোরাছান, ইরাক, আরব ও মেছের হইতে যে সকল লোক হিন্দুস্থানে আসিতেন, তাঁহারাও এই স্থানে অবতরণ করিতেন। ক্রমে বাঙ্গালা বহুসংখ্যক বৈদেশিক মোছলমানের বাসস্থান হইয়া উঠে।

ইরাণের কোন কোন বাদশাহের উৎপীড়নে আরমানীয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকে সমুদ্র পথে বাঙ্গালায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তদবধি তাঁহাদের বংশধরগণ সেই দেশেই বাস করিতেছেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, কায়কোবাদের সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লব, ছোলতান মোহাম্মদ তোগলকের অত্যাচার ও দুর্ভিক্ষ হেতু দিল্লীর অনেক অধিবাসী বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণ আগন্তুকদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড় নগর যেমন ঐশ্বর্য্যে ও ক্ষমতায় অতি বিখ্যাত ও জনাকীর্ণ হইয়াছিল, তেমন সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত বিদ্বন্মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়াও ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এখানে স্থায়ী সৈন্যও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মোছলমানদিগের সময়ে গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এই জন্যই এই সকল স্থানে বহুসংখ্যক মোছলমানের বসতি।

তুর্কীস্তান

মধ্যএশিয়ার যে ভাগ সাইবিরিয়া, তিব্বত, ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, গোবি মরুভূমি ও পূর্ব্ব মঙ্গোলিয়ার মধ্যে অবস্থিত, তাহাকে তুর্কীস্তান বলা হয়। এই দেশে তুর্কী ব্যতীত অন্যান্য জাতিও বাস করে। ফরগনা, সমরকন্দ, শিরদরিয়া, বোখারা ও খিবা প্রভৃতি লইয়া পশ্চিম তুর্কীস্তান এবং খাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোতান ও কানছু প্রভৃতি স্থান লইয়া পূর্ব্ব তুর্কীস্তান গঠিত। পূর্ব্ব তুর্কীস্তান চীন দেশের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম তুর্কীস্তানের অধিবাসিগণ অধিকাংশই তুর্কোমান, খিরগিজ, কজাক (কসাক), তাতার, মোগল, তাজবিক ও উজবেক প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীন আর্য্য ও মোগলগণ এই স্থানেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব তুর্কীস্তানে তাতার, মোগল ও চীনা প্রভৃতি জাতি বাস করে। ইহারা তাইজিক ও পারশিক প্রভৃতি আর্য্য শ্রেণীভুক্ত। বর্ত্তমানে ইহারা সকলেই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। উজবেকগণ ইহাদের মজুরী করিত। খৃঃ পূঃ ১৭৭—১৬৫ অব্দে হুনগণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়া অধিকার করে। উহার ফলে স্থানীয় অধিবাসিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল সিন্ধুনদের উপত্যকাভূমিতে এবং অন্য দল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। তুর্কিস্তান ও খাশগড় ১২২০ খৃষ্টাব্দে মোগল চেঙ্গিজ কানের অধিকারভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তোগলক তায়মুরের রাজত্বকালে তুর্কীস্তানে ইছলাম প্রবর্ত্তিত হয়। তায়মুরের পুত্র সমরখন্দের মোগল অধিপতি তায়মুর (তৈমুর) কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। পূর্ব্ব তুর্কীস্তান তাঁহার দ্বারা উৎসন্ন হয়। ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে বোখারা, সমরখন্দ ও খাশগড় বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র-ভূমি হইয়া উঠে।

ছেলজুক তুর্কী—গজনীরাজ ছোলতান মাহমুদের রাজত্বকালে একদল তুর্কোমান খিরগিজের মরুভূমি হইতে আসিয়া গজনীরাজের অধীনে বাস করিতেছিল। উহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার মানসে গজনীর ছোলতান উহাদের একটী সম্প্রদায়কে খোরাছানে নির্ব্বাসিত করেন। এখানে উহারা দলপতি ছেলজুকের নেতৃত্বে ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। ছোলতান মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মছউদ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ছেলজুক বংশীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন এবং হিরাতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হন।

এইরূপে গজনী বংশের পতনে ছেলজুক বংশের অভ্যুদয় হয়।*

ছেলজুক তুর্কি বংশ হইতে নানা শাখা বহির্গত হইয়াছে। ইঁহারা ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ছেলজুক ইতিহাস হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ইতিহাস আরম্ভ হয়। ইঁহারা তুর্কিস্তান হইতে আসিয়াছিলেন। আরব খলিফাদিগের সংস্পর্শে

* ছেলজুক তুর্কিদিগের ইছলাম ধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন দলিল পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে একদল ছেলজুক তুর্কিস্থান হইতে বোখারা আগমন করিয়া ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারাই পরে পশ্চিম এসিয়ায় মোছলেম রাজ্যগুলিকে এক সাম্রাজ্যে গ্রথিত করে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এশিয়া মাইনর ব্যতীত সমগ্র স্থান ছেলজুক বংশীয়দের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। এই সময়ে মহম্মদ গোরী খোরাছান হইতে ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে আফগানদিগের মধ্যে ইছলামধর্ম্ম লব্ধপ্রবিষ্ট হয়। কথিত আছে, খালেদ-বিন্-অলিদ ইছলাম গ্রহণের জন্য স্বীয় সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত আফগানদিগের ছয় সাত জন প্রধান ব্যক্তি অনুচর সহ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইছলামের প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

আসিয়া ইঁহারা তাঁহাদের গুণবত্তার অধিকারী হন। ক্রমে আব্বাছীয় খলিফাগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ছেলজুকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। ইহাতে খেলাফতের সহিত ইছলামের পতন না হইয়া বরং উহার শক্তি অক্ষুন্ন থাকে।

ছেলজুক বংশের স্থাপয়িতা ঃ—তোগরল খাঁ প্রথম ছেলজুক শাসনকর্ত্তা। ছেলজুকগণ অক্‌ছাছ্ নদী পার হইয়া পায়গু আরছালান ইছরাইলের নায়কত্বে পারশ্রের পূর্ব্বাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। ইঁহারা মার্ভ নগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তোগরল বেগকে স্বীয় সম্প্রদায়ের দলপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তৎপরে ইঁহারা তাইগ্রীস নদীর মোছলেম অধিকৃত পূর্ব্ব প্রদেশগুলি অধিকার করিয়া লন। ইঁহারা ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে হামাদান, ইরাকে আজম, আর্ম্মেনিয়া, আর্জ্জেরুম ও ট্রেবিজন্দ প্রভৃতি স্থানগুলিও অধিকার করেন।

তোগরল বেগ ১০৩৭—১০৬৩খৃঃ অঃ—তোগরল বেগের পিতামহ ছেলজুক হইতে ছেলজুক বংশের নামকরণ হইয়াছে। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে তোগরল বেগ ক্রমে পারশ্যাধীন ইরাক ও অন্যান্য দেশ অধিকার করেন। পারশ্রের বাওয়া বংশের ছোলতান ছেলজুকদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে পারশ্রে বিদ্রোহ ঘটে। তোগরল কিয়ৎকালের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে জনৈক তুর্কি দলপতি বছোছিরি (বাওয়া বংশীয় ছোলতান মালেক-আর-রহিমের সেনাপতি) বাগ্দাদে প্রবেশ করিয়া মেছের দেশীয় ফাতেমা বংশীয় (১) খলিফাদিগের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক তথায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

(১) ফাতেমা বংশীয় আরবগণ ৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেছের ও শ্যামদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তর আফ্রিকার বার্ব্বার জাতির মধ্যে মেহেদীর ভবিষ্যৎ

ওবায়দুল্লা হজরত ফাতেমার বংশধর বলিয়া খেলাফত দাবী করেন। ফাতেমীগণ সাধারণতঃ ইছমাইলী মতাবলম্বী। ওবায়দুল্লা ফাতেমা বংশের প্রথম শাসনকর্ত্তা। তিনি আফ্রিকার উত্তরোপকূল, ইতালী ও ছিছিলি পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র সার্দ্দিনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহারই বংশধর কাহিরা বর্ত্তমানে:কাইরো নগরে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিজ ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে পেলেস্তাইনে প্রাধান্য স্থাপন করেন। মস্তানছের বিল্লার রাজত্বকালে ছিরিয়া ও পেলেস্তাইনের কতক অংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। এই বংশের খলিফা আল্-আজিজ ১১৬০—১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র আদেল উত্তর মেছেরের শাসনকর্ত্তা শাওয়ারকে স্থানচ্যুত করিলে শাওয়ার আদেলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। আদেল উহার ভয়ে উত্তর ছিরিয়ার আমির নুরুদ্দিনের শরণাগত হন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে নুরুদ্দিন বহু সৈন্য ও ছালাহদ্দিন সহ শের্কোকে মেছেরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শের্কো খলিফা আজিজ কর্ত্তৃক উজির নিযুক্ত হন এবং শের্কোর মৃত্যুর পর ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ছালাহ্দ্দিন তৎপদ লাভ করেন। ১১৭১ খৃষ্টাব্দে নুরুদ্দিনের আদেশ অনুসারে আজিজের

আগমন উপলক্ষে ইছমাইলী নামক একটী নব সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। আবদুল্লা-ইবনে-মায়মুন এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। ইহারা মনে করিত যে মেহেদী আবির্ভূত হইয়া হজরত আলীর পরিবারের উপর যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগের উপর প্রতি-শোধ লইবেন। ইহারা বহুদিন ধরিয়া মেছেরে প্রভুত্ব করে এবং এশিয়া মাইনরেও কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করে। ইহারা মোহাম্মদ-বিন-ইছমাইলকে মছিহ মনে করিত। এই জন্য এই সম্প্রদায় ইছমাইলী নামে আখ্যাত। এই বংশের জনৈক বংশধর ওবায়দুল্লা তোগরলের উজিরকে ধৃত করিয়া বধ করেন এবং বাগদাদের তৎকালীন আব্বাছীয় খলিফা কায়েমকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

নাম কর্ত্তন করা হয়। ছালাহ্‌দ্দিন ফাতেমা বংশ হইতে মেছের অধিকার করেন। তিনি বাগ্দাদের খলিফা কর্ত্তৃক ছিরিয়া ও মেছেরের ছোলতান নিযুক্ত হন। তাঁহার কৃতকার্য্যে পিতৃব্য নুরুদ্দিন ঈর্ষান্বিত হইয়া মেছেরে প্রবেশ করিতে সঙ্কল্প করেন ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১১৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ফাতেমীয় খলিফাগণের পরিবর্ত্তে আয়ুবীয় ছোলতানগণ মেছেরে: প্রভূত্ব স্থাপন করেন। তোগরল এই সংবাদ পাইয়া এক বৎসরের মধ্যে বাগ্দাদে প্রত্যাগমন করিলে বছোছিরি পলায়ন করেন এবং খলিফা কায়েম পুনরায় স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া লন।

তোগরল বাগ্দাদ প্রত্যাগমন করিলে আব্বাছীয় খলিফা কায়েম তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ইঁহার ফলে তোগরল আরব ও পারশ্যের ছোলতান বলিয়া অভিহিত হন।

ছেলজুকগণ তুর্কবংশীয়। ছেলজুক, ওছমানীয়, তুর্কী ও মোগলগণ একই মূল জাতি হইতে উৎপন্ন কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। মোগলগণ এশিয়ার উত্তর প্রান্তে বাস করিত এবং অপেক্ষাকৃত অসভ্য ছিল। তুর্কিগণ আরবদিগের সংসর্গে আসিয়া সভ্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা করে। ছেলজুকগণ বিশেষ উন্নত ছিল। ইহারা ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

এই সময়ে বাগ্দাদের খলিফাগণ ক্রমে হীনবল হইয়া পড়েন। ইত্যবসরে গ্রীকগণ এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ইহারা এন্টিওক (আন্তাকিয়া) পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে তোগরল ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌প-আরছালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি আলেপ্পো নগরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ১০৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রীক সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাতে জয়লাভ করেন এবং ক্রমে

ছেলজুক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে আরছালান তুর্কিস্থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইঁহার পুত্র মালিক্ শাহ এশিয়া মাইনর শাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ছেলজুক ক্ষমতা প্রভূত বিস্তার লাভ করে। তৎপরে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং ইহার ফলে ছেলজুক বংশের বিভিন্ন শাখায় ছিরিয়া খোরাছান, কারমান, ইরাক, রুম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করে। রুমে ছেলজুক বংশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করে। অন্যত্র ইহাদের স্থান ছেলজুক কর্ম্মচারী বা আতাবেক কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

তুরস্ক।

তুরস্ক বা অটোমান (ওছমানীয়া) সাম্রাজ্য নিম্নলিখিত দেশসমূহ লইয়া গঠিত। ইউরোপীয় তুরস্ক, এশিয়িক তুরস্ক, ত্রিপলি, বারকা (উত্তর আফ্রিকায়) এবং কতিপয় করদ ও বৈদেশিক রাজ্য।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কারাখাঁর পুত্র ওগাজ হইতে অটোমান তুর্কির উৎপত্তি। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে কয়েক সহস্র তুর্কি তাহাদের ক্রীতদাস সহ দুর্ব্বৃত্ত মোগলদিগের নির্য্যাতনে মধ্য এশিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহাদের দলপতি এর তোগরলের নেতৃত্বে আইকোনিয়ামের ছেলজুক ছোলতান আলাউদ্দিনের আশ্রয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। †

মোগলগণ অনেক সময় সীমান্ত দেশে উপস্থিত হইয়া উৎপীড়ন করিত। সুতরাং আলাউদ্দিন একদল বলিষ্ঠ তুর্ক পাইয়া তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এর-তোগরল সাহসী ও যুদ্ধকুশল ছিলেন। বিপদসঙ্কুল ভাগ্যান্বেষী তুর্কীগণ ইঁহার নেতৃত্বে আসিয়া যোগদান করিল। আলাউদ্দিন তোগরলের বিশ্বস্ততায় ও উপযুক্ততায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরও রাজ্য প্রদান করিলেন। যখন আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রীক ও মোগল সৈন্য ব্রুসার নিকট উপস্থিত হয়, তখন এর-তোগরল ৪৪৪ জন অশ্বারোহী সহ আলাউদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করেন। এর-তোগরল জয়লাভ করিলে

---

† যে সমস্ত তুর্কোমান এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে বাস করিত, তাহারা কখনও ছেলজুকদিগের বশীভূত হয় নাই। এই জন্যই ইহারা উচ বা বিদেশীয় বলিয়া অভিহিত হইত।

আলাউদ্দিন তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ ইস্কিসহর প্রদান করেন। এর-তোগ্‌রল পূর্ব্বে ইছলাম গ্রহণ করেন নাই কিন্তু মোছলেম সংসর্গে আসিয়া ইনি ও ইঁহার অনুচরবর্গ ইছলাম গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, একদা এর-তোগ্‌রল জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ মোছলেমের নিকট কোর্‌আন গ্রন্থ দেখেন এবং উহা আল্লার প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া অবগত হন। ঐ ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন হইলে এর-তোগ্‌রল কোরআনখানি হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় সমগ্র রাত্রি উহা পাঠ করেন। তৎপরে নিদ্রা আসিলে তিনি স্বপ্নাবেশে এইরূপ আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হন :—"যেহেতু তুমি আমার সনাতন ধর্ম্মপুস্তক অতি-শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছ, তোমার পুত্র, পৌত্র এবং তাহাদের বংশধরগণ বংশপরম্পরায় সম্মানিত হইবে।" ইহাই এর-তোগরলের ইছলাম গ্রহণের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

আলাউদ্দিনের রাজপতাকায় অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত ছিল। এর-তোগরলও উহার অনুকরণ করেন। তদবধি তুর্কী জাতির রাজপতাকা অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত। এর তোগরল ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে তৎপুত্র ওছমান ১ম ১২৮৮—১৩২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করেন। ইনি এশিয়া মাইনরে ছওদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তুরস্কের ওছমানীয় সাম্রাজ্য ইঁহার দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ওছমান প্রথমে ছেলজুক ছোলতানের অনুজীবী ছিলেন।

১ম ওছমান ১২৮৮—১৩২৬ খৃঃ অঃ—চেঙ্গিজ কানের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ ছেলজুক সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইলে ওছমান শত্রুদিগকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিনি ছেলজুক ছোলতানের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন নাই। ছোলতান আলাউদ্দিন তাঁহাকে বিজিত প্রদেশের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। ওছমান ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য মধ্যে স্বীয় মূর্ত্তি ও নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন ও সাপ্তাহিক খোত্‌বায়

স্বীয় নাম প্রচলিত করেন। তিনি ক্রমে গ্রীকদের উপরে প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হন এবং আইনিগল, বিলেজিক ও জারহিসার প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কিজাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে ওছমান স্বপ্নযোগে কিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছিলেন। তিনি নিদ্রাবস্থায় দেখেন, একটী চারাগাছ পরিপুষ্ট হইয়া বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইল এবং উহার শাখাগুলি জল ও স্থল, মন্দির ও মিনার, পিরামিড ও স্তম্ভাকৃতি পংক্তিতে সজ্জিত সৈন্য শ্রেণীর উপর ছায়া প্রদান করিতেছে এবং বৃক্ষের মূল হইতে তাইগ্রীছ, ইউফ্রেতিছ, নীল ও দানিয়ূব নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং ককেশশ্, বলকান, টরাস ও আটলাছ পর্ব্বত ইহার শাখাগুলি অবলম্বন করিয়া আছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, হঠাৎ ঝটিকা উত্থিত হইয়া বৃক্ষের পত্রগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন একটী সহরের দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। সহরটী দুইটী সমুদ্র ও মহাদেশের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং উহা দুইটী নীলকান্তমণি ও দুইটী হরিৎমণি শোভিত অঙ্গুরীয়কের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। ওছমান নিদ্রাবেশে যখন অঙ্গুরীয়কটী স্বীয় অঙ্গুলিতে পরিধান করিতে গেলেন, হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ তাঁহার জীবনী শক্তিকে এক নববলে সঞ্জীবিত করিয়াছিল।

ওছমান সাধারণতঃ তুর্কিজাতির প্রথম ছোলতান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী দুইজন উত্তরাধিকারী 'আমীর' ব্যতীত অন্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ওছমানের রাজত্বের শেষ ২৭ বৎসর তিনি স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সাহসী ছিলেন। ওছমানীয় তুর্কিগণ তুর্কমান, মোগল ও অন্যান্য যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু ইছলাম ইহাদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি

পুত্র অরখানকে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন :—"আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার কোন দুঃখের কারণ নাই। যেহেতু আমি তোমাকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতেছি। তুমি ন্যায়পরতা অবলম্বন করিবে, সত্যকে ভালবাসিবে এবং সতত দয়া প্রদর্শন করিবে। প্রজাবর্গকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং পয়গম্বর প্রবর্ত্তিত শরীয়ত প্রচার করিবে। ইহা পার্থিব নৃপতির প্রধান কর্ত্তব্য এবং ইহা দ্বারাই তাহারা স্বর্গীয় অনুগ্রহের অধিকারী হইতে পারিবে।"

অরখান ১৩২৬—৫৯ খৃঃ অঃ—ওছমানের পুত্র অরখান ১৩২৬ - ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ছেলজুক সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় এবং অবশেষে তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। ছোলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ওছমান স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুর্কি ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা হইতে অটোমান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত গণনা করেন। অরখানের রাজত্বকালে ছেলজুক রাজ্যগুলি অটোমান রাজ্যে পরিণত হইতে লাগিল। ইঁহার সময়ে গ্রীকগণ ক্রমে পশ্চাৎগমন করিতে থাকে। অত্যল্পকাল মধ্যে মর্ম্মরার উপকূল হইতে করতাল পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইল এবং এশিয়া মাইনরে গ্রীকদিগের হস্তে কেবলমাত্র আলাসেহের ও বিন্থা অবশিষ্ট রহিল। এইগুলিও ১৩২৮—১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কালে কনষ্টান্টিনোপল রাজদ্রোহ ও ব্যভিচারের লীলাস্থল হইয়া উঠিল। রোমক সম্রাট্‌গণ প্রজাদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে ছোলেমান পাশা কর্ত্তৃক গালিপলি দুর্গ অধিকৃত হয়। অরখানসহোদর আলাউদ্দিনকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। আলাউদ্দিন স্থায়ী সৈন্যবিভাগের সৃষ্টি করেন। তাঁহারই দ্বারা জ্যানিজারি [Janizary=yeni.cheri] বা পদাতিক যুবক

রক্ষী সৈন্যের প্রথম অবতারণা হয়। আলাউদ্দিন প্রণীত সামরিক আইন তুর্কিজাতির বিজয়ের প্রধান সহায় হইয়াছিল। ফ্রান্সে সপ্তম চার্লস যে সকল সামরিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন এবং যাহা বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে, তাহারও এক শতাব্দী পূর্ব্বে আলাউদ্দিন স্থায়ী ও অস্থায়ী অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগ গঠন করিয়াছিলেন। উহারা যুদ্ধ কালে বিভিন্ন পংক্তিতে সজ্জিত হইত। ছোলতান স্বয়ং কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া উভয় পার্শ্বস্থ যোদ্ধৃগণকে অতি দক্ষতার সহিত চালনা করিতেন। আলাউদ্দিন শরীর রক্ষক পদেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ছোলেমানের মৃত্যু হইলে অরখান এরূপ ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন যে, দুই মাসের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১ম মুরাদ ১৩৫৯—৮৯ খৃঃ অঃ—অরখানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুরাদ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি তুর্কমানদিগের নিকট হইতে আঙ্গোরা অধিকার করেন। মুরাদ ইউরোপ আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হন। ঐ সময় গ্রীক সম্রাটের রাজ্য মর্ম্মর উপকূল, থ্রেস ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল। সালোনিকা, থেছালি, এথেন্স ও মোরিয়া বিভিন্ন গ্রীকরাজগণের অধীন ছিল। বুলগেরিয়া, বসনিয়া, সার্ভিয়া ও আলবেনিয়ার অধিবাসিগণ বিভিন্ন সময়ে স্ব স্ব দেশগুলি করায়ত্ত করিয়া লয়। মুরাদ তৎকালীন গ্রীক সম্রাট্ জন পেলি ও লোগাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং আড্রিয়ানোপল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া ঐস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। মুরাদ তৎপরে সার্ভিয়া অধিকার করিয়া লন। ক্রমে বসনিয়া ও হার্জ্জগোভিনাও তাঁহার হস্তগত হয়। কিয়ৎকাল পরে বুলগেরিয়ারাজ স্বীয় দুরভিসন্ধির জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার রাজ্য মুরাদের হস্তগত হয়। অবশেষে মুরাদ জনৈক সার্ভিয়াবাসীর হস্তে নিহত হন।

১ম বায়েজিদ ১৩৮৯—১৪০৩ খৃঃ অঃ—কসোভা-ক্ষেত্রে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইঁহার পর মুরাদ পুত্র বায়েজিদ স্বীয় উত্তরাধিকারত্ব লাভ করেন। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে আয়েদীন ও কার্ম্মীয়ান প্রভৃতি রাজ্য বায়েজিদের করায়ত্ত হয়। তৎপরে তিনি চেঙ্গিজ কানের অধিকৃত রাজ্যবিশেষ হস্তগত করেন। গ্রীক সম্রাটের পুত্র বায়েজিদের সৈন্যবিভাগে পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিনানুমতিতে স্বরাজ্যে গমন করিয়া পিতার আসন অধিকার করেন। বায়েজিদ উহাকে শাস্তি দিবার মানসে কনষ্টান্টি-নোপল অবরোধ করেন। উহার ফলে পোপ ও হাঙ্গেরীর রাজা কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া খৃষ্টান নরপতিগণ ধর্ম্মযুদ্ধের আয়োজন করত তুরস্কের সীমান্তদেশে একদল ক্রুশধারী সৈন্য প্রেরণ করেন। বায়েজিদ আক্রমণ-কারিদিগের উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। হাঙ্গেরীরাজ অতি কষ্টে জনৈক ধীবরের তরণীযোগে পলায়নক্ষম হইলেন। কিয়ৎকাল পরে বায়েজিদ পুনরায় কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। গ্রীক সম্রাট্ ম্যানুয়েল বহু অর্থ প্রদান করিয়া বায়েজিদকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। ১৩৯৭—১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে বায়েজিদ থেসালি আক্রমণ করেন। ইত্যবসরে তায়মুর লঙ্গ সমরখন্দ হইতে বহির্গত হইয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে মস্কো পর্য্যন্ত উৎসন্ন করিয়াছিলেন। ১৪০১ খৃঃ অব্দে জর্জ্জিয়ার ধ্বংস সাধন করিয়া তিনি তুর্কিদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তায়মুর লঙ্গ খিবাছ আক্রমণ করিয়া অধিবাসিদিগকে হত্যা করত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ছিরিয়া বিধ্বস্ত ও বাগ্দাদের ধ্বংস সাধন করেন। তৎপরে আঙ্গোরার নিকটবর্ত্তী স্থানে তায়মুর ও তুর্কি সৈন্যের সংঘর্ষ ঘটে। দুই লক্ষ তায়মুর সৈন্যের সম্মুখে বায়েজিদ এক লক্ষ সৈন্য লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পঞ্চপুত্র ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই

এই যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল। বায়েজিদের গৃহ হইতে নব সংগৃহীত কতক সৈন্য তায়মুরের পক্ষ অবলম্বন করিল। ফলে তুর্কিগণ পরাস্ত হইল এবং বায়েজিদ বন্দীকৃত হইলেন। ভগ্নহৃদয় বায়েজিদ আট মাস পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অরাজক কাল ১৪০৩—১৪১৩—বায়েজিদের মৃত্যুর পর একাদশ বৎসর কাল তুরস্কে অরাজকতার প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। এই সুযোগে অপ্রতিহত তায়মুর লঙ্গ একে একে তুর্কিদিগের নগরগুলি লুণ্ঠন এবং বায়েজিদের কোষাগার করায়ত্ত করিলেন। তিনি ইউরোপে প্রবেশ করেন নাই। গ্রীক্ সম্রাট্ হইতে উপঢৌকন পাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্মার্ণা অধিকার করিয়া সমরখন্দে প্রত্যাগমন করেন।

তায়মুরের প্রস্থানের পর বায়েজিদের পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এক পুত্র মুছা আদ্রিয়ানোপল অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতা মোহম্মদ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

১ম মোহাম্মদ ১৪১৩—২১ খৃঃ—১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট বৎসরের মধ্যে পিতার হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিয়া লন। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদ পরলোক গমন করেন। তাঁহারই রাজত্বে সর্ব্ব প্রঢৌম্যান নৌবাহিনী গঠিত হয়।

২য় মুরাদ ১৪২১—৫১—মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরাদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে মুরাদ কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপরে মুরাদ ইউরোপে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সালোনিকা অধিকৃত হইয়াছিল। মুরাদ জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুশোকে ব্যথিত হইয়া অপর পুত্র মোহাম্মদকে রাজ্যভার দিয়া

১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। পরে হাঙ্গেরীর সহিত বিরোধ ঘটিলে মুরাদ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তৎপরে হাঙ্গেরির সহিত যুদ্ধ হয়। তাহাতে তুর্কিগণ জয় লাভ করে। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মুরাদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

২য় মোহাম্মদ ১৪৫১—৮১ খৃঃ—ইনি কনষ্টান্টিনোপল অধিকার মানসে বস্‌ফোরাস পারে রুমেলি হিসার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ বায়েজিদ ঐ দুর্গের সম্মুখে আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দুর্গ নির্ম্মাণে মোহাম্মদ ছয় হাজার লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঐ দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করে। তৎপরে উহাতে বিশাল তোপ সমূহ সন্নিবেশ করিয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। ৫৩ দিন অবরোধের পর মোহাম্মদ কৃতকার্য্য হন। গ্রীক সম্রাট যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। ছোলতান মহাড়ম্বরে রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হন এবং পরবর্ত্তী জুম্মার নামাজ প্রসিদ্ধ সেন্ট্ সোফিয়া গীর্জ্জায় সম্পন্ন হয়। কিছুকাল কনষ্টান্টিনোপলে অবস্থান করিয়া তিনি গ্রীকদিগকে বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রদান করেন। তৎপরে তিনি সার্ভিয়ার দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লন। ওয়ালচিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তৎপরে আলবেনিয়া করায়ত্ত হয় এবং ভেনিস তুরস্ককে স্কুটারী এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক লক্ষ ডুকাট প্রদান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর ক্রিমিয়াও অধিকৃত হয়। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে ছোলতান দক্ষিণ ইটালী আক্রমণ করেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২য় মোহম্মদ শাসন কার্য্যে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। ছোলতান আবদুল মজিদের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল সংস্কৃত বিধি কার্য্যকরী ছিল। তিনি এক লক্ষ সৈন্য লইয়া এক স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন এবং

উহাদিগের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে বিজিত রাজ্যসমূহ আয়মাদারদিগের মধ্যে বণ্টন করা হইত এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব মস্‌জেদ, কলেজ, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয়িত হইত। তিনি উলেমা শ্রেণীর বিশেষ সাহায্য করিতেন।

২য় বায়েজিদ ১৪৮১—১৫১২—মোহাম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে ২য় বায়েজিদ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তুর্কিগণ করিন্থিয়া অধিকার করেন। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ভেনিস ছোলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। তুর্কিগণ জলযুদ্ধে ভেনিসবাসিদিগকে পরাভূত করে। ২য় বায়েজিদের রাজত্বকালে স্পেনে মোছলেম প্রভুত্ব অবসান প্রাপ্ত হয়। তুর্কীর নৌবাহিনী স্পেনের মোছলেমদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে রুষিয়া হইতে রাজদূত প্রেরিত হইয়াছিলেন।

১ম ছেলিম ১৫১২—১৫২০—ছেলিম পারস্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে পারশিক শক্তির বিনাশ এবং সমগ্র কুর্দ্দিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ঐ সময়ে মেছের তাঁহার শত্রুতাচরণ করে। তজ্জন্য তিনি ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মেছেরের মামলুক শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে কায়রো প্রবেশ করিয়া শেষ আব্বাছীয় খলিফার নিকট হইতে খেলাফত হস্তগত করেন। [এখানে বলা আবশ্যক যে, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ খেলাফতের পতন হইলে আব্বাছীয় খলিফার বংশধরগণ কায়রো নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মেছের দেশীয় ছোলতানদিগের অধীনে থাকিয়া নামমাত্র ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছিলেন।] ছেলিম তাঁহাকে পেন্সন দিয়া তাঁহার নিকট হইতে একখানি খেলাফতের স্বীকার পত্র গ্রহণ করেন এবং হজরত মোহম্মদের (দঃ) পবিত্র পতাকা এবং স্মরণচিহ্নগুলি আনিয়া

কনষ্টাণ্টিনোপলে সংরক্ষিত করেন। এই সময় হইতে তুর্কীর ছোলতানগণ "খলিফা" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি মেছের, ছিরিয়া ও হেজাজ স্বীয় রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। এইগুলি পূর্ব্বে মামলুকদিগের অধিকারে ছিল। আট বৎসর রাজত্বের পর ছেলিম পরলোকগমন করেন।

১ম ছোলেমান ১৫২০—১৫৬৬—ছেলিমপুত্র ছোলেমান ১৫২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীরাজের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। উহার ফলে ছোলেমান বেলগ্রেড প্রাপ্ত হন। তৎপরে রোড্‌সের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। ছয়মাস অবরোধের পর উহা ছোলেমানের হস্তগত হয়। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কিগণ বুদাপেষ্ট অধিকার করেন। ইহার পর তুর্কিগণ সসৈন্যে ভিয়েনাভিমুখে অগ্রসর হন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ছোলেমান আর্ম্মেনিয়া আক্রমণ করেন। ১৫৪৪ খৃঃ অব্দে তিনি ছিক্লোছগ্রাণ, ডিসেগ্রেড অধিকার করেন এবং হাঙ্গেরী তুর্কিরাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। অতঃপর ছোলেমান পারশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে প্রস্তুত হন। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে আর্জ্জেরুম, আর্ম্মেনিয়া ও জর্জ্জিয়া অধিকৃত হয়। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ছোলতানের মৃত্যু ঘটে। ঐ সময় ওছমানীয় শক্তি চরমোৎকর্ষ লাভ করে। তুর্কি সাম্রাজ্য আর্ম্মেনিয়া সীমান্ত হইতে পারশ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কৃষ্ণসাগর তুর্কিদিগের অধিকারভুক্ত হয় এবং পারশ্যোপসাগরেও ছোলতানের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সমগ্র বলকান উপদ্বীপ (মন্টিনেগ্রো ব্যতীত) তুর্কিদিগের অধিকারে আসে। ঐ দিকে মেছের হইতে মরক্কো পর্য্যন্ত ছোলতানের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ঐতিহাসিকগণ ছোলতান ছেলিমকে মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিফ এবং তৎপুত্র ছোলেমানকে আলেকজাণ্ডারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উভয়েই সাম্রাজ্যের অশেষ উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

২য় ছেলিম ১৫৬৬—১৫৭৪—১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। অষ্ট্রাখান আক্রমণ করায় রুষের সহিত তুর্কীর বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কিগণ টিউনিছ অধিকার করিয়া ছিছিলি অভিমুখে যাত্রা করেন। সাইপ্রস ও অন্যান্য আয়োনিয়ন দ্বীপ তাঁহার সময়ে অধিকৃত হয়।

৩য় মুরাদ ১৫৭৪—৯৫—মুরাদ ২৮ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পারশ্যের শাহ তামস্পের মৃত্যুর পর পারশিকদিগের সহিত বার বৎসর ধরিয়া তুর্কিদিগের যুদ্ধ চলে। ঐ সময়ে, তিফলিছ, শেরওয়ান ও দাগীস্তান তাঁহাদের অধিকৃত হয়। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তুর্কির সহিত পারশ্যের সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মুরাদের মৃত্যু হয়।

৩য় মোহাম্মদ ১৫৯৫—১৬০৩—মুরাদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মোহাম্মদ ছোলতান হইলেন।

১ম আহমদ—১৬০৩—১৬১৭, ১ম মোস্তফা—১৬১৭—১৬১৮ ও ২য় ওছমান—১৬১৮—১৬২২— ইঁহাদের সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তবে তুর্কি সাম্রাজ্যের অবস্থা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল।

৪র্থ মুরাদ ১৬২৩—১৬৪০—ইঁহার সময়ে পারশিকগণ তুরস্ক ও বাগদাদ আক্রমণ করে। কনষ্টান্টিনোপলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ছোলতান স্বয়ং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে পারশিকদিগের সম্মুখীন হন এবং বাগদাদ উদ্ধার করেন।

ইব্রাহিম—১৬৪০—৪৮ খৃঃ অঃ—১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মাল্টাবাসিগণ তুর্কিদিগের জাহাজ লুণ্ঠন করে। তুর্কি ভেনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু অরাজকতা হেতু ছোলতান সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন এবং তৎপুত্র ৪র্থ মহম্মদ রাজপদে অভিষিক্ত হন।

৪র্থ মোহাম্মদ ১৬৪৮—১৬৮৭ খৃঃ অঃ—১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক পোলাণ্ডরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তৎপরে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা দ্বারা পডোলিয়া তুরস্কের প্রাপ্য হয়। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভেনিস, পোলাণ্ড, পোপ, অস্ট্রিয়া, রুষিয়া, টাস্‌কানি ও মাল্টা তুর্কির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। সম্মিলিত শত্রুগণ জয়লাভ করিতে থাকে। তুর্কি সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া ছোলতানকে সিংহাসনচ্যুত করে।

২য় ছোলেমান ১৬৮৭—৯১—ইঁনি সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা আহ্‌মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২য় আহ্‌মদ ১৬৯১—৯৫—চারি বৎসর না যাইতেই আহমদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

২য় মোস্তফা ১৬৯৫—১৭০৩—রুষিয়া ও ভেনিসের সহিত তুর্কির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে তুর্কিগণ জয়লাভে সমর্থ হন নাই। ছোলতান সিংহাসন ত্যাগ করেন।

৩য় আহ্‌মদ ১৭০৩—৩০—ইঁহার সময়ে পুনরায় রুষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং শেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। তাহাতে তুর্কিগণ পরাজিত হন। তৎপরে শত্রুগণ বেলগ্রেড আক্রমণ করিলে তুর্কিগণ আদ্রিয়ানোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধি দ্বারা বেলগ্রেড, তেমেশ্বর ও ওয়ালচিরা অস্ট্রিয়াকে প্রদত্ত হয়। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রুষের সহিত পুনরায় মনোমালিন্য হয়। তাহার ফলে ফ্রান্সের সাহায্যে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে যে "বণ্টন সন্ধি" স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে রুষিয়া উত্তরাংশের কস্পিয়ান উপকুলের অধিকারী হয় এবং পারস্যের পশ্চিমাংশ তুর্কির প্রাপ্য হয়। পারস্য সন্ধির সর্ত্ত স্বীকার না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

১ম মাহ্মুদ ১৭৩১—১৭৫৪—আহমদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১ম মাহমুদ ছোলতান হন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে নাদের পারশ্যরাজ বলিয়া স্বীকৃত এবং হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন।

৩য় ওসমান ১৭৫৪—৫৭ খৃঃ অঃ—১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ওছমান তিন বৎসরের জন্য রাজত্ব করেন।

৩য় মোস্তাফা ১৭৫৭—১৭৭৩ খৃঃ অঃ—ইঁহার সময়ে রুষিয়ার সহিত সন্ধি লইয়া নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়।

১ম আবদুল হামিদ ১৭৭৩—১৭৮৯ খৃঃ অঃ—মোস্তফার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ১ম আবদুল হামিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুর্কিগণ ছিরিয়া ও মেছের দেশের বিদ্রোহ দমন করে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা অস্ট্রিয়াকে মেহদিয়া হইতে হঠাইয়া দেয় এবং বানাত আক্রমণ করে। তৎপরে শত্রুগণ সুযোগ বুঝিয়া অধিবাসিদিগকে হত্যা করে। ইহাতে ছোলতান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং অবিলম্বে পরলোকগমন করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৎপদে অভিষিক্ত হন।

৩য় ছেলিম ১৭৮৯—১৮০৭ খৃঃ অঃ—১৭৯২ সনের সন্ধির বলে ক্রিমিয়া রুষিয়ার হস্তগত হয় এবং নীপার নদী ইউরোপের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া, বেলগ্রেড ও অন্যান্য হৃত স্থান পুনঃ প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময় ফ্রান্সের সহিত কলহ উপস্থিত হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি মেছের অধিকার করেন। তুর্কি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রুশিয়া ও ব্রিটনের সহিত যোগদান করে। বোনাপার্টি মেছের প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে পুনরায় রুষিয়ার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। ছেলিম রাজ্য ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মোস্তাফা রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

৪র্থ মোস্তাফা ১৮০৭—১৮০৮ খৃঃ—মোস্তাফা এক বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর সিংহাসনচ্যুত হন।

২য় মাহমুদ ১৮০৮—১৮৩৯—এই সময়ে মেছের দেশে ওছমানীয় প্রভুত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মেছেরের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ আলী স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী হন। রুষের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে সার্ভিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

আব্দুল মজিদ ১৮৩৯—১৮৬১—ইঁহার সময়ে শাসন সংস্কার আরম্ভ হয়, মন্ত্রী সভা সৃষ্ট হয় এবং উজিরে-আজম উহার সভাপতি নিযুক্ত হন। পাবলিক ওয়ার্ক, শিক্ষা, বিচার ও বৈদেশিক বিভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রী নির্দ্দিষ্ট হয়। ইঁহার সময়ে ক্রিমিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবদুল মজিদ ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপরে ইঁহার ভ্রাতা আব্দুল আজিজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

আব্দুল আজিজ ১৮৬১—১৮৭৬—ইঁহার সময়ে রাজ্যের ব্যয় অতিরিক্ত হইয়া উঠে। ইঁনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অমিত-ব্যয়ের জন্য ক্রমে তুর্কি কোষাগার দেউলিয়া হইয়া পড়ে। ফলে ছোলতান ইউরোপীয় সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। তুরস্কের এই দুর্ভাগ্যের সময় রুষিয়া শেখুল-ইছলাম হইতে ছোলতানের সিংহাসনচ্যুতির জন্য ফতওয়া (অনুজ্ঞাপত্র) গ্রহণ করে। ইহার পরই আব্দুল আজিজের মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইঁনি আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। তৎপরে ৫ম মুরাদ ইঁহার পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ইতঃমধ্যে সার্ভিয়া ও বেলগ্রেড যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বুলগেরিয়ার প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ৫ম মুরাদ তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইলেন।

২য় আব্দুল হামিদ ১৮৭৬—১৯০৯—তিন মাস না যাইতেই মুরাদের দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হইল। সুতরাং ২য় আব্দুল হামিদ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। ছোলতান ইংলণ্ডের প্রস্তাবানুসারে একটী সমিতি আহ্বান করেন। ঐ সমিতিতে প্রজাতন্ত্র প্রণালী গৃহীত হইল। ইত্যবসরে রুষ ছোলতানের বিরুদ্ধে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে এক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে উভয় শক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধিতে রুমানিয়া ও সার্ভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে; বুলগেরিয়া স্বরাজ প্রাপ্ত হয় এবং বসনীয়া ও হার্জ্জগোভিনিয়া অস্ট্রিয়ার অধিকারে আসে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ অফিসারদিগের সাহায্যে তুর্কি-সৈন্যবিভাগের পুনঃ সংস্কার সাধিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীস তুর্কিদিগকে যুদ্ধে অবতরণ করিতে বাধ্য করে। তুর্কি-সৈন্য গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়া থেসেলি অধিকার করে। তুর্কি গবর্ণমেণ্টের অপবাদ দূরীকরণ মানসে যুবক তুর্কিদিগের একটী সঙ্ঘ গঠিত হইল। সেই সঙ্ঘের চেষ্টায় ছোলতান আব্দুল হামিদ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

৫ম মোহাম্মদ ১৯০৯—১৮—ছোলতান আব্দুল হামিদের সিংহাসনচ্যুতির পর ৫ম মোহাম্মদ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

৬ষ্ঠ মোহাম্মদ ১৯১৮—২২ খৃঃ অঃ—১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে ৬ষ্ঠ মোহাম্মদ সিংহাসনারূঢ় হন।

ওছমান হইতে ৬ষ্ঠ মোহাম্মদ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ৩৬ জন ছোলতান বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তুরস্কে রাজত্ব করিয়াছেন। ইউরোপের কোন রাজবংশ এযাবৎ এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে সমর্থ হন নাই। ঐতিহাসিক উইলিয়মের মতে তুর্কীদিগের সাহসিকতা, চরিত্র, সুশাসন এবং জাতীয় গৌরবই তাহাদের কৃতকার্য্যতার প্রধান সহায়। তিনি

খৃষ্টীয় সভ্যতা হইতে মোছলেম সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, কোন রাজত্ব কেবল সামরিক ক্ষমতার দ্বারা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এটিলা, চেঙ্গিজ খাঁ ও তায়মুরের সাম্রাজ্য অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু তুর্কি সাম্রাজ্য অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া স্বীয় মহত্বের অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ছোলতান ২য় আব্দুল হামিদের রাজত্বকালে প্রজাবর্গের মধ্যে শাসন নীতি পরিবর্ত্তনের আগ্রহের সূচনা হয়। ক্রমে ৬ষ্ঠ মোহাম্মদের আধিপত্য সময়ে শাসনপদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তুরস্কে প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির সহায়তা করে এবং উহার ফলে কামাল পাশা প্রজাতন্ত্রের নায়কপদে বরিত হন।

মুস্তাফা কামালপাশা—'ছালাম' নামক পত্রিকায় মুস্তফা কামালের জীবনী সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে। উকিলের সম্পাদক আহমদ আমিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বাল্য ও ভবিষ্য জীবনের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তদুত্তরে মুস্তফা কামাল যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের লক্ষ্যের আভাষ পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকা হইতে কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমরা মুস্তফা কামাল পাশার অধ্যয়নাগারে প্রবেশ করিলাম এবং জাতীয় নেতৃবর্গের জীবনকাহিনী ও কার্য্যাবলী পাঠ করিলাম। পাঠাগারের সাজ সজ্জা বড়ই সাদাসিধে। আসবাবের মধ্যে একখানিমাত্র পুরাতন আরাম-কেদারা, অর্দ্ধচন্দ্র ও তারকাখচিত বস্ত্রাবৃত একখানা মেজ ও একটী ক্ষুদ্র পুস্তকাগার।

"কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন, আমি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সালোনিকায়

জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা পুরাতন ধরণের তুর্কি ছিলেন। তিনি নগরের শুল্ক আদায় বিভাগীয় কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি সালোনিকার উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করি। একদিন আমি আমার শ্রেণীতেই জনৈক সহপাঠীর সহিত কলহ করি। ফলে ঐ বালকটী এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠে যে, আমাদের শিক্ষক আমাকে বিলক্ষণ ভৎর্সনা ও অবশেষে ভয়ানক প্রহার করেন। তদবধি আমিও বিদ্যালয় ত্যাগ করিলাম এবং বাটী গমন করিলাম। আমার পিতামহী পূর্ব্ব হইতে আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বিরোধী ছিলেন। তিনি এই ঘটনার পর হইতে আমাকে আর বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন না।

"দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই আমি শৌর্য্য বীর্য্যের আরাধনা আরম্ভ করি। যখন আমি পথিপার্শ্বে খেলা করিতাম, তখন দেখিতাম, কত তুর্কি সৈন্য পথ দিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহারাই আমার প্রিয় বীর ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতাম এবং মনে মনে আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন হইবার ইচ্ছা পোষণ করিতাম। যখন জানিলাম, আমার জনৈক প্রতিবেশী তুর্কি বালক সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখন আমার মনেও সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। সুতরাং আমার মত জিজ্ঞাসিত হইলে আমি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। পরে গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে মাতা তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করেন। আমি পরিবারের কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই সালোনিকার সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশোপযোগী পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। অবশেষে মাতার বাধা সত্ত্বেও সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম।

"তথাকার গণিতাধ্যাপকের ও আমার নাম একই ছিল; কাজেই আমার নাম লইয়া অনেক সময় গোলমাল হইত। একদা শিক্ষক মহাশয়

আমার নামের প্রারম্ভে মুস্তফা নাম যোগ করিবার প্রস্তাব করেন। সেই হইতেই আমি মুস্তফা কামাল নামে পরিচিত।

"উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া আমি মনস্তিরে সামরিক কলেজে প্রবেশ করি এবং তৎপরে কনিষ্টান্টিনোপলে সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই।

"১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ছোলতান আবদুল হামিদ সিংহাসন চ্যুত হন এবং রাজ্যে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে রাজ্যের বিভিন্নাংশের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া তুরস্কের জাতীয় দল গঠিত হয়। এই জাতীয় সমিতিই আনাতোলিয়ার শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিল। এই সমিতির স্বকীয় আইন কানুন, সৈনিক ও বিধান স্বতন্ত্র ছিল। যে সকল বৈদিশিক আঙ্গোরা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশেই প্রজাতন্ত্র বিশেষভাবে বিদ্যমান। এখানে কোন ডিক্টেটর বা রাজা অথবা প্রেসিডেণ্ট নাই। সর্ব্বপ্রকার শাসন ক্ষমতা জাতীয় সমিতির হস্তে ন্যস্ত। জাতীয় সমিতি সাধারণ প্রজাগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গঠিত।

"বিভিন্ন প্রদেশ স্থানীয় সমিতি ও প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। আমরা পুরাতন রাজ্যশাসন প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। আমরা স্থানীয় শাসন ভার প্রজাবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রজাগণকেই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসন কর্ত্তা করিয়া তুলিব। আমাদের শাসন প্রণালী অতি অল্পকাল প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যদিও এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে নিরস্ত হইতে পারি নাই, তথাপি এই জাতীয় সমিতির কর্ম্মশীলতাই আমাদের প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালীর যথেষ্ঠ প্রমাণ।

"দেশকে নূতনভাবে গঠন করিবার জন্য আমাদিগকে অনেক সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তুরস্কের প্রত্যেক অংশেই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী

প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের একান্ত বাসনা। এই লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা সমগ্র শিক্ষা প্রণালী নূতনভাবে গঠন করিব, তৎপরে দেশের আয় ব্যয় সংক্রান্ত প্রণালীর সংস্কার সাধন করিব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা তুরস্কদেশকে নবজীবনে উদ্দীপিত করিব।”

বর্ত্তমান তুরস্কের শাসন প্রণালী—৭১৭ খৃষ্টাব্দে ছেরাছিনগণ কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান তুর্কিগণ রোমক সাম্রাজ্য হইতে এসিয়াস্থ অধিকার (কনষ্টান্টিনোপলের সম্মুখীন তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ব্যতীত) হস্তগত করিয়াছিল। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কিগণ গ্যালিপলি অধিকার করিয়া ইউরোপে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ২য় মোহম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টান্টিনোপল অধিকৃত হইয়াছিল। রোমক সম্রাট কনষ্টান্টাইন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে পূর্ব্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে কনষ্টান্টি-নোপলের নামকরণ হইয়াছে। এইখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা থিয়োডসিয়াস মৃত্যুকালে তদীয় পুত্রদ্বয়কে বায়জন্টিয়াম বা রোমসাম্রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, এক পুত্র পূর্ব্বাংশ এসিয়ার রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হইলেন। মেছের, থ্রেস, মিদিয়া, মেসিডোনিয়া ও গ্রীসদেশ ইহারই অন্তর্গত ছিল। অপর পুত্রের প্রাপ্ত পশ্চিম সাম্রাজ্য হইতে স্পেন ও আফ্রিকা স্খলিত হইয়াছিল।

রোমের পতনের পর ১২৬১ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য রোমান রাজ্য বিনষ্ট হয়। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র গ্রীস রাজ্য তুর্কিদিগের করতলগত হয়।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তুর্কির বল বিক্রম দেখিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া মধ্যস্থ হইতে আসিলে তাহারা যুদ্ধ বিরতির জন্য আদেশ প্রদান করিয়া নৌবিভাগের বলবৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইল। ছোলতান

ইহাদের আদেশ অমান্য করিলে ২০শে অক্টোবর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে তুর্কি ও মেছের দেশীয় রণপোত মিত্রশক্তি দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। অবশেষে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া স্থলপথে তুর্কিদিগকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করে। ইহার ফলে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিত্রশক্তিবর্গের ইঙ্গিতানুসারে তুর্কি গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কির সহিত গ্রীসের পুনরায় যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে তুর্কিগণ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করে। গ্রীকগণ ইহাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করে নাই, কিন্তু রুষিয়া দ্বারা বাধ্য হইয়া তুর্কি সন্ধি স্থাপন করে। এই সন্ধির ফলে তুর্কি ক্ষতিপুরণ প্রাপ্ত হয়। তুর্কি ও গ্রীসের সীমারেখা পুনঃ নির্দ্ধারিত হয়। তুর্কি ছোলতানগণ খৃষ্টান ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে পুর্ব্বপ্রাপ্ত অধিকার ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহারা রোমক শাসকদিগের ন্যায় অধীন ব্যক্তিবর্গের অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না।

রুষ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, কনষ্টাণ্টাইন ও তাঁহার পুর্ব্বপুরুষগণ প্রজাদিগের উপর উৎপীড়ন করিতে উচ্চ রাজপদস্থ ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। আইন, আদালতে কোন প্রকার বিচারই ছিল না। বিচারকগণ নির্দ্দোষ জনসাধারণের রক্তে ধনসঞ্চয় করিতেন। গ্রীক সৈন্যগণ পরিচ্ছদের চাকচিক্যে গর্ব্বিত ছিল। নগরবাসিগণ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে লজ্জাবোধ করিত না। সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে ইতস্ততঃ করিত না। অবশেষে মহাপ্রভু এই সকল অযোগ্য শাসন কর্ত্তার বিরুদ্ধে হজরত মোহম্মদকে প্রেরণ করেন। মোছলেম যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ করিতে আনন্দ বোধ করিত। বিচারকগণ আমানত নষ্ট করিতেন না। বায়েজীদ খৃষ্টান প্রজাদিগের প্রতি যথেষ্ট দানশীলতার পরিচয় প্রদান করেন। ২য় মোরাদ সদ্বিচার ও শাসন সংস্কার দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। ইনি শাসনকর্ত্তৃগণকে প্রজাদের উপর কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে সাহস

দান করিতেন না, তখন গ্রীকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

ছোলতানের শাসনকালে খৃষ্টানগণ স্বস্ব পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পারিত। বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুযোগ লাভ করিত। তখন প্রধান প্রধান নগরগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ছোলতান নূতন নূতন রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক্ সওদাগরগণ পূর্ব্বে যে সমস্ত বন্দরে প্রবেশলাভে অনুমতি পায় নাই, ছোলতানগণ ঐ সমুদয় বিদেশীয় বন্দরে ইহাদিগকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে পথিমধ্যস্থ মদ্যের দোকানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত, সৈনিকের নিকট মদ্য বিক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার বা দেশলুণ্ঠনের বিপক্ষে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইত।

আলেকজাণ্ডার রস নিম্নলিখিত প্রশংসা বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, "খৃষ্টানগণ মনোযোগের সহিত মোছলেম ইতিহাস ও আইন কানুন অলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা ধর্ম্মকার্য্যে ও দানশীলতায় কতদূর অগ্রসর; তাহারা কত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন; মছজিদ ও গৃহ তাহাদের নিকট কত পবিত্র, কত সম্মানের বস্তু; তাহারা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক, দিবসে পাঁচবার নির্দ্দিষ্ট নামাজ আদায় করিতে যত্নবান, তাহারা পবিত্রভাবে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত এক মাস কাল রোজা রাখিতে কতদূর তৎপর! তাহারা অন্যান্য মানবের প্রতি কত দয়ালু ও দানশীল! তাহারা হাসপাতালের নিঃসহায় রোগী ও পরিব্রাজকদিগের চিকিৎসার জন্য কতদূর যত্নশীল।

"মোছলেমগণ সদ্বিচার, মিতাচার ও অন্যান্য গুণালঙ্কৃত ছিল, বস্তুতই তাহাদের সহিত তুলনায় আমরা স্বীয় অবিচার, উৎপীড়ন ও অমিতাচারের জন্য নিতান্তই লজ্জিত। এই সমস্ত লোক নিশ্চয় শেষ বিচারের দিন উত্থিত

হইয়া পুরস্কার লাভ করিবে। তাহাদের উপাসনা, ধর্ম্মপরায়ণতা, দয়াপ্রবর্ণতা ইছলাম-বিস্তৃতির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।"

খৃষ্টানধর্ম্ম ইছলামধর্ম্ম বিস্তারের পথে অনেক সময় বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে দানিয়েল পোট্রোরিচ (Daniel Petrorich) সমস্ত খৃষ্টান সম্প্রদায়কে আদেশ দিয়াছিলেন যে, মোছলেম ধর্ম্মের ধ্বংসের উপর খৃষ্ট ধর্ম্মের ও দেশের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। তাঁহারই আদেশে মন্টে-নিগ্রোর মোছলেমগণকে হত্যা করা হয়। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে দ্বাবিংশ পোপ যোহন রোমানিয়ার রাজাকে যে নির্ম্মম আদেশ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা একবার শ্রবণ করুন :—

"তোমাকে খৃষ্ট গীর্জ্জার বিশ্বস্তপুত্র মনে করিয়া আদেশ দিতেছি যে, তোমার রাজ্যের সমস্ত বিধর্ম্মীদিগকে বিনষ্ট কর। বহুসংখ্যক বিধর্ম্মী এইখানে নিরাপদ থাকিবার আশায় বিভিন্ন স্থান হইতে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল লোক অসত্য লইয়া খৃষ্টানদিগকে বাহ্য সরলতা দ্বারা প্রলুব্ধ করিতেছে।"

বর্ত্তমান তুরস্কের শাসন প্রণালী পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত। পালিয়া-মেণ্ট দুইটী চেম্বারে বিভক্ত—ছিনেটার ও ডেপুটী। ১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে প্রধান জাতীয় সমিতি মুস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক গঠিত হইয়াছিল। প্রধান উজির ও শেখ্‌উল-ইছলাম ব্যতীত ১০ জন মন্ত্রী দ্বারা বর্ত্তমান শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়। সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি বেলায়েতে বিভক্ত। প্রত্যেক বেলায়েত আবার ছানজার বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলায়েত লইয়া গঠিত। বর্ত্তমান সময়ে আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্ট তুরস্কের আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপীয় তুরস্ক, এশিয়িক তুরস্ক (এনাটোলিয়া, ছিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মেছোপোটেমিয়া ও কুর্দ্দিস্তান) এবং ভূমধ্যসাগরস্থ

কতিপয় দ্বীপ লইয়া গঠিত। সাইপ্রস ও মেছের এক্ষণে তুর্কির হস্তচ্যুত। বর্ত্তমান তুরস্কের পরিমাণ ফল ১৭৫ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৮০ লক্ষ।

তুরস্কে প্রজাতন্ত্রের অনুরাগ—ছোলতান আবদুল হামিদ খাঁর রাজত্বকালে, মন্ত্রীপ্রবর মদহৎ পাশা তুরস্কে সাধারণ তন্ত্র অর্থাৎ পার্লামেণ্টারী শাসননীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় নানা প্রকারে নির্য্যাতিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে তুরস্কে "আঞ্জমানে এত্তেহাদ ও তরক্কি" অর্থাৎ একতা ও উন্নতি বিধায়িনী সভার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সমিতির গুপ্ত ও ব্যক্ত চেষ্টার ফলে তুরস্কে সাধারণতন্ত্র শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাযুদ্ধের পর সেই শাসননীতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্টের মেম্বর ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইয়া যান। পলাতকগণের মধ্যে মুস্তফা কামাল এনাটোলিয়াতে শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক নূতন সূত্রে তুর্কী গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব গড়িয়া তুলেন। আনওয়ার পাশা, ও তালআৎ পাশা প্রভৃতি বার্লিনের দিকে পলায়ন করেন। মুস্তফা কামালের চেষ্টায় আবার সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত দুই তিন বৎসর মধ্যে এইরূপ একদল উদার নৈতিক লোকের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাঁহারা সাধারণ তন্ত্রেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা তুরস্কে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের সংবাদ পত্রসমূহ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, যে তুরস্ক মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজতন্ত্রের ভীষণ চাপে নিষ্পিষ্ট হইতেছিল, তাহারা এখন সাধারণ তন্ত্রেও তৃপ্ত নহে, প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন জন্য ব্যাকুল। সেখানে স্বাধীনতার স্রোত এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মহাবীর গাজী কামাল পাশার ন্যায় অসাধারণ পুরুষও নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে

অকৃতকার্য্য হইতে পারেন। সেখানে ক্ষুদ্র ও মহৎ বলিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাম্যের প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিরাজিত।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুইজারলণ্ডের লসেন নগরীতে খৃষ্টীয় শক্তিবর্গের সহিত তুরস্কের যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মুস্তফা কামালের প্রতিষ্ঠিত আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্ট সুনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই সন্ধির ফলে তুরস্কের হৃতগৌরবও কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার হইয়াছে। গাজী মুস্তফা কামাল এই নব-শাসনতন্ত্রের কর্ণধার। *

মেছেরের ইতিহাস—খৃঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডার মেছেরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পারশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হন নাই। আলেকজাণ্ডার স্বীয় নামে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি গ্রীক সৈন্যদিগের হস্তে ইহার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া ফিনিশিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। খৃঃ পূঃ ৩০ অব্দে অগাষ্টাস মেছের দেশ অধিকার করিয়া রোমকদিগকে

---

* সম্প্রতি তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছে এবং এই নব্য প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রথম নির্ব্বাচনের ফলে মুস্তাফা কামালই প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইয়াছেন। প্রজাতন্ত্রের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া আঙ্গোরায় আনীত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, কনষ্টাণ্টিনোপলে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইলে বিপুল নৌবলের প্রয়োজন, নতুবা ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সমকক্ষতা করা সুকঠিন, অপর দিকে স্থলযুদ্ধে তুরস্ক সুপ্রাচীন কাল হইতে অনুপম, সুতরাং আঙ্গোরার ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে ইহা তুরস্কের রাজধানী হইবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অনেকে আরও অনুমান করেন যে, ইহার ফলে উত্তর ও পূর্ব্বদিকে তুরস্কের রাজ্যবিস্তারের সুবিধা হইবে এবং হয়ত অচিরে ককেশস হইতে তুর্কীস্তান দোয়াও পর্য্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইবে। বর্ত্তমান রাজধানী আঙ্গোরাও প্রাচীনকালে মোছলেম শক্তি এবং শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিগণ ক্রমে খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে। মেছরে কপ্‌ট দেশীয় কপ্‌ট ও খৃষ্ট ধর্ম্ম উভয়েরই প্রচলন ছিল।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমর, আমর-ইবনে-আছের নেতৃত্বে মেছেরে অভিযান প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আমর ছিরিয়া হইতে নীল নদীকূলে পৌঁছিলেন। তিনি ওম্‌দ নায়ন্‌ ও কায়ুম অধিকার করিলেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমর ১২০০০ সৈন্য উহার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ হইল। আমর উহাদিগকে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হেলিওপোলিছের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মেছের দেশীয় বেবিলন আমরের হস্তগত হইল। অতঃপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং উক্তস্থান এই সর্ত্তে তাঁহাকে প্রদত্ত হইল যে, ৬৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বরে মোছলেমগণ উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। ইত্যবসরে আমর বর্ত্তমান কায়রোর নিকটে ফোস্তাত নামক নগর স্থাপন করিলেন। উপকূলস্থ নগরগুলি একে একে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। ইতিপূর্ব্বে রোমকগণ ইহুদিদিগের উপর অসহ্য নির্য্যাতন করিয়াছিল। তাহার ফলে দেশীয় কপ্‌টগণ (যাহাদের অধিকাংশই ইহুদিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল) আগ্রহের সহিত আমরের অধীনতা স্বীকার করিল। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ কয়েক মাসের জন্য আলেকজান্দ্রিয়া পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু আমর কর্ত্তৃক উহা পুনরায় অধিকৃত হয়। কপ্‌টগণ রোমকদিগের বিরুদ্ধে মোছলেমদিগকে সাহায্য করিয়াছিল।

৬৩৯ হইতে ৯৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেছের আরব খেলাফতের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তৃগণের শাসনাধীন ছিল। ক্রমে তথায় ভিন্ন ভিন্ন বংশ অর্দ্ধ স্বাধীনতা স্থাপন করিয়াছিল। তুলুনবংশ ৮৬৮ হইতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

এবং ইক্ষিতবংশ ৯৩৫—৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেছের শাসন করে। ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ফাতেমাবংশীয় খলিফা মেছের দেশ অধিকার করেন এবং রাজধানী মেহদিয়া হইতে কায়রোতে স্থানান্তরিত করেন। ফাতেমাবংশীয় খলিফাগণ ১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।"(১) তৎপরে ছালাহ্‌দ্দিন কর্ত্তৃক মেছের পুনরায় আব্বাছীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ছালাহ্‌দ্দিন অৰ্দ্ধস্বাধীন আয়ূববংশের স্থাপয়িতা। এই বংশীয়েরা ১২৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেছের শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পর মাম্‌লুকবংশের উদ্ভব হয়। এই বংশ দুইভাগে বিভক্ত,—বাহারি-মাম্‌লুক ও বারজি মাম্‌লুক। বাহারি মাম্‌লুক ১২৫৫—১৩৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং বারজি মাম্‌লুকগণ ১৩৮২—১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারা নামমাত্র আব্বাছীয় খলিফাদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। কায়রো নগরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল।

(১) ফাতেমা বংশ—অষ্টাদশ আব্বাছীয় খলিফা মোক্তাদের ৯০৭ হইতে ৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারই শাসনকালে মগরেব বা পশ্চিম আফ্রিকায় ফাতেমা বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে এই বংশ দুই শতাব্দীর অধিক কাল মেছেরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ওবায়দুল্লা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা [ইনি আব্দুল্লা-বিন-মায়মুনের বংশধর, আবদুল্লা 'ইছমাইলী' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। 'কারামীতীয়া' সম্প্রদায় 'ইছমাইলী' সম্প্রদায়ের একটী শাখা বিশেষ]। মোক্তাদেরের পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা মোক্তাফির রাজত্বকালে ফাতেমা বংশ তদানীন্তন পূর্ব্ব আফ্রিকার আগলাব বংশের স্থান অধিকার করেন। [আগলাব বংশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় ৮০০ হইতে ৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন] ওবায়দুল্লা মেহদিয়া নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মেছের অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। তাঁহার পরবর্ত্তীময়েজউদ্দিন বিল্লা এই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ওবায়দুল্লা ৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি যে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরাক্রান্ত আব্বাছীয় বংশ, স্পেনের উম্মীয় বংশ এবং সমস্ত খৃষ্টানরাজের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মেছের অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কনষ্টান্টিনোপল হইতে ইহার শাসনের জন্য পাশা প্রেরিত হইতেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পাশাদিগের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। মাম্‌লুক কর্ম্মচারিগণ 'শেখুল-বালাদ' উপাধি ধারণ করিয়া ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ফরাসী অধিকারের পর পুনরায় পাশাদিগের হস্তে মেছেরের শাসনভার ন্যস্ত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আলী পাশা উহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তুর্কীর ছোলতান হইতে বংশানুক্রমে মেছের শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে ইছমাইল পাশা নামক ছোলতান 'খেদীব' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই উপাধি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

ছালাহ্‌উদ্দিন (১১৩৮—১১৯৩ খৃঃ)—ইনি মেছের দেশের আয়ূববংশের প্রথম ছোলতান। ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে ইনি তিক্রীত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আর্ম্মেনিয়ার কুর্দ্দ সম্প্রদায় ভুক্ত। ইঁহার সময়ে বাগ্‌দাদ্ ও ফাতেমাবংশীয় খলিফাদিগের ক্ষমতা তাঁহাদের উজির দ্বারাই পরিচালিত হইত।

১০৭৬ খৃষ্টাব্দের পর ছেলজুক সাম্রাজ্য তুর্কী আতাবেগ্‌দিগের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। তাঁহারাই স্বাধীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মোছল আতাবেগ জঙ্গীর অধীন ছিল। তাঁহার পুত্র নুরুদ্দিন ছিরিয়া ও দামেস্ক পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

আয়ূব ও শেরকো দুই ভাই জঙ্গীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। জঙ্গীর মৃত্যুর পর আয়ূবের পুত্র ছালাহ্‌উদ্দিন জঙ্গী-পুত্র নুরুদ্দিনকে সাহায্য করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে নুরুদ্দিন দামেস্কে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার পর নুরুদ্দিন ছালাহ্‌দ্দিনকে দামেস্কের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ছালাহ উদ্দিনের কর্ম্মজীবন তিন ভাগে বিভক্ত:—

(১) মেছের অধিকার (১১৬৪—১১৭৪)

(২) ছিরিয়া জয় (১১৭৫—১১৮৭)

(৩) খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১১৮৭—১১৯২)

নুরুদ্দিন ১১৬৪ খৃষ্টাব্দে মেছের অধিকার করিবার জন্য শিরকোকে ছালাহ উদ্দিন সহ পাঠাইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে চারিটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহার ফলে শিরকোর মৃত্যু ঘটে। তৎপরে ছালাহ উদ্দিন মেছেরের উজির নিযুক্ত হন।

১১৭১ খৃষ্টাব্দে ফাতেমাবংশীয় খেলাফতের অবসান হইলে ছালাহ দ্দিন মেছেরে প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

১১৭৪ খৃষ্টাব্দে নুরুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তদীয় বালক উত্তরাধিকারী ছালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিলে ছালাহ উদ্দিন উত্তরে অগ্রসর হইয়া বালক উত্তরাধিকারীর পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি দামেস্ক, এমেছা, ওহাম জয় করেন এবং তৎপরে বালবেক ও আলেপ্পোর নিকটবর্ত্তী সহরগুলি হস্তগত করিয়া লন। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে বগদাদের খলিফা তাঁহাকে ছোলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মোছল জয় করিয়া উত্তর ছিরিয়ার অধীশ্বর হন। তৎপরে ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মেছেরে প্রত্যাগমন করেন।

১১৭৭—১১৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মেছের হইতে খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং কণিয়ার ছোলতানকে পরাস্ত করেন। ১১৮১—১১৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছিরিয়া দেশে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে তিনি খৃষ্টান সৈন্যকে বিধ্বস্ত করেন। কেবল টায়ার খৃষ্টানদিগের অধিকারে ছিল। তৎপরে খৃষ্টানগণ একার আক্রমণ করে। ছালাহ উদ্দিন দুই বৎসর অবরোধের পর ১১৯১ খৃষ্টাব্দে একারকে সন্ধি-

সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে জেরুশালেম তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে। তৎপরে জাফা আক্রমণের পর খৃষ্টানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। ছালাহ্‌উদ্দিন দামেস্কে প্রত্যাগমন করিয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত থাকিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আয়ূববংশের স্থাপয়িতা ছালাহ্‌-উদ্দিন-ইব্‌নে-আয়ুবকে ছালাদিন (Saladin) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে খৃষ্টীয় তৃতীয় সমরাভিযানের (3rd Crusade) শ্রেষ্ঠ মোছলেম বীর ও মোছলেম শৌর্য্য বীর্য্যের চরমাদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শত্রুর সহিত কিরূপ উদারতা দেখাইয়াছেন, নিম্নলিখিত ঘটনার দ্বারা তাহা কতকটা সপ্রমাণ হয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে একরূপ বিরল। একদিন দুপুর বেলায় তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল; ছোলতান ছালাহউদ্দিন দেখিতে পাইলেন যে, রিচার্ডের ঘোড়া আহত হইয়া পড়িয়া গেল এবং দূরে নিক্ষিপ্ত রিচার্ড গাত্রোত্থান: করিয়া চিন্তাক্লিষ্টভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া ছালাহউদ্দীন তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং নিজ ঘোড়াটী রিচার্ডকে দিয়া বলিলেন, "ছালাহউদ্দীন বিপন্নের সহিত যুদ্ধ করে না; সে বীরের সম্মান করিতে জানে।"

ছোলতান ছালাহউদ্দীনের মত বীর যে বিপন্ন রিচার্ডের শির নিমিষের মধ্যে গর্দ্দানচ্যুত করিয়া যুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না; বরং নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শত্রুকে নিজের ঘোড়া দিয়া বীর ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

সুবিখ্যাত ছালাহ্‌উদ্দিন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আয়ুববংশ ১২৫০ খৃষ্টাব্দে

অবসান প্রাপ্ত হয় এবং মাম্লুকগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ইঁহারা বড়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ইঁহাদের দলপতিগণ "ছোলতান" উপাধি ধারণ করেন। আরবী 'মাম্লুক' শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। কিপচক ও দক্ষিণ রুষিয়ার তুর্কিগণ দাসরূপে ক্রীত হইয়া মেছেরে আনীত হইত। ইঁহাদের দলপতিগণ রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত হইতেন। মাম্লুক বংশ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৈদেশিক মাম্লুক সৈনিক-গণ মেছেরদেশ অধিকার করিয়া যথেচ্ছ শাসন করিত। দেশীয় লোক দিগকে ইহাদের ভোগবিলাসের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত। মাম্লুক অশ্বারোহীরা অতিশয় সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল। ইহাদের সাজ সজ্জা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল না। আমীরগণ সাধারণতঃ সেনাপতির কাজ করিতেন। সেইরূপ ২৪ জন আমীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও ২৪ জন শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহাদের ১২ জন মেছের এবং ১২ জন ছিরিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। মাম্লুক ছোলতানদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বিশেষ সাহায্য করিতেন এবং কায়রোতে অতি সুন্দর সুন্দর মছজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মাম্লুক বংশ—তুর্কী ছোলতান ছেলিম মেছেরের মাম্লুক দিগের উপর জয়লাভ করিয়া ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাগমন করেন। মেছের জয়ের সহিত মক্কা ও মদিনার প্রভুত্বও তাঁহার হস্তে আসিল। এক্ষণে ছোলতান সমগ্র মোছলেম সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর এবং সমগ্র মোছলেম জাতির খলিফা বলিয়া গৃহীত হইলেন। ভারতবর্ষ, এসিয়া ও আফ্রিকার সমগ্র অংশে ওছমানীয় ছোলতান এখন হইতে "আমিরুল মোমেনিন" বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুর্কী সাম্রাজ্য নানা কারণে হীনবল হইয়া পড়ে। আন্তর্জাতিক ও বহির্জাতিক শত্রুগণ কর্ত্তৃক ছোলতান অত্যন্ত বিব্রত ও নির্য্যাতিত হন। ক্ষমতাশালী পাশাগণ দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে ছোলতানের ক্ষমতা অমান্য করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসন করিতে আরম্ভ করেন। মেছেরের মোহাম্মদ আলী স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। আলী পাশা আলবেনিয়াতে অতি ধুমধামের সহিত স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরাও ছোলতানের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তৎপরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গও সুযোগ বুঝিয়া তুরস্কের শত্রুতা সাধনে ব্যাপৃত হইল। তুরস্কের ঘোর দুর্দ্দিন আসিল। একে একে সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি হইতে লাগিল। এলজিয়াস ও টিউনিস ফ্রান্সের হস্তগত হইল। মেছের নামে অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজন্যবর্গের গুপ্ত ষড়যন্ত্রই প্রধানতঃ তুরস্কের এই অধঃপতনের মূল কারণ।

মোহম্মদ আলী ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণ মেছেরের ওলি বা প্রতিনিধি নামে অভিহিত হইতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের ছোলতান রাজকীয় ফরমান দ্বারা মেছেরের শাসনকর্ত্তাকে ওলির পরিবর্ত্তে 'খেদিব' উপাধি প্রদান করেন। খেদিব তুর্কীর ছোলতানকে বার্ষিক ৭২০,০০০ পাউণ্ড কর প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ছোলতান, খেদিব ইছমাইল ১মকে বৈদেশিক শক্তির সহিত সন্ধি করিতে অনুমতি দেন। প্রকৃত পক্ষে, এই সময় হইতে মেছেরের শাসনকর্ত্তা স্বাধীন হন। তাঁহাকে কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর ছোলতানকে প্রদান করিতে হইত। মোহাম্মদ আলী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বংশক্রম অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

মোহাম্মদ আলী—(১৮১১—১৮৮৪ খৃঃ অঃ)
|
ইব্রাহিম ১৮৪৮
|
আব্বাছ (মোহাম্মদ আলীর পৌত্র—১৮৪৮ - ১৮৫৪)
|
ছৈয়েদ (মোহাম্মদ আলীর পুত্র—১৮৫৪— ১৮৬৩)
|
ইছমাইল (ইব্রাহিমের পুত্র — ১৮৬৩ — ১৮৭৯)
|
মোহাম্মদ তৌফিক (১৮৭৯ — ১৮৯২)
|
আব্বাছ হেলমি—(১৮৯২………)

ইছমাইলের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৌফিক পাশা তৎপদে নিযুক্ত হন। তিনি স্বীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ বৈদেশিক দূতদিগকে তাঁহার নামে শাসন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহাতে দেশীয় লোকের পদে দলে দলে বৈদেশিক লোক নিযুক্ত হইতে লাগিল। তৎপরে কর্ণেল আরবী পাশার নেতৃত্বে জাতীয় সমিতির সৃষ্টি হয়। আরবী পাশা সামরিক মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং খেদিব এইরূপ আইন প্রচলনে সম্মতি প্রদান করেন যে, উক্ত সমিতির অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার কর ধার্য্য হইতে পারিবে না। এইরূপে জাতীয় সমিতি ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে এবং আরবী পাশা প্রকৃত পক্ষে দেশশাসক হইয়া উঠেন। তৎপরে কনষ্টাণ্টিনোপলে একটী নিখিল ইউরোপীয় সমিতি আহ্বান করিবার প্রস্তাব হয়। আরবী পাশা ছোলতান কর্ত্তৃক বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তিনি পরাস্ত ও ধৃত হইয়া সিংহল দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। মেছের গবর্ণমেণ্টকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দান এবং দেশে শান্তিরক্ষাচ্ছলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া মেছেরের অভিভাবক হইয়া বসেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে খেদিব তৌফিক পাশা

পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র আব্বাছ হেলমী খেদিব নিযুক্ত হন। খেদিব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির অনুমোদন ব্যতীত শাসন প্রণালীতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেন না।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্ম্মেনির পক্ষাবলম্বন করিলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মেছের বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীয় রক্ষণাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই খেদিব আব্বাছ হিল্‌মী পদচ্যুত হন এবং হোছেন কামেলকে ছোলতান নামে অভিহিত করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। তৎপরে জগলুল পাশার নেতৃত্বে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে মেছেরে স্বাধীনতার জন্য ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই আন্দোলনের ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মেছেরে বৃটিশ প্রভুত্ব সঙ্কুচিত এবং মেছের স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বিঘোষিত হয়।

সম্প্রতি মেছেরে এক সংস্কৃত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে মেছের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, খেদিব মহম্মদ আলীর বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে সিংহাসনের অধিকারী থাকিবেন, কিন্তু এই বংশের কেহ মন্ত্রী হইতে পারিবেন না। মেছেরের রাজধর্ম্ম হইল—ইছলাম এবং রাজভাষা আরবী। রাজ্যের সর্ব্বত্র বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। সিনেট ও লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্বলীর পরামর্শানুযায়ী মন্ত্রীগণের সহযোগে রাজ্য শাসন পরিচালন করিবেন এবং তাঁহারই আদেশানুযায়ী যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি সংঘটিত হইবে, তবে তাঁহার কার্য্য পার্লামেণ্ট সভার সম্মতি-সাপেক্ষ থাকিবে। মেছেরবাসী ব্যতীত কেহ মন্ত্রিপদে বরিত হইতে পারিবে না। রাজা পার্লামেণ্টে দুই পঞ্চমাংশ সভ্য নিয়োগ করিবেন এবং অবশিষ্ট সর্ব্বসাধারণের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। মেছেরের প্রচলিত কোন ধর্ম্ম

সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে হইলে বা এতৎসম্পর্কে কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রীসভার এবং সেই ধর্ম্মের আচার্য্যগণের মত না লইয়া রাজা স্বয়ং কিছু করিতে পারিলেন না। মেছেরের লোকসংখ্যা ১২½ কোটী, ইহার শতকরা ৯২ জন মোছলমান।

ইউরোপে মুরপ্রাধান্য

৭১০—১৪৯২ খৃষ্টাব্দ।

স্পেন—৬৪৮ খৃষ্টাব্দে আরব সেনাপতি ওকবার নেতৃত্বে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম উপকুলস্থ মরিটেনিয়া মোছলেমদিগের হস্তগত হয়। ঐ সময়ে কিউটার দুর্গ গথরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। ৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুছা-ইবনে-নাছির তদানীন্তন উম্মীয় খলিফা অলিদ কর্ত্তৃক মরিটেনিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ফেজ ও টেঞ্জিয়ার পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, কিন্তু গথশাসনকর্ত্তা কাউণ্ট জুলিয়ানের সাহসিকতায় তিনি কিউটা প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি তারিকের হস্তে টেঞ্জিয়ারের শাসনভার অর্পণ করেন। এই সময়ে স্পেনে গথরাজ উইটিজার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ৭০৮ খৃঃ অব্দে মন্ত্রীসভা তাঁহার দুর্ব্বল পুত্রদ্বয়কে সিংহাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রাদেশিক গথশাসনকর্ত্তার পুত্র ডিউক রডারিককে তদীয় উত্তরাধিকারী পদে নির্ব্বাচিত করে। তাহার ফলে স্পেনে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, রাজপত্নীর এক ভদ্রবংশীয়া সহচরী ছিলেন। তাঁহার প্রতি রডারিক অতি বীভৎস ব্যবহার করেন। এজন্য উক্ত সহচরী রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, তদীয় পিতা জুলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিযোগ জ্ঞাপন করেন। জুলিয়ান স্পেনরাজের অধীন ছিলেন। কন্যার প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া কাউণ্ট জুলিয়ান প্রতিশোধ লইবার মানসে পূর্ব্ব শক্রতা ভুলিয়া গিয়া মোছলেমদিগের আশ্রয় লইলেন। তখন আরবগণ আফ্রিকার প্রায় সমগ্র উপকুলভাগ অধিকার করিয়া কিউটা

আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া কাউণ্ট জুলিয়ান স্পেন সম্রাট রডারিকের বিরুদ্ধে আরবদিগের সাহায্য প্রার্থনা করত তাঁহাকে সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। মুছা সাগ্রহে জুলিয়ানের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া অনুমতির জন্য খলিফা অলিদের নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মুছা তারিককে একদল সৈন্যসহ স্পেন আক্রমণের জন্য আদেশ করিলেন। তারিক ৭১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০০ বার্ব্বর সৈন্য লইয়া স্পেনে উপস্থিত হন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে স্থানে তিনি অবতরণ করিলেন, ঐ স্থান "জেবেল তারিক" (বর্ত্তমানে জিব্রাণ্টার) নামে অভিহিত হইল। তারিক তথা হইতে কর্ডোভা অভিমুখে অগ্রসর হন। বাবাডা ক্ষেত্রে যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে রডারিক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তারিক কর্ডোভা, মেস্তেছা ও টলেডো অধিকার করিলেন। এদিকে মুছা স্বীয় প্রতিনিধি তারিকের আশাতীত সাফল্যের সংবাদে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ৭১২ খৃষ্টাব্দে ১৮০০০ সৈন্যসহ স্বয়ং স্পেনে উপস্থিত হইয়া সেভিল, কার্ম্মোনো ও মেরিডিয়া অধিকার করিয়া সেলোমেন্‌কা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রডারিক যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া পরাস্ত ও নিহত হন। তৎপরে মুছা অতি আড়ম্বরের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া দামেস্কের খলিফাকে সমগ্র স্পেনের একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পার্ব্বত্য ম্যাছটুরিএট ব্যতীত সমগ্র স্পেন গথ-রাজদিগের হস্তচ্যুত হইল। স্পেনীয়গণ স্বীয় ধর্ম্ম, আইন ও সম্পত্তি রক্ষার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইতিমধ্যে মুছা ও তারিকের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা খলিফার কর্ণগোচর হইলে খলিফা উভয়কে দামস্কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুছা তাঁহার এক পুত্র আবদুল আজিজকে এনডালুছিয়ার (বর্ত্তমান স্পেনের) এবং অপর দুই পুত্রকে যথাক্রমে ইফ্রিকা ও মেরিটে-নিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দামেস্কে উপস্থিত হইলে খলিফা কর্ত্তৃক

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আবদুল আজিজ মৃত রাজা রডারিকের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব দৃঢ়ীভূত করিলেন। তিনি রাজ্যের উন্নতি সাধনকল্পে যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই খলিফার আদেশে নিহত হইলেন। তৎপরে তাঁহার জনৈক আত্মীয় আইয়ূব স্পেনের আমীর নিযুক্ত হন, কিন্তু খলিফা তাঁহাকে অপসারিত করিয়া আল-হাউরকে তৎপরিবর্ত্তে স্পেনের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন।

ফ্রান্স—আল হাউর পিরেনিজ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাঁহার অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। ডিউক, কাউণ্ট ও অন্যান্য ভূস্বামীগণ মোছলেমদিগকে বিনা আপত্তিতে কর দিতে স্বীকার করিলেন। আরবগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আলহাউরের স্পেনে অনুপস্থিতির সুযোগে পিলাও আপনাকে স্পেনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। খলিফা এই সংবাদ পাইয়া আল-ছামাকে আলহাউরের স্থানে স্পেনের আমীরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

৭২১ খৃষ্টাব্দে আল-ছামা-বেন-মালেক বহু সৈন্যসহ পিরেনীজ অতিক্রম করিয়া ক্যারক্যাছন ও নার্ব্বো অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তুলুস্ অবরোধ করেন। ডিউক ইউদিস্ মোছলেম সৈন্যদিগকে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়ায় ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহাতে মোছলেম আবদুর রহমান বেন আবদুল্লা স্পেনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন। (এখানে বক্তব্য যে, উম্মীয়া বংশের পতাকা শ্বেতবর্ণ, ফাতেমা বংশের পতাকা সবুজবর্ণ এবং আব্বাছীয় বংশের পতাকা কৃষ্ণবর্ণ ছিল)। আবদুর রহমানের যুদ্ধ সজ্জা সমগ্র ইউরোপকে ভীতিগ্রস্ত করিয়াছিল। দক্ষিণ ও মধ্য ফ্রান্সের নগরগুলি গ্যাস্কানী হইতে বার্গাণ্ডী এবং গ্যারো হইতে লয়ার পর্য্যন্ত মোছলেমগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত

হইয়াছিল। ইউদিস্ উঁহাদের গতি রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। মোছলেম-দিগের ভয়ে ভীত হইয়া কার্লস্ মার্টেল গুপ্তভাবে বেলজিয়াম ও জার্ম্মণীতে সৈন্য লইয়া পইটিয়াসে অগ্রসর হইলেন। দীর্ঘ ছয় দিবস যাবৎ উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে আবদুর রহমান নিহত হইলে মোছলেম বাহিনী হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

৭৩২ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালেক আফ্রিকার আমীর কর্ত্তৃক আবদুর রহমানের স্থানে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পিরেনীজ অতিক্রম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শত্রুগণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

স্পেনবাসিগণ মোছলেমদিগের ব্যবহারে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। মৃত উইটিজার পরিবারবর্গকে কর নির্দ্ধারণ করিয়া বহুভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। মোছলেমদিগের ভদ্রতা ও সুবিধার ফলে দেশবাসীর মধ্যে অনেকে ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ছারাগোছার একটী প্রধান পরিবার ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একটী স্বতন্ত্র বংশ স্থাপন করিলেন। এই বংশ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মোছলমান অধিকারে ইহুদিগণ রোমক শাসনের পাশবিক অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইয়াছিল (১)। সকলেই মোছলেমদিগের অধীনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে আবুল আব্বাছ আছ্ছাফা বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁহার জনৈক আত্মীয় আবদুল্লা রাজপ্রাসাদে একটী বিরাট

(১) খৃঃ পূঃ ২৫ অব্দে স্পেন রোমের বশ্যতা স্বীকার করে। ইতিপূর্ব্বে স্পেন কার্থেজবাসিগণের এবং তৎপূর্ব্বে ফিনিশিয়গণের শাসনাধীন ছিল। ৪০৯ খৃষ্টাব্দে গথগণ স্পেন আক্রমণ করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দে গথ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অভিজে গথদিগের রাজধানী ছিল। আরবগণ ৭১০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের গথরাজ্য আক্রমণ এবং ৭১৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনে প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

প্রীতিভোজের আয়োজন করত তাহাতে উম্মীয়বংশীয়গণকে নিমন্ত্রণ করেন। সকলে উপস্থিত হইলে খলিফার আদেশানুসারে আলেমমণ্ডলী উম্মীয়া-খলিফাগণের শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তৎপরে খলিফার ইঙ্গিত অনুসারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে একে একে নিহত করা হয়। উম্মীয়বংশের উচ্ছেদসাধনই এই সভার গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল। এই বংশের দশম খলিফা হেশামের পুত্র আব্দুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের বিষয় কোনরূপে অবগত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা ছোলেমান সহ পুর্ব্বেই দামেস্ক হইতে পলায়ন করেন। শত্রুগণ তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে ছোলেমান শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। আব্দুররহমান শত্রুর ভয়ে নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করত অপর পারে উপস্থিত হইয়া শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করেন এবং আফ্রিকার বার্ব্বারি উপকূলে জনৈক আত্মীয়ের শরণাগত হন। এই সময়ে স্পেনের শাসনকর্ত্তা আমিরদিগের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা উপস্থিত হয়। স্পেনের ওলিগণ কর্ডোভা নগরে এক সমিতি আহ্বান করিয়া স্পেনে স্বতন্ত্র খেলাফত সৃষ্টির জন্য সিদ্ধান্ত স্থির করেন। ওলিগণ উম্মীয়া খলিফার বংশধর আব্দুর রহমানের সংবাদ পাইয়া সকলে তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্পেনের প্রভুত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আব্দুর রহমান স্পেনে পৌছা মাত্রই বিংশ সহস্র লোক তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে। তিনি কর্ডোভা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আমীর ইউছফকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার পুত্রকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। সমস্ত কর্ডোভা আনন্দের সহিত নব প্রতিষ্ঠিত খলিফাকে বরণ করিয়া লয়। আব্দুর রহমান আপনাকে স্পেনের খলিফা না বলিয়া কর্ডোভার খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী নগরসমূহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। গথ অধিকৃত ও গল মোছলেমদিগের হস্তগত হইল। মগরেব ও ইফ্রিকার আমীরগণ

ইউছফ ও তদীয় পুত্র এবং আত্মীয়গণের সাহায্যে নব নির্ব্বাচিত খলিফার বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু আব্দুররহমান শত্রু দিগকে একে একে দমন করিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে ফরাসী-রাজ শার্লমান ইটালি ও জার্ম্মাণীর কিয়দংশ অধিকার করিয়া মোছলেম দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি আমীর ইউছফের বংশধর ও উম্মীয় শত্রু আব্বাছীয়গণের সাহায্যে ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আরবদিগের অধিকৃত ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ অধিকারপূর্ব্বক পিরেনীজ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং ইব্রোনদী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া "স্পেনীয় মার্চ্চ" (Spanish March) প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুররহমান শার্লমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে হেশামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। হেশাম পিরেনীজ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে পরাস্ত ও বিফল মনোরথ হন।

আব্দুররহমানের রাজত্বকালে মোছলেম স্পেন সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি ও ধন সম্পদে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ন্যায়বিচার ও শিক্ষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের দেয় কর-ভার লঘু করিয়া তিনি বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারই দ্বারা কর্ডোভার বিখ্যাত মছজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, উক্ত মছজেদে এক সঙ্গে ৪৭০০ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইত।

আব্দুররহমানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মগরেবের আমীর ইদ্রিছ-বেন-আবদুল্লা আব্বাছীয় খলিফাদিগের বশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া ফেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইদ্রিছের বংশাবলী ৭৭৮—৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের অষ্টম নৃপতি এহিয়া

প্রতিবাসিগণের ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত হইয়া তদানীন্তন স্পেনরাজ আব্দুররহমানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রেরিত সৈন্য ফেজ অধিকার করিয়াছিল। ইহার ফলে ৩য় আব্দুররহমানের সহিত মেছের খলিফাদিগের সংঘর্ষ ঘটে। ইদ্রিছ পরিবার মেছের খলিফার সাহায্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। তৎপরে ফেজ মগরেবের একটী প্রদেশ স্বরূপ স্পেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩য় আব্দুর রহমান অতি সুশাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার দরবার সর্ব্বদা দার্শনিক ও কবিগণ দ্বারা বিভূষিত থাকিত। তিনি বহু সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বিদ্যালয় ইউরোপের বিদ্যালয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় ছিল বলিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব কালে খৃষ্টান ও মোছলেমদিগের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় জাতির শৌর্য্য, বীর্য্য পরস্পরের বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল এবং ধর্ম্মের বিশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ই পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করিত। ৩য় আব্দুররহমান গ্রীস ও এশিয়া হইতে শিল্পিদিগকে আনিয়া কর্ডোভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি জলনিকাশের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, স্পেন দেশ তাঁহার পূর্ব্বে কিংবা পরে কখনও অধিকতর উন্নতি কিংবা সুখ সম্পদ লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। আব্দুররহমান যেমন ন্যায়বিচারক তেমনি উদারচেতা ছিলেন। সমগ্র স্পেন তাঁহাকে 'আমীর-উল্-মোমেনীন' উপাধি দিয়া তাহার উপযোগিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৭২৪৫০০০ স্বর্ণমুদ্রা সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি ফাতেমাবংশের সম্মুখীন হইবার জন্য বিশাল নৌবাহিনী নির্ম্মাণ করিয়া

ভূমধ্য সাগরের মুখে কিউটায় রক্ষা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ক্ষমতা হইতে তাঁহার ক্ষমতা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। জার্ম্মাণী, ইটালী, ফ্রান্স ইত্যাদি স্থানের সম্রাটগণের দূত তাঁহার সভায় অবস্থান করিত। মোছলেম স্পেনের প্রত্যেক সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং বিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি, অন্তঃপুরবর্ত্তী মোছলেম মহিলাগণও কবিত্ব ও শিল্পে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ৩য় আব্দুররহমানের মৃত্যুর পর আল্ হাকিম ৯৬১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিশেষ দয়ার্দ্রচিত্ত ও সুবিচারক্ষম ছিলেন। কথিত আছে, একদা তিনি স্বীয় প্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী কিয়দংশ ভূমি উদ্যানের জন্য লইবার আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূস্বামী উহা বিক্রয় করিতে স্বীকৃত না হইয়া কাজির দরবারে অভিযোগ আনয়ন করেন। কাজি অশ্বপৃষ্ঠে খলিফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে একটী বস্তা মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইবার জন্য খলিফার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আল্হাকিম কাজির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন কিন্তু বস্তা উত্তোলনে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে কাজি খলিফাকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হে-আমীর-উল-মোমেনীন! আপনি যে ভূমি দখল করিয়াছেন, তাহার এই সামান্য মৃত্তিকা উঠাইতেও আপনি সক্ষম নহেন, বলুন দেখি, শেষ বিচার দিনে ঐ সমগ্র ভূমি-ভার আপনি কিরূপে মস্তকের উপর বহন করিবেন?" খলিফা কাজির এই উপদেশে বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূম্যধিকারীকে তদীয় ভূমি প্রত্যর্পণ করিলেন।

আল্হাকিমের উত্তরাধিকারী ২য় হেশাম ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে তৎপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে মোছলেম স্পেনে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। কেহ উম্মীয় বংশের পক্ষ, কেহ আব্বাছ বংশীয় খলিফা-

দিগের পক্ষ অবলম্বন করে। অন্যদিকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার ফলে স্পেনীয় খেলাফতের অবসান ঘটে এবং ১০৩১ খৃষ্টাব্দে স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোছলেম রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তৎপরে আল্ মোরাবিত বংশ ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের সহিত আল্‌মোয়াহেদ বংশের শত্রুতা উপস্থিত হয় এবং ফলে আল্‌মোরাবিত বংশ ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসোন্মুখ হয়। আল্‌মোয়াহেদ বংশ ১১৬৫ হইতে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৎপরে মোছলেম ক্ষমতা গ্রাণাডায় সীমাবদ্ধ হয়। কর্ডোভার খেলাফত ৭৫০ হইতে ১২৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। ইহার পর কর্ডোভা খেলাফত গ্রাণাডা রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ্য ১২৩৮ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। ক্রমান্বয়ে ১০ জন খলিফা কর্ডোভা খেলাফতের অধিকারী হইয়াছিলেন। উক্ত খেলাফতের অবসানের পর ক্রমান্বয়ে ২৪ জন আমীর গ্রাণাডা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১ম মোহাম্মদ গ্রাণাডা রাজ্যের প্রথম স্থাপয়িতা। তাঁহার যত্নে শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রাণাডার রেশম এশিয়ার রেশম অপেক্ষা বিশেষ আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গ্রাণাডার প্রাসাদগুলির বিশেষ শোভাবর্দ্ধন এবং প্রসিদ্ধ আল্-হাম্‌রা (১) প্রাসাদ নির্ম্মাণ

(১) দক্ষিণ স্পেনে গ্রাণাডা সহর অবস্থিত। এই স্থানে মুরগণ জগদ্বিখ্যাত আল্‌হামরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শতাধিক বিঘা জমি লইয়া এই দুর্গ গঠিত এবং ইহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই দুর্গের ১০টী চূড়া আছে। মোহাম্মদ-ইব্‌নে-আল-আহমর ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করেন। স্পেন হইতে মুরগণ বিতাড়িত হইলে সৌন্দর্য্যের এই আদর্শ বস্তু বিনষ্ট হয়। রাজা ৫ম চার্লস ইহার আভ্যন্তরীণ একটী মছজেদকে গীর্জ্জায় পরিণত করেন। তিনি মোছলেম রাজগণের প্রাসাদগুলিরও ধ্বংস সাধন করেন।

করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং অভিযোগকারিদিগের বক্তব্য শ্রবণ করিতেন এবং সর্ব্বদা সুবিচার করিতে যত্নবান থাকিতেন। তিনি সম্রাট্ আল্‌ফান্‌সোর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টান রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইজাবেলা স্পেন হইতে মোছলেম সাম্রাজ্যের ভিত্তি উৎপাটিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া গ্রাণাডা ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। তৎপরে ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইল যে, মোছলেমগণ স্ব স্ব সম্পত্তি ও যুদ্ধাস্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এবং স্ব স্ব আইন ও ধর্ম্ম পরিচালনা করিতে পারিবেন। কিন্তু জানুয়ারী অতিবাহিত না হইতেই ফার্ডিনাণ্ড ও তদীয় সহধর্ম্মিণী ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধির বিরুদ্ধে পুনরায় গ্রাণাডায় প্রবেশ করত উহা অধিকার করিলেন। আল্‌হামরার প্রধান মছজেদ গীর্জ্জায় পরিণত হইল। গ্রাণাডার পতনের সহিত স্পেনের আরব ক্ষমতা (৭১১—১৪৯২ খৃষ্টাব্দ) অস্তমিত হইল। ফার্ডিনাণ্ড মুরদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে ইহুদীদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হইল। তৎপরে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড প্রত্যেক মোছলেমকে নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ করিলেন।

মোছলেমগণ স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া প্রকাশ্যে উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অবজ্ঞা করিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ফার্ডিনাণ্ড অত্যধিক সৈন্য লইয়া দেশ ছারখার করিয়া দিলেন এবং মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে নির্ব্বাসনের কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মুরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইল। ঐতিহাসিক হেনরী স্মিথ উইলিয়ামস্ তাঁহার জাগতিক ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ১৭ বৎসর মধ্যে ৩০ ত্রিশ লক্ষ আরব স্পেন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তিনি

আরও লিখিয়াছেন যে, মোছলেমদিগের নির্ব্বাসন স্পেনের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। যে মোছলেমগণ স্পেনকে সমৃদ্ধিশালী রাজত্বে পরিণত করিয়াছিল, যে মোছলেমগণ হইতে স্পেন সভ্যতা ভব্যতা, আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল, যে স্পেন মোছলেমদিগের নিকট হইতে স্থপতি-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিদ্যা ও গণিত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, আজ সেই স্পেন হইতে বহু বৎসর রাজত্বের পর মোছলেমগণ রাজাজ্ঞা দ্বারা অতি কঠোরতার সহিত নির্ব্বাসিত হইল। এইরূপ অকৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় পরিচয় জগতের ইতিহাস দিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ধর্ম্ম, জ্ঞান ও নীতি একাধারে কোন দেশে এইরূপ নৃশংস-ভাবে পদদলিত হইয়াছে কিনা ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতে সম্ভবতঃ অক্ষম। পবিত্রতা, সাধুতা, জ্ঞানালোক একটী আজ্ঞা দ্বারা দেশ হইতে দূরীভূত করা অন্য কোন নৃপতি এযাবৎ অনুমোদন করিতে পারেন নাই। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া এইরূপ উৎপীড়ন ঘৃণার সহিত দেখিবে। যে নৃশংস আজ্ঞা দ্বারা অষ্ট শতাব্দীর কীর্ত্তিরাজি এইরূপ অবজ্ঞার সহিত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, উহার স্মৃতি সভ্য জগৎ চিরকাল ততোঽধিক অবজ্ঞার সহিত বহন করিবে।

স্পেনে আট শতাব্দীব্যাপী মোছলেম প্রভুত্ব ৭১১—১৪৯২ খৃঃ :—তারেক স্পেনে অবতরণ করিবার চারি বৎসর মধ্যে উত্তরস্থ পার্ব্বত্যস্থানগুলি ব্যতীত সমগ্র উপদ্বীপ মোছলেমদিগের হস্তগত হইয়াছিল। প্রথম ৪০ চল্লিশ বৎসর কাল আমীরদিগের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ হওয়ায় সম্পূর্ণ শান্তির সৃষ্টি হইতে পারে নাই। মোছলেমগণ খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফ্রান্সে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে উহারা চার্ল্স মার্টেন কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে। ঐ সময়ে আরব ক্ষমতা অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু

উম্মীয় আব্দুররহমান স্পেনে উপস্থিত হইয়া মোছলেমদিগের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তন করেন। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপদে নির্ব্বাচিত হন। ইনি আব্বাছ বংশীয় আমীরদিগকে পরাস্ত করিয়া কর্ডোভায় স্বীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তির সূচনা করেন। ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শার্লমেনের সৈন্যগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৭৮০ খৃষ্টাব্দে ছারাগোছা অধিকৃত হয়। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আব্দুররহমানের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র প্রথম হেশাম জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি বিখ্যাত কর্ডোভা মছজেদ নির্ম্মাণ করেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সবাসিগণ ক্যাটালোনিয়া আক্রমণ করিয়া মোছলেমদিগের নিকট হইতে বর্সালোনা পুনরুদ্ধার করে। ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উম্মীয়বংশ স্পেনে রাজত্ব করেন, এই বংশের শেষ নৃপতি তৃতীয় হেশাম ১০৩১ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মোছলেম স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। ছারা-গোছা, টলেডো, ভ্যালেসিয়া, বাডাজোস, কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রাণাডা স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। উহাদের শাসনকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর পরিচালনা করিতেন। খৃষ্টানগণ সুযোগ বুঝিয়া দুর্ব্বল স্পেনকে পুনরধি-কার করিতে চেষ্টা করিল। স্বাধীন আমীরগণ ১০৩১—১০৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ০৮৬ খৃষ্টাব্দে সেভিলের আমীর মোতায়াম্মেদ আফ্রিকার মোরাবিতবংশের নৃপতি ইউছফের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইউছফ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আফ্রিকা হইতে স্পেনে উপস্থিত হন এবং আমীর-শত্রু আল্‌ফানসোকে দল্লাফার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তৎপরে ১০৯০ খৃষ্টাব্দে ইউছফ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া স্পেনে পুনরাগমন করত গ্রাণাডা অধিকার করেন। ১০৯১ খৃষ্টাব্দে ইউছফ সেভিল ও আলমিরিয়া হস্তগত করেন এবং মোতায়াম্মেদকে বন্দীকৃত করিয়া আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। তৎপরে স্পেনে মোরাবিত বংশ স্থাপিত হয়।

এই বংশ উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত বার্ব্বার রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ইউছফ-বেন তাসফিন্ এই রাজ্য ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন। মরোক্কো ইহার রাজধানী ছিল। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফান্‌সো ছারাগোছার আমীরের সাহায্যে মোরাবিতদিগকে পরাস্ত করেন। ১১২১ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় মোহাম্মদ-বেন্-আবত্নল্লা একটী নূতন বংশের সৃষ্টি করেন। ইহাই মোয়াহেদ বংশ নামে অভিহিত। ইঁহারা ১১২৩ খৃষ্টাব্দে মরোক্কো অবরোধ করেন কিন্তু আলী নামক জনৈক মোরাবিত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ১১৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফান্‌সো আলীকে পরাস্ত করেন। মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী আব্দুল মোমেন কর্ত্তৃক আলী মরোক্কো নগরে পরাস্ত হন। ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে আলী মোয়াহেদদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য কর'র জন্য তাসফিন্‌কে স্পেনে আহ্বান করেন। ১ ৩৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের ডিউক আল্‌ফান্‌সো মুরদিগকে পরাজিত করেন। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে আলীর মৃত্যু হইলে মোরাবিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে আব্দুল মোমেন আফ্রিকার তাসফিন্‌কে পরাস্ত করিয়া স্পেনে উপস্থিত হন। ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মোয়াহেদগণ সেভিল অধিকার করেন। এই সন হইতে স্পেনে মোয়াহেদ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশ ১১৪৬ – ১২৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেনে রাজত্ব করিয়াছিল। আব্দুল মোমেন মুরদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। মোয়াহেদগণ ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভা আক্রমণ করেন। আব্দুল মোমেন ক্রমশঃ আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার করিতে থাকেন। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে মোয়াহেদগণ গ্রাণাডা এবং তৎপরে টিউনিস আক্রমণ করেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বাডাজোস, বেয়জা এবং বীরা অধিকৃত হয়। ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে আব্দুল মোমেনের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ইউছফ-আবু-এয়াকুব উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ করেন। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ইউছফ পর্ত্তুগাল আক্রমণ করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র এয়াকুব-আল-মনছুর

পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের সাণ্টুবেরঙ্গা প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন কিন্তু মুরগণ তিন বৎসরের মধ্যে উহা পুনরধিকার করেন। স্পেনের খৃষ্টান রাজন্যবর্গ মুরদিগের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয় কিন্তু ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে মুরগণ কেষ্টাইলের ৮ম আল ফান্সোকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করত দুই বৎসরের মধ্যে মাদ্রিদ আক্রমণ করেন। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে মোয়াহেদদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয়। উহার ফলে ১২৩২ খৃষ্টাব্দে মোয়াহেদ বংশের অবসান হয়। গ্রাণাডা আমীর মোতায়াক্কেল কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এরাগনের ১ম জেমস্ বালিয়ারিক-দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে কেষ্টাইলের ৩য় ফার্ডিনাণ্ড কর্ডোভা ও এণ্ডালুশিয়ার কিয়দংশ আক্রমণ করেন। পর বৎসর মোতায়াক্কেল স্বীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র গ্রাণাডা রাজ্য মোছলেমদিগের অধিকারে থাকে। এই রাজ্য ১২৩৮—১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আল্ হামরার প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে মেরিন বংশ আফ্রিকা হইতে আসিয়া স্পেনের মুরদিগের সাহায্য করে। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের নৃপতি আবু-ইউছফ বহু সৈন্য লইয়া কেষ্টাইল ও এরাগনবাসিদিগকে পরাস্ত করেন এবং ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে মোয়াহেদ বংশকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করেন। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড গ্রাণাডা অবরোধ করেন। পর বৎসর গ্রাণাডার অধিপতি আবু-আব্দুল্লা গ্রাণাডা পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় প্রস্থান করেন। ঐ সময় হইতে স্পেনে মোছলেম-রাজত্বের অবসান হয়।

স্পেনে মোরাবিত বংশ।—এই বংশ ১০৭৩ হইতে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফ্রিকা ও স্পেনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আব্দুল্লা-বিন্-ইয়াছিন নামক জনৈক ধর্ম্ম বিশারদ আরব বার্ব্বারদিগের মধ্যে ইছলাম

প্রবর্ত্তন করেন। আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থ মরোক্কোর অন্তর্গত এটলাছ পর্ব্বতের অপর পারে দুইটী আরব জাতির বসতি ছিল। ইহারা বহুকাল পূর্ব্বে মাতৃভূমি ইমন হইতে বহির্গত হইয়া এইখানে আসিয়া বাস করিতে-ছিল। ইহাদের জনৈক দলপতি এহিয়া-বেন্-ইব্রাহিম হজ্জ করিবার জন্য মক্কা গমন করিয়াছিলেন। তিনি মক্কাবাসিদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশবাসিগণ মরুভূমিতে অবস্থিত এবং শিক্ষার অভাবে ঘোর অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন। তিনি তদীয় দেশবাসিদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একজন ফকিহ্ প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে আব্দুল্লা-বেন্-ইয়াছিন তাঁহার সহিত যাইতে স্বীকার করেন। তিনি গদালায় পৌঁছিলে বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইলেন এবং ক্রমে শিষ্যবর্গের দ্বারা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করি-লেন। তিনি প্রতিবেশী লাম্তানা জাতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে শিষ্য-বর্গকে পরামর্শ দিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন জাতিকে বশীভূত করিলেন। তিনি লাম্তানা সম্প্রদায়ভুক্ত সাহসী অনু-চরগণকে মোরাবিত নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কোন খেতাব গ্রহণ করেন নাই। লাম্তানার আমীর কর্ত্তৃক শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হইত। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে আমীর যুদ্ধে নিহত হইলে তিনি আবুবকর-বেন-ওমরকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে আবুবকর-বেন-ওমর সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া মরক্কো নগরে নূতন সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইত্যবসরে তিনি অবগত হইলেন যে, গদালা জাতি লাম্তানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। তিনি ইউছফ্-বেন-তাসফিনের উপর সৈনিকদিগের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আবুবকর লাম্তানা পরিত্যাগ করিবামাত্রই ইউছফ সৈনিকদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া সমগ্র প্রভুত্ব হস্তগত করিতে-

চেষ্টা করিলেন। তিনি মরক্কো নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে এক লক্ষ সৈনা সংগ্রহ করিলেন। বার্ব্বারগণ তাঁহার দ্বারা পরাজিত হইল। ইউছফ কর্ত্তৃক ফেজ বশীভূত না হইতেই আবুবকর ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ইউছফের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। খৃষ্টান স্পেনরাজ আল্‌ফান্‌সো যখন ছারাগোছা অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে দাল্লাকা ভূমিতে যুদ্ধ হইল। আল্-ফান্‌সো আহত হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। ইউছফ জেহাদ ঘোষণা করিয়া এণ্ডালুশিয়ার মোছলেম রাজন্যবর্গকে তাঁহার সহিত যোগ-দান করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু ইউছফ্ মোছলেমদিগের সাহায্য না পাইয়া আফ্রিকায় প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে সেভিল-নৃপতি মোহাম্মদের পতন হইলে ইউছফ এণ্ডালুশিয়ার অন্যান্য নৃপতিদিগকে সহজে বশীভূত করিলেন। এইরূপে ৬০ বৎসর পরে এণ্ডালুশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে মোরাবিত বংশের সূত্রপাত হইল। ইউছফ ১১০৩ খৃষ্টাব্দে মরক্কো নগরে প্রত্যাগমন করিয়া ৩ বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফানসোর মৃত্যু হয়। তৎপরে ইউছফ পুত্র আলী এক লক্ষ সৈন্যসহ স্বয়ং খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১১৮ খৃষ্টাব্দে ছারাগোছা খৃষ্টানদিগের হস্তগত হয় এবং উত্তর স্পেন মোছলেম অধিকার হইতে চিরকালের জন্য বিমুক্ত হয়। এই সময়ে মোরাবিত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় স্পেন দেশীয় মোছলেমগণ মোরাবিত শেখদিগের নির্য্যাতন পছন্দ করিত না। মোরাবিত জাতির প্রতি লোকের অসন্তুষ্টি বুঝিতে পারিয়া মোহাম্মদ নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী স্বীয় বন্ধু আব্দুল মোমেন সহ মরক্কোর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভবিষ্যৎ মেহেদীর আগমন সম্বন্ধে লোকদিগের নিকট প্রচার করিতে

লাগিলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, মেহেদী সৎপথ অবলম্বন করিতে সকলকে শিক্ষা দিবেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও শান্তি আনয়ন করিবেন। একদা তিনি যখন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন আব্দুল মোমেন শ্রোতাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আপনি মেহেদী সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন আপনাতেই সম্পূর্ণ বিদ্যমান দেখিতেছি। আপনিই আমাদের মেহেদী ও এমাম হউন। আমরা সকলে আপনার বশ্যতা স্বীকার করিতেছি।" বার্ব্বার শ্রোতৃগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে একবাক্যে আজীবন তাঁহার বাধ্য থাকিবে বলিয়া শপথ করিল। এই সময় হইতে মোহাম্মদ "মেহেদী" উপাধি গ্রহণ করিয়া এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। তিনি একটী শাসন সমিতি গঠন করিয়া আব্দুল মোমেনকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন। অল্পকাল মধ্যে দশ সহস্র অশ্বারোহী ও ততোধিক পদাতিক লইয়া মোহম্মদ আলীর সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে ক্রমান্বয়ে চারি বার পরাজিত করিলেন। মোহম্মদের অনুচরবর্গ মোয়াহেদ উপাধি ধারণ করিল। তৎপরে মোহাম্মদ মরক্কো বশীভূত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র চল্লিশ সহস্র লোক যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করিল। আলী তদপেক্ষা অধিক সৈন্য সহ উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুদিগকে সম্পূর্ণরূপে হঠাইয়া দিলেন। ১১৩০ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদের মৃত্যু হয়।

ইউছুফ-বেন্-তাসফিন ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় মোরাবিত বংশ স্থাপন করেন। মরক্কো ইঁহার রাজধানী ছিল। ১১২১ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় (১) মোহাম্মদ-বিন-আবদুল্লা একটী নূতন বংশের সৃষ্টি করেন।

---

(১)—পূর্ব্বকালে উত্তর আফ্রিকা ইফ্রিকা নামে অভিহিত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম টিউনিছ। ইহার অপর নাম বার্ব্বারি; যেহেতু বার্ব্বারগণ ইহার প্রাচীন অধিবাসী

ইহাই মোয়াহেদ বংশ বলিয়া কথিত। ইনি শিষ্যমণ্ডলীকে একেশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দিতেন। এই জন্য ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ মোয়াহেদ নামে অভিহিত হইত। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার জনৈক সহচর আব্দুল মোমেন শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক খলিফা বা এমাম বলিয়া ঘোষিত হন। এই নব মনোনীত খলিফা তিন বৎসর মধ্যে ফেজ, তাছা, দাহরা পর্ব্বত ছানি পর্য্যন্ত সমগ্রদেশের ঐহিক পারত্রিক প্রভুত্ব গ্রহণ করিলেন। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে মোরাবিত বংশধর আলীর মৃত্যু হইলে তদীয় উত্তরাধিকারী তাসফিন্ আব্দুল মোমেনের সম্মুখীন হইতে সঙ্কল্প করেন কিন্তু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। মরক্কো, ফেজ ও অন্যান্য নগরের অধিবাসিগণ তাসফিন পুত্র ইব্রাহিম-আবু-ইছহাককে সিংহাসনে অভিষিক্ত করায় আব্দুল মোমেন সমস্ত অধিবাসিদিগের হত্যা সাধন করেন। তৎপরে তিনি মরক্কো ও ফেজ অবরোধ করেন। ইব্রাহিম ও অন্যান্য অধিবাসিদিগের উপরও হত্যার আদেশ হইল। যাহারা প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল, তাহারা দাসরূপে বিক্রীত হইল।

ইহার পর মেছের ওছমানীয় ছোলতানের অধিকার ভুক্ত হয়। তুর্কিগণ টিউনিছ ও ত্রিপলি অধিকার করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র মরক্কো স্বাধীন ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মরক্কো মিরীণ বংশ, তৎপরে ওটাজ

ছিল। বার্ব্বারগণ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে এখানে বাস করিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মোছলেমগণ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। পরে তাহারা ইছলাম গ্রহণ করে।

আব্বাছীয় খলিফা হারুণ-অর-রশিদ ইফ্রিকার শাসনভার ইব্রাহিম-বেন-আগ্‌লাবের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ আগ্‌লাব বংশ নামে পরিচিত।

ফাতেমা বংশ কর্ত্তৃক আগ্‌লাব বংশ ইফ্রিকা হইতে বিতাড়িত হয় এবং মগরেব (বর্ত্তমান মরক্কো) প্রদেশে ইদ্রিছ বংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে জীর, মোরাবিত ও মোয়াহেদ বংশ উহাদের স্থান অধিকার করে।

বংশের হস্তগত ছিল। তাহার পর শরীফগণ ইহাদের স্থান অধিকার করেন। এখনও মরক্কো তাঁহাদের শাসনাধীন।

আগলাব্ বংশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় এক শতাব্দীর অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশ কায়রোয়ান, ছিছিলি, ছার্দ্দিনিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিত। ফাতেমা বংশ কায়রোয়ান আগ্লাব্দিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। ছিছিলির আগলাব্দিগের সহিতও এই বংশের যুদ্ধ ঘটে। উহার ফলে আগ্লাব বংশীয় আমীর আথমেদ জলযুদ্ধে পরাস্ত হন এবং ফাতেমাবংশ ছিছিলির ভার গ্রহণ করেন।

৯২৪ খৃষ্টাব্দে ফাতেমা বংশ ইদ্রিছ বংশের রাজধানী ফেজ আক্রমণ করেন। মেছের ব্যতীত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ইঁহাদের হস্তগত হয়। তৎপরে রাজধানী কায়রো নগরে স্থানান্তরিত হয় এবং ইউছফ-বেন-জাহেরী ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। জাহেরী বংশ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

মেছের আরব সভ্যতার নিকট বিশেষ ঋণী। যখন মোগলগণ উত্তর ও মধ্যএশিয়া হইতে অবতরণ করিয়া চীন, পারশ্য, আরব, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করত নগর ও নগরবাসিদিগকে উৎসন্ন ও বিধ্বস্ত করিতেছিল, উন্নতি ও সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল, তখন ভাগ্যক্রমে আরব সভ্যতার একটী শাখা মেছেরে প্রবেশ লাভ করিয়া নুতন লেখাফত সৃষ্টি করিয়াছিল। দুর্দ্দান্ত মোগলগণ ভূমধ্য-সাগর অতিক্রম করিয়া মেছেরে উপস্থিত না হওয়ায় উক্ত খেলাফত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল। মেছেরের পূর্ব্ব গৌরব এখনও কিয়ৎ পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে, ইছলামই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

স্পেনে মোয়াহেদ বংশ—খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আফ্রিকা ও স্পেনে এই বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ

মোহাম্মদ-ইবনে-আবদুল্লা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক আল্-গজ্জালীর শিষ্য। তিনি "আল্‌মেহেদী" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বহু আরব ও বার্ব্বার জাতি তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে। ইনি মরক্কো নগর অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার পরবর্ত্তিগণ ফেজ, মরক্কো, ওয়ান, টিউনিছ ও লেমছিন প্রদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া স্পেনাভিমুখে অগ্রসর হন এবং এণ্ডালুশিয়া, ভেলেসিয়া ও পর্ত্তুগালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ৩য় পোপ ইনোছেণ্ট স্পেনে ক্রুছেড যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং মঠাধ্যক্ষগণ চারিদিকে মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে খৃষ্টান নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এরাগন ও নেভার এবং কেষ্টাইল নৃপতিগণ একতাবদ্ধ হইলেন। পর্ত্তুগাল ও দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যোগদান করিল। পোপ শোভাযাত্রা, উপবাস, প্রার্থনার জন্য আদেশ দিলেন। ১২১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই ক্রুসধারীরা ও মোয়াহেদগণ পরস্পর সম্মুখীন হইল। কয়েক দিবস অনবরত যুদ্ধের পর খৃষ্টানগণ জয়লাভ করিল। মোহাম্মদ হতাশ হইয়া মরক্কো প্রত্যাগমন করিলেন। ১২১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে আফ্রিকা ও স্পেনের নিকট সম্বন্ধ দূরীভূত হয়। মগরেববাসী মোছলেমগণ কয়েকবার জিব্রাল্টার অতিক্রম করিয়া খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ক্রমে আফ্রিকার প্রভুত্ব দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। টিউনিছ মোয়াহেদ নৃপতিদিগকে কর প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ২০ বৎসর যাবৎ মোয়াহেদ বংশের সহিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের বিরোধ ঘটে এবং ক্রমে মোয়াহেদ বংশের পতন হয়। মোয়াহেদবংশ

স্পেনে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং আফ্রিকায় ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে অবসান প্রাপ্ত হয় (১)।

পর্ত্তুগাল—পর্ত্তুগালরাজ ১ম আল্‌ফান্‌সোর রাজত্বকালে মরক্কোর আল্‌মোরাবিত বংশ পর্ত্তুগালে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকগুলি নগর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। যখন মরক্কো প্রদেশে আল্‌মোয়াহেদদিগের সহিত আল্‌মোরাবিত-বংশের বিরোধ ঘটে, তখন সুযোগ বুঝিয়া আল্‌ফান্‌সো আলেমটিজোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। মুরগণ এই যুদ্ধে ১.৩৯ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে দুই লক্ষ মুর যোগদান করিয়াছিল। তৎপরে ১১৪০ খৃষ্টাব্দে মুরগণ লিরিয়া দুর্গ অধিকার করেন এবং ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা খৃষ্টান সামরিকমণ্ডলীকে ছুর নামক স্থানে পরাস্ত করেন। ইহার পর ইংরেজ, জার্ম্মাণ ও ফ্লেমিং আল্‌ফান্‌সোর পক্ষ গ্রহণ করে এবং মুরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। পাল মেল্লা, ছিন্ত্রা ও আলমাদা প্রভৃতি দুর্গের মুর সৈন্যগণ স্পেনরাজের সহিত সন্ধি করে। এই সময়ে আল্‌মোয়াহেদ

---

(১) এখানে বলা আবশ্যক যে, মরক্কো প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বংশের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। নিম্নে উহাদের নাম প্রদত্ত হইল :—

ইদ্রিছবংশ	৭৮৮—৯৭০
মিক্‌নাছা বংশ	৯২৫—১০১৪
মগরেব বংশ	৯৮৮=১০৬৭
মোরাবিত বংশ	১০৫৬—১১৪৭
মোয়াহেদ বংশ	১১৩০—১২৬৯
মারিণ বংশ	১১৯৫—১৪৭০
বোয়াছি বংশ	১৪৮১—১৫৪৮
ছায়াদী বংশ	১২২৪—১৬৫৮
কেলায়ি বংশ	১৬৪৯—১৯০৮

বংশ পর্ত্তুগাল আক্রমণ করেন। ১১৭১ অব্দে আল্‌ফান্‌সো মুরদিগের সহিত সাত বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপন করেন। তৎপরে আল্‌ফান্‌সো বার্দ্ধক্য বশতঃ যুদ্ধে যোগদান করিতে না পারিয়া যুদ্ধের ভার তদীয় পুত্র সাঞ্চোর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ১১৭৯—১১৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুরগণ হৃতস্থানগুলি পুনরধিকার করিয়াছিল, কিন্তু সান্তারেম ও লিসবন অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মুরগণ আল-গরব অধিকার করেন। তৎপরে মুরগণের সহিত আট বৎসরের জন্য সাঞ্চো সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। মুরগণ রোমকগণ প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত শাসনের উন্নতি সাধন করিয়াছিল। ২য় সাঞ্চো ১২২৩ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুরদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১২৩৯ হইতে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আলগরবে জয় লাভ করেন। মুরগণ আল-এমতেজোকে ধান্যশালা করিয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি যুদ্ধ হওয়ায় ঐ স্থান উৎসন্ন হইয়া যায়। শিক্ষা ও বাণিজ্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। ৪র্থ আল্‌ফান্‌সোর রাজত্বকালে মুরদিগের বিরুদ্ধে বিশাল অভিযান প্রেরণ করা হয়। উহাতে মুরগণ ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হয়। মুরদিগকে পর্ত্তুগাল হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বৈদেশিক খৃষ্টানধর্ম্মসঙ্ঘ সমবেত হইল। ইছলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই খৃষ্টানগণ তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল। পর্ত্তুগীজগণ মুরদিগের মাতৃভূমি মরক্কো প্রদেশের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযান করিয়া ট্যাঞ্জিয়ার প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল (১৪৭১ খৃঃ)। এইরূপে মুরগণ তিন শতাব্দীর অধিককাল খৃষ্টান রাজশক্তির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও ধর্ম্মবলে আপনাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর বিভিন্নাংশে ইসলাম-বিস্তৃতি।

আরব:—খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে আরবজাতি আসিরিয়ার অধীন ছিল। ক্রমে আসিরিয়া আরবের উপর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে আরবগণ উত্তরাংশে স্বীয় কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং দক্ষিণে ছাবায়িগণ প্রভুত্ব স্থাপন করে।

ছাবায়িগণ উত্তর আরববাসিগণের বিরুদ্ধাচরণ করিত। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ইমেন প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠে এবং মেছেরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করে। ছাবায়িগণ আবিসিনিয়া প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মেছের-ক্ষমতা দুর্ব্বল হইলে এই প্রদেশে ছাবায়ী প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবিসিনিয়ার শাসনকর্তৃগণ ছাবায়িদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে রত থকিত। ক্রমে তাহারা উহাদিগের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান অধিপতি ৭০,০০০ সৈন্য সহ এডেনে অবতরণ করিয়া ইমেনের য়িহুদী রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কথিত আছে ইমেনরাজ ইতঃপূর্ব্বে খৃষ্টান প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধে ইমেন-রাজ পরাস্ত হন, ইহার ফলে তাঁহার দেশে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় শাসন ইমেনে প্রচলিত ছিল। ইহার কিছু কাল পরে আব্রাহা মক্কাবাসিদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপরে পারশ্যরাজের সাহায্যে আরবগণ ৬০৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর হস্ত হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আরবের সমস্ত স্থান এখনও জরীপ হয় নাই। এই দেশের অধিকাংশ স্থান মরুময়। দক্ষিণাংশের বালুকাময় মরুভূমি, বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মধ্য আরবের মরুস্থান ও উপকূলবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বাস করে। অধিবাসী প্রায় সমস্তই মোছলমান। ইছলামের সকল (চারি) সম্প্রদায়ই আরবদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তুর্কীদিগের অধীন স্থানে হানেফী, ইমেন প্রভৃতি স্থানে সাফেয়ী ও মধ্যবর্ত্তী দেশে মালেকী ও হাম্বেলী পরিদৃষ্ট হয়। মেছোপোটেমিয়াতে অনেক শিয়া মতাবলম্বী লোক বাস করে। এতদ্ভিন্ন আরবদেশে অনেক ওহাবীর বসতি আছে। ইহারা কোন নবী কিংবা অলি আউলিয়ার নিকট কোন প্রকার প্রার্থনা জানায় না। ইহাদের মতে কবরের উপর কোন বিশেষ কীর্ত্তিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা অন্যায়। ইহারা কবর জেয়ারত কিংবা মৃতের জন্য কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী। ইহারা তছবীর পরিবর্ত্তে করাঙ্গুলি গণনা করিয়া থাকে। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অতি সামান্য। ইহারা তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না। ইহাদের ধর্ম্মাগার অতি সামান্য ভাবে গঠিত হয়। উহাতে কোন প্রকার কারুকার্য্য করা হয় না। ইহারা জেহাদের অত্যন্ত পক্ষপাতী।

আরববাসিগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্ব স্ব সরদার আছে। উহারা সকলেই আমীর-এব্‌নে-ছায়াদ কিংবা আমীর-এবনে-রশিদ কিংবা হেজাজের আমীরের প্রাধান্য স্বীকার করে। হেজাজের আমিরের প্রভুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ মক্কা ও মদিনা মোছলেম জগতের দুইটী প্রধান সহর তাঁহারই অধীনে। হেজাজের পরিমাণ ফল এক লক্ষ সত্তর হাজার বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। হেজাজের অধিকাংশ স্থান অনুর্ব্বর বা অর্দ্ধ-উর্ব্বর। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে মোছলেম জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত স্থান,

মক্কা মদিনা উভয়ই অবস্থিত। মক্কার অধিবাসীর সংখ্যা সত্তর হাজার, মদিনার অধিবাসীর সংখ্যা দশ হাজার। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে হেজাজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। । ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন বর্ত্তমান আমির হোছায়েন-এব নে-আলি স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে "হেজাজ-রাজ" উপাধি ধারণ করিয়াছেন। কর আদায় অল্পই হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য আদায় ও বন্দর শুল্ক অত্যধিক এবং উহা হেজাজরাজেরই প্রাপ্য। গ্রেট্‌ব্রিটেন হেজাজরাজকে তীর্থ স্থানের সংরক্ষণ জন্য বহু অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। আরবের মোছলেম সংখ্যা বায়াত্তর লক্ষ। পাদরী জেমার সাহেবের হিসাব অনুসারে আরবের লোক সংখ্যা মাত্র ৩৪ লক্ষ।

এডেনঃ—এডেন বাবলমাণ্ডব প্রণালীর এক শত মাইল দূরে আরবের সমুদ্র উপকূলস্থ একটী বিখ্যাত নগর। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৪৪০০০। প্রতি বৎসর ১৩০০ শত জাহাজ এই স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে। ইংরেজগণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। আরবজাতি ইহাদিগের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল বটে কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। তৎকাল হইতে তথায় ইংরেজ শাসন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন। পেরিম দ্বীপ লোহিত সাগরের মুখে অবস্থিত। ইহা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন। এখানে জাহাজ যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য আলোকস্তম্ভ স্থাপিত আছে। এডেন ও পেরিমের লোক সংখ্যা ৫৪৯২০, তন্মধ্যে মোছলেম ৫৪০০৩।

পারশ্যঃ—যে প্রশস্ত পারশ্য সাম্রাজ্য চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত রোম-শক্তিকে প্রতিহত রাখিয়াছিল, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা মোছলেমদিগের অধিকৃত হইল। অধিবাসিগণ অধিকাংশই জারদস্তী ছিল।

এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক খৃষ্টান, য়িহুদী, ছাবায়ী ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও ধর্ম্মকলহ প্রবল ছিল। মোছলেমগণ ইহাদিগকে ধর্ম্মকার্য্যে স্বাধীনতা দান করিয়া ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

বর্ত্তমান কালেও পারশ্যদেশে জারদস্তিদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হয়। [প্রাচীন ইরাণ সাম্রাজ্য পারশ্য, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান লইয়া গঠিত ছিল।]

পারশ্যের পুরাবৃত্ত পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, খৃষ্টের ১০০০বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মসংস্কারক জোরস্তার (জরদাস্ত)এর অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনি লোকদিগকে প্রকৃতি পূজা ও দুষ্ক্রিয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সদনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেন, কিন্তু বিচারক ও সংহারক এই দুইটী ক্ষমতা স্বীকার করিতেন। অগ্নি ও আলোককে হিতের প্রতিরূপ এবং অঙ্গারও অন্ধকারকে অহিতের প্রতিরূপ মনে করিতেন। প্রাচীন কাল হইতে ছাঁছান রাজবংশ পর্য্যন্ত পারশ্যে এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আরবগণ কর্ত্তৃক পারশ্যে ইছলাম প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান "পারশী" জাতি জোরস্তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরই অনুগামী।

প্রাচীনকালে নদীপ্রবাহিত দেশে সভ্যতা সীমাবদ্ধ ছিল। তাইগ্রিস নদীর বেলাভূমিতে বেবিলন, ক্যাল্‌ডিয়া, আকাদ, বাবেল এছিরিয়া প্রভৃতির প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল দেশ হইতে সভ্যতা পারশ্যে (অপর নাম ইরাণ) বিস্তৃত হয়। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বে সিন্ধুদেশ ও পশ্চিমে তাইগ্রিস উপত্যকা পর্য্যন্ত ইরাণ (Land of Aryans) অর্থাৎ আর্য্যভূমি বিস্তৃত ছিল। সুতরাং বেবিলন ও এছিরিয়ার ইতিহাস পারশ্যের ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই প্রাচীন ভূভাগের শাসনক্রম নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। বেবিলন প্রভুত্ব—চতুর্থ সহস্রাব্দ।

২। এছিরিয়া „—দ্বিতীয় „

৩। খৃঃ পূঃ ৬০৭ অব্দে নিনেভার পতন হয় এবং তৎসহ এছিরিয়ার ধ্বংশসাধন ও মিডিয়ার উন্নমন (মিডিয়া—বর্ত্তমান আজরবাইজান ও তেহারাণ)।

৪। খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে মিডিয়া বেবিলন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে বেবিলনের পতন হয়। খৃঃ পূঃ ৫৬১ অব্দে বেবিলন-রাজ নেবুকাডনেজারের মৃত্যু হয়। তৎপরে আর তিন জন মাত্র রাজা শাসনভার পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৫। পারশ্যের উত্থান। পারশিক নৃপতি ছাইরাছের রাজত্বকালে পারশ্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইনি খৃঃ পূঃ ৫২৯ অব্দে নিহত হন।

৬। ক্রমে পারশ্যের অবনতি হইতে থাকে। খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে মারাথন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খৃঃ পূঃ ৩৩৬ অব্দে পারশিক শেষ নৃপতি তৃতীয় দারায়ুস মেসিডনরাজ আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

৭। মেসিডন রাজত্বের সমৃদ্ধি। খৃঃ পূঃ ৩৫৯ অব্দে ফিলিপ মেসিডনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৩৩৬ অব্দে তিনি নিহত হন এবং আলেকজাণ্ডার তৎপদে অভিষিক্ত হন। আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮। তৎপরে ছেলুকছ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

৯। ১৭০ খৃষ্টাব্দে পার্থিয়ার উত্থান এবং ক্রমিক উন্নতি এবং ছেলুকছ রাজত্বের পতন।

[পার্থিয়া—বর্ত্তমান মাজানদারাণ ও অস্ত্রাবাদ প্রদেশ]

১০। রোমকদিগের সহিত পার্থিয়ার সংঘর্ষ।

১১। ২১০ খৃষ্টাব্দে পার্থিয়ার পতন। ২২০ খৃষ্টাব্দে ছাছানবংশীয় আর্দাশের কর্ত্তৃক পার্থিয়ার শেষ নৃপতি আর্দাবনের পরাজয়।

ছাছান বংশের অভ্যুত্থান—পারশ্য দেশে ছাছান-বংশ ২২৬ হইতে ৬৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। ইস্তাখার ইহাদের ধর্ম্মকেন্দ্র ছিল। ইহারা অগ্নিপূজক (জারদস্ত)। রোমকদিগের সহিত পারশিকদিগের বহুকাল যাবৎ যুদ্ধ চলিয়াছিল। ৪০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট এজ-দেগার্দ্দ রোমের সহিত সন্ধি করেন। এই সময়ে তাতার জাতীয় হুনগণ পারশ্য আক্রমণ করে, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুনগণ হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করে। ক্রমে ইহারা তুর্কীদিগের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে পারশ্যরাজ কোবাদ শামদেশ অধিকার করিয়া রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, রোমকগণ পরাজিত হয়। তদীয় পুত্র ১ম খছরু সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৫৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে পারশ্য সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। খছরু ইমেন' হইতে আবিসিনিয়ার অধিবাসি-দিগকে বিতাড়িত করিয়া তথায় এবং আরবের অন্যান্য স্থানে পারশ্য প্রাধান্য স্থাপন করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা হরমুজ রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে তদীয় পুত্র খছরু' পরবেজ ৫৯০ খৃষ্টাব্দে তৎপদে অভি-ষিক্ত হন। ইনি রোমকদিগের বিরুদ্ধে ৬০৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে দামেস্ক,' জেরুশালেম ও অবশেষে আলেকজান্দ্রিয়ার পতন হয়। ৬১৭ খৃষ্টাব্দে পারশ্য সৈন্য এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়স (হারকিউল) ৬২২ খৃষ্টাব্দে দেশ জয় করিতে করিতে পারশ্য দেশে প্রবেশ করেন। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি পারশ্য রাজধানী দস্তগের্দ্দ লুণ্ঠন করেন। পর বৎসর খছরু সিংহাসন-চ্যুত ও

নিহত হন। হিরাক্লিয়সের সহিত তদীয় পুত্র সন্ধিস্থাপন করেন। পরে প্রজাবিদ্রোহের ফলে পারশ্যের পতন হয়। আরবগণ পারশ্য অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে পারশ্য সেনাপতি রোস্তম যুদ্ধে নিহত হন। ছাছান বংশীয় শেষ বাজা ৬৫১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

বুওয়ায় বংশ ৯৩২—১০৫৫ খৃষ্টাব্দ।:—

বুওয়ায় জনৈক প্রাচীন পারশ্য নৃপতিবংশীয় দেয়লাম যোদ্ধৃদলের সর্দ্দার ছিলেন। ইনি ৯৩০ খৃষ্টাব্দে ছামানদিগের অধীনে চাকরী করিতেন, পরে গিগার বংশীয়দিগের অধীনে নিযুক্ত হন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী ইমাদুদ্দোলা ফরাজের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। আলী দেয়লামদিগের সাহায্যে সত্বর রাজ্য বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আব্বাছ বংশ যখন সম্পূর্ণরূপে তুর্কী সৈনিকদিগের প্রভুত্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন খলিফা মস্তাক্‌ফী উহাদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বুওয়ায় বংশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইমাদুদ্দোলার ভ্রাতা আহমদ ময়েজদ্দোলা ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে প্রবেশ করিয়া তুর্কীদিগকে দমন করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে খলিফাগণ বুওয়ায় বংশের আমীরগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রকৃত পক্ষে বুওয়ায় বংশীয় আমীরগণই রাজত্ব পরিচালনা করিতেন। বাগদাদের খলিফা মস্তাকৃফী ময়েজদ্দোলাকে "আমীর-উল-ওমারা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। খলিফায় ক্ষমতা প্রাসাদ মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বুওয়ায় বংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ফারেস, কারমান, ইরাক, ইস্পাহান প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমে ইহারা গজনবী ও ছেলজুক কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়।

পারশ্যে ইছলাম ঃ—সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ পারশ্য

অধিকার করিয়া তথায় ইছলাম প্রবর্ত্তন করিতে থাকে ; ইহাতে জরদাস্ত ধর্ম্মের অবসান হয় এবং পারশ্য ভাষার সৃষ্টি হয়। ৬৪১—৬৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারশ্যজাতি ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং ঐ সময়ে আরবী ভাষা রাজকীয় ভাষায় পরিণত হয়। '৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বাগদাদের খলিফাগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং পারশ্য ক্রমে সবল হইয়া উঠে। সেই সময় হইতে পুনরায় পারশ্য ভাষার পুনরভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

আরবগণ পারশ্য অধিকারের পর পারশিকদিগের উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করেন নাই। খৃষ্টান, য়িহুদী ও জরদাস্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বস্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেবল তাহাদিগের নিকট হইতে জিজিয়া গ্রহণ করা হইত। ঐতিহাসিক জি, ব্রাউন বলিয়াছেন যে, আরবগণ অসি সাহায্যে কুত্রাপি ধর্ম্ম বিস্তার করেন নাই। তিনি অমোছলেমদিগের নিকট হইতে জিজিয়া গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন মোছলেমগণ সমর বিভাগে কার্য্য করিতে এবং ধর্ম্মানুমোদিত জাকাত দিতে বাধ্য, তখন অমোছলেমদিগের নিকট হইতে জিজিয়া গ্রহণ অতি ন্যায্য প্রথা। পারশ্য আক্রমণের পর উহার অধিবাসিগণ দলে দলে ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম্মে থাকিতে অনুমতি পাইয়া একদিনার জিজিয়া দিতে কেহ কষ্ট বোধ করে নাই। জরদাস্ত ধর্ম্মে যে সমস্ত কষ্টকর প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত ছিল, ইছলাম ধর্ম্মে তাহা না থাকায় বহু সংখ্যক লোক আগ্রহের সহিত স্বেচ্ছাক্রমে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় চারি সহস্র পারশিক সৈন্য ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিজেতা আরবদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক ব্রাউন লিখিয়াছেন যে, ছালমান নামক জনৈক পারশিক সত্য ধর্ম্ম অনুসন্ধান হেতু জরদাস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে

পিতা মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইস্পাহানের খৃষ্টীয় গীর্জ্জায় উপস্থিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণান্তর মহম্মদের (দঃ) আছহাবমণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি হজরতের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং মদিনার নবগঠিত মোছলেম সমিতির অযাচিত সেবা করিয়াছিলেন। পারশ্য দেশ স্বীয় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইলেও বিশাল মোছলেম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ উন্নতির অধিকারী হইয়াছিল।

তৎকালীন ইছলামিক উদারতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এরূপ লিখিয়াছেন,"মোছলেমগণ পার্থিবজয়ের জন্য যুদ্ধ করে নাই, যেহেতু মোছলেমদিগের মধ্যে অনেকেই জাকাত ও খায়রাতে বহু অর্থব্যয় করিত এবং উহার প্রতিদানের জন্য আল্লাহ ভিন্ন অপর কাহারও মুখাপেক্ষী থাকিত না। খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ) যোদ্ধৃগণকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক অংশ লাভের অধিকার দিয়াছিলেন। যখন কোন দেশ হইতে মদিনা নগরে কোন অর্থ আসিত তৎক্ষণাৎ উহা সকলের মধ্যে নিয়মানুসারে বণ্টিত হইত। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমর (রাঃ) দেশের পর দেশ জয় করিতে লাগিলেন এবং অপরিমিত রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা আসিতে লাগিল, তখন তিনি ঐ সকল অর্থ বণ্টন করিবার জন্য কতিপয় বিধি লিপিবদ্ধ করেন। ঐ সকল বিধি পারশ্যের দেওয়ান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

যদিও পারশ্য বিজয়ের পর জরদাস্ত ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া অনুমোদিত হইত না, তথাপিও উহা পারশ্য দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই। অনেকে আরব আক্রমণের পূর্ব্বে পারশ্য উপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং তথা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া সুরাত ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে কিন্তু অনেকেই কোর-আন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় ধর্ম্মপুস্তক আবেস্তার পক্ষপাতী ছিল এবং স্বীয় ধর্ম্মে থাকিতে মনস্থ করিয়াছিল।

ইহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে অনধিক দশ সহস্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত পারশ্য বাগদাদের খলিফাগণের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎপরে পারশ্য কায়রোর খলিফাদিগের হস্তগত হয়। ইহার পর গজনী ও ঘোর বংশের হস্তে ইহার শাসনভার পরিবর্ত্তিত হয়। মোগল বাদশাহ বাবরের পূর্ব্বপুরুষ তায়মুর লঙ্গ ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে পারশ্য অধিকার করিয়া ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এক বৎসর মধ্যে হিন্দুস্থান তাঁহার করতলস্থ হয়। তৎপরে তিনি ছিরিয়া, দামেস্ক ও বাগদাদ লুণ্ঠন করেন এবং চীন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর ছুফী বংশীয় রাজগণ পারশ্যে প্রাধান্য স্থাপন করেন। ইঁহাদের সহিত আফগানদিগের যুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে ইঁহারা পরাস্ত হন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহ এই বংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে নাদের শাহ কান্দাহার অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করিয়া ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনুর মণি হস্তগত করেন এবং ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে খীবা ও বোখারা অধিকার করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ইনি নিহত হইলে রাজ্যবিপ্লব আরম্ভ হয়। অবশেষে করিম খাঁ শিরাজে রাজ্য স্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজবংশ তাতার জাতীয়; আগা মোহাম্মদ খাঁ ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশ স্থাপন করেন। ইঁহার সময়ে রুষের সহিত যুদ্ধ হয় এবং তৎপরে রুষ সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পারশ্য সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি শিয়া ধর্ম্মকে রাজধর্ম্মে পরিণত করেন। নাদের শাহের সময়ে ছুন্নী ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। ১ ৪৮ খৃষ্টাব্দে নাছির উদ্দিন শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। ইহার পুত্র বর্ত্তমান পারশ্যরাজ মজাফ্ফার-উদ্দিন শাহ তৎপদে অভিষিক্ত হন। পারশ্যের মোছলেম সংখ্যা

৮৮,০০০০০; অধিবাসিগণ অধিকাংশই শিয়া। তাহাদের সংখ্যা ৮০,০০০০০, এবং ছুন্নি মোট ৮ লক্ষ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। জাতীয় কাউন্সিল কর্ত্তৃক তদানীন্তন শাহ্ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তদীয় একাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র তৎপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার পরবর্ত্তিগণের মধ্যেও বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

ছুফিমত—মোছলেম সাধকগণের মধ্যে এক শ্রেণী ছুফী নামে অভিহিত। ছুফিগণ অনিত্য সংসারধামে সত্যের অনুসন্ধানে নিরত। ইঁহারা বৈরাগ্য প্রথার পক্ষপাতী নহেন। সাংসারিক জাল জঞ্জাল হইতে মনকে নির্লিপ্ত রাখা ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইঁহারা সর্ব্ব বস্তুতে সৃষ্টিকর্ত্তার মাহাত্ম্য প্রতিফলিত দেখেন এবং মায়াজাল ছিন্ন করিয়া গূঢ় তথ্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী থাকেন।

ছুফিমত কোন বিশেষ স্থান, বংশ বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নহে। ছুফিগণ সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক এবং আনুষ্ঠানিক সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত।

অষ্টম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছুফিগণের অভ্যুদয় হয়। পারশ্য, আরব, এশিয়া মাইনর ও মেছের প্রভৃতি স্থানে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ছুফিগণ অতি সাধারণভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কুফার আবু হাসেম সর্ব্বপ্রথম ছুফি নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ছুফি জনুনুন্ মেছরি মেছের দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ৯১০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের প্রসিদ্ধ ছুফি জোনায়েদ, ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ছুফি শিব্লি, ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম আদ্হম্ পরলোক গমন করেন। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে হাছান বাছরি এবং ৭৫২ খৃষ্টাব্দে সাধ্বী রাবেয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল ইছলামের আক্ষরিক নিয়ম পালন করিতেন না, সর্ব্বঃ

সর্ব্বদা পরমাত্মাকে বিদ্যমান দেখিতেন। ইঁহারা অপ্রকৃতত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতত্ব দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, অস্থায়ী অস্তিত্বের মধ্যে স্থায়ী অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন; এবং সর্ব্ব কার্য্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা অনুভব করিতেন; স্বীয় ইচ্ছা সর্ব্বদা জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মহাপ্রভুর ইচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন ভোগ-বিলাস, আত্মসম্মান, অহঙ্কার, ঈর্ষাকে বিদায় দিয়া ইঁহারা কেবল সমগ্র জগতের উপকার সাধনে তৎপর থাকিতেন। সত্যের জন্য জীবন পাত করিতে ইঁহাদের দ্বিধা জন্মিত না। ইঁহারা কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সমচক্ষে দেখিতেন, ইঁহাদের অনেকেই কবিত্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-বান ছিলেন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার, শাম্‌ছে তাব্রিজ, জালাল উদ্দিন রুমি, সাদি, হাফেজ প্রভৃতি ছুফি কবিগণের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের প্রণীত পুস্তক মধ্যে দেওয়ান, গোলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, মছনবী, রেয়াজুল আরেফিন, মজহারুল আজায়েব, এলাহিনামা, মুছিবতনামা, পন্দেনামা কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

পারশ্য ভাষায় কছিদা, গজল প্রনীত হইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। গজনীর মাহ্‌মুদ আরবীর পরিবর্ত্তে পারশ্যভাষাকে রাজ-ভাষায় পরিণত করিয়াছিলেন। ইঁহারই আদেশ অনুসারে ফেরদৌসি কর্ত্তৃক পারশ্য ভাষায় প্রসিদ্ধ শাহ্‌নামা কাব্য রচিত হইয়াছিল। মাহ্‌মুদ পারশিক ভাষার অবতারণা করিয়া পারশ্যকে বাগ্দাদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদের পূর্ব্বে পারশ্যে আরব বিজয়িগণ প্রাচীন পাহ্‌লভী ভাষার পরিবর্ত্তে আরবী ভাষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আরব-দিগের পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পারশ্যে পারশিক ভাষা প্রচলিত আছে। পারশ্যের মোট লোক সংখ্যা এক কোটী, তন্মধ্যে মোছলেম ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

চীন—চীনদেশ প্রাচীন কালে ছিন নামে অভিহিত হইত। চীন সম্রাট্ ছিন (Thsin) এর নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। খৃঃ পূঃ ২৭ শতাব্দীতে হুয়াংটি চীনের সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্ ছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীন দেশের সুবিশাল প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ পনর শত মাইল। হুন জাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য চীনবাসিগণ এই সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু উহারা হুনগণের অত্যাচার হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। চীন সম্রাট্ নিষ্ক্রয়ের দ্বারা উহাদিগকে প্রশমিত করিয়াছিল।

মোগল সম্রাট্ চেঙ্গিজ কান ১২০৬ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি চীনদেশ আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত করিয়াছিলেন এবং সমগ্র উত্তরাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজের পৌত্র সম্রাট্ কোবলাই কান উত্তর চীন এবং ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ চীন অধিকার করত চীনদেশে মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি রাজধানী নান্‌কিন্ হইতে পিকিনে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চুগণ উত্তর পূর্ব্ব দেশ হইতে আসিয়া চীন আক্রমণ করে। তদবধি চীনদেশে মাঞ্চু জাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনের মোছলেমগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—তুর্ক ও চীনা। ছৈয়দ আজল, সুনান প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম ইছলাম প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র নাছির উদ্দিনের সময়ে ইছলাম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। (১) তিনি

(১) চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও কনফিউসিয়াছ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বহু পূর্ব্বকাল হইতে একত্রে বিদ্যমান আছে, ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আনীত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলগণ চীনদেশ আক্রমণ করে। তৎপরে তথায় ইছলাম

সাছি প্রদেশের ও তৎপরে সুনান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বংশের নেতা নওয়াচিং ঐ প্রদেশের মছজেদেরও ইমাম ছিলেন।

চীনের মোছলেমদিগের জীবন নবশক্তিপূর্ণ। ইহারা অন্যান্য চীনবাসী হইতে অনেক অংশে উন্নত। ইহাদের আচার ব্যবহার, চালচলন প্রশংসনীয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ছৈয়দ আজলের পৌত্র সম্রাট্ হইতে আদেশ পাইয়াছিলেন যে, ইছলাম সত্য ও পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। তৎপর ছৈয়দের আর একটী পৌত্র সম্রাট্ কর্ত্তৃক নানকিন ও সিঙ্গানকু নগরে মছজেদ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ছৈয়দের বংশধরগণ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট হইতে অধিবাসিদিগের সহিত সম অধিকার পাইয়াছিলেন। চীন দেশীয় মোছলমানগণ সাধারণতঃ তিনটী প্রদেশে অবস্থিত। কাঙ্গু, ছিচুয়ান ও সুনান। স্থানীয় মোছলেমদিগের বিশ্বাস যে, কালে ইছলাম ধর্ম্ম সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে জয়লাভ করিবে।

প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পূর্ব্বে কনফিউসিয়াছ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রবল ছিল। কং ফিউছি (Kang Futsze = প্রধান সাধু) ইউরোপবাসিদিগের নিকট কনফিসিয়াছ নামে পরিচিত। ইনি চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শাণ্টুং প্রদেশে খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বাল্যকালে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া নীতিধর্ম্ম প্রচার করেন। 'তুমি স্বয়ং যে ব্যবহার পছন্দ না কর, অপরের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিবে না' এই নীতি তিনি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি মানবকে সর্ব্ববিধ জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের আধার মনে করিতেন। তিনি জগতের আদি কারণ নক্ষত্র-মণ্ডলীতে প্রকটিত দেখিতেন। তদীয় ধর্ম্ম ধর্ম্মযাজক শ্রেণী অনুমোদন করিত না। সম্রাট্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাজক বলিয়া গৃহীত হইতেন। তিনি ঐশীক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকিতেন। এই ধর্ম্মে মৃত সম্রাট্ ও সৎলোকদিগের আত্মা উপাস্য। কনফিউসিয়াছ খৃঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

হজরত মোহম্মদের (দঃ) জন্মের বহু পূর্ব্বে আরব ও চীন দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বাণিজ্যের ক্রমিক উন্নতি সংঘটিত হয়। আরব ও পারস্যের সওদাগরদিগের দ্বারা চীনে ইছলাম আনীত হইয়াছিল। *

খলিফা ওলিদ-বিন-আবদুল মালেকের রাজত্ব কালে অর্থাৎ যে যুগে মোহম্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই যুগে মোতায়াফ নামক আরব বীর কাশগড় অতিক্রম করিয়া চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মন্তব্য :—(*) হজরত মোহম্মদের (দঃ) তিরোধানের চারি বৎসর পূর্ব্বে ওহাব-ইবনে-আবুকব্‌শা নামক ছাহাবী (হজরতের প্রিয় সহচর) চীন সাগরের উপকূলবর্ত্তী ক্যাণ্টন প্রদেশে পদার্পণ করেন। সেখানে তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হন এবং তথাকার বহু সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট ইছলাম গ্রহণ করে, পরে তথায় তিনি একটী মছজেদ নির্ম্মাণ করেন। মছজেদের সঙ্গে সঙ্গে একটী মাদ্রাসাও স্থাপিত হইয়াছিল। আবু কব্‌শা ৬৩২ খৃষ্টাব্দে আরবে ফিরিয়া যান। ইহার অনতিকাল পরে তিনি আবার ক্যাণ্টনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইবার তিনি হজরত আবুবকরের সংগৃহীত কোর-আনের এক খণ্ড সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ক্যাণ্টনে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁহার সমাধি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। আবু কব্‌শা নির্ম্মিত মছজেদটী ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে পুড়িয়া গিয়া নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ইহা অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছে। আরও কয়েকবার উহার উপর দিয়া বিপদ আপদ্ গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও এই বিখ্যাত মছজেদটী আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান আছে।

৭৫৬ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সম্রাট্ তনয় আব্বাছীয় খলিফা আল-মনছুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে রাজদ্রোহিদিগের নিকট হইতে অধিকৃত রাজ্য পুনরধিকার করিতে সক্ষম হন। যে সমস্ত আরব সৈন্য যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা চীন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে।

৭৯৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা হারুণ-অর-রশিদ চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে চীন ও আরবদের মধ্যে সখ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধারে ধারে চীন দেশে ইছলামের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিজ কানের অভ্যুত্থানের সময়ে বহু মোছলমান মধ্য এসিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে একটী নূতন মোছলেম দল চীন দেশে ইছলামের প্রভাব বৃদ্ধি করেন।

চীন সম্রাট্ ইছলামকে "সত্য ও পবিত্র ধর্ম্ম" বলিয়া স্বীকার করেন। পরিব্রাজক ইবনে-বতুতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চীন পর্য্যটন বৃত্তান্তে এইরূপ লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক শহরে মোছলেমদিগের স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট বস্তি আছে এবং প্রত্যেক বস্তিতে মছজেদ নির্ম্মিত আছে। চীনবাসিগণ মছজেদের বিশেষ সম্মান করেন। চীন দেশীয় মোছলমানগণ স্থানীয় অধিবাসিদিগের অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম। ইহারা গভর্ণর, সৈন্যাধ্যক্ষ ও মন্ত্রী পদের অধিকারী। ইহারা গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুদক্ষ, বাণিজ্যেও বিশেষ পটু। চীনের বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র মোছলমানদিগকে পূর্ব্বতন শাসনতন্ত্র হইতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে চীনের মোট লোক সংখ্যা ৪০ চল্লিশ কোটী, তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ২ দুই কোটী। চীন

সার্ভে কমিটীর আধুনিক গণনানুসারে চীনের মোট লোক সংখ্যা ৪২ কোটী. তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা সঠিক নির্ণীত হইয়াছে মনে হয় না।

আফগানিস্থান ঃ—মাত্‌লা-উল-আনোয়ার গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আফগানগণ অতি পূর্ব্বকালে মেছের দেশীয় কফ্‌ট্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। যখন পয়গম্বর মুছা ২য় ফেরাউন রামছিছ্‌কে পরাস্ত করেন, তখন বহুসংখ্যক কফ্‌ট্‌ ধর্ম্মাবলম্বী ইহুদি ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ছোলায়মান পর্ব্বতে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় আব্রাহা মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ইঁহার সঙ্গে বহুসংখ্যক কফ্‌ট্‌ ধর্ম্মাবলম্বী আফগান সৈন্যরূপে যোগদান করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হজরত মোহম্মদের অভ্যুদয়কালে কায়েছ নামক জনৈক সাধু পুরুষের নেতৃত্বে আফগানগণ মক্কায় আসিয়া ইছলাম গ্রহণ পূর্ব্বক হজরতের সাহায্যকল্পে শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যোগদান করে। ইহারা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইছলাম বিস্তৃতির সহায়তা করিয়াছিল। ৬৮২ খৃষ্টাব্দে মোছলেম আফগানগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া কার্‌মান, শেরওয়ান পেশোয়ার বিধ্বস্ত করে। লাহোররাজ ইহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সহস্রাধিক অশ্বারোহী প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। তৎপরে আফগানগণ ভারত সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করে এবং উভয়ের মধ্যে নানাবিধ খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৎপরে লাহোররাজ ও আফগানদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। আফগানগণ পূর্ব্বকালে ছারাছেনদিগকে আফগানিস্তানে রাজ্য বিস্তারে বাধা দিয়াছিল। নবম শতাব্দীতে উহারা ছালান দলপতির অধীন ছিল। ইহারা পূর্ব্বে কোন স্বাধীন সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল না। ইহাদের বাসভূমি অন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আফগানগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ক্রমান্বয়ে গোরী, খিলজি ও লোধী আফগানগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। আফগানিস্তান

দশম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান নামে পরিচিত। আফগানদিগের ভাষা পোশ্‌ত্‌। অধিবাসিগণ পাশ্‌তানা বা পাথতানা নামে অভিহিত হইত। পাথতানা শব্দের অপভ্রংশে "পাঠান" হইয়াছে।

আফগান জাতি ছুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, শিয়াধর্ম্মাবলম্বী বহু পারশিক আফগানিস্তানে দৃষ্ট হয়। হিন্দুগণ সামান্য কর দিতে স্বীকার করিলে বিনা আপত্তিতে এখানে বসবাস করিবার অনুমতি পায়। খৃষ্টানগণের প্রতি কোন অত্যাচার বা তাহাদের প্রতি কোনরূপ কুৎসাবাদ করা হয় না। আফগান গণ মোল্লাদিগকে অত্যন্ত সম্মান করে, ইহারা অতীব অতিথিপরায়ণ, এমন কি ঘোরতর শত্রু কাহারও গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইলে স্বীয় জীবন নিরাপদ মনে করে। ইহারা উচ্চ শিক্ষিত ও মার্জ্জিত না হইলেও বিবেকী ও ধীশক্তিসম্পন্ন। ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। পারশিকদিগের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহারের ও বেশ বিন্যাসের কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

স্থানীয় অধিবাসিরা আফগানিস্তানকে "ইরাকে খোরাছান বলে"। লোক সংখ্যা ৪৬,০০,০০০। প্রায় সকলেই ছুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত, অল্প সংখ্যক মাত্র শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ভাষা পোশ্‌ত।

স্বাধীন আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। গোরী বংশের সিংহাসনচ্যুতির পর আফগানিস্তান পারস্যের ইস্পাহানদিগের একটী শাসনাধীন প্রদেশ ছিল। তৎপরে ইহা তায়মুর রাজত্বের অঙ্গীভূত হয়। ভারতবর্ষে মোগলাধিপত্য অনুষ্ঠানের পর হইতে আফগানিস্থান কখনও পারশ্য শাহের রাজ্যভুক্ত এবং কখনও মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কাবুল, কান্দাহার সাধারণতঃ মোগলদিগের অধীন ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হেরাত পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহ কাবুল ও কান্দাহার আক্রমণ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হত্যার পর

আফগানগণ পারশ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হয় এবং আবদালী বা দুর্‌রানী জাতির নেতা আহমদ শাহকে স্বীয় শাহ মনোনীত করে। উজিরের পদ বারাকজাই সম্প্রদায়ের নেতাকে অর্পণ করা হইত। এক শতাব্দী যাবত এইরূপে দুর্‌রানী বংশ হইতে শাহ এবং বারাকজাই সম্প্রদায় হইতে উজির মনোনীত হইয়াছিল।

আহমদ শাহ সমগ্র আফগানিস্তান অধিকার করিয়া কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং কাশ্মীর, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কতকাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। দিল্লীও কিছু সময়ের জন্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু শিখেরা ক্রমে বলশালী হয়, তাহার পর ভারতবর্ষীয় রাজত্ব ক্রমে হস্তান্তরিত হয়।

অবশেষে দুর্‌রানী ও বারাকজাই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ঘটে। ক্রমে বারাকজাই সম্প্রদায় বলশালী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উজির ফতে শাহ বারাকজাইর হত্যার পর দুর্‌রানী বংশের উপর বারাকজাই দিগের বিশেষ আক্রোশ জন্মে এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নিহত উজিরের ভ্রাতা দোস্ত মোহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি আফগানিস্তানের প্রথম বারাকজাই আমির। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মোহম্মদের মৃত্যু হয়। তৎপরে বৃটিশরাজের সাহায্যে আবদুর রহমান আমীর মনোনীত হন। বর্ত্তমান আফগানিস্তান অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছে। দোস্ত মোহম্মদ হইতেই বর্ত্তমান আফগান ইতিহাসের আরম্ভ।

আফগানিস্তান পাঁচটী প্রদেশে বিভক্ত;—কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, তুর্কিস্থান ও বদোখশান। আমির আব্‌দুর রহমান (১৮৮০—১৯০১ খৃঃ) শাসন বিভাগ পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৯০০০০ ছিল। অধুনা ইউরোপ হইতে যথেষ্ট যুদ্ধ সজ্জা সরবরাহ হইয়াছে, গোলা-গুলির কারখানাও প্রস্তুত হইয়াছে। কাবুল হইতে খায়বার পাশ দিয়া

পেশওয়ার পর্য্যন্ত (১৯১ মাইল) মটর সার্ভিস আছে। বার্ষিক রাজস্ব ৯,০০,০০০ পাউণ্ড, তন্মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য দান করেন। আমীর আবদুর রহমানের সময় হইতে (১৮৮১ খৃঃ) বর্ত্তমান আফগান ইতিহাস আরম্ভ হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্তানের আভ্যন্তরিক গবর্ণমেণ্টের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আফগানিস্তানকে বিনা কারণে বাহ্যিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত। কাবুলে একজন বৃটিশ এজেণ্ট আছেন। পেশওয়ারে আমীরের এজেণ্ট আছেন। বেলুচিস্তান সহ আফগানিস্তানের মোট লোক সংখ্যা ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৫০০, তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার।

কাবুলঃ—দশম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গজনী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তৎপরে উহা বারংবার বিধ্বস্ত হয়। তায়মুরের বংশধরগণের রাজত্বকালে কাবুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠে। তাঁহারা ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে বাবর কর্ত্তৃক কাবুল হইতে বিতাড়িত হন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহ এই স্থান অধিকার করেন, তৎপরে ইহা আহমদ শাহ দুররাণীর হস্তগত হয়। তদবধি কাবুল আফগানিস্তানের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

হিরাতঃ—ইহা আফগানিস্তানের অন্তঃবর্ত্তী একটী প্রধান নগর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে একটী প্রসিদ্ধ মছজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। আবেস্তার সময় হইতে হিরাতের ইতিহাস আরম্ভ। ছাছানবংশীয় সম্রাটদিগের রাজত্বকালে ইহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছামানী, গজনী ও ছেলজুক বংশের রাজত্বকালে হিরাত একটী প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। মোগলদিগের আক্রমণ কালে ইহা উৎসন্ন যায়। ১২২২ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজ কানের পুত্র ইহা অধিকার করিয়া মোছলেম

অধিবাসিদিগের হত্যা সাধন করে। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগলদিগের নেতৃত্বে কুর্দ্দবংশীয় দলপতিগণ ইহা শাসন করিতে থাকে। তৎপরে তায়মুর কর্ত্তৃক ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তায়মুরের মৃত্যুর পর তদীয় বংশধর শারুখ হিরাতে রাজধানী স্থাপন করিলে ক্রমে ইহার উন্নতি সংঘটিত হয়।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে হিরাত ছায়বানী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। বাবর ইহার পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। এই সময় পর্য্যন্ত হিরাতে ছুন্নীমত প্রচলিত ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শাহ ইছমাইল কর্ত্তৃক ছায়বানী পরাস্ত ও নিহত হন। শাহ ইছমাইল ছুফিবংশ স্থাপন করিয়া পারশ্য দেশে শিয়ামত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি হিরাতে ঐ মত প্রবর্ত্তন করিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিরাত পারশিকদিগের অধিকারে ছিল। তৎপরে দোস্ত মোহাম্মদ ইহা অধিকার করেন।

বেলুচিস্তান: অধিবাসীরা অধিকাংশ মোছলমান; হিন্দু অল্প সংখ্যক। উহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং অন্য দেশ হইতে আগত। মোছলেমগণ ছুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। বেলুচিস্তানের অন্তর্গত কামরাণ প্রদেশ খলিফা ওমরের সময় অধিকৃত হইয়াছিল।

মাবিয়ার রাজত্বকালে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্তানের বিরুদ্ধে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত অভিযান করা হইয়াছিল। হাজ্জাজের (১) রাজত্বকালে কাছেম পুত্র মোহাম্মদ ৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(১) হাজ্জাজ-বিন-ইউছুফ ৬৬১ খৃষ্টাব্দে তায়েক নগরে উম্মিয়া বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন খলিফা আব্দুল মালেক মোছায়েব-বেন্-জোবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, যুবক হাজ্জাজ ইরাকে তাঁহার অনুগমন করেন। খলিফা তাঁহাকে কুফা হইতে হেজাজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আবদুল্লা-বেন্-জোবায়ের খলিফার বিরোধী ছিলেন। খলিফা তাঁহারই হস্ত হইতে হেজাজ লইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন।

আফ্রিকা:—আরবগণ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে আমর-বেন্-আল-আছের নায়কত্বে মেছর আক্রমণ করিয়া আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইছলাম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্থানীয় খৃষ্টান অধিবাসিগণ রোমক শাসকদিগের উৎপীড়ন ও ধর্ম্মবিদ্বেষ হেতু তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তাই তাহারা মোছলেম আক্রমণকারিদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিল। আমর তাহাদিগের উপর কর ধার্য্য করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কোন গির্জ্জা অধিকার করিতে কিংবা কোন মঠ লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন নাই। এ সময়ে রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া অধিকৃত না হইলেও বহুলোক ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। রোমক

হাজ্জাজ তায়েফে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং আবু কোবেছের শিখর হইতে মক্কা বিধ্বস্ত করিবার আয়োজন করিলেন। মক্কা তাঁহার হস্তগত হইল, ইব্‌নে জোবায়ের অবরুদ্ধ হইল এবং সাত মাস অবরোধের পর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পুরস্কার স্বরূপ হাজ্জাজ মদিনা, এমন ও আমামার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কাবা অবরোধ কালে যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি তাহা পুনঃনির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। খলিফা আব্দুল মালেক ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে হাজ্জাজকে খারিজিদিগের বিদ্রোহ দমনের জন্য ইরাকে পাঠাইলেন। তিনি এই অভিযানেও জয়লাভ করেন। তৎপরে ইরাকবাসিগণ প্রতিনিধি হাজ্জাজ এবং এমন কি উম্মিয়া বংশের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিল। ছিরিয়ার প্রাধান্য নষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, ইরাকিগণ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইল এবং বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত হইল। ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খোরাছান ও সমগ্র পূর্ব্ব আরব করায়ত্ত করিলেন। ওমন পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল, এক্ষণে তাহাও অধীনতা স্বীকার করিল। তৎপরে হাজ্জাজ সিন্ধুদেশে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দ্বারা বৈদেশিক রাজ্যের সৃষ্টি এবং ইরাক প্রদেশে শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় এবং খলিফা অলিদ বিশাল রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি উম্মিয়া বংশের জনৈক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ৫২ বৎসর বয়সে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শাসকদিগের স্থায় মোছলমান শাসকগণ তাহাদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেছর অধিবাসিগণ হঠাৎ যেরূপ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সেইরূপ উহা হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই যীশু চিরসুখ প্রদান করিবেন। ইছলামের জয়ের কারণ এই যে, উহা সকলেই সহজে বোধগম্য করিতে পারিয়াছিল। আল্লাহতায়ালার একত্ব শিক্ষা দিতে কোন প্রকার দার্শনিক কূটতর্কের আবশ্যক করে না। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম্মের অবোধ্য তর্কগুলি সাধারণের নিকট আদরনীয় হয় নাই। পাদ্রিদিগের মতদ্বৈধতা বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। খৃষ্ট-ধর্ম্ম সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রত শিক্ষা দিয়া সাধারণের মন আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। মোছলেম রাজত্বকালে মেছর অধিবাসিগণ রাজসরকারে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং কেহ কেহ প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিল। ছালাহ্উদ্দিনের রাজত্বকালে (১১৬৯—১১৯৩ খৃঃ) খৃষ্টানগণ অতি সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তিগণের সময়েও এক শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা রাজ-অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। কর-ভার যতদূর সম্ভব লঘু করা হইয়াছিল। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউবিয়ার রাজা মেছর ছোলতানকে কর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আবিসিনিয়া প্রদেশে বহুকাল যাবৎ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানে মোছলেম প্রভাব বিস্তৃত হয়। পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে আবিসিনিয়াবাসিগণ মোছলেম শাসন দূরীভূত করে; কিন্তু পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্ববিষয়ে উহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে। আবিসিনিয়াবাসী খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ বিরোধভাব উপস্থিত হয়। উহার ফলে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ উক্ত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হয়।

৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মরক্কো দেশে ইছলাম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৪শ শতাব্দীতে টিউনিসবাসিগণ ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আরব অধিকারের পরেও খৃষ্টীয় গীর্জ্জাগুলি অক্ষুণ্ণ ছিল। মোট কথা, উত্তর আফ্রিকায় বহুকাল যাবৎ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আরব শাসকগণ অধিবাসিদিগকে যথেচ্ছা ধর্ম্মালোচনা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। খৃষ্টানগণ পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিত এবং মোছলেম শাসকদিগকে রাজভক্তি প্রদর্শন ও বিশ্বস্তভাবে সেবা করিত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আফ্রিকায়ও তরবারীর সাহায্যে মোছলেম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

১৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশে ইছলাম প্রচলিত। এই বিস্তৃত ভূভাগের ⅔ অংশ অধিবাসীর ধর্ম্ম "ইছলাম"।

নবম শতাব্দীতে শাহারা মধ্যে প্রথম ইছলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাহারা হইতে সুদান পর্য্যন্ত ক্রমে ইছলাম বিস্তৃত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে চা-ট্রবের চতুষ্পার্শ্বে দৃঢ়রূপে ইছলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলজিরিয়ায় ইছলাম প্রবর্ত্তিত হয়। [ত্রিপলির (১) বিদ্যালয়, ফেজের বিশ্ববিদ্যালয় ও কায়রোর আল্ আজহার সর্ব্বদেশ প্রসিদ্ধ। এই সকল মোছলেম সভ্যতা ও শিক্ষোন্নতির পরিচায়ক]।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ছি-দি-মোহাম্মদ ইবনে আল ছিনুছি কর্ত্তৃক একটী ধর্ম্ম সমিতি গঠিত হয়। ইহার সভ্যগণ কোরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করেন। ইঁহারা মাজার জেয়ারত বিশেষভাবে নিষেধ করেন। ইঁহারা তাম্রকূট কিংবা কফি পান করেন না। ইঁহারা য়িহুদী কিংবা খৃষ্টানদিগের সংঘর্ষে আসেন না। ইঁহারা ইছলামের উন্নতির জন্য একটী অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ত্যাগ স্বীকার করিতে ইঁহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই সম্প্রদায় সমস্ত উত্তর আফ্রিকায় শাহারা ও সুদান

পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত। ইঁহাদের খানকা (আশ্রম) আরব, মেছোপোটেমিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। ইঁহারা শিক্ষা-বিস্তারের জন্য মরুভূমি মধ্যস্থ মরূদ্যান মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অর্থব্যয়ে দাস ক্রয় করিয়া ইছলামের বিধি শিক্ষা দিয়া অপরের মধ্যে ইছলাম বিস্তৃতির জন্য আদেশ করেন। আসান্টি, ল্যাগছ, পূর্ব্বোপকূল ও গোল্ড কোষ্টে মোছলেম কিয়ৎ পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। গল্‌্লা ও সোমালীদিগের মধ্যেও ইছলাম কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। মোছলেমগণ সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার পথপ্রদর্শক বলিয়া সকলের নিকট আদৃত এবং অ-মোছলেমগণ সকলের নিকট ঘৃণিত।

কেপ কলোনিতেও ইছলাম প্রবেশ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয় হইতে ইছলাম এখানে আনীত হয়। হটেণ্টট্‌দিগের মধ্যেও ইছলামের প্রচার হইয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম্ম অপেক্ষা ইছলাম ধর্ম্মে অধিক সংখ্যক নিগ্রো দীক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সব কুলি দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকভূমিতে কার্য্য করিতে যায়, তাহারাও ইছলাম প্রবর্ত্তনের সহায়তা করে। মাদাগাস্‌কার দ্বীপেও ইছলামের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এদেশে ইছলাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

যে দেশে ইছলাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই দেশেই বাণিজ্যের উন্নতি ও অধিবাসিদিগের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অনেক স্থলে শিক্ষারও বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছে।

জাতি নির্ব্বিশেষে ইছলাম সর্ব্বদেশীয় মোছলমানকে সমভাবে সমাদর করে। খৃষ্টধর্ম্ম তদ্রূপ উদারতা দেখাইতে অপ্রস্তুত। সুতরাং নিগ্রো ও

(১) ত্রিপলি পূর্ব্বে ওছমানীয় সাম্রাজ্যের বেলায়েত ছিল। ১৯১১—১২ খৃঃ অব্দে ইটালী ইহা অধিকার করে। ইহার উপর তুরস্কের ছোলতানের ধর্ম্মবিষয়ক অধিকার আছে। লোক সংখ্যা দশ লক্ষ।

তৎসংশ্লিষ্ট অপর জাতিদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

নিগ্রো খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকার ভোগ করিতে অক্ষম, কিন্তু ইছলামধর্ম্মে নিগ্রো মোছলেমের সম্পূর্ণ অধিকার পাইতে সক্ষম। ইহারা ইছলাম গ্রহণ করিয়া মোছলেমের রীতি নীতি অনুকরণ করে এবং সভ্যতায় উহাদের সমকক্ষ হইতে প্রয়াস পায়। প্রকৃতপক্ষে ইছলাম সাম্যনীতি বলে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক জাতিতে পরিণত করিতে সক্ষম এবং জ্ঞান ও অধ্যবসায় বলে ভূমণ্ডলে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ। আফ্রিকার লোক সংখ্যার শতকরা ৪৭ জন মোছলেম। মোছলেম সংখ্যা ৫৯৪৪৪৩৯৭। আফ্রিকার অর্দ্ধাংশ আরবী ভাষী; উহারা সাধারণতঃ ছুন্নী শ্রেণীভুক্ত।

মরক্কো—৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই দেশে ইছলাম প্রচারিত হয়। এখানকার মোট লোক সংখ্যা ৫৪,৮৭,৮০০; তন্মধ্যে মোছলেম ৫৩,২৩,৪৯৫।

মেছর দেশ-প্রাচীনকালে মেছর দেশ রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৬১৬ খৃষ্টাব্দে মেছর দেশে পারশিক প্রভুত্ব স্থাপিত হয় এবং ৬২৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রোমকশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আরবগণ মেছরদেশ অধিকার করেন। বাগ্দাদের আব্বাছীয় খলিফাগণ ৬৪১ ৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে আহমদ্-বেন-তুলুন তুর্কীবংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সময়ে মেছর দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে রাজস্বের কতকাংশ বাগ্দাদে প্রেরিত হইত এবং কতক অংশ এই দেশে ব্যয়িত হইত। এখন হইতে সমস্ত রাজস্ব এই দেশের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই ছিরিয়া ও মেছরদেশ একত্রে

শাসিত হইতে লাগিল। মেছরের মোট লোক সংখ্যা ১,২,৭৫০,৯১৮; তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ১১৬,৫৮,১৪৮।

সৈন্যাধ্যক্ষ আমরু কর্ত্তৃক খলিফা ওমরের রাজত্বকালে মেছর আরবদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ১০ মাস অবরোধের পর আলেকজান্দ্রিয়া করায়ত্ত হয়। ঐ সময় হইতে মেছরদেশ আরবের অধীন রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তৎপরে উত্তর আফ্রিকাস্থ ত্রিপলি কার্থেজ, টানজেয়ার এবং নীল নদের সমগ্র উপকূল ভাগ ৬০ বৎসরের মধ্যে অধিকৃত হইয়াছিল। ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইউতিকার যুদ্ধে রোমক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া আফ্রিকা ছিরিয়ার ন্যায় স্থায়ীভাবে আরব সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

৭৯৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় হারুণ-অর-রশিদের সৈন্যাধ্যক্ষ ইব্রাহিম-এব্‌নে আগ্‌লাব্‌ কর্ত্তৃক আগ্‌লাব বংশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশ ধ্বংস হইলে ৯০৯ খৃষ্টাব্দে ফতেমা বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের স্থাপয়িতা ওবেতুল্লা হজরত আলী ও ফতেমার বংশধর বলিয়া দাবী করেন। ইঁহার বংশধরগণ আফ্রিকার সমগ্র উত্তর উপকূল করায়ত্ত করিয়া মেছর আক্রমণ করেন। ৯৭২ খৃষ্টাব্দে খলিফা সায়েবুল্লা আব্বাছ বংশীয় শাসনকর্ত্তাকে বিতাড়িত করিয়া কায়রো নগরে স্বীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ আরও দুই শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে সমগ্র মেছর ত্রিপলি হইতে ছিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে এই বংশের শেষ খলিফা আজিজ বিল্লা ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ছালাহউদ্দিন কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তৎপরে আইয়ুব বংশ ১২৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মেছরে শাসনদণ্ড পরিচালন করে। তুরাণশাহের হত্যায় মেছরের আয়ুব রাজত্ব অবসান প্রাপ্ত হয়। ইহার পর মামলুকগণ মেছরের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। বাহরী মামলুক তুর্কী জাতীয় ছিল।

ইহারা নীল নদীর তীরবর্ত্তী সেনানিবাসে নিযুক্ত থাকায় 'বাহরী' মামলুক নামে অভিহিত হইত। জহিরদ্দিন বাইবর্স প্রকৃত পক্ষে মামলুক সাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার অগ্রবর্ত্তী নৃপতিগণ কেবল শত্রুদিগের হস্ত হইতে স্বীয় রাজত্ব নিরাপদ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাইবার্স স্বীয় প্রভুত্ব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাকে দ্বিতীয় ছালাহউদ্দিন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পারস্যের ইলকান বংশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—ক্রুশধারিদিগের দমন।

তিনি ইছলামের অদ্বিতীয় প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবাব জন্য লুপ্তগৌরব আব্বাছ বংশীয় খলিফাকে কায়রো নগরে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অল্ মোছতান্ছের উপাধি প্রদান করত ইছলামের প্রকৃত ধর্ম্মগুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বারজী মামলুকগণ ছারকেশিয়ান শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা বংশানুক্রমে রাজত্ব করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা স্থানীয় আমীর স্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের তেইশ জন ১৩৪ বৎসর কাল প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নয় জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের শাসন কালে তায়মুর ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ ও মেছোপোটেমিয়া আক্রমণ করেন এবং নিকটবর্ত্তী মামলুক নৃপতিদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। বারজী মামলুকগণের সময়ে সাইপ্রাস অধিকৃত হয়। ওছমানীয় সম্রাট ছেলিম কর্ত্তৃক মামলুক শাসন তিরোহিত হয়। তাঁহার কর্ত্তৃক মেছরের (আব্বাছ বংশীয়) শেষ খলিফা মতওয়াক্কেল কনস্তান্তিনোপোলে নীত ও বন্দীকৃত হন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ছেলিমের মৃত্যুর পর উক্ত খলিফা কায়রো প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হন। তিনি স্বীয় উপাধি এবং অধিকার তুর্ক ছোলতানকে প্রদান করত স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কীর ছোলতান প্রথম ছেলিম মেছের আক্রমণ করেন এবং আব্বাছ বংশীয় শেষ খলিফা হইতে খেলাফৎ গ্রহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে মক্কার শরিফ ও তৎসহ আরবের সাধারণ সম্প্রদায়গুলি ছোলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত হেজাজ ও ইমেন প্রদেশে ছোলতানের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে শরিফ মোস্তাছের মোরাদ পাশাকে পরাস্ত করিয়া কিয়ৎ কালের জন্য আরব স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় ছেলিম আরবদিগের উপর প্রথমে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন কিন্তু ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইমন দলপতি কাছেম তুর্কদিগকে স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন। এবং ছানা নামক স্থানে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্টিত করেন। তৎপরে মেছের আক্রমণ করিয়া ছানার ইমামের ক্ষমতাকে দুর্ব্বল করিয়া দেন। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তুর্কীসৈন্য উক্ত রাজধানী অধিকার করিয়া কাছেম বংশের ধ্বংশ সাধন করেন। তৎপরে ইহা ওছমানীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মেছের তিন বৎসরের জন্য ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীন হয় এবং ১৮০১ খৃঃ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স মেছের পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে তুর্কক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্টিত হয়। তুর্কপাশাদিগের সহিত মামলুকগণের সতত বিবাদ চলিত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মাদ আলী তুর্কপাশাকে বহিষ্কৃত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আলীর পুত্র ইছমাইল মেছেরের শাসনকর্ত্তা হন, ইনি তুরস্ক সরকার হইতে "খেদিব" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইছমাইলের ব্যয় বাহুল্য ফলে মেছেরের জাতীয় ঋণ প্রায় আট কোটিতে পরিণত হয় এবং উত্তমর্ণ ইউরোপীয়গণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইছমাইলের পৌত্র তৌফিক পাশা খেদিব নিযুক্ত হন। ১৮৮২

খৃষ্টাব্দে মেছেরের যুদ্ধ-মন্ত্রী জেনারল আরাবী পাশা খেদিবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। প্রকারান্তরে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া লঙ্কায় নির্ব্বাসিত হন। এই ঘটনার পর হইতে মেছেরে ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব আরও বাড়িয়া যায় এবং লর্ড ক্রোমার মেছেরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তৌফিকের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আব্বাছ পাশা ইংরাজের সহিত অতিরিক্ত মাথামাখি পছন্দ করিতেন না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের সহিত তুর্কীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন তিনি তুর্করাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে ছিলেন। এই অবসরে ইংরেজগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার খুল্লতাত পুত্র হোসেন পাশাকে ছোলতান উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সিংহাসনে বসান। এই সময় হইতে তুরস্কের সহিত মেছেরের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ছোলতানের নাম মাত্র শাসনাধীন মেছের বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। জগলুল পাশার নেতৃত্বে মেছেরবাসী বহু চেষ্টার ফলে দেশকে বৈদেশিক কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিয়াছে।

ফোস্তাৎ :—পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রিয়া মেছেরের রাজধানী ছিল। খলিফা হজরত ওমর সেনাপতি আমরকে ব্যাবিলন দুর্গের নিকট প্রাচীন রাজধানী মেম্ফিশের উত্তরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিতে আদেশ দান করেন। এই স্থানই ফোস্তাৎ নামে অভিহিত। ফোস্তাৎ মছজেদ আমরের কীর্ত্তির পরিচায়ক। ফোস্তাৎ তিন শতাব্দী যাবৎ রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল। তৎপরে ৯৬৯ খৃঃ অব্দে তাহার পরিবর্ত্তে কায়রো প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে ২২৫ বৎসর যাবৎ মেছের মোছলেম খেলাফতের অঙ্গীভূত ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মোছলেম শাসকগণ কখনও আদিম অধিবাসী খৃষ্টীয় কফ্‌টদিগের উপর স্বীয় ধর্ম্ম বিস্তারে ব্রতী

হন নাই। মেছরের শাসনকর্ত্তাগণের মধ্যে অনেকেই খলিফাদিগের অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন।

কায়রো :—কায়রো মেছের অলকাহিরা নামে এবং সাধারণের নিকট কেবল মেছের নামে অভিহিত হইত। ইহার পরিধি ৭ মাইল। নগর দুর্গ ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে ছালাহউদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে প্রসিদ্ধ মছজেদ ছোলতান হাছন অবস্থিত। অল্ আজহার মছজেদ ১০০৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। এইখানেই মোছলেম বিদ্যালয় অবস্থিত এবং ইহাই ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান আগার। লোক সংখ্যা দুই লক্ষ। তন্মধ্যে মোছলেম ১২১০০০, কফ্‌ট ৬০০০০, ইহুদী ৪০০০০ এবং অবশিষ্ট গ্রীক, ফরাসী ও আর্ম্মেণী খৃষ্টান।

এসিয়িক তুরস্ক তিনটী প্রদেশ লইয়া গঠিত; যথা—এসিয়া মাইনর (রাজধানী স্মার্ণা), ছিরিয়া ও পালেষ্টাইন (রাজধানী দামেস্ক) ও মেছো-পোটেমিয়া (রাজধানী বাগদাদ)

ছিরিয়া :—মোছলেমগণ ছিরিয়াকে শ্যাম নামে সাধারণতঃ আখ্যাত করিয়া থাকেন। খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে ছিরিয়া দেশে ঈজিপ্ত, মেছের ও বাবিলনের অধিবাসিদিগের সমাবেশ হইয়াছিল। বাণিজ্য শিল্পেই ইহারা উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ছিরিয়াবাসিগণ সর্ব্ব প্রথমে লিখন প্রথা আবিষ্কার করে। ছিরিয়ার কতক অংশ পয়গম্বর দাউদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই দেশের অন্তর্গত কেনানবাসিদিগের বৃত্তান্ত বাইবেলে লিখিত আছে। আলেকজাণ্ডারের সময়ের অব্যবহিত পরেই গ্রীকগণ ছিরিয়া দেশে নূতন নূতন সহর স্থাপন করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে এণ্টিওক নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে লোডেসিয়া, অপামিয়া প্রভৃতি নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর ছিরিয়া দেশে রোমক অধিকার বিস্তৃত হয়। পম্পে কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ ৬৪ অব্দে আর্ম্মেণিয়া

অধিকৃত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে পার্থিয়াবাসিগণ ছিরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল।

এন্টিওক এসিয়ার মধ্যে প্রধান নগর বলিয়া অভিহিত হইত। অতি পুরাকালে এই দেশে অতি সৌষ্টবসম্পন্ন প্রাসাদাদি পরিদৃষ্ট হইত। ইহাতেই ইহার প্রাচীন স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬১৬ খৃঃ অব্দে ছিরিয়া পারশ্যরাজ ২য় খছরু কর্তৃক বশীভূত হইয়াছিল। ৬২২ খৃঃ হইতে ৬২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহা পুনরায় রোমকদিগের হস্তগত হইয়াছিল। ৬৩৬ খৃঃ অব্দে ইহা মোছলেমদিগের শাসনাধীন হয়। উম্মিয়া খলিফা মাবিয়া দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে ৭৫০ খৃঃ অব্দ হইতে রাজধানী আব্বাছীয় খলিফাগণ কর্তৃক বাগদাদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আরবদিগের শাসনকালে ছিরিয়া দেশ ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল :—

১। ফিলিস্তিন বা প্যালেষ্টাইন (জুডিয়া, ছামারিয়া প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল, রাজধানী রামলে ও তৎপরে জেরুশালেম)।

২। উর্দ্দুন বা জর্ডন।

৩। দামেস্ক বা দামস্কস (ত্রিপলি, বেরুত ও হারাণ ইহার অন্তর্গত)।

৪। হিন্দস্।

৫। তিন্ নাছরিইন (রাজধানী আলেপ্পো)।

৬। আব্বাছিন।

মোছলেমদিগের সময়ে ছিরিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ এই দেশ আক্রমণ করিয়া ইহার বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ওছমানীয় তুর্কিগণ ইহা মেছেরদেশীয় মামলুকদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করে। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী মোছলমান। শিয়াশ্রেণীরও অধিবাসী আছে। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও য়িহুদীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চমাংশ। মোট লোকসংখ্যা ৩৪ লক্ষ। তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ৩০ লক্ষ।

প্রথমেই ইহা পার্থিয়ানদিগের অধিকারাধীন ছিল। তৎপরে সাপুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ওছামার নায়কত্বে ইহা মোছলেমদিগের অধিকৃত হয়। রোমকদিগের পতনের সহিত জেরুশালেম মোছলেমদিগের হস্তগত হয়। মারোয়ানের রাজত্বকালে এই স্থান হইতে বহু মোছলেম সৈন্য সংগৃহীত হয়। তৎপরে ছিরিয়া ছেলজুকদিগের অধিকারে আইসে। পরে দানেশমন্দ বংশ দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রুশধারিগণ ইহা আক্রমণ করে। ইহার পর ছিরিয়া মামলুকদিগের অধিকৃত হয়।

রুম—পুরাকালে গ্রীকগণ এসিয়া মাইনরকে আনাটোলিয়া বলিত। তুর্কিগণ ইহাকে সমৃদ্ধিশালা-বাইজানটাইন রাজ্যের রাজধানী রোমের নামানুকরণে রুম আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। রুমের মোট লোকসংখ্যা ৯৩,৫৫,০০০, তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ৭,০০,০০০০।

প্যালেষ্টাইন—(ফালোস্তিন) ইহার পরিমাণ ফল ৬০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মোছলেম—৬০০,০০০
য়িহুদী—৮০,০০০
খৃষ্টান—৬৮,৫০০
অন্যান্য—৫,৪৭০

ইরাক—প্রাচীন সাহিত্যে ইরাক বাবিলনিয়া নামে খ্যাত। ইহা পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ইরাকে আরবী ও ইরাকে আজমী। ইরাক শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এই স্থানটি অতি উর্ব্বরা ও ফলশালী। পারস্য আক্রমণের জন্য ইরাক প্রবেশদ্বার ছিল। যখন পারসিক ও ইরাকরাজ মধ্যে তুমুল বিবাদ চলিতেছিল, তখন আরবগণ সুযোগ বুঝিয়া ইরাক আক্রমণ করে এবং নেহাবন্দের যুদ্ধে ছাছানীয়া রাজত্ব বিনষ্ট হয়। আরবগণ কুফা হইতে বছরা পর্য্যন্ত ৪০০ শত মাইল বেষ্টন করিয়া পারসিকদিগকে

আক্রমণ করিয়াছিল। খলিফা ওমর বছরা ও কুফার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বছরার শাসনকর্ত্তা আবু-মুছা ছিফিন যুদ্ধের পরে হজরত আলী ও মাবিয়ার মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে কুফা নগরে হাজ্জাজ-বেন্-ইউছফ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইনি খলিফা আব্দুল মালেক কর্ত্তৃক সমগ্র ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দক্ষতার সহিত কুফা ও বছরা নগরে বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে আরবী রাজভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। যদিও ইরাকের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন-ক্ষমতা ইরাকিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল না, তথাপি ইরাকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উম্মিয়া বংশ যথেষ্ট যত্নবান ছিল।

বাগদাদ—ইহার পরিমাণ ফল ১,০০,০০০ বর্গ মাইল। বাগদাদ এসিয়ার একটী সুপ্রসিদ্ধ নগর। পূর্ব্বকালে ইহা খলিফাদের রাজধানী ছিল এবং ইহার ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্য চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার সুবিস্তৃত সমাধি স্থানে খলিফা হারুণ-অর্-রশিদের প্রিয়তমা পত্নী জোবেদার কবর বিদ্যমান আছে।

বাগদাদস্থিত প্রাসাদরাজির মধ্যে ইহার মছজেদসমূহ, খানায়েকাবা—পান্থ-নিবাস ও পাশাদের হর্ম্ম্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাগদাদের মছজেদ সংখ্যা শতাধিক, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদিম মছজেদটী ৬৩৩ হিজরী বা ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে খলিফা মোছতান্ছের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাছেকী নামক মছজেদটী খৃষ্টানদিগের ভজনালয় বা গীর্জ্জা ছিল বলিয়া কথিত আছে। বাগদাদে প্রায় ৩০টী পান্থনিবাস আছে।

বাগদাদের অধিবাসিগণ প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। ইহার সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারিগণ কনষ্টান্টিনোপলের তুর্কী পরিবার হইতে গৃহীত হয়। কিন্তু ইঁহারা বর্ত্তমানে এখানেই স্থায়ীভাবে

বসতি স্থাপন করিয়াছেন। এখানকার সওদাগরগণ আরব ও পারশ্যদেশীয় লোক এবং নিম্নশ্রেণীর লোকগণ সাধারণতঃ তুর্কী, আরব, পারশ্য ও ভারতবর্ষ হইতে আগত।

এখানে খৃষ্টান ও য়িহুদিদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এখানকার আগন্তুকেরা কুর্দ্দিস্তান, পারশ্য ও আরবের মরুভূমিবাসী।

বাগদাদ একজন পাশা ও তাঁহার সদস্যগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে আব্বাছবংশীয় ২য় খলিফা আল্‌মনছুর বাগদাদ নগরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আলমনছুরের সময় হইতেই বাগদাদে মোছলেম-দিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। আরব ঐতিহাসিকদিগের মতে আল্‌মনছুরই এই নগরের স্থাপয়িতা। তৎপরে হারুণ-অর্-রশিদ ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। মন্ত্রী জাফর ও সম্রাট পত্নী জোবেদার চেষ্টায় এই নগর উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে।

১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর বিদ্যাচর্চ্চা এবং সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। তৎপরে চেঙ্গিজ কানের পৌত্র হালাকু এই নগর আক্রমণ পূর্ব্বক আব্বাছীয় বংশের ধ্বংস সাধন করেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর তাতারদিগের অধিকারে ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীতে ইহার লোকসংখ্যা ১,৫০,০০০ বলিয়া গৃহীত হয়।

বছরা—৬১৪ খৃষ্টাব্দে বছরা পারসিকগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আরবগণ ছিরিয়াদেশে সর্ব্বপ্রথম বছরা নগর অধিকার করে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে খলিফাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া অধিবাসীরা জিজিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ছোলতান ছালাহ্‌উদ্দিন ক্রুছেডের সময় এই নগরকে দৃঢ়রূপে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টানগণ ইহা অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। মোগলগণ ইহার ধ্বংস সাধন করিয়া-

ছিল। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে ছোলতান বাইবার্স ইহার পুনর্নির্ম্মাণ করেন। মামলুকদিগের রাজত্বকালে দামেস্কের অধীনে ইহা রাজধানী স্বরূপ ছিল।

দামেস্ক—ইহা ছিরিয়াদেশের সর্ব্বপ্রধান নগর। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে মছজেদে-ইব্রাহিম অবস্থিত। দামেস্ক রোমকদিগের শাসনকালে রাজধানী রূপে পরিণত হয় নাই। মোছলেম-দিগের শাসনকালে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে মহাবীর আরবগণ খালেদের নেতৃত্বে ইহা অধিকার করেন, কিন্তু হিরাক্লিয়াছ কর্ত্তৃক তাঁহারা তথা হইতে বিতাড়িত হন। তৎপরে ইয়ার্ম্মুক যুদ্ধে আবু-ওবায়দা ইহা অধিকার করেন। এজিদ-বিন্-আবুছুফিয়ান ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা মাবিয়া সমগ্র ছিরিয়া দেশ করায়ত্ত করেন। খলিফা হজরত আলীর মৃত্যুর পর মাবিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। উম্মীয়বংশীয় খলিফাদিগের সময় উক্ত প্রসিদ্ধ মছজেদ নির্ম্মিত হয়।

জেরুশালেম—বাইবেলে এই দেশ শালেম নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে জেরুশালেম রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পারসিকগণ ৬১৪ খৃঃ অব্দে ইহা অধিকার করেন। ৬৩৭ খৃঃ অব্দে ইহা হজরত ওমরের অধিকারস্থ হয়। আরবগণ খৃষ্টানদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। ছেলজুক তুর্কীদিগের শাসন-কালে খৃষ্টানগণের সহিত মনোমালিন্য ঘটে। উহারা ক্রুছেড যুদ্ধের অবতারণা করে। ১০৯৯ খৃঃ অব্দে ইহা পুনরুদ্ধার করেন। ইহা প্রায় তিন শত বৎসর মেছরের অধীন থাকে। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে তুর্কীশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে তুর্কীর প্রাধান্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়।

ন্যাজারেথ নগরে শৈশবকাল যাপন করিয়াছিলেন।

তখন য়িহুদিগণ জুডিয়া ও অন্যান্য দেশে বিক্ষিপ্ত ছিল। উহারা পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধানগুলি মানিয়া আসিতেছিল। একেশ্বরবাদ উহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে নিহিত ছিল। উহারা ন্যাজারেথের মছীহের নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। দুঃখের বিষয়, যীশুখৃষ্টের জীবনী বা তদানীন্তন কালের কোন বিশেষ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যীশুর অনুচরবর্গ তাঁহাকে নররূপ ঈশ্বর বলিয়া মনে করিত। য়িহুদি ধর্ম্ম এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। ইহার ফলে দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি হয়। রোমে ক্লাডিয়াছের রাজত্বকালে খৃষ্টমত প্রচারিত হয় এবং নগর হইতে বহু য়িহুদি বিতাড়িত হয়। যেখানে দুই সম্প্রদায়ের বসতি ছিল, সেখানে বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হইত। কথিত আছে, ৫০,০০০ য়িহুদি রোমীয় খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। দামেস্কে ১০,০০০ য়িহুদিকে হত্যা করা হইয়াছিল। বহু য়িহুদি গুপ্তস্থানে, মৃত্তিকাগর্ভে, পান্থশালা ও অন্যান্য স্থানে প্রাণভয়ে লুক্কায়িত ছিল কিন্তু রোমকগণ শিশু ও স্ত্রীলোক ব্যতীত দ্বাদশ শত য়িহুদিকে বন্দীকৃত করে। স্মিথ উইলিয়ামছ্ তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা অন্যূন ৪০,০০০ ছিল (see vol II page 189)। পাঠকগণ একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন, মোছলেমগণ ধর্ম্মবিস্তারের জন্য কখনও এই প্রকার নৃশংস হত্যার আদেশ দিয়াছিল কিনা। সমগ্র ইছলামের ইতিহাসে এবম্প্রকার হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। আক্ষেপের বিষয়, যে ইছলাম উদারনীতি বলে সমগ্র ধর্ম্মকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই ইছলামের উপর অযথা অসিপ্রয়োগের কলঙ্ক আরোপ করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করে না।

মেছোপোটেমিয়া—মেছোপোটেমিয়া তাইগ্রীস ও ইউ-

ফ্রেতিছ নদীর মধ্যবর্ত্তী। বাগদাদ, বছরা, মোসল ইহারই অন্তর্গত বাগদাদ নগরের দক্ষিণে কারবালা ভূমি। মেছোপোটেমিয়া হিব্রুজাতির আদি নিবাস স্থান। আলেকজাণ্ডার এইখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে এই স্থানের শাসনকার্য্য আরবদিগের হস্তগত হয়। বর্ত্তমান সময়ে হেজাজের অমীরের ৩য় পুত্র ফয়ছুল এই দেশের বাদশাহ। বর্ত্তমান মোছলমান সংখ্যা ১২ লক্ষ, তন্মধ্যে শিয়া ৭২১, ৪১৪।

তুরস্ক—তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত—ইউরোপীয় তুরস্ক ও এসিয়াস্থ তুরস্ক। ইউরোপীয় তুরস্কের অর্দ্ধাংশে ৩২ লক্ষ মোছলমান। ইহা কয়েকটি বেলায়েত বা প্রদেশে বিভক্ত। আদ্রিয়ানোপল কনষ্টান্টিনোপল, জাম্বিনা, কছভো মছাণ্ডিয়া, ছেলোনিকা ও স্কুটারী। আলবেনিয়া, মধ্য মেসিডোনিয়া ও পূর্ব্ব থ্রেস এই সকল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব থ্রেসে অনেক খৃষ্টানের বসতি আছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয় তুরস্ক, এসিয়া হইতে বছফরাছ ও দার্দ্দানেলিজ দ্বারা ব্যবহিত ছিল। গ্রীস, বুলগেরিয়া, মণ্টেনিগ্রো, সার্ভিয়া, বছনিয়া তুরস্কের রাজনৈতিক প্রতিবাসী। এসিয়া মাইনরের মোছলেম সংখ্যা ৭২ লক্ষ। এনাটোলিয়া, আর্ম্মেণিয়া, কুর্দ্দিস্থান, মেছোপোটেমিয়া, ছিরিয়া এসিয়াস্থ তুরস্কের অন্তর্গত। এনাটোলিয়া সাধারণতঃ এসিয়া মাইনর নামে অভিহিত। এঙ্গোরা ও স্মার্ণার বেলায়েত ইহার অন্তর্গত। তুরস্কের মোট লোক সংখ্যা ৮৯, ৬১,৯০০, তন্মধ্যে ৮৩,২১,০০০ মোছলমান, অবশিষ্ট খৃষ্টান ও য়িহুদি।

আর্জ্জেরুম আর্ম্মেণিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর্ম্মেনিয়া কুর্দ্দিস্থানের লোক সংখ্যা ২,৫০০,০০০, তন্মধ্যে খৃষ্টান ২৫০,০০০, মোছলমান ১,৬০০,০০০।

বেরুত ছিরিয়ার অন্তর্গত। এই স্থানই খৃষ্টধর্ম্মের আদি ভূমি।

ছিরিয়ার বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ১,০০০,০০০, তন্মধ্যে য়িহুদি ১৫০,০০০ এবং অবশিষ্ট মোছলমান। অধিকাংশ অধিবাসী আরববংশসম্ভূত

এবং আরবীই এখানকার প্রচলিত ভাষা। খৃষ্টান তীর্থযাত্রিগণ প্রতি বৎসর জেরুশালেমের গীর্জ্জা দর্শন করিতে আসে। হজরত ওমরের প্রতিষ্ঠিত মছজেদে হজরত ইব্রাহিম দঃ) ও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। দামেস্ক নগরে উম্মিয়া বংশীয়গণের মছজেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এখানেই ছালাহ্‌উদ্দীনের কবর। স্মার্ণার লোক সংখ্যা ২৬০,০০০, বাগ্দাদের লোকসংখ্যা ১৫০,০০০, দামেস্কের ১৫০,০০০, এবং বেরুতের ১২০,০০০।

১৯১২ খৃঃ অব্দে তুরস্কে ৪২৩০ মাইল রেলওয়ে লাইন খোলা হয়। তন্মধ্যে ১২০০ মাইল ইউরোপীয় তুরস্কে ও ৩,০০০ মাইল এসিয়াস্থ তুরস্কে। হেজাজ লাইন (এক হাজার মাইল) অটোমান গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত। এক হাজার আশি মাইল ফরাসীর, এক হাজার ত্রিশ মাইল জার্ম্মেণীর, আট শত মাইল অষ্ট্রিয়ার এবং ৩২০ মাইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন। প্রধান প্রধান স্থানে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন প্রতিষ্ঠিত আছে। তুর্কী নৌবিভাগে ১২৪ খানা বাষ্পীয় জাহাজ এবং ৯৫১ পাইলেট জাহাজ আছে। কনষ্টাণ্টিনোপোলের লোক সংখ্যা ১,১০০,০০০। বিগত মহাসমরে তুর্কী হস্তে বন্দীকৃত জেনারেল টাউনসেণ্ডের নিম্নলিখিত অভিমত হইতে বর্ত্তমান তুর্কী জাতির প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়, "ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহানুভূতি না পাইয়াও কামাল তিন লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও অতি উপযোগী সৈন্য। আমি আঙ্গোরাকে একটী সুশাসনাধীন রাজধানী দেখিয়াছিলাম। ইহা এসিয়াস্থ তুরস্কের শাসনকেন্দ্র ভূমি। পুলিশের বন্দোবস্ত ও শাসনপ্রণালী অতি সুন্দর। শাসনের নানাবিধ বিভাগ আছে, কিন্তু লণ্ডনের অধিবাসিগণ যাহারা হোয়াইট হলের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁহারা আঙ্গোরাকে অসভ্য

আখ্যায় আখ্যাত করেন। তাঁহারা মনে করেন, কামাল বর্ব্বর জাতির মধ্যে অধিষ্ঠিত এবং তাহারাই তাঁহার আজ্ঞানুসারে জল্লাদের কার্য্য করে।" (লণ্ডন নিউজ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ ইং)।

সুয়েজ খাল ৯৯ মাইল দীর্ঘ এবং ১২১ ফুট প্রস্থ। সার্ব্বজাতিক জাহাজ সকল সময় যুদ্ধ বা শান্তিকালে এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। ৩২ জন লোক দ্বারা গঠিত কাউন্সিলের হস্তে ইহার পরিচালনা ভার ন্যস্ত। উহাদের মধ্যে ১০ জন ইংরেজ। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খেদিব হইতে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহার কয়েকটি অংশ খরিদ করিয়াছিলেন।

এসিয়িক রুশিয়া তিন ভাগে বিভক্ত ১। সাইবিরিয়া, ২। মধ্য রুশিয়া, ৩। ককেশিয়া ও আর্ম্মেণিয়া।

সাইবেরিয়া—ষোড়শ শতাব্দীতে সাইবেরিয়ার তাতারদিগের মধ্যে ইছলাম প্রচলিত হইয়াছিল। চেঙ্গিজকানের বংশধর কুটুমকানের সময় এখানে ইছলাম প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। বোখারা ও মধ্য এসিয়ার অন্যান্য স্থান হইতে প্রচারক আসিয়া সাইবেরিয়ায় ইছলাম প্রচারের সহায়তা করিয়াছিল। এখানে মোছলেম সংখ্যা ২৩ লক্ষ।

রুশিয়া—রুশিয়ার মোছলেম সংখ্যা এক কোটি ৫২ লক্ষ। তন্মধ্যে ৩৫ লক্ষ ইউরোপীয় রুসিয়ার অন্তর্গত। ১২৭২ খৃঃ অব্দে উহারা ইছলাম গ্রহণ করে। এই সময়ে রুশিয়ার পুরুষগণ মোগল স্ত্রী বিবাহ করিয়া প্রাচ্য আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বুলগেরিয়া—৯২১ খৃঃ অব্দে খলিফা অল. মোক্তাদের বুলগেরিয়ায় ইছলাম প্রচারের জন্য এক দল প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাহার ফলে ভলগা নদীর তীরে বুলগেরিয়াবাসিগণ ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে বার্লিনের সন্ধি অনুসারে তুর্কীর ছোলতানের তত্ত্বাবধানে

বুলগেরিয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তুর্কীদিগের রাজত্বকালে বহু অধিবাসী ইছলাম গ্রহণ করে। মোট লোক সংখ্যা ৪৮ লক্ষ। খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মোছলেম সংখ্যা ৬ লক্ষ ৭২ হাজার।

রুমানিয়া—মোট লোকসংখ্যা এক কোটী ৭৩ লক্ষ, তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ৪৪০০০।

বসনিয়া ও হার্জ্জগভিনা—মোট লোক সংখ্যা ১,০৫১,০০০, তন্মধ্যে মোছলমান ৬০০০০। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রদেশদ্বয় রোমক শাসনাধীনে ছিল, তৎপরে হাঙ্গারীর অধীন হয়। বসনিয়া ১৫২৮—১৮৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তুর্কী গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্স জোসেফ তুর্কীর সম্মতি অনুসারে বসনিয়া ও হার্জ্জগভিনা স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

ফ্রান্স—দামেস্কাধিপতি অলিদ কর্ত্তৃক প্রেরিত সেনাপতি মুছা স্পেন জয় করিয়া পিরিনিজ পর্ব্বতের অপর পারে পৌছিয়া ছিলেন। তিনি ফ্রান্সে অবতরণ করিয়া দক্ষিণস্থ ল্যাংডক প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইটালীতে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হন। হঠাৎ দামেস্কাধিপতি তাঁহাকে তলব করেন। ফলে মুছার দিগ্বিজয় যাত্রা বন্ধ হইল। তিনি অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ তারেক সহ দামেস্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৩১ খৃঃ অব্দে সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দর রহমান বহু সৈন্য লইয়া পিরেনিজ অতিক্রম করিয়া আরল্‌স্‌ ও বোঁর্দো হস্তগত করেন, তৎপরে লয়ার নদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র ফ্রান্স তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

স্পেন—৭১১ খৃঃ অব্দে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা মুছার আদেশে তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ তারেক জিব্রাল্‌টার পার হইয়া আন্দালুশিয়ায় অবতরণ

করিয়াছিলেন এবং স্পেনরাজ রডারিকের সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তারেক ১৬০০০ সৈন্য লইয়া মালগা, গ্রাণাডা, কর্ডোভা, সেভিল অবশেষে স্পেনের রাজধানী টলেডো অধিকার করেন, তৎপরে মুছা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে নায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ছারগোসা ও বারছেলোনা অধিকার করিয়া পিরেনিজ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন এবং গেলেশিয়া ব্যতীত সমগ্র স্পেন আরব সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ৭৫৯ খৃঃ অব্দে মোছলেমগণ ফ্রান্সের অধিপতি চার্লস-পুত্র পেপিনের হস্তে পরাজিত হন। স্পেন পাঁচ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবদিগের শাসনাধীন ছিল। ছিছিলি, কান্দিয়া, রোড্স, সাইপ্রস, মাল্টা, সার্দ্দিনিয়া, কর্সিকা এবং ভূমধ্য সাগরস্থ অন্যান্য দ্বীপগুলি একে একে আরবদিগের হস্তগত হয়।

৭১১ খৃঃ অব্দে আরবগণ স্পেনদেশে ইছলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ৮ম শতাব্দীর প্রথম হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মোছলেম-স্পেন জাগতিক ইতিহাসে অপূর্ব্ব কাহিনী রাখিয়া গিয়াছে। ইছলামের প্রভাব স্পেন হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নূতন কবিত্ব ও নূতন শিক্ষার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইউরোপ পূর্ব্বে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে যে সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে মোছলেম-স্পেন তাহা শিক্ষা করিতে লাগিল। এযাবৎ খৃষ্টানগণ স্পেনবাসী য়িহুদিদিগের প্রতি বড় অত্যাচার করিতেছিল। যাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিত, তাহাদিগের প্রতি দারুণ উৎপীড়ন হইত। তাহারা এই নির্দ্দয় ব্যবহার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরবদিগকে সাদরে আহ্বান করিল। বহু উচ্চবংশীয় খৃষ্টানগণও এই নূতন ধর্ম্ম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল, মোছলমান রাজত্বকালে কোন প্রকার উৎপীড়ন ছিল না। খৃষ্টানগণকে তাহাদের স্বীয় আইন ও বিচারকের সাহায্য প্রদত্ত হইত। অনেক নূতন নূতন মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তাপসব্রত অবলম্বন করিতে

কাহাকেও বাধা দেওয়া হইত না। খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে কেবল মাত্র কর গ্রহণের প্রথা ছিল। প্রতি ধনী ব্যক্তিকে ৪৮ দেরহম, মধ্য শ্রেণীর ব্যক্তিকে ২৪ দেরহম কর প্রদান করিতে হইত। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে না পারিত, কেবল সেই সকল ব্যক্তির উপর এই কর ধার্য্য ছিল। স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষু, ভিখারী ও ক্রীতদাসদিগকে এই কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। কর আদায়ের ভার খৃষ্টান কর্ম্মচারিদিগের উপর অর্পিত হইত। সুতরাং ইছলাম অসি সাহায্যে বিস্তৃত হইয়াছিল বলা বাতুলতামাত্র। অন্যপক্ষে খৃষ্টান ও মোছলেমদিগের মধ্যে এইরূপ সমভাব ছিল যে, উভয়ের মধ্যে বিবাহাদিতেও কোন প্রকার বাধা ছিল না। বহু খৃষ্টান আরবদিগের নাম, আচার ব্যবহার অনুকরণ করা শ্লাঘ্য মনে করিত। লাটিন ভাষার চর্চ্চা এইরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম সংক্রান্ত আইন কানুন আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

কর্ডোভা—ইহা কর্ত্তুবা নামে অভিহিত হইত। খৃঃ পূঃ ১৫২ অব্দে ইহা রোমকগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ৭১১ খৃঃ অব্দে ইহা মোছলেমগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। উম্মিয়া বংশীয় ১ম আব্দুর রহমান সর্ব্বপ্রথম খলিফা। ইনি আব্বাছ বংশীয় খলিফা আব্দুল আব্বাছ আছ্ছাফ্ফা কর্ত্তৃক উম্মিয়া বংশধরগণের হত্যাকাণ্ড হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করেন এবং তথা হইতে সুযোগমত স্পেনে উপস্থিত হইয়া বিখ্যাত কর্ডোভা খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ বাগদাদের আব্বাছ বংশীয় খেলাফৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। কর্ডোভার প্রসিদ্ধ মছজেদ আব্দুর রহমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার পরবর্ত্তীগণ উহার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। কর্ডোভার অনতিদূরে বিখ্যাত মদিনাতুজ্জাহ্‌রা

প্রাসাদ অবস্থিত। ১০১৭ খৃঃ অব্দে কর্ডোভা আব্বাছীয় বংশের হস্তে এবং তৎপরে ১০৯১ খৃঃ অব্দে মোরাবিদ এবং ১১৪৮ খৃঃ অব্দে মোহাদ বংশের হস্তগত হইয়াছিল। অবশেষে ১২৩৬ খৃঃ অব্দে ৩য় **কার্ডিনাল** ইহা অধিকার করেন। তথন হইতে ইহার অবনতি আরম্ভ হয়। বহু মছজেদ গীর্জ্জায় পরিণত হয়। এখানে বিখ্যাত এভেরুস বা এব্নে রোশ্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রাণাডা—কর্ডোভার পর গ্রাণাডাও বহুদিন স্পেনের মোছলমানের মনের শান্তি বিধান করিয়াছিল। শিক্ষা, ব্যবসায় বাণিজ্য, ইমারত ও শাসন সৌন্দর্য্য প্রভৃতিতে গ্রাণাডা কর্ডোভার সহিত তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাণাডা সহরটীর কিয়দংশ ভেগা নামক বিখ্যাত প্রান্তরের উপরে এবং কিয়দংশ সিয়েরা নেবাদা বা চাঁদের পাহাড় নামক শৈলমালার পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ডারো নামক বেগবতী স্রোতস্বতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে গ্রাণাডা সুশোভিত ছিল। ইহার স্থপতিগণ শিল্প সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আল হামরা নামক প্রাসাদটী ভেগার বক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজিও স্পেনের তৎকালীন উন্নত অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইবনুল আহমর ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার নামানুসারে এই প্রাসাদ পুরীর নাম হইয়াছিল "আল হামরা" বা লোহিত প্রাসাদ। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা গ্রাণাডা নগর অধিকার করেন।

ক্রীট—ক্রীট তুর্কীর ছোলতানের অধিনায়কত্ব স্বীকার করে বটে, কিন্তু কোন রাজস্ব প্রদান করে না। ইহার শাসন ও রক্ষণ কার্য্য বৃটিন, ফ্রান্স, ইটালী ও রুশিয়ার পক্ষ হইতে একটী হাই কমিশনের দ্বারা পরিচালিত হয়। ৬৭৩ খৃঃ অব্দে মোছলেমগণ রোমকদিগের নিকট হইতে এই দ্বীপ অধিকার করেন। গ্রীসে ও তুরস্কে এই দ্বীপ লইয়া যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে

গ্রীকগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া সৈন্য উঠাইয়া লয়, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও রুশিয়া ইহার রক্ষকতা করে। ক্রীটের মোছলমান অধিবাসীর সংখ্যা ২৮,০০০।

সাইপ্রাস—এই দ্বীপ পূর্ব্বকালে রোমকদিগের অধীন ছিল। ৬৪৯ খৃঃ অব্দে মাবিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তৎপরে এখানে ইছলাম বিস্তৃত হয়। ১২৭০ খৃঃ অব্দে মামলুক সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা ১ম বাইবার্স ইহার বিরুদ্ধে নৌযান প্রেরণ করেন। তৎপরে ছোলতান ২য় ছেলিম ইহা অধিকার করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে একটী সন্ধি হয়, তাহার মর্ম্মানুসারে ইহার পরিচালন ভার ছোলতানের হাতে থাকে। কিন্তু শাসনভার এই মর্ম্মে ইংরেজদিগকে দেওয়া হয় যে, ইংলণ্ড রুশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে। মোছলেম সংখ্যা ৫৬,০০০।

ইংলণ্ড—প্রাচীন কালে ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড স্বতন্ত্র দ্বীপ ছিল না। উহারা ইউরোপ মহাদেশের সংলগ্ন ছিল। উহার অসভ্য বর্ব্বর অধিবাসিগণ পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। তাহারা কৃষিকার্য্য জানিত না। যুগ যুগান্তর পরে ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দ্বীপাকার ধারণ করে। বর্ত্তমান আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের কোন কোন স্থানে আদিম অধিবাসিদিগের বংশধরগণ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে জুলিয়াছ ছিজার বৃটেন আক্রমণ করেন। ঐ সময় সমগ্র বৃটেন দ্বীপে অন্যূন ৪০টি জাতির বসবাস ছিল। প্রত্যেক জাতির একজন সর্দ্দার বা রাজা ছিল। বৃটনগণ নগ্ন অবস্থায় থাকিত, দেবতা পূজা করিত এবং মানবের কার্য্যাবলীর উপর নক্ষত্রের প্রভুত্ব আছে মনে করিত। রোমকদিগের সময় বৃটেনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৪র্থ শতাব্দীতে রোমকরাজ কনষ্টান্টিয়াসের রাজত্বকালে দুর্দ্দান্ত স্কট ও পিক্টগণ বৃটেনে উপস্থিত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। স্কটগণ আয়র্লণ্ড

হইতে আসিয়াছিল। তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত এবং পুনরায় সুযোগ বুঝিয়া উপস্থিত হইত। ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্কট ও পিক্‌টদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বৃটনগণ অসভ্য স্যাক্‌সন্‌দিগের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইহারা স্কট ও পিক্‌ট-দিগকে ক্রমে বিতাড়িত করিয়া রোমক সভ্যতার অবসান কালে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

স্যাক্সন রাজাদিগের মধ্যে নৃপতি অফ্‌ফার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ৭৭১ খৃঃ অব্দে সাসেক্‌স্‌ কূল অধিকার করেন। তৎপরে কেণ্ট, অক্স-ফোর্ড সায়ার ও টেমস্‌ উপকূল করায়ত্ত করেন এবং আদিম বৃটন নৃপতিগণকে বিতাড়িত করিয়া স্যাক্‌সনে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহার রাজত্বকালে আরবদেশে ইছলাম ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতেছিল এবং উহার প্রভাব দূরবর্ত্তী বৃটেনেও পৌছিয়াছিল। অফ্‌ফা ইছলামের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বীয় রাজমুদ্রায় আরবের নবসত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম ও শিক্ষা খোদিত করিয়া স্বীয় ইছলামপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে সত্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া বৃটেন পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও ইংলণ্ডবাসিগণ সেই সত্যের প্রভাব পুনরায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যে লণ্ডন নগর আজ সমগ্র সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ, তথাকার অতি শিক্ষিত ও উচ্চবংশ-সম্ভূত পুরুষ ও মহিলাগণ পৈতৃকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ইছলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের শিপিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ব্রাউন ইংলণ্ডের মোছলেম সংখ্যা অন্যূন ৫০০ হইবে স্থির করিয়াছেন।*

---

* ইংলণ্ডে মোছলেম সংখ্যা কত এ সম্বন্ধে লর্ড হেড্‌লি কায়রো নগরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য। তাঁহার মতে "শুধু ইংলণ্ডেই মোছলেম

শিক্ষিত ইংরেজ সমাজ দিন দিন ইছলামের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছে। অনেকে বাইবেলের কূটতর্ক বুঝিতে অক্ষম। যাজকসঙ্ঘ প্রণীত নব বাইবেলে আস্থা স্থাপন করিতে অনেকেই সঙ্কুচিত। তাঁহারা বুঝিয়াছেন—হিব্রুভাষায় লিখিত আদিম বাইবেল হইতে বর্ত্তমান বাইবেল অনেকাংশে পৃথক্। বর্ত্তমান বাইবেল শিক্ষিত ইংরেজ সমাজে সংশয়বাদের সৃষ্টি করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মে লোকের আস্থা ক্রমে হীনবল হইতেছে। সকলেই সত্যানুসন্ধানে ব্রতী। বৈজ্ঞানিক যুগ অযৌক্তিক আদেশ ধর্ম্মের নামে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ। তবে সমাজের ভয়ে, রাজধর্ম্মের ভয়ে ও ভবিষ্যৎ উপায়ের ভয়ে অনেকে প্রকাশ্যে যাজকপ্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর নহে। বর্ত্তমান যাজকশ্রেণী ইংলণ্ডবাসিদিগের মতানৈক্য উপলব্ধি করিয়া পুনরায় ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্করণে ব্রতী হইয়াছেন। ইহার ভবিষ্যৎ ফল সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, সত্যের প্রচার অনিবার্য্য। সত্যময় সত্যের বিস্তার সাধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

ইংলণ্ডে আজকাল অনেক বিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ যুবক ও মহিলা ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইছলাম বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। লর্ড হেড্‌লি ইংলণ্ডবাসী মোছলেমদিগের নেতা। নব মোছলেম দল "ছারে" কাউন্টির অন্তর্গত ওকিং নামক স্থানে একটী মছজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পঞ্জাব নিবাসী খাজা কামাল উদ্দিন বি, এ, এল, এল; বি ছাহেব এই মছজেদের এমাম। গভর্ণমেণ্ট

সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, যদিও সাধারণে তাহারা খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে খৃষ্টান নহে, কারণ যে সমস্ত অন্ধ ও মূর্খতাপূর্ণ মতের আবরণে বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম আচ্ছাদিত, তাহারা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং তাহাদের নিজেরও অজ্ঞাতে ইছলাম বরণ করিয়া লইয়াছে।"

হইতে ইংলণ্ডে একটী মছজেদ নির্ম্মাণ করাইবার নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সরকার বাহাদুর এযাবৎ এদিকে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। জার্ম্মাণীতে বহু পূর্ব্বে মছজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ড অদ্যাবধিও উদাসীন।

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিয়োজিত ভারতীয় পাদরী সমবায়ের ব্যয়োপলক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা সরবরাহ করে। আর, ইংলণ্ড ভারতীয় প্রজাবর্গের ধর্ম্মগৃহের জন্য এযাবৎ কিছুই ব্যয় করে নাই। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হায়দরাবাদ ও ভূপাল ষ্টেট বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপাসনার্থ মছজেদ, মন্দির ও গীর্জ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মোছলেমের বসতি, তাহার রাজধানীতেও মোছলেমের জন্য এযাবৎ কোন ধর্ম্মাগার নির্ম্মিত হয় নাই। এদিকে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকা – আমেরিকায় মোছলেমের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪ হাজার, তন্মধ্যে উত্তর আমেরিকায় ১১ হাজার। আমেরিকার ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ। কলম্বস, ১৪৯২ খৃঃ অব্দের ১২ই অক্টোবর আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎকালীন কোন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। স্থানীয় লোক অসভ্য ও অনিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষে মোট লোক সংখ্যা ৩১,৯০,৭৫,১৩২, ন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ৭ কোটী। অধিকাংশ মোছলেমই সুন্নী শ্রেণীভুক্ত। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা শিয়া ছোলতানের শাসনাধীনে, আউদ রাজাদিগের অধীনে, মুর্শিদাবাদ ও রামপুরের নবাবদিগের অধীনে শিয়া দৃষ্ট হয়। ইহাদের অধিকাংশই পারসিক ও তুর্কী। মোট মোছলেম সংখ্যার শতকরা ১০জন শিয়া শ্রেণীভুক্ত।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহের মোট মোছলেম ছাত্রসংখ্যা ১৫,৬২,০০০। প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে মাত্র ৬৯ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

ভারতবর্ষের মোছলেম সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত। ১ম যে সকল মোছলেম অন্যান্য দেশ হইতে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ২য় আরবজাতির বংশধরগণ। ৩য়—যাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ৪র্থ—অন্যান্য জাতি যাহারা মোছলেম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

আঁ হজরতের মৃত্যুর ১৫ বৎসর পরে আরবগণ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিল ৭১১ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ বিন্‌-কাছেম দামেস্কের উম্মীয়া বংশীয় খলিফার পক্ষ হইতে সিন্ধুদেশ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তৎপরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বহু মোছলেম আক্রমণকারী উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। গজনীর ছোলতান মাহমুদ ও তায়মুর ভারতবর্ষে ইছলাম বিস্তৃতির সহায়তা করিয়াছিলেন। খিলজি, তোগলক ও লোদী বংশের রাজত্বের সময়ে ইছলাম প্রচারে বিশেষ সুযোগ ঘটে নাই। যেহেতু সকলেই যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত ছিল।

ইছলাম ধর্ম্ম যে অসি সাহায্যে প্রচারিত হয় নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, মোছলেম শাসনের কেন্দ্রভূমি দিল্লী ও আগ্রা সহরে মোছলেম সংখ্যা বর্ত্তমান সময়েও যথাক্রমে দশমাংশ ও চতুর্থাংশের অত্যধিক নহে। দক্ষিণ ভারতে আরবগণ অষ্টম শতাব্দীতে ব্যবসায় উপলক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ না আসিলে সমস্ত উপকূল মোছলেম দ্বারা পূর্ণ হইত।

অনেকে মোছলেম সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মোছলেম সাধুপুরুষদিগের সংস্রবে

আসিয়া অনেকে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। আরব, তুর্ক, পাঠান ও মোগল বিজেতৃগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের সহিত বহুসংখ্যক বিদ্যোৎসাহী কবি, যাজক ও ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মণি, মুক্তা ও সুগন্ধি মসলা প্রভৃতির ব্যবসায় উপলক্ষে ও চাকরীর অন্বেষণে বহুসংখ্যক লোক এদেশে আগমন করিয়াছিল।

ব্যবসায়ই গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের মোছলেম প্রাধান্যের প্রধান কারণ। আরব ও পারস্যের সওদাগরগণ লাক্ষা ও মাল দ্বীপে অবস্থিতি করিয়া ইছলামের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিল। এই সমস্ত দ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে অন্য জাতির বসতি নাই।

ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্ব।—আরবগণ হেরাত অধিকারের পর ৬৬৪ খৃঃ অব্দে কাবুলে এবং তথা হইতে মুলতানে উপস্থিত হন। সমুদ্রপথে সিন্ধুমুখে কয়েকবার অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। ৭১১ খৃঃ অব্দে বছরার শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ কাছেম সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। আরবদিগের হিন্দুস্থানের অধিকার অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমে আফগানিস্তানে স্বাধীন মোছলেম রাজত্বের সৃষ্টি হয় এবং তথা হইতে ভারতাধিকার আরম্ভ হয়। ছামান বংশীয় শাসনকর্ত্তা আলপ্তগিন্ গজনীতে স্বাধীন রাজত্বের বুনিয়াদ সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন। দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত গজনী মোছলেম রাজধানী ছিল। তথা হইতে গজনী বংশ লাহোরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই প্রকৃত মোছলেম শাসন কালের প্রারম্ভ।

আলপ্তগিন খোরাসানে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি জনৈক তুর্ক দাস ছিলেন। ছামান নৃপতিগণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য্যে ক্রীতদাসদিগকে নিযুক্ত

করিতেন। আলপ্তগিন স্বীয় কন্যাকে সবক্তগিন নামক জনৈক ক্রীত-দাসের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ইনি প্রকৃতপক্ষে গজনী বংশের স্থাপয়িতা, ইঁহারই সময়ে রাজত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইঁনি রাজপুত-দিগকে পরাস্ত করিয়া পেশোয়ারে স্বীয় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে পারস্য ও খোরাসান অধিকার করেন। ইহাঁর পুত্র মাহ্মুদ মোছলেম ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। ইনি ১০০১—১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ১০১০ খৃঃ অব্দে গোর আক্রমণ করেন এবং ১০১৬ খৃঃ অব্দে সমরকন্দ ও বোখারা স্বীয় রাজ্য-ভুক্ত করেন। খলিফাদিগের শাসনকালে বাওয়া বংশের নিকট হইতে ইস্পাহান গ্রহণ করেন। ইহাঁরই সময়ে ছেলজুক দলপতিগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। ইহাঁর সহিত সংঘর্ষ হইবার পূর্ব্বেই মাহ্মুদ ১০৩০ খৃঃ অব্দে গজনীতে দেহত্যাগ করেন। ইনি গজনী নগরীতে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কবি ফেরদৌসী ইঁহারই দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইঁনি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিশেষ পোষকতা করিয়াছিলেন এবং সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মছজিদ নির্ম্মাণ করিয়া গজনী নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে মোছলেম রাজত্ব লাহোর হইতে ইস্পাহান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে ছেলজুকগণ মাহ্মুদ পুত্র মছ্উদকে পরাস্ত করিয়া ১০৪৫ খৃঃ অব্দে পারস্য ও পরবর্ত্তী স্থানগুলি হস্তগত করিয়াছিল।

মাহ্মুদের মৃত্যুর পর গোরীদিগের সহিত বিরোধ ঘটে। হেরাত ও গজনীর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান গোর নামে অভিহিত। মাহমুদ ১০১০ খৃঃ অব্দে গোর আক্রমণ করিয়া গোরী আফগানদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতেই মনোবিবাদের কারণ হয়। তৎপরে গজনবী

বংশীয় বাহ্‌রাম শাহ গোরবংশীয় কুতুব উদ্দীন মোহাম্মদকে নিহত করায় গোরের শাসনকর্ত্তা ছয়ফুদ্দিন প্রতিহিংসা লইবার মানসে ১১৪৮ খৃঃ অব্দে গজনী আক্রমণ করেন। পর বৎসর বাহরাম শাহ্‌ গজনীতে প্রবেশ করিয়া ছয়ফুদ্দিনকে নিহত করেন। ইহার ফলে জাঁহাছোজ গোর-রাজের ভ্রাতা আলাউদ্দিন হোসেন গজনী নগরী ভস্মসাৎ করেন। ১১৬১ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তুর্কমানগণ আফ্‌গানিস্তান আক্রমণ করিয়া কিয়ৎকাল গোর এবং গজনীতে শাসনকার্য্য প্রচলন করিয়াছিলেন। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে জাঁহাছোজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গেয়াসউদ্দিন তুর্কমানদিগের হাত হইতে গজনী অধিকার করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যে হিরাত রাজ্যভুক্ত করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। তৎপরে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহ্‌মদ গোরী স্বেলজুকদিগের নিকট হইতে খোরাসান অধিকার করেন এবং ক্রমে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে ইঁনি লাহোর অধিকার করত আজমীরে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রথম যুদ্ধে ইঁনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ২য় যুদ্ধে থানেশ্বর ক্ষেত্রে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজপুতগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং পৃথ্বীরাজ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজপুত নৃপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ক্রমে কনৌজ, গোয়ালিয়র, বুন্দেলখণ্ড, বেহার ও বঙ্গদেশ মহাম্মদ গোরীর সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইহার ফলে সমগ্র হিন্দুস্থানে মোছলেম রাজত্বের ধ্বজা উড্ডীন হয়। ১২০২ খৃষ্টাব্দে খারিজম শাহ্‌ পারস্য আক্রমণ করিয়া আফগানিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। মহাম্মদ গোরী ইঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু পথি মধ্যে আততায়ী কর্ত্তৃক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর, তুর্কীর দাস সেনাপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কুতুব উদ্দিন আইবেক দিল্লীর দাস রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। গোরী বংশীয় আফগানগণ আফ-

গানিস্তানের পশ্চিমাংশে কিছুকাল যাবত শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা খারিজমের শাহ্ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন।

আলতমাস দাস বংশের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালার প্রতিনিধিকে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইঁনি বোগ্দাদের খলিফা হইতে শাসন ছনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাস বংশের পর খিলজি তুর্কগণ রাজ্য শাসন করেন।

মোহাম্মদ-বিন-তোগলক নামক জনৈক তুর্কদাস তোগলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর সময়ে দাক্ষিণাত্যের দেওগিরীতে রাজধানী স্থাপিত হয় এবং তাহাতে রাজবিদ্রোহ ঘটে। তৎপরে তায়মুর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ উত্তর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, সমগ্র দেশ উৎসন্ন করেন। তৎপরে মোগলগণ বাবরের নায়কত্বে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতবর্ষে শাসনদণ্ড স্থাপন করেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর শের শাহ এবং বঙ্গীয় আফগানগণ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগকে বহিষ্কৃত করেন। ক্রমে আফগানদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় এবং ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বাবর পুত্র হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হঁন।

ব্রহ্মদেশ।—এই দেশের মোছলমান সংখ্যা ৩৩৯,৪৪৬।

পূর্ব্ব ভারতীয় চীন।—পূর্ব্ব ভারতীয় চীনে অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম ও আনাম প্রভৃতি দেশে চীন দেশীয় লোক অত্যধিক হইলেও মোছলেম সংখ্যা অতি অল্প নহে। আরবগণ সপ্তম শতাব্দীতে এই দেশে ইছলাম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল। এই সময়ে চীনদেশে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বহুসংখ্যক মোছলেম অধিবাসী ছিল। নবম শতাব্দীতে কানকু নামক স্থানে মোছলেমগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহার ফলে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়েও পূর্ব্বভারতীয় চীন মোছলেমদিগের অপরিচিত ছিল না। এখানকার মোছলেম সংখ্যা ১১,০০,০০০।

সিংহল— সিংহলের মোট লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষ, তন্মধ্যে মোছলেম ৩ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুর। পুরাকালে আরবগণ মুক্তার জন্য এই দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। স্থানীয় লোক ইহাদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রেও আবদ্ধ হয়। ইহাদেরই ভিতর হইতে মুর জাতির উৎপত্তি। কথিত আছে, হজরত আদম বেহেস্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানকার উচ্চ পর্ব্বত তাঁহারই নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে তাঁহার পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। ঐ স্থানকে মোছলেম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ সকলেই পবিত্র বলিয়া মনে করে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ এদেশে আসিয়া ক্ষমতা বিস্তার করে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদের স্থান অধিকার করে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ এই দ্বীপ অধিকার করে।

দাক্ষিণাত্য।—১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজি দেবগিরি বা মহারাষ্ট্রে অভিযান প্রেরণ করেন এবং রাজা রামচন্দ্রকে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণে বাধ্য করেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং হাসান খাঁ আলাউদ্দিন বাহমান শাহ উপাধি ধারণ করত স্বাধীন বাহমনী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তৎপরে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে তাহার স্থলে কয়েকটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়; যথা—বিজাপুর, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর। এই রাজ্যগুলি আদিলশাহী, নিজামশাহী, কুতুবশাহী, এমাদশাহী ও বারিদশাহীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইতে থাকে। তৎপরে বেরার আহমদ নগরের এবং বিদর বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বেরার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর সম্রাট শাহজাহানের বশীভূত হয়। অবশিষ্ট বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অধিকৃত

হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম জেলাগুলি ইংরেজদিগের নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বেরার নিজাম কর্ত্তৃক ইংরেজদিগের নিকট অর্পিত হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অংশ নিজাম কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

হায়দরাবাদ।—ইহা দাক্ষিণাত্যের নিজামের রাজধানী। গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী বংশের পঞ্চম রাজা মোহাম্মদ কুলি কুতুবশাহ কর্ত্তৃক ইহা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে এই বংশ লোপ প্রাপ্ত হয় এবং হায়দরাবাদ মোগল সাম্রাজ্যের একটী প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে (কিলিজ খাঁ) আছব্‌জা নিজামুল-মুল্‌ক্‌ দাক্ষিণাত্যে জয়লাভ করেন এবং মোবারেজ খাঁকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হন।

ভুপাল।—ভারতবর্ষের মধ্যে হায়দরাবাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোছলেম সাম্রাজ্য, তৎপরই মধ্য ভারতের ভুপাল রাজ্য। ইহার লোক সংখ্যা ৬,৬৫, ৯৬১, তন্মধ্যে মোছলমান ৮৩,৯৮৮। এই রাজ্য জনৈক আফগান সৈনিক দোস্ত মোহাম্মদ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরী করিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে দোস্ত মোহাম্মদ সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেই নবাব উপাধি গ্রহণ করেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মোহাম্মদের পৌত্র হায়াত মোহাম্মদের রাজত্বকালে ভূপালের সহিত ইংরেজদিগের মিত্রতা স্থাপিত হয়। ঐ মিত্রতা এযাবৎ অক্ষুন্ন আছে। বর্ত্তমান সময়ে ছোলতানা জাঁহা বেগম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াব মোহাম্মদ নছরুল্লা খাঁর সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেছেন।

বিহার—বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিহার বা মঠ হইতে ইহার নামা-

করণ হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সম্রাট আকবরের সময় পর্য্যন্ত বিহার মোছলেম শাসনকর্ত্তাদের রাজধানী ছিল, তৎপরে রাজধানী পাটনায় স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানের মোছলমান সংখ্যা শতকরা ১৮ জন।

দিল্লী।—১০৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে দিল্লী ভারত সম্রাটদিগের রাজধানী ছিল। পৃথ্বীরাজ হইতে কুতুবদ্দিন আইবেগ ইহা হস্তগত করিয়াছিলেন। ইনি দিল্লীর দাস বা তুর্কী বংশের স্থাপয়িতা। ইনি প্রসিদ্ধ কুতুব মিনার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ২৫৮ ফিট উচ্চ। সম্রাট আকবর রাজধানীর জন্য আগ্রা পছন্দ করিয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহান হইতে শাহজাহানাবাদের উৎপত্তি। দিল্লীর জামে মছজিদ, মতি মছজিদ, দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাছ প্রভৃতি হর্ম্ম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা লুপ্ত হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নাদের শাহ এবং ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুর্‌রানী দিল্লীর বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ ইহা অধিকার করে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহী অবসান হয়। শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ ২য়, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুণে পরলোক গমন করেন।

বঙ্গদেশ।—ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ জনাকীর্ণ। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ বঙ্গদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে বিহার ও উড়িষ্যা ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের জন্য লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে ইহা গভর্ণর জেনারেলের শাসনাধীন ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পূর্ব্বাংশ লইয়া আসাম প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

১২০২ হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের অধীনে বঙ্গদেশে ক্রমান্বয়ে ২৫জন মোছলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গৌড়ে

ইঁহাদের রাজধানী ছিল। তৎপরে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর প্রভুত্ব ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে এবং ২৪জন মোছলেম শাসনকর্ত্তা স্বাধীনভাবে গৌড়ে কিংবা পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক শাসন করিতে থাকেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন বঙ্গদেশ অধিকার করেন। পরে তিনি শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। তৎপরে দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত (১৫৭২-১৭০৭) ত্রিশ জন শাসনকর্ত্তা দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আকবরের অধীনে মানসিংহ গৌড়ের অনতিদূরে রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; তথা হইতে ঢাকাতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজ ও আরাকান দস্যুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগের জন্য রাজধানী ঢাকাতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশের নবাবগণ ইংরেজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের মোছলমান সংখ্যা ২৫,০০০,০০০ ছিল। এখানকার মোছলমান সংখ্যা সমগ্র ভারতের মোছলেমের ⅖ অংশ ছিল। বঙ্গদেশে শতকরা ৫২ জন মোছলমান। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে শতকরা ৫৬ জন. পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ১০জন ও উত্তর বঙ্গে শতকরা ৭৫জন মোছলমান আছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ছৈয়দদিগের সংখ্যা ২, ৬,৪৬৮, পাঠান বা আফগানদিগের সংখ্যা ৪২৩,৭৪০ এবং মোগলদিগের সংখ্যা ১৮,৭৬৮।

বঙ্গদেশে ইছলামের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি বিহার ও বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া প্রথম মোছলমান রাজত্বের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। গৌড়

বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। মোছলমান শাসনকর্ত্তৃগণ ইছলাম বিস্তারের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র মুরশিদকুলি খাঁ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া মোছলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সচেষ্ট হন। চট্টগ্রামের আছাদ 'আলি খাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এতদ্ভিন্ন হজরত বাই-উল-হক, বাবা ফরিদ উদ্দিন, খাজা মাইনুদ্দিন চিশ্‌তি শেখ জালাল উদ্দিন আবু আলি কালান্দার প্রভৃতি দরবেশগণ কর্ত্তৃক ইছলাম বিস্তৃতির যথেষ্ট সহায়তা ঘটিয়াছিল। এই ধর্ম্ম সাধারণের সহজবোধ্য, তাই দরিদ্র ও সাধারণ লোক বহু পরিমাণে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

ঢাকা।—১৬০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ঢাকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। চট্টগ্রামের মগ দস্যুদিগের উৎপীড়ন এবং আফগানদিগের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বঙ্গের রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। লোক সংখ্যা ২৯,৬০,৪০২, তন্মধ্যে ⅔ অংশ মোছলমান। বিক্রমপুর ও সোণারগাঁও ইহার অন্তর্গত দুইটী পুরাতন রাজধানী। বিক্রমপুরে হিন্দুরাজগণ অবস্থিতি করিতেন এবং সোণারগাঁয়ে আলাউদ্দিনের সময় হইতে মোছলমান শাসকগণ তিন শত বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা শেখ ইছলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ইহাকে জাহাঙ্গীর নগর আখ্যা দিয়াছিলেন।

আরাকান ও পর্ত্তুগীজদিগের আক্রমণ হইতে সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য রাজধানী পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। মীর জুম্‌লা ও শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের দুইজন প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মীর জুম্‌লা আসাম অধিকারের জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ সৌধ-শিল্পের উন্নতির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে

মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকার শাসনভার জনৈক নায়েবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। সার আবদুল গণি বাণিজ্যের দ্বারা বহু অর্থ ও তৎসঙ্গে সম্মান লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "নবাব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা নগরীতে জলের কল এবং তদীয় পুত্র নবাব আহছান উল্লা বৈদ্যুতিক আলো সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। নবাব সার ছলিম উল্লা পূর্ব্ববঙ্গের মোছলেম সমাজের নেতা ছিলেন।

মালয় দ্বীপপুঞ্জ।—এই দ্বীপ পুঞ্জের অধিকাংশ মোছলমান শাফেয়ী শ্রেণীভুক্ত। আরবগণ অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, ক্রমে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পর্ত্তুগীজদিগের আসিবার পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা অবাধে পূর্ব্বদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেছিল। আরবদেশ হইতে সুমাত্রা দ্বীপে ইছলাম প্রচারিত হয়। মালয় উপদ্বীপে অধিবাসীর সংখ্যা মোট ২৪ লক্ষ, তন্মধ্যে মোছলেম সংখ্যা ১১ লক্ষ।

সুমাত্রা—বিখ্যাত আরব ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা সুমাত্রায় ইসলামের বিশেষ সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানকার রাজাও মুসলমান হইয়া যান। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুমাত্রায় যিনি রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার নাম ছিল খলিফ তাহের-বিন-মালিক-ছালেহ্।

মালক্কা দ্বীপ হইতে পারসিক বণিক দ্বারা যাবা দ্বীপে ইছলাম প্রবর্ত্তিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই দেশে ইছলাম বিস্তৃতি লাভ করে।

যাবা—মালয় দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ। পুরাকালে ইহা সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তৎপরে আগ্নেয়গিরির উৎপাতে চার হাজার ফুট

ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। বাণিজ্য ব্যপদেশে হিন্দুগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইয়া ক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মজপহিতের রাজত্ব বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই রাজত্ব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। বালি দ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যাবা দ্বীপে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। মধ্য যাবায় বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

কথিত আছে, মজপহিতের রাজপুত্রগণ মোছলেম কুমারী বিবাহ করেন। যাবা দ্বীপে মোছলেম সংখ্যা তিন কোটি। এখানে তিন শ্রেণীর মোছলমান দৃষ্ট হয়, যথা—(১) যে সকল মোছলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, (২) যে সমস্ত চীনবাসী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, (৩) স্থানীয় লোক যাহারা ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময় এখানে ইসলামের প্রভাব খুব বেশী। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যাবাতে ১০৯১২টী ইসলামী মাদ্রাসা ছিল এবং উহাতে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসর পরে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়িয়া ১৬৭৬০ হইয়াছিল এবং ছাত্রসংখ্যা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হইয়াছিল।

এখানে মোছলেম ধর্ম্ম বিস্তারের প্রধান কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। ইহা সহজবোধ্য। ইছলামে দ্বৈতের ঝগড়া নাই। একমাত্র আল্লাহতালাই উপাস্য, সুতরাং সকলেই ইহা সহজে ধারণা করিতে সক্ষম হয়।

২। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। ইছলামবিধি সকলের যুক্তি মানিয়া লইতে প্রস্তুত। ইহাতে অযৌক্তিক কোন বিধি নাই। ইছলাম দর্শন দার্শনিক কূটতর্কের বহির্ভূত। সর্ব্বসাধারণের বিবেক ইহার তথ্য সহজে বুঝিতে সক্ষম।

পাদ্রী লেফ্রয় (Lefroy) ইছলাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"ইছলাম বিস্তৃতির অত্যাশ্চর্য্য রহস্য এই যে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করে। পৃথিবীর অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটী মূল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। মানব ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য সৃষ্ট; মোছলেম অনন্ত ইচ্ছাশক্তির সেবক, এই শিক্ষাই মোছলেমকে মৃত্যুর সঙ্গী হইতে শিক্ষা দেয় এবং সমস্ত কার্য্যের মধ্যে অনন্ত ইচ্ছাশক্তির তাবেদারী করিতে এবং সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বল প্রদান করে। এই শিক্ষাবলে মোছলেম চরিত্র গঠন করিতে সক্ষম হয় এবং একাগ্রতার সহিত স্বীয় উদ্দেশ্য পালন করে এবং অতি কঠোর বিপদের মধ্যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে।" কেহ কেহ মনে করেন, রাজ্য বৃদ্ধির সহিত ইছলাম বিস্তৃতি সংশ্লিষ্ট, কিন্তু ইহা সত্য নহে, অপর পক্ষে রাজশক্তির হ্রাস এবং পার্থিব অবনতি ইছলামের উন্নতির অবসর দেয়। ইংরেজ অধীনে মোছলেমগণ কার্য্যতৎপরতার বিশেষ পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও মালয় দ্বীপের মোছলেমগণ ইছলাম বিস্তৃতির জন্য যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম দেখাইয়াছে, তুরস্কের মোছলমানগণ তদ্রূপ পরিচয় দিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইছলাম বিস্তৃতি কোন রাজত্বের উপর নির্ভর করে নাই। ইহার অন্তঃশক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করিয়াছে।

ইছলামের সাম্যবাদ অতি উচ্চ। মোছলেম রাজত্বে নানা ধর্ম্মাবলম্বী বহুকাল যাবৎ সুখ ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছে। ইউরোপীয় কোন রাজ্যে বর্ত্তমান কাল ব্যতীত এইরূপ সাম্যনীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। কোরাণ জবরদস্তির সহিত ইছলাম বিস্তার নিষেধ করিয়াছে, "ধর্ম্মে কোন প্রকার বাধ্য বাধকতা হইতে দিবে না" (২-২৫৭), "লোকদিগকে বিশ্বাসী (মোছলেম) করিতে বাধ্য করিবে;

সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ ব্যতীত কোন আত্মা বিশ্বাস করিতে পারে না" (১০ ৯৯,১০০)। শত শত বৎসর মোছলেম রাজত্বে নানাবিধ খৃষ্ট সম্প্রদায় শান্তির সহিত বসবাস করিতেছে, ইহাই ইছলামের সাম্যবাদের প্রধান পরিচায়ক।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের লোক সংখ্যা ঃ—৪৪৫,০০০.

হিন্দু —	২১০,০০০,০০০
মোছলমান —	১০০,০০০,০০০
খৃষ্টান—	৮০,০০০,০০০
বৌদ্ধ—	১২,০০০,০০০
শিখ, জৈন ও পারসিক—	৪,০০০,০০০
য়িহুদী —	৭৫০,০০০
অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী—	৩৮,০০০,০০০

সমগ্র পৃথিবীর মোছলমান সংখ্যা ঃ— ২৩,৩০ ০০ ০০০
ভারতবর্ষের " " ৬,৬২,০০,০০০ (সমগ্র মোছলমানের এক চতুর্থাংশ)

সম্প্রদায় হিসাবে মোছলেম সংখ্যা —

শিয়া—	১১,০,০০,০০০
সুন্নী—	২২১,০,০০,০০০
সমষ্টি	২৩,৩১,১০,০০০

১।	হানিফী –	১৪০,০০০,০০০
২।	সাফেয়ী—	৫৮,০০০,০০০
৩।	মালেকী—	১৬,০০০,০০০
৪।	হাম্বেলী—	৭,০০০,০০০

সুন্নী সমষ্টি —২২১,০০০,০০০

মধ্য এসিয়া. উত্তর ভারতবর্ষ ও তুরস্কের মোছলমানগণ হানিফী সম্প্রদায়ভুক্ত। দক্ষিণ মেছের, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও মালয় দ্বীপের মোছলমানগণ সাফেয়ী সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তর মেছর ও উত্তর আফ্রিকার মোছলমানগণ মালেকী সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ব্ব আরবের মোছলমানগণ হাম্বেলী সম্প্রদায়ভুক্ত। পারস্যের সর্ব্বত্র এবং ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে শিয়া মোছলমান পরিদৃষ্ট হয়। ওহাবিগণ মোহাম্মদ-এবনে-আব্দুল ওহাব হইতে ওহাবী নামে পরিচিত। ইহারা হাম্বেলী সম্প্রদায়ভুক্ত।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা

য়ুরোপ—	৩৮৯ ০০০,০০০,
এসিয়া—	৮৯২,০০০,০০০
আফ্রিকা—	১৫৯,০০০,০০০
উত্তর আমেরিকা—	১১৩,০০০,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা—	৩৮ ০০০,০০০
ওসেনিয়া—	৫৫ ০০০,০০০
	১৬৪৬,০০০,০০০
খৃষ্টান একের তৃতীয় অংশ	৫৬৪,০০০,০০০
অখৃষ্টান দুইয়ের তৃতীয় অংশ	১০৮২,০০০,০০০
অখৃষ্টান—	
হিন্দু	২১০,০০০,০০০
মোছলমান	২৩৩,০০০০০০
বৌদ্ধ	১৩৮,০০০,০০০
	মোট ৫৮৭৩,০০০,০০০

	জের ৩৮৭৩,০০০,০০০
য়িহুদী	১২,০০০,০০০
কনফিউশিয়া	৩১০,০০০,০০০
অন্যান্য	১৮৮,০০০,০০০

সমগ্র পৃথিবীর মোছলেম সংখ্যা ঃ—

এসিয়া	১৬৬,৮৯৮,০০০
ইউরোপ	৮,৩২১,৫০০
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	৩৫৮,০০০
আফ্রিকা	৫০,৩৬৫,০০০
সর্ব্ব মোট	২৩২,৯৪২,৫০০

এসিয়ার মোছলেম সংখ্যা-

আরব	৭০,০০,০০০
পারস্য	৮৮,০০,০০০
আফগানিস্তান	৪৭,০০,০০০
পশ্চিম তাতার	৬০,০০,০০০
পূর্ব্ব তাতার ও তিব্বত	২৮,০০০
চীন	২০০,০০,০০০
আমুর প্রদেশ	৪,০০,০০০
সাইবিরিয়া	২৩,০০,০০০
নেপাল	১,০০০
এসিয়া মাইনর	৭২,০০,০০০
আর্ম্মেনিয়া ও কুর্দ্দিস্থান	১৮,০০,০০০
	৫৪২৯,০০০

	জের ৫৮৪২৯,০০০
মেছোপোটেমিয়া	১২,০০,০০০
ছিরিয়া	১০,০০,০০০
শায়াম (শ্যাম)	১০,০০,০০০
কাম্বোডিয়া	৪০,০০০
আনাম	৩,০০,০০০
কোচিন	৩,০০,০০০
টঙ্কিন	৬,০০,০০০
সিংহল	২,৫০,০০০
ফিলিপাইন	৩,০০,০০০
ছিলিবিছ	১০,০০,০০০
বোর্ণিও	৪,০০,০০০
যাবা	৩০০,০০,০০০
সুমাত্রা	৩২,০০,০০০
ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট	৪,০০,০০০
মালয় উপদ্বীপ	৬,০০,০০০
আন্দামান নিকোবর	৪,০০০
মালদ্বীপ	৩০,০০০
সাইপ্রস	৫০,০০০
সকোত্রা	৭০,০০০
ইন্দুচীন	১১,০০,০০০
জাপান	২০০
ফরমোছা	২৫,০০০
ভারতবর্ষ	৬৬৬,০০,০০০
	১৬৬৮,৯৮,২০০

"The Muhammadan World of To-day" নামক পুস্তক হইতে পৃথিবীর মোট মোছলেম সংখ্যা গৃহীত।

য়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া

—:*:-

য়ুরোপ	মোছলেম সংখ্যা
য়ুরোপীয় রুশিয়া	৩৫,০০,০০০
" তুরস্ক	৩২,০০,০০০
বুলগেরিয়া	৬,০০,০০০
রুমানিয়া	৪০,০০০
সার্ভিয়া	১৪,০০০
মণ্টেনিগ্রো	১৪,০০০
আলবেনিয়া	৩,০০,০০০
গ্রীস	২৪,০০০
ক্রীট	২৮,০০০
বসনিয়া ও হার্জ্জগভেনিয়া	৬,০০,০০০
অষ্ট্রিয়া	১,৫০০
	৮৩,২১,৫০০

আমেরিকা	
উত্তর আমেরিকা	৮,০০০
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	১,৫০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	২,০০,০০০
মোট	৮৬,৭৯,৫০০

আফ্রিকা

	জের ৮৬৭৯,৫০০
মেছের	১০০,০০,০০০
মরক্কো	৩১,০০,০০০
ত্রিপলি	১২,০০,০০০
টিউনিছ	১৭,০০,০০০
আলজেরিয়া	৪০,০০,০০০
রাইও ডিজেনেরো	১,৩০,০০০
ছোমালি ল্যাণ্ড	৮,০০,০০০
ইরিট্রিয়া	১,৫০,০০০
আবিছিনিয়া (হাবছ)	৫,০০,০০০
ব্রিটিশ আফ্রিকা	৭,০০,০০০
সুদান	১০,০০,০০০
গিনি উপকূল	৩০০,০০,০০০
জাঞ্জিবার	২,০০,০০০
জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৫,০০,০০০
পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৬০,০০০
মধ্য আফ্রিকা	১,০০,০০০
কঙ্গো	৩০,০০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০,০০০
মাদাগাস্কার	৭০,০০০
	৬৫৯০৯,৫০০

	জের ৬৫৯০৯,৫০০
কমরো	৫০,০০০
মরিছছ	৪০,০০০
রিউনিয়ন	১৫,০০০
	৫৭৩,৬৫,০০০

শাসন অনুসারে মোছলেম সংখ্যা

১।	মোছলমান রাজ্যের অধিকৃত	২২০,০০,০০০
২।	তুরস্কের অধিকৃত	১৬০,০০,০০০
৩।	খৃষ্টান রাজ্যের অধিকৃত	১৬৩০,০০,০০০
৪।	অন্যান্য রাজ্যের অধিকৃত	৩২০,০০,০০০
	সমষ্টি	২৩৩০,০০,০০০

ভাষা অনুসারে মোছলেম সংখ্যা

১।	চীন ভাষী	৩১০,০০,০০০
২।	আরবী	৪৫০,০০,০০০
৩।	পারশী	৯০,০০,০০০
৪।	উর্দ্দু, বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা	৬৩০,০০,০০০
৫।	তুর্কী ভাষী	১৫০,০০,০০০
৬।	মালয়ান ভাষী	৩০০,০০,০০০
৭।	আফ্রিকান ভাষী	৩২০,০০,০০০
৮।	শ্লেভানিক ভাষী	৮০,০০,০০০
	সমষ্টি	২৩৩০,০০,০০০

পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকসংখ্যা দেওয়া কষ্টসাধ্য। অধিকাংশ দেশের বর্ত্তমান আদমসুমারীর সংখ্যা হস্তগত হয় নাই। আবার কোন দেশে বিশেষতঃ মোছলেম দেশে আদম সুমারী লওয়া হয় না বা বহু দিন লওয়া হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যার একের চতুর্থ অংশের অধিক মোছলেম। কোন কোন পুস্তকে মোছলেম সংখ্যা ৪০ কোটি প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সন্ধির পর যখন ভারতীয় মোছলমানের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তখনও এই সংখ্যাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশ অনুসারে উহার সঠিক বিভাগ পাওয়া যায় না। Encyclopedea of Islam নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান কালের কয়েকটি দেশের মোছলেম সংখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মোছলেম সংখ্যা পাওয়া যায় না। Statesmanএর Year Bookএ যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাও যথেষ্ট নহে। এসিয়াটিক সোসাইটিও প্রত্যেক দেশের বর্ত্তমান মোছলেম সংখ্যা দিতে অক্ষম। পাদরী ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মোছলেম সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও মতে মোছলেম সংখ্যা ২৫ কোটি, কাহারও মতে ২৩ কোটি, আবার কাহারও মতে ইহা অপেক্ষাও কম। মোছলেম সার্ভে কমিটি বলেন যে, খৃষ্টানগণ মোছলেম সংখ্যা ন্যূনতর দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পাদরী হোয়েরী প্রভৃতি লেখকগণ প্রণীত Muhammadan World of To-day নামক গ্রন্থে যে সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইল; সুতরাং এই পুস্তকে যে সংখ্যা প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্নাংশের বিভিন্ন ধর্ম্মের মাত্র মোটামুটি সংখ্যা বিভাগ উপলব্ধি করা যাইবে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর মানব সংখ্যা নির্দ্ধারণ এই পুস্তকের লক্ষ্য নহে। কেবল মাত্র বিভিন্ন দেশে মোছলেম জাতির বিস্তৃতির একটী সাধারণ বিবরণ পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করাই গ্রন্থকারের

উদ্দেশ্য, সুতরাং এই সম্বন্ধে যদি কোন ভ্রম থাকে, পাঠকবর্গ সেই ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, মোছলেমগণ পৃথিবীর সর্ব্বাংশে যেরূপ বিক্ষিপ্ত, কোন জাতি কোন ধর্ম্ম তদ্রূপ বিস্তার লাভে সমর্থ হয় নাই। মোছলেমগণ ছয় শত বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে যে ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, কোন জাতি এযাবৎ তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইছলামের সভ্যতাই ইহার একমাত্র কারণ। মোছলেম ব্যতীত কোন জাতির প্রাচীন ইতিহাস সহজলভ্য নহে। ইতিহাসই ইহার প্রধান সাক্ষী। যখন পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাস গঠিত হয় নাই, তখনও মোছলেমগণ শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প বাণিজ্য, শিষ্টাচার, সভ্যতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে প্রাচীন ভূভাগের কেন্দ্রভূমি হইতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের ইতিহাস মোছলেম [illegible] হইতে আরম্ভ। মেছের, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, চীন অতি প্রাচীন হইলেও ইহাদের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত শুধু আকারে সংগৃহীত হয় নাই। সাধারণতঃ এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, ইছরাইল বংশীয়দের ইতিহাস আরবদিগের সহিত জড়িত। জোরহাম ও ইছমাইল বংশ পৃথিবীর অতি প্রাচীন কালে এসিয়া মাইনরে বসবাস করিত। উহাদের পৈতৃক ইতিহাস প্রাচীন ইছরাইলী ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। যখন বৌদ্ধ, জৈন, জারদস্ত, ইত্যাদি ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, তখনও ইছরাইলী বা প্রাচীন ইছলাম প্রবর্ত্তিত ছিল। যখন পৃথিবীর অধিবাসিগণ কেবল মাত্র প্রাচীন ভূভাগের মধ্যভাগে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন আরব, এসিয়া মাইনর ও মেছের-বাসীরা প্রাচীন জাতি-মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ছিল। দুঃখের বিষয়, মোছলেম ইতিহাস অতি প্রাচীন হইলেও এ যাবৎ লোক সমক্ষে ইহার ইতিহাস সম্যক্ প্রদত্ত হয় নাই। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা সহজলভ্য বা সহজবোধ্য নহে। যদি সত্যই ধর্ম্মের স্থায়ী-

ত্বের পরিচায়ক হয়, তবে নিশ্চয়ই ইছলাম ইহার পূর্ব্ব গৌরব পুনরধিকার করিতে সক্ষম হইবে এবং জগৎ ইহাদের সমগ্র ইতিহাস অবগত হইতে পারিবে।

প্রচলিত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, অতি আদিম কালে ইরাণী, তুরাণী ও হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য এসিয়া হইতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু যখন উহারা মধ্য এসিয়া হইতে প্রথম নির্গত হয়, তাহারও বহু পূর্ব্বে জোরহাম ও ইছমাইলী বংশীয়গণ মধ্যএসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। উহারা পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে আরব ও আবিসিনিয়ায় কেন্দ্রীভূত ছিল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস আরব ও আসিরিয়া হইতে উৎপন্ন, ইরাণ বা হিন্দুস্থান হইতে নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

উপসংহার।

প্রাচীন ভূভাগের জাতিনিচয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

গ্রীস ও রোম—গ্রীসের ইতিহাস খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্বে কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই, কেবল মাত্র ট্রয় অবরোধ প্রভৃতি বিষয়ক উপকথা প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি হোমার হইতে গ্রীসের রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে গ্রীস, সম্ভ্রান্তমণ্ডলীর সাহায্যে রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইত। গ্রীস Helles নামে অভিহিত হইত এবং কয়েকটী রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। গ্রীকগণ ইতালী, ছিছিলি, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিত। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বসবাস ছিল। এথেন্স নগরে গ্রীক সভ্যতা বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল। দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটো (৩৮৭—৩৪৭ খৃঃ পূঃ), এরিষ্টোটল (৩৮৪—৩২২ খৃঃ পূঃ) ও সক্রেটিসের (৪৬৯—৩৯৯ খৃঃ পূঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসের সহিত পারস্যের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে মারাথনের যুদ্ধে পারসিকরাজ দারায়ুস গ্রীক সৈন্য কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে দারায়ুস পুত্র জাঁরাক্সিস গ্রীক সৈন্যদিগকে হঠাইয়া দেন বটে কিন্তু পর

বৎসর থার্ম্মাপলীর যুদ্ধে পারসিকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তৎপরে গ্রীসে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। এক দল স্পার্টা, অন্য দল এথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করে। এই বিরোধ গ্রীসের রাজনীতিক উন্নতির অন্তরায়ের কারণ হয়। তৎপরে পিলোপনিশিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং গ্রীক সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। স্পার্টা পারস্যের সাহায্যে এথেন্স অবরোধ করিলে খৃঃ পূঃ ৪০৫ অব্দে এথেন্স আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে গ্রীকগণ হীনবল হইয়া পড়ে এবং ৬০ বৎসর মধ্যে গ্রীস ম্যাসিদন রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে।

খৃঃ পূঃ ৩৫৯ অব্দে ম্যাসিদন অধিপতি ফিলিপ সিংহাসন অধিকার করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩৩৮ অব্দে ফিলিপ পুত্র আলেকজাণ্ডার ম্যাসিদনের রাজা হন। ইঁহারই রাজত্বকালে ম্যাসিদন ও গ্রীক সৈন্য পশ্চিম এসিয়া অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছে। খৃঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দে এসিয়া মাইনরের সমগ্র পশ্চিম উপকূল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। তথা হইতে তিনি ছিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পর বৎসর পারসিক সৈন্যকে পরাজিত করেন। তৎপরে আলেকজাণ্ডার মেছরে পৌছিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। আলেকজাণ্ডার মেছোপটিমিয়ায় উপস্থিত হইয়া আরাবেলা যুদ্ধক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে বিশাল পারস্যবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। বেবিলন, সুছা, পারছেপেলিস (পারস্যের প্রাচীন রাজধানী) একে একে হস্তগত হয়। তৎপরে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—ম্যাসিদন, মেছর-ছিরিয়া। এতদ্ব্যতীত এসিয়া মাইনর, থেস, গ্রীস,

ও ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনবিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। টলেমিগণ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত মেছরে রাজত্ব করিয়াছিল। ছিরিয়া ছেলুকছ ও তাহার স্থলবর্ত্তিগণের শাসনাধীন ছিল।

খৃঃ পূঃ ১৬৮ অব্দে ম্যাসিদনের শেষ রাজা পারসিয়াস কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। সেই সময় হইতে রোমক সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। খৃঃ পূঃ ১৪৭ অব্দে ম্যাসিদন রোমক সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে।

ফ্রান্স, জার্ম্মাণী বার্গাণ্ডি ও অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহ—ফ্রান্সের ইতিহাস রোমক বিজয়ের পর হইতেই আরম্ভ। খৃঃ পূঃ ৫৯—৫১ অব্দে জুলিয়াছ ছিজার ফ্রান্স জয় করিয়া উহা রোমক রাজ্যভুক্ত করেন। ফরাসিগণ ক্রমে ক্রমে রোমের আইন, ভাষা ও রীতিনীতি গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত 'গল' রোমক প্রদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। ৪র্থ শতাব্দীতে ইহা রোমক রাজ্য মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

বার্গাণ্ডিয়ান, ভিসিগথ, ও ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জর্ম্মাণগণ ৬ষ্ঠ—৮ম শতাব্দীতে গল অধিকার করত সভ্যতা ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে। তৎপরে ভাণ্ডাল-আলানি স্যাক্সন প্রভৃতি যাযাবর দল এই দেশের উপর দিয়া অতিক্রম করে। ইহাদের কেহ কেহ চলিয়া যায় এবং কেহ কেহ অবস্থান করে। ইহারা ক্রমে বসবাস করিতে করিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বলশালী হইয়া উঠে। ইহারাই সভ্য ইংরেজ জাতির পূর্ব্বপুরুষ, ইহাদের বীর্য্য ও স্বাধীনপ্রিয়তা রোমক সুশাসন ও সুব্যবস্থা দ্বারা সংযত হইয়া নূতন ক্ষমতার সৃষ্টি করে এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার সূচনা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বার্গাণ্ডি ও বর্ত্তমান জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়া, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুশিয়া ও পোলাণ্ড, ষোড়শ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়া ও সুইজারলণ্ড এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রুশিয়া রাজ্য স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান য়ূরোপীয় সভ্য দেশগুলি ছারাছেন সাম্রাজ্যের বহু পরে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। যখন আরবগণ সভ্যতার উচ্চশিখরে আসীন তখন বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে মরক্কো, তুরস্ক, মেছর, এসিয়া মাইনর, আরব, পারস্য ও আফগানিস্তানে মোছলেম শাসন অক্ষুণ্ণ আছে। যে মোছলেম ইতিহাস চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার গৌরব এখনও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিচিত। যে ইছলাম চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন জগতে সনাতন ধর্ম্মের প্রথম প্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল, তাহা এখনও সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট। পৃথিবীতে কোন আদিম ধর্ম্ম ইছলামের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত বা অসঙ্কুচিত পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন ভারত—যীশু খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্য এসিয়া হইতে কয়েক দল লোক ইরাণ ও সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। যে দল সিন্ধু দেশে উপনিবিষ্ট হয়, তাহারা হিন্দুগণের পূর্ব্ব পুরুষ। ইহাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে তাহারা গঙ্গার উপত্যকা ভূমিতে প্রবেশ করে। খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে তাহাদিগের দ্বারা মগধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহদ্রথ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তদীয় বংশের ৩০ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয় রাজগৃহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে পরলোক গমন করেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে কুরু বংশের উদ্ভব হয়। এই বংশ গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করে। তত্রত্য অধিবাসিগণ ক্রমে কোশল, অঙ্গ, বিদেহ ও মগধ

প্রভৃতি যমুনার উপত্যকাস্থ স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করে। তৎপরে পাণ্ডুবংশ পঞ্চালদিগের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে। কৌরবগণ খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে পরাজিত হয় এবং পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করে। এই বংশ ত্রিশ পুরুষ পর্য্যন্ত হস্তিনাপুরে রাজত্ব করে। কোশল রাজ্য মগধ রাজ্যের কিছুকাল পরে গঠিত। মনু কোশল বংশের প্রথম রাজা বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার পর এই বংশের ১১৬ জন নৃপতি খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে প্রদ্যোৎবংশ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করে। খৃঃ পূঃ ৬৬৫ অব্দে শিশুনাগ বংশ ইহাদের স্থান অধিকার করে। খৃঃ পূঃ ৬০৩ অব্দে এই বংশের রাজা বিম্বিসার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মানুসারে মগধ প্রদেশে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে অজাতশত্রু তৎপদে অভিষিক্ত হন।

খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদ সংগৃহীত হয়। উহাতে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত আছে। মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস। মহাভারতে ও রামায়ণে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আছে। 'রামচন্দ্র অযোধ্যার জনৈক চরিত্রবান রাজা। তিনি দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে পিতৃ-আজ্ঞা পালন হেতু চতুর্দ্দশ বর্ষকাল পত্নী সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সীতার উদ্ধারহেতু লঙ্কাধিপতি রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘটে। কৃষ্ণ যমুনা তীরে মথুরার রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি জনৈক গোপের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারা বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্তঃশত্রুগণকে দমন করিয়া রাজ্য পুনরধিকার করেন, কিন্তু বহির্দ্দেশীয় শত্রু কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারকায় হেজরত করিতে বাধ্য হন।

তিনি অবশেষে পাণ্ডুবংশের মিত্র স্বরূপ কৌরবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণ এই যুদ্ধে জয় লাভ করেন।

খৃঃ পূঃ ৫৬০ অব্দে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ সিন্ধুদেশের বদ্বীপ হইতে কোশল দেশে হেজরত করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫৩২ অব্দে সিদ্ধার্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। খৃঃ পূঃ ৫২২ অব্দে তিনি বারাণসীতে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন এবং বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। তিনি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি দ্বারা নির্ব্বাণে পৌঁছিবার শিক্ষা প্রদান করেন। শৈব ও বৈষ্ণব-মতের প্রাধান্য বশত ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সিংহল, তিব্বত, চীন ও শুণ্ডদ্বীপপুঞ্জে ইহার বিশেষ প্রসার হয়। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু ঘটে।

খৃঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে পাণ্ডুবংশের অবসান হয় এবং পঞ্চাল ও শূরসেন মগধরাজের অধিকৃত হয়। খৃঃ পূঃ ৪০৩ অব্দে নন্দ এক দল সৈন্য সাহায্যে পাটলী পুত্র বিধ্বস্ত করিয়া তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার বংশধরগণ খৃঃ পূঃ ৩৪০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে মগধরাজ-ক্ষমতা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। খৃঃ পূঃ ৩০৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ৩০ দিন অবরোধের পর পুষ্কল অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি সিন্ধু অতিক্রম করেন। তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তা মফিছ এবং কাশ্মীররাজ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। তৎপরে তিনি বিতস্তা (ঝেলাম) তীরে উপস্থিত হন এবং পুরু সৈন্যের সম্মুখীন হন। আলেকজাণ্ডার জয় লাভ করিয়া তথা হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু পর্য্যন্ত যাত্রা করেন। তিনি পাঞ্জাবও অধিকার করেন। তৎপরে ৮০,০০০ হাজার লোকসহ পারস্যে গমন করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা পুরু সিন্ধুর নিম্নভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দে গ্রীক ডিডিমাছ

কর্তৃক পুরু নিহত হন। তাঁহার হত্যার পর চন্দ্রগুপ্ত স্বদেশবাসিদিগকে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকেন। সকলে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিল। খৃঃ পূঃ ৩১৭ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে উহা অধিকারপূর্ব্বক খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হইতে মৌর্য্যবংশের সৃষ্টি হয়। খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে ছেলুকছ পাঞ্জাবে গ্রীক প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। খৃঃ পূঃ ২৯১ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বিন্দুসার পুত্র অশোক খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দে মগধের রাজা হন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। সিংহল-রাজ দেবপ্রিয়ও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

অশোকের সময় মগধ রাজ্য, সৌরাষ্ট্র (গুজরাট), উড়িষ্যা, কলিঙ্গ এবং দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অশোকের পুত্রের রাজত্বকালে বুদ্ধগয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃঃ পূঃ ১৭৮ অব্দে মৌর্য্যবংশের পতন হইলে শুঙ্গবংশ সিংহাসন লাভ করেন। এই বংশের পুষ্পমিত্র ও অগ্নিমিত্র ৩০ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন।

খৃঃ পূঃ ১৪৮ অব্দে গুপ্তবংশ ইহাদের স্থান অধিকার করেন। শক-দিগের অধিকারের কোন প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরাকালে বহুসংখ্যক শক পাঞ্জাবে বসবাস করিত। তাহাদেরই সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য ও পূর্ব্ব এসিয়ায় বিস্তৃত হয়। ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকগণ বিস্তৃত ভূভাগের উপর কর্তৃত্ব করিত। শক সাম্রাজ্যে কনিষ্ক ও তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ ভারতের রাজা শালিবাহন শকদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে শকদের পতন আরম্ভ হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইছলাম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই তিনটী ধর্ম্মের প্রচলন ছিল।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসবান। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন কোন সম্প্রদায় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব ও প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধগণ বেদ বা পুরাণ মান্য করে না। ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই। ভিক্ষুগণ চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করেন। বৌদ্ধগণ সাধুদিগের দেহাবশেষের উপর বহুব্যয়সাধ্য স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করে। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত। হিন্দু বা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করে।

জৈনগণও বৌদ্ধদিগের ন্যায় বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া মান্য করে না। ইহারা সাধুদিগের পূজা করে। ইহারা যাজকশ্রেণীর বংশক্রম মান্য করে না। ইহারা বর্ণ বিভাগকে প্রশ্রয় দেয়।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে মোছলেমগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতে উপস্থিত হয়। খলিফা ওছমান বোম্বাই উপকূলে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। ৬৬২ ও ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু দেশে অভিযান প্রেরিত হয়। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ-বিন-কাছেম সিন্ধু দেশ আক্রমণ করিয়া সিন্ধুনদের উপত্যকা ভূমিতে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন। হিন্দুরাজ দাহের পরাস্ত ও নিহত হন। ৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজপুতগণ সিন্ধুদেশ পুনরুদ্ধার করে। তৎপরে ৯৭৭ খৃঃ হইতে ১১৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব-প্রদেশ ছারাছেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১১৯৯ খৃঃ অব্দে মোছলেমগণ বিহার এবং ১২০৩ অব্দে নিম্নবঙ্গ অধিকার করে। ১২৯৫ খৃঃ অব্দে হইতে ১৩১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারত মোছলেমদিগের করতলগত হয়। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে বাবর পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫২৬ খৃঃ অব্দে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ইছলামের প্রারম্ভে বৃটেনের অবস্থা—প্রাচীন বৃটনগণ ধর্ম্মে কোন বিশ্বাস রাখিত না, তাহাদের উপাসনার জন্য কোন গীর্জ্জা ছিল না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে ঈশ্বর অবস্থিতি করেন। তাহাদিগের অধিকাংশ কৃষি ও মৎস্যজীবী ছিল। এই সময় য়ুরোপীয় জাতিগণ মধ্যে রোমক ও গ্রীকগণই সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। রোমকগণই বৃটেন অধিকার করিয়া শিক্ষা ও ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিল। লেডী ক্যাল্‌কট্‌ লিখিয়াছেন, "প্রাচীন কালে বৃটেনের প্রত্যেক দেশে শ্বেত ক্রীতদাস দৃষ্টিগোচর হইত। আইন দ্বারা শ্বেত ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হইলে কৃষ্ণকায় আদিম বৃটেনবাসিদিগকে দাসরূপে নিযুক্ত করা হইত। দিনেমারগণ দাসত্ব প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। * * * যুদ্ধে বন্দীকৃত লোকদিগকে দাসরূপে নিযুক্ত করা দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। ইহাও সঙ্গত বিবেচিত হইত যে, দেশের যে সমস্ত লোক দরিদ্র এবং যাহারা স্বীয় সন্তান সন্ততিদিগকে খোরাক পোষাক দিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে দাসত্বে গ্রহণ করা যাইতে পারে।" ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন কালে ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। অসভ্য স্কট ও পীকৃট্‌ এবং লুণ্ঠনপ্রিয় দিনেমারগণ ইংলণ্ডে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে শান্তির সূত্রপাত হয়; ইতিপূর্ব্বে বৃটেন দস্যুতা ও লুণ্ঠনের লীলাক্ষেত্র ছিল।

প্রাচীন কালে বৃটন জাতিকে 'হিদেন' বা অসভ্য জাতি বলা হইত। খৃষ্টান, ইহুদী ও মোছলেম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকে এই আখ্যা দেওয়া হইত।

প্রাচীন জাপান—জাপান একটী প্রাচীন জাতি হইলেও ইহার অবস্থা সকলের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। দশম শতাব্দীতে জাপানে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত হয়। যে জাপান বর্ত্তমান কালে এসিয়ার

মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গৃহীত, সেই জাপান মোছলেমদিগের অভ্যুদয় কালে অশিক্ষিত ও অপরিচিত ছিল।

প্রাচীন আরব—কথিত আছে, প্রাচীন কালে কয়েক দল আরববাসী দেশান্তরিত হইয়া মেছোপোটেমিয়া ও শ্যামদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের আর এক দল খৃঃ পূঃ -৫০০ অব্দে মধ্য এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারা প্রাচীন সভ্যতা দক্ষিণ আরব হইতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়া মোগল, তুর্কী ও আফগান জাতি সভ্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়াছিল। মেছের, পারস্য ও স্পেন প্রভৃতি দেশে আরবগণ কর্তৃক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল।

মধ্য যুগে মোছলেমদিগের সমক্ষে পৃথিবীর কোন জাতিই সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মোছলেমগণ ধর্ম্মনীতি, শিক্ষা ও সভ্যতার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও পৃথিবীর কোন জাতি তাহার সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হয় নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাচীন মোছলেম ইতিহাস ভারতবাসীর সম্পূর্ণ অবিদিত। মোগল সম্রাটগণই আমাদের একমাত্র আদর্শ পুরুষ বলিয়া গৃহীত। ছারাছেনগণ সভ্যতার আলোকে সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়াছিল। কোন জাতি কোন কালে এইরূপ দক্ষতার সহিত একাদিক্রমে এত সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিতে সক্ষম হয় নাই।

ম্লেচ্ছ ও যবন—হিন্দু ইতিহাসে যবনদিগের আক্রমণের উল্লেখ আছে। কথিত আছে, ইহারা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, ঐ সময়ে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্মও হয় নাই। সুতরাং মোছলেমদিগের প্রতি ঐ শব্দের আরোপ অর্ব্বাচীনতামূলক। সম্ভবতঃ গ্রীকদিগকে এই আখ্যা প্রদত্ত হইত।

সময়ের আবর্ত্তনে আজকাল হিন্দুগণ মোছলেমদিগের প্রতি ম্লেচ্ছ ও যবন প্রভৃতি নানা অবজ্ঞাসূচক আখ্যা প্রদান করে। যখন মোছলেম সভ্যতার পতাকা প্রাচীন ভূভাগের সর্ব্বত্র উড্ডীন হইয়াছিল, যখন দুর্দ্দান্ত রোমক ও গ্রীকদিগের যশঃগৌরব তিরোহিত হইতেছিল, তখন ম্লেচ ও য়ূনান (ইউনান) বাসী গ্রীকদিগকে 'যবন' আখ্যা প্রদত্ত হইত। ইহারা সমুদ্রপথে বাণিজ্য হেতু ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম উপকূলে হিন্দু অধিবাসীর সংস্পর্শে আসিয়াছিল। পরস্পরের আচার ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য হেতু হিন্দুগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগকে যবন ও ম্লেচ্ছ নামে আখ্যাত করিয়াছিল। গ্রীকগণ প্রাচীনকালে রাজ্য বিস্তার কবতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রোশেও সম্ভবতঃ উত্তর পশ্চিম ভারতীয়- হিন্দুগণ উহাদিগকে ঘৃণা সূচক আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। আজ কাল মোছলেমদিগের অবনতি হেতু হিন্দুগণ ঘৃণা প্রকাশার্থ তাহাদের প্রতি এই আখ্যা প্রয়োগ করে। অদৃষ্ট চক্রের ঘূর্ণনই ইহার একমাত্র কারণ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মোছলেম-গণ সর্ব্ব জাতির অগ্রণী হইয়াও যেরূপ ঘৃণিত আখ্যা অপর জাতিব প্রতি প্রয়োগ করে নাই, আজ দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদেরই প্রতি সেইরূপ আখ্যা প্রযুক্ত হইতেছে।

য়ুরোপের ঋণ—য়ুরোপ ইছলামের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী, কিন্তু তাহারা তাহা সরলভাবে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। যখন য়ুরোপ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, যখন য়ুরোপ সামন্ততন্ত্রাবলম্বী ছিল, তখন আরবগণ সভ্যতার উচ্চশিখরে উপনীত হইয়া সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানালোকে য়ুরোপীয় সমাজ চির অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। যে য়ুরোপ আজ শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গৌরব করে, সেই য়ুরোপ

এক কালে আরবদিগের নিকট হইতে জ্ঞান চর্চ্চা, সামাজিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল এবং ইছলামের অনুকরণ দ্বারাই বর্ত্তমান উন্নত স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইছলামের আলোক না পাইলে য়ুরোপ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। যেকালে য়ুরোপ গোঁড়ামি ও অনুদারতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, সেই কালে মোছলেমগণ উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। যে সময় রোম ও পারস্য হীনাবস্থায় কাল কাটাইতেছিল এবং য়ুরোপের অধিকাংশ স্থান বর্ব্বরতার গাঢ় তিমিরে আবৃত ছিল, সেই সময় খলিফাগণ শৌর্য্য বীর্য্যে পৃথিবী চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বিজিত ব্যক্তিদিগের প্রতি উদারতা ও দয়ালুতা ইছলাম বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল। যখন খৃষ্ট জগৎ সাম্প্রদায়িক কলহে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন ইছলাম ভ্রাতৃবৎসলতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিতেছিল। যখন খৃষ্ট জগৎ অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আবাসভূমি ছিল, যখন খৃষ্টীয় যাজকগণ একাধিপত্য স্থাপন করিয়া উৎপীড়ন দ্বারা মানব সমাজে অযথা ভীতি প্রচার করিতেছিল, তখন ইছলাম সকল মানবের সাধারণ অধিকারের তথ্য এবং সাম্য প্রচার দ্বারা পৃথিবীর বরণীয় হইয়াছিল। য়ুরোপের বর্ত্তমান গৌরবের মূল উৎস ইছলাম। দুঃখের বিষয়, য়ুরোপ তাহার ঋণের কথা ভুলিয়া গিয়া ইছলামের প্রতি কঠোর উক্তি প্রয়োগ করে। য়ুরোপ যে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে পোপ দ্বিতীয় পায়াছ এইরূপ লিখিয়াছেন, "খৃষ্ট জগতে প্রকৃত একতা নাই, পোপ কিংবা ছিজার যথোচিত সম্মান হইতে বঞ্চিত। প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজা, স্বতন্ত্র গৃহে স্বতন্ত্র কর্ত্তা। ইতালী বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, জেনোয়া বিবাদে জড়িত, ভেনিস তুর্কের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ, স্পেন বহু রাজার বাসভূমি, প্রত্যেকেরই

স্বতন্ত্রমত ও স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালী এবং স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। গ্রাণাডা যুদ্ধে বিব্রত, ফ্রান্স ইংলণ্ডের শত্রুতার জন্য অস্থির, ইংলণ্ড ফ্রান্সের উপর খরদৃষ্টি, জার্ম্মাণ একতাশূন্য ও ঝগড়া বিবাদে বিচলিত, বোহিমিয়া ও বার্গাণ্ডি পরস্পর রোষাবিষ্ট।" যখন সমগ্র য়ুরোপে এইরূপ অরাজকতা বিস্তৃত, তখন আরবদেশ দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। ওছামা, আবুওছমান, অলবেরুনি, আবু-আলি-এব্‌নে-ছিনা, এব্‌নে-রোশ্‌দ্‌, এব্‌নে বজ্জা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও তার্কিকগণ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপ যতই কেন ইছলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করুক না, কখনই প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃতি-স্রোতে ভাসাইয়া দিতে সক্ষম হইবে না। আল্ হজন্ দৃষ্টি-বিজ্ঞানের যে সকল নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদিগের ভ্রমাত্মক ধারণা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। ইমাম গজ্জালীর চিন্তাশীলতার পরিচয় মানব চিরকাল স্বীকার করিবে।

আব্বাছীয় খলিফাদিগের শাসনকালে মোছলেম জগৎ মনোবিজ্ঞানে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, খৃষ্টীয় ধর্ম্মোন্মত্ততা সহস্র সহস্র পুস্তক ধ্বংস করিয়াও তাহা পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতে সক্ষম হয় নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মে অবিশ্বাস হেতু ধর্ম্মের নামে যেরূপ পৈশাচিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, ইছলাম তদ্রূপ গর্হিত কার্য্যে কখনও সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই বা লিপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য মহাত্মা বার্থলোমিও ওয়াল ডেন্‌সেস ওএল্‌-বিগান্‌-সেস্ প্রভৃতির উপর যেরূপ নৃশংস হত্যার আদেশ প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসের একটী প্রধান কলঙ্ক মধ্যে পরিগণিত। কোন য়ুরোপবাসী ইছলামের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে স্বীয় অমূলক শত্রুতার প্রতি স্বতঃই ঘৃণা বোধ করিবে। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ না করিয়া বর্ত্তমান কালে ইছলামের

প্রতি যে সকল তীব্র সমালোচনা করা হয়, তাহা অর্ব্বাচীনতার পরিচয় মাত্র। ইছলাম প্রাচ্য দেশের যেরূপ উন্নতি সংসাধিত করিয়াছে, য়ুরোপ পাশ্চাত্য দেশে তাহার সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইছলাম কোটি কোটি মানবকে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইয়াছে, এসিয়া ও আফ্রিকার লোমহর্ষক নরবলি প্রথা উঠাইয়া সহৃদয়তা ও মার্জ্জিত আইনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বর্ব্বরতার পরিবর্ত্তে শিল্প বাণিজ্যের অনুশীলন করিয়াছে, প্রেতাত্মা পূজার পরিবর্ত্তে একেশ্বর উপাসনা ঘোষণা করিয়াছে। সামাজিক বীভৎস কাণ্ডের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বীজ বপন করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, ইছলাম পৃথিবীর ইতিহাসে যে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, মানব তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। খৃষ্ট ধর্ম্ম কখনও এইরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমান কালে ইছলামের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তাহা প্রাচীন কালীন ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পরিণতি মাত্র। ইছলাম যেরূপ অল্প সময়ে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছে আর কোন ধর্ম্ম সেরূপ পারে নাই। মধ্যযুগে যাজকশ্রেণী অসূয়া পরবশ হইয়া ইছলামের বিরুদ্ধে যে অনুদারতা প্রদর্শন করিয়াছিল, বর্ত্তমান য়ুরোপ তাহা ভুলিতে পারে নাই। যদি খৃষ্ট জগৎ নিরপেক্ষভাবে মোছলেম ইতিহাস পাঠ করে, তবে ইছলামের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

মেজর গ্লিন্ লিয়নার্ড বলিতেছেন, "আমি পূর্ব্ব দেশে সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব শ্রেণীর মোছলেম সংস্পর্শে আসিয়াছি এবং তাহাদিগকে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে ইছলামের উদার নীতি পালনে বিশেষ প্রয়াসী দেখিয়াছি। তাহারা ধর্ম্মশীল, বিশ্বাসী, সরল ও সহৃদয়। আত্ম সমর্পণই তাহাদের ধর্ম্ম। আফগান, আরব, বেলুচি, হিন্দুস্তানী, সোমালী, তুর্কী, মেছরবাসী, বার্ব্বার ও মালয়-বাসী সকলেই এক উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত, ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। যুদ্ধে বা শান্তি-

কালে, দুর্গে বা যুদ্ধক্ষেত্রে, স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তাহারা সর্ব্বদা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের পরিচয় দিতে সমর্থ, তাহারা অসম সাহসী, মৃত্যুর জন্য অসঙ্কুচিত, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি তাহাদের অটল ভক্তি, হজরত মোহাম্মদের প্রতি তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। আমি তাহাদের বিদ্যা, অসাধারণ ধর্ম্মবল ও প্রভুভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। তাহারা প্রকৃতই ইছলামের উপযোগী এবং ইছলাম তাহাদের উপযোগী। ইছলামের শক্তি বর্ব্বর মানবকেও অতি উচ্চ আদর্শে পরিণত করিতে সক্ষম, ইহা নিঃসন্দেহ।"

ইছলাম সভ্যতার উৎস—ইছলাম পৃথিবীতে যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল, সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। বিদ্বৎমণ্ডলী এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সমগ্র জগৎ একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ও একই নিয়মে পরিচালিত। পৃথিবীতে যে সকল জাতির অধিবাস আছে, সকলই সৃষ্টিকর্ত্তার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। প্রাচীন গ্রীকগণ চিরন্তন সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল। রোমক জাতি সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়াছিল। প্রাচ্য জাতি সমগ্র জগতে এক অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণে ব্রতী ছিল। গ্রীক ও রোমক সকলেই প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিল। মোছলেম দাসত্ব প্রথার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন করিয়া সামাজিক সুখ ও শান্তির বিধান করিয়াছিল। মোছলেম জাতির প্রচেষ্টা কেবল সমাজ ও দেশ লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল না। তাহারা বহুত্ব ভেদ করিয়া একত্বে পৌছিয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে নবশক্তির সঞ্চার করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ যে ধর্ম্মভাবের সূচনা করিয়াছিলেন, মোছলেমগণ তাহার সম্পূর্ণতা সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

মোছলেম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত দেশসমূহে সভ্যতার বীজ অনতিবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মোছলেমদিগের অনুপম কার্য্য-

দক্ষতা পৃথিবীর ইতিহাসের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। খৃষ্টীয় লেখকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টানগণকে দীর্ঘ রাজত্বের পরও বিজিত দেশের সভ্যতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মোছলেমগণ তাহাদের ভাষা ও কাব্য সঙ্গে লইয়া বিজিত দেশে প্রবেশ করত সভ্যতার আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে জাতি এককালে পৃথ্বীজয়ী ছিল, আজ সে জাতি ঘৃণিত ও নগণ্য আখ্যা প্রাপ্ত। যে ইছলাম ইব্রাহিমী, মুছায়ী ও ইছায়ী ধর্ম্মের সংস্কারক ও পরিপোষক, যে ইছলাম সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ, জেন্দ, আবেস্তা, তৌরাৎ ও ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যে ইছলামের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম ও ভারতীয় অন্যান্য আধুনিক ধর্ম্ম সংস্থাপিত, যে ইছলাম অদ্বৈতবাদ স্থাপয়িতা, যে ইছলাম সার্ব্বভৌমিকত্বের প্রতিষ্ঠাতা, যে ইছলাম স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক, যে ইছলাম যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রী-নায়িকা প্রেরণের পথপ্রদর্শক, আজ সেই ইছলাম বর্ত্তমান সভ্যজাতি সমক্ষে অনাদৃত এবং সেই ইছলাম আজ শিক্ষা ও সভ্যতার অন্তরায় বলিয়া গৃহীত, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! যে ইছলাম মধ্যযুগে তিমির মধ্যে আলোক-রশ্মি বিস্তার করিয়াছিল, সেই ইছলাম আজ খৃষ্টধর্ম্মের নিকট হেয়। যে ইছলাম বাণিজ্যের দ্বারা ভাগ্য ও সম্পদের পথ সুগম করিয়াছিল, সেই ইছলাম আজ সভ্য জগতের নিকট নগণ্য। যে ইছলাম মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া প্রাচীন ভূভাগকে বৈজ্ঞানিক বলের দ্বারা জাগরিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছিল, সেই ইছলাম ভারতবর্ষের নিকটও অনাদৃত। যে ইছলাম অগণিত শিক্ষা মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই ইছলাম আজ অসভ্য আখ্যা প্রাপ্ত। যে ইছলাম একতা ও ভ্রাতৃত্ববলে এবং ক্ষমাশীলতা ও দয়াপ্রবণতার গুণে সর্ব্বজাতির অগ্রণী ছিল, সেই ইছলাম আজ সকল জাতি হইতে অবনত বলিয়া নিন্দিত।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে মোছলেম ইতিহাসের সম্যক্ আলোচনা হয় না, তাই মোছলেমের কুৎসা সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। হারুণ-অর-রশিদের সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি স্থিরীকৃত হইয়াছিল, বোগদাদের জনৈক বৈজ্ঞানিক আলোকের গতি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; খন্দক যুদ্ধ প্রণালী হজরত মোহাম্মদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; ছোলতান ছালাহ্উদ্দিন অগ্নোৎসারক তোপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক আল্হাছন টলেমির "চক্ষু হইতে আলোক বিকীরণের" ভ্রান্তমত দূর করিয়াছিলেন এবং বায়ুর মধ্যে কিরণের বক্রপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মোছলেম বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে, উর্দ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের হ্রাস হয়, মাধ্যাকর্ষণ ও কৈশিক আকর্ষণ মোছলেম বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মোছলেমগণ প্রথমতঃ ব্যোমযান আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মোছলেমগণ রসায়ণ শাস্ত্র, স্থপতিবিদ্যা, বীজগণিত, চিকিৎসা বিদ্যার প্রবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, এই সমস্ত অবিসম্বাদিত সত্য তাহারা জানিয়াও স্বীকার করিতে চায় না। হায়! সময়ের কি বিপর্য্যয়, যে মোছলেমগণ বিদ্যানীতি, সদাচার ও সভ্যতার আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, আজ সেই মোছলেম জাতি অপর জাতি দ্বারা লাঞ্ছিত। হায়! ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন! যে 'আল্-হাম্রা' জগতে সুপ্রসিদ্ধ, যে 'আজহার' সর্ব্বত্র প্রশংসিত, যে 'দেওয়ানে আম' সর্ব্বজনবিদিত, যে তাজমহল প্রাসাদ মধ্যে অগ্রণী, তাহাদের নির্ম্মাতা আজ জগতে অনাদৃত।

মোছলেম সমাজে ব্যভিচার, মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া অতি বিরল। যে সকল কুপ্রথা য়ুরোপে অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত, ইছলাম অনায়াসে তাহা নিবারণ করিয়াছে। মোছলেম মিতাচার ও আত্মসংযম সম্বন্ধে কেবল বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, কার্য্যতঃও তাহার অনুসরণ

করে। বাল্যবিবাহের প্রশ্রয় দিলেও মোছলেম সামাজিক বিপ্লব হইতে দূরে থাকে। ইহাতে নৈতিক উন্নতির অন্তরায় ঘটে না। খৃষ্টীয় যাজক-শ্রেণী পুস্তক ও বক্তৃতা দ্বারা ইছলাম বিদ্বেষ বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম কখনও মোছলেম ধর্ম্মকে অপসারিত করিতে সক্ষম হইবে না। যদি ইছলামের অপবাদ পরিত্যাগ করিয়া পাদ্রিগণ স্বীয় সমাজের সহস্র পাপ ও কদাচারের প্রতিরোধ কল্পে সযত্ন হইতেন, তবে জগতের বহু কলুষকালিমা বিদূরিত হইত। ইছলাম কখনও অন্য ধর্ম্মের প্রতি শত্রুতাচরণ করে নাই, দুঃখের বিষয়, খৃষ্টধর্ম্ম তাহাকে শত্রু মধ্যে পরিগণিত করে। এই শত্রুতার ফলেই বহু যুদ্ধ, বহু হত্যা সংঘটিত হইয়াছে এবং সেই শত্রুতার ফলেই ক্রুছেড বা তথা কথিত ধর্ম্মযুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শার্লমেনের মৃত্যু এবং তদীয় বংশধরগণের রাজত্বের অবসান কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) সমগ্র য়ুরোপ খণ্ড অজ্ঞান-তমসায় সমাচ্ছন্ন ছিল। এই তিমির যুগে ইছলাম যখন মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, তখন অনর্থা তাহার গতিরোধ করিবার জন্য য়ুরোপ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইছলাম মানবকে সভ্যতার নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইছলামের এই চেষ্টায় সমগ্র ধর্ম্মের সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত ছিল। ইছলাম এমন কোন কার্য্য করে নাই, যাহার জন্য অন্য ধর্ম্মের অপ্রীতিকর হইতে পারে। হীন দৃষ্টি য়ুরোপ ইছলামকে সহায়তা না করিয়া পৃথিবীর উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত করিয়াছে। এই জন্য খৃষ্ট ধর্ম্ম চিরকাল ইছলামের নিকট দায়ী থাকিবে।

ইছলাম কার্য্যকরী ধর্ম্ম—ইছলাম কার্য্যকরী ধর্ম্ম। খৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় ইছলাম কুসংস্কার বা গোঁড়ামী পোষণ করে না। বর্ণের মালিন্য দোষে ইছলাম মহাপ্রভুর পথে যাইবার জন্য কাহাকেও বাধা

দেয় না। যুক্ত সাম্রাজ্যে বর্ণ লইয়া যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, মোছলেমদিগের মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন কালে যখন ইছলাম দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তখন খৃষ্ট ধর্ম্ম ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ইহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে কুণ্ঠিত হয় নাই, সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া ইছলামের বক্ষে তীক্ষ্ণ অসি চালনা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। যদি ইছলামের ন্যায় খৃষ্ট ধর্ম্ম সহ্য গুণ অবলম্বন করিত, তবে অচিরে সকলে ইহার সত্যতা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিত। খৃষ্ট ধর্ম্ম অন্যায় ভাবে মোছলেম ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া ইহার প্রতি অযথা কুৎসা প্রক্ষেপ করিয়াছে। বৃথা গালি বর্ষণ অর্ব্বাচীনতার কার্য্য। ইছলাম খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিলে অভিযোগের কারণ হইত। এই সম্বন্ধে য়ুরোপ মোছলেমের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সাধারণ মোছলেম নৈতিক জীবনে সাধারণ ইংরেজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ হইতে অনেক উন্নত।

আঁ হজরত কেবল মাত্র যে প্রতিভাশালী পয়গম্বর ছিলেন তাহা নহে, তিনি মানব-কুল-তিলক রাজশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি যে বলবতী আধ্যাত্মিক শক্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন পৃথিবীর সাম্প্রদায়িক বিভাগ উঠিয়া যাইবে এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সংঘটিত হইবে, তখন জগৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। অন্যান্য যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের অপেক্ষা তঁহার স্থান অতি উচ্চ। তাঁহার পূর্ব্বে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকের যে ধারণা ছিল, ইছলামের ধারণা তদপেক্ষা অতি উচ্চ, এমন কি বর্ত্তমান কালেও যে ধারণা প্রচলিত আছে এবং শত শত বৎসর পরেও যে ধারণা প্রবর্ত্তিত হইবে, ইছলাম তাহাদের সকলেরই আদর্শ থাকিবে।

ইছলাম আধুনিক ধর্ম্ম হইতেও আধুনিক। এই সমুচ্চ প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া আঁ হজরত আরবের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও দলকে একত্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে শক্তি মোছলেমদিগের মধ্যে নিহিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার পরবর্ত্তিগণ অতুলনীয় সামাজিক, মানসিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' এই মহাবাণী ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা তোরণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আরবগণ এক নবশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। তাহারা কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় একতার উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। আঁ হজরতের নম্রতা, সাধুতা ও পবিত্রতা অয়স্কান্ত মণির কাজ করিয়াছিল। সকলে এক অব্যক্ত প্রেরণার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। ইছলামই তাহাদের ধর্ম্ম, ইছলামই তাহাদের একমাত্র উপাস্য হইয়াছিল। য়ুরোপ ইছলামের নিকট প্রাধান্য বিস্তার করিতে অক্ষম। ইছলাম যেরূপ প্রভাব পৃথিবীতে বিস্তার করিয়াছে, খৃষ্টধর্ম্ম তদ্রূপ করিতে পারে নাই। ইছলামের ভ্রাতৃত্ব খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণীয়।

উদ্বোধন—ইছলাম খৃষ্ট-ধর্ম্মের ন্যায় বাক্ চতুরতার উপর নির্ভর করে না। তাই বলি, মোছলেম ভ্রাতৃবৃন্দ একবার জড়তা পরিহার কর, একবার নয়ন উন্মীলন কর, একবার "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু" এই সত্যবাণীর মর্য্যাদা রক্ষা কর, একবার পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া ইছলামের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ উদ্ধার করিতে ব্রতী হও। আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আবার পৃথিবী জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হউক, আবার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জড়তত্ত্বকে অপসারিত করুক, সকল ধর্ম্ম সকল জাতি একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর উন্নতি সাধনে তৎপর হউক। বিদ্বেষ, কলহ, পরশ্রী-কাতরতা চিরতরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হউক, আবার প্রকৃতি হাসুক, পাপ কালিমা পুণ্যের আলোকে বিদূরিত হউক, মঙ্গলময়ের নাম সর্ব্বত্র

সর্ব্বমুখে বিঘোষিত হউক, অসত্যের স্থলে সত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক, মানব প্রতি অণু-পরমাণুতে মহাশক্তির ক্রিয়া অনুভব করুক, এক কথায় ইছলামের গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হউক।

মোনাজাত—আয়! মালেকোল্ মোল্‌ক্! একবার চক্রের আবর্ত্তন কর, যেন ইছলাম প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়, যেন ইহুদি, খৃষ্টান ও হিন্দুজাতি প্রাচীন মোছলেম ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া মোছলেমদিগের আদি গৌরব ও প্রাধান্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, যেন প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূভাগ একমুখে ইছলামের তথ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়, যেন অদ্বৈতবাদ, প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে ঘোষিত হয়, যেন নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ চিরতরে বিলুপ্ত হয়, যেন এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এক মহারাষ্ট্রে গ্রথিত হয়, যেন সর্ব্বজাতি এক ঐশভাবে ভাবাপন্ন হইয়া দ্বেষ, হিংসা, অনাচার চিরতরে ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়, যেন জাগতিক সখ্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, মোছলেম পরস্পর জাগতিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন করিতে কৃতকার্য্য হয়, যেন পৃথিবী স্বর্গ আখ্যায় আখ্যাত হয়। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

প্রথম পরিশিষ্ট।

মোছলেম ইতিহাস বর্ণিত জাতি-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ফিনিশিয়ান—প্রাচীন সভ্য জগতে ফিনিশিয়ার স্থান অতি উচ্চ। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন ইহারা শিল্প, বাণিজ্য ও বুদ্ধিমত্তায় অগ্রণী ছিল। ফিনিশিয়ার প্রধান নগর ছিডন ও টায়ার ইতিহাস বিখ্যাত। প্রাচীন টায়ার পয়গম্বর দাউদ ও ছোলায়মানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে ফিনিশিয়াবাসিগণ কেনানে উপনিবেশ স্থাপন করে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বেবিলন-রাজ নেবুকাডনেজার ইহা অধিকার করেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইহা পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আফ্রিকার উত্তরকূলে অবস্থিত কার্থেজ নগর ফিনিশিয়ানদিগের একটী প্রধান উপনিবেশ ছিল। পূর্ব্বকালে আরব ও মেছরের সহিত ফিনিশিয়া বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল। প্রাচীন সভ্যতা ও ধন-সম্পদে ইহারা সকলেই সমুন্নত ছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় বর্ণমালা ফিনিশিয়ান বর্ণমালা হইতে অনুকৃত। ইংরাজী [এ, ই, জেড, এইচ, জে, কে, এল, এন্, ও, টি] বর্ণের সহিত ফিনিশিয়ানবর্ণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আক্ষেপের বিষয়, এই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে লুণ্ঠন, দস্যুতা ও দাস-প্রথার অবাধ প্রচলন ছিল।

বেবিলোনিয়ান—বেবিলোনিয়াবাসিগণও ছেমবংশসম্ভূত। ইহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রাচীন সভ্য-জাতির মধ্যে গণ্য। ইহারা সর্ব্ব প্রথমে ইউফ্রেতিস নদীর তীরে বসবাস করিত। বেবিলোনিয়া ইহাদের রাজধানী ছিল। ইহারা অতি পুরাকালে বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিকতা ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক হাম্মসওয়ার্থ বলেন, খৃঃ পূঃ ৩০০৮ অব্দে ইহারা আরব দেশ হইতে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় হেজরত করিয়াছিল।

এছিরিয়ান—এছিরিয়াবাসিগণ ছেমবংশসম্ভূত। ইহারা উত্তর মেছোপোটেমিয়ায় বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। নিনেভা উহার রাজধানী ছিল। খৃঃ পূঃ ৭১০ অব্দে ইহারা মেছের অধিকার করে। পৃথিবীর মধ্যে ইহাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এক শতাব্দী পরে এছিরিয়া মিডিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তদবধি ইহার স্বাধীনতা বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেনানী—কেনানবাসিগণ ছেম বংশ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন কালে ইহারা পেলেষ্টাইন ও মরিটোনিয়া উপকূলে বাস করিত। ধর্ম্ম-ভাবের জন্য ইহারা সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল।

কার্থেজেনিয়ান—খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে ফিনিশিয়াবাসিগণ কার্থেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। রোমকগণ খৃঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে ইহার ধ্বংস সাধন করে। ভূমধ্যসাগর মধ্যে কার্থেজ রোমের সমতুল্য সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। ইহার অধিবাসিগণ ছেম বংশসম্ভূত। ইহারা বাণিজ্যে তৎপর ছিল। হানিবল ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ছিলেন।

কপ্‌ট—ইহারা প্রাচীন মেছরবাসিগণের খৃষ্টান বংশধরগণ। ইহা-

দের আকৃতি নাতিদীর্ঘ এবং বর্ণ মলিন। ইহাদের মধ্যে মেছরের আদিম ভাষা এবং আচার-নীতি দৃষ্ট হয়। যখন মেছর গ্রীকদিগের শাসনাধীন ছিল, তখন আদিমবাসিগণ বড়ই নির্য্যাতিত হইত। উত্তর মেছরে গ্রীক প্রভুত্ব প্রবল ছিল; দক্ষিণ মেছরে আদিমবাসিগণ বাস করিত উহারা গ্রীকদিগের উৎপীড়নে এরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, যখন পারশিকগণ মেছরে উপস্থিত হয়, তখন উহারা উহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিল। তৎপরে পারশিকগণ প্রস্থান করিলে কপ্ট্‌গণ হিরাক্লিয়সের সৈন্য দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়াছিল। রাজা প্রজার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকায় মুসলমানগণ অতি সহজে মেছর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। খলিফা ওমর কেবলমাত্র ৪০০০ হাজার সৈন্যসহ আমীর আমরু (আমর-ইবনে-আছ্‌) কে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রীকগণ আলেকজেন্দ্রিয়ার দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ছিল। চৌদ্দ মাস পরে রোমক সৈন্য-গণ আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেশীয় খৃষ্টানগণ মোসলেমদিগকে অতি সম্মানের সহিত রাজপদে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

মেছ্‌রী—প্রাচীন মেছরবাসিগণ বাইবেলে মিজ্‌রেম নামে অভি-হিত। ইহারা অতি প্রাচীন সভ্যতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। মেছরের আদিম বাসিগণ বর্ত্তমান অরণ্যবাসিদিগের সমতুল্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম সহস্রাব্দে ইহারা হামবংশীয়গণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হয়। ইহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস ইহা-দের পিরামীড্‌ হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহারা যুদ্ধকুশল ও কৃষিজীবি ছিল; সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে ইহাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ছিরিয়া—প্রথমেই ইহা পার্থিয়ানদিগের অধিকারাধীন ছিল। তৎপরে সাপুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ওছামার নায়কত্বে ইহা মোছলেম-দিগের অধিকৃত হয়।

রোমকদিগের পতনের সহিত জেরুশালেম মোছলেমদিগের হস্তগত

হয়। মারোয়ানের রাজত্ব কালে এই স্থান হইতে বহু মোছলেম্ সৈন্য সংগৃহীত হয়। তৎপর ছিরিয়া ছেলজুক দিগের অধিকারে আইসে। পরে দানেশমন্দ বংশ দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রুশধারিগণ ইহা আক্রমণ করে। ইহার পর ছিরিয়া মামলুক্‌দিগের অধিকৃত হয়।

ফ্রেঙ্ক্‌—তৃতীয় শতাব্দীতে ইহারা রাইন নদীর তীরে বসবাস করিত; ইহারা টিউটন্ জাতি, জার্ম্মাণ শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহারা গল্ আক্রমণ করিয়া ক্লোভিসের নায়কত্বে ৪৮১—৫১১ সনে ফ্রাঙ্ক রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। বর্ত্তমান ফ্রান্স্ উক্ত রাজ্য হইতে উৎপন্ন। ইহারা স্বাধীনতাপ্রিয় ও যুদ্ধকুশল ছিল।

গল্—ছিজারের রাজত্বকালে গল্‌গণ ইউরোপের মধ্যভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদের নাম হইতে উক্ত দেশ গল্ বলিয়া অভিহিত হইত। ইহারা প্রাচীন বৃটনদিগের সমতুল্য ছিল। রোমকদিগের রাজত্বকালে গল্‌গণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ফ্রেঙ্ক্, বারগাণ্ডিয়ান্ ভিজ্‌গথ আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করে। বর্ত্তমান ফরাসীগণ ইহাদেরই বংশধর।

গথ্—ইহারা প্রাচীন টিউটন বংশসম্ভূত। ইহারা তৃতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপ ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহারা দুইটী বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্ব গথ্ বা অষ্ট্রগথ্, পশ্চিম গথ্ বা ভিছিগথ্। ইহারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিল। অষ্ট্রগথ্‌গণ কিছুকাল হুন্ বংশীয় আটীলার শাসনাধীন ছিল। পরে ইহারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়া ইতালী আক্রমণ করতঃ নূতন রাজত্ব স্থাপন করে। ৫৫২ খৃঃ অব্দে রোমকগণ কর্ত্তৃক ইহারা অধিকৃত হয় এবং তৎপরে ইহাদের ইতিহাস বিলুপ্ত হয়। ভিছিগথগণ হুনদিগের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া

দানিয়ুব নদী অতিক্রম করতঃ রোমক সাম্রাজ্যে আসিয়া অবস্থিতি করে এবং সৈনিক বিভাগ গঠনে সহায়তা করে। ৩৯৫ খৃঃ অব্দে ইহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং রোম আক্রমণ করে। তৎপরে ইহারা গলের দক্ষিণ অংশে এবং স্পেনে রাজত্ব স্থাপন করে। ছারাছিন্‌দিগের দ্বারা ইহারা পরে অধিকৃত হয়।

হুন্—হুন্‌গণ যাজাবর মোগল বংশসম্ভূত। ইহারা বল্‌গা ও উরলের নিকটবর্ত্তী স্থানে খৃষ্টীয় যুগের প্রথম ভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে ইহারা আটীলার নায়কত্বে গ্রীস্ ও গল্ আক্রমণ করে এবং এমন কি রোম্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহারা অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। ইহাদের আকৃতি যেরূপ কুৎসিত, প্রকৃতিও তদ্রূপ। আটীলার মৃত্যুর পর ৪৫৩ খৃঃ অব্দে হুন্‌গণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎপরে ইহারা বলগা প্রভৃতি অন্যান্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

হিব্রু (ইছরাইল)—ইছরাইলগণ প্রাচীন কেনান বংশসম্ভূত। ইহারা হজরত ইব্রাহিমের বংশ হইতে উৎপন্ন। খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ইহারা কেনান হইতে মেছোপটোমিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। তথা হইতে ইহারা মেছরে প্রব্রজন করে। ৭০ খৃঃ অব্দে রোমকগণ জেরুশালেম আক্রমণ করিলে ইহুদীগণ (এ সময় হইতে ইহারা ইহুদী নামে পরিচিত) পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিব্রুজাতি একেশ্বর (জিহোভা) পূজা করিত। তাঁহাকে ইহারা সমগ্র মানব ও প্রকৃতির একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা মনে করিত, কোন দেবতার পূজা করিত না। খৃঃ পূঃ ১৪৯৬ অব্দে মোজেস্ (হজরত মূছা আঃ) অরণ্য মধ্যে পরিব্রজন কালে সিনাই পর্ব্বতে ঐশ্বরিক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে একেশ্বর পূজার স্থলে মূর্ত্তি পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর পয়গম্বর হজরত দাউদ (আঃ) ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হন। ইনি খৃঃ

পূঃ ১০৫৬ হইতে ১০১৫ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার ক্ষমতা লোহিত সাগর হইতে ইউফ্রেতিস্ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়াছিল। ইহার পুত্র হজরত ছোলায়মান (আঃ) খৃঃ পূঃ ১০১৫ হইতে ৯৭৫ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি জেরুশালেমের প্রসিদ্ধ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। ইহার সময় ইহুদিগণ বিশেষ প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিপচক্—ইহারা তুর্কীজাতীয় মোগল শ্রেণীর শাখা বিশেষ। একাদশ শতাব্দীতে ইহাঁরা উরাল ও ডনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসবাস করিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিজ কানের পুত্র বতুকান ইহাদিগকে লইয়া সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ রুশিয়া অধিকার করেন। ১৩৯০ খৃঃ অঃ তায়মুর তাহা বিধ্বস্ত করেন।

কোরদ্—কোরদীস্থানের অধিবাসিগণ কোরদ্ নামে অভিহিত। ইহারা প্রথমে যাযাবর শ্রেণীভুক্ত ছিল, ক্রমে কৃষিজীবি হইয়া উঠে। ইহারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হওয়ায় ছোলতান ইহাদিগের সাহায্যে আরমেনিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। ইহারা আর্য্যংশ্বলিয়া পরিচিত।

মুর—মরিটেনিয়ার অধিবাসিগণ মুর নামে অভিহিত। বর্ত্তমান এলজিরিয়া ও মরক্কো ইহাদিগের বাসস্থান ছিল। ইহারা আরবের ছেম্ বংশ হইতে উৎপন্ন। মধ্যযুগে ইহারা স্পেন আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল, ইহারা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং যুদ্ধকুশল ছিল।

পারশী—জোরস্তার ধর্ম্মাবলম্বিগণ (যাহারা ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাস করে) এই নামে পরিচিত। ইহাদের অবশেষ এখনও পারস্যে বর্ত্তমান আছে।

পারশিক্—প্রাচীন পারশিকগণ আর্য্য ইরাণ বংশসম্ভূত। ইহারা সভ্য ও যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া বিদিত ছিল। খৃঃ পূঃ ৫৩৭ অব্দে ছাইরাছের নায়কত্বে ইহারা এবং ইহাদের পরবর্ত্তিগণ বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ৩২৪ অব্দে আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান তাহাজীক বংশীয়গণ ইহাদের বংশধর।

ছিথিয়ান্—ইহারা যাযাবর শ্রেণীভুক্ত ছিল। খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে ইহারা দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের বিশাল নিম্নভূমিতে গোচারণ ও লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা তীর ও বর্শা ব্যবহার করিত এবং শত্রুদিগের মাথার খুলি ইহাদের নিকট চায়ের পেয়ালা স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহারা মোগল জাতি হইতে উৎপন্ন। ইহারা এশিয়ায় কয়েকবার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং উত্তর ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল। উক্ত রাজত্ব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রাজপুতগণ ইহাদিগের বংশধর।

তাতার—বর্ত্তমান তাতারগণ রুষ সাম্রাজ্যের অধিবাসী। ইহারা তুর্কিজাতীয় মোগল শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। মাঞ্চু ভাষায় তাতার শব্দের অর্থ বর্শাধারী ও প্রব্রজনকারী। নবম শতাব্দীতে ইহারা মোগল নামে অভিহিত হয়। ইহারা দলে দলে চেঙ্গিজ কানের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করে এবং ইউরোপে কয়েকবার উপপ্লব উপস্থিত করে। ইউরোপীয়গণ ইহাদিগকে তার্তার বা তাতার নামে আখ্যাত করিয়াছিল।

মোগল—মোঙ্গোলিয়ার অধিবাসিগণ মোগল নামে অভিহিত ছিল। ইহারা মোঙ্গোলিয়া হইতে আসিয়া তুর্কীস্থানে বসবাস করে এবং তুরাণিদিগের সংস্রবে সভ্য ও শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠে. তুর্কীস্থান বা তুরান আর্য্যদিগের কেন্দ্র ভূমি ছিল। মোগলগণ তুরাণী নামে অভিহিত হইত। মোগল শব্দের অর্থ সাহসী। ইহারা যেমন ভীষণ তেমনি যুদ্ধপ্রিয় ছিল। পুরাকালে ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। চেঙ্গিজ কান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করিয়া ইহাদিগকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেন।

চেঙ্গিজ কান হইতে মোগল ইতিহাসের আরম্ভ। ইহার পিতা যাযাবর মোগল জাতির স্বাধীনতা সর্ব্ব-প্রথম সংঘটিত করেন। চল্লিশ সহস্র মোগল পরিবার ইঁহার অধীন ছিল। ১১৭৫ খৃঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ইনি বিস্তৃত মোগল রাজ্যের বুনিয়াদ্ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময়ে ইঁহার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর ছিল; ইহার নাম "তেমুজিন" ছিল। ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে এশিয়ার আলেক্‌জাণ্ডার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১২০৬ খৃঃ অব্দে একটি মহা-সভা আহুত হয়। ঐ সভা তেমুজিনকে "চেঙ্গিজ কান" (মহা প্রতাপশালী সম্রাট্) আখ্যা প্রদান করেন। ইঁহার সময়ে চীনের অধিকার আরম্ভ হয় এবং ইহার পৌত্রের রাজত্বকালে উহা সমাপ্ত হয়। ইহার রাজত্বকালে হিয়া, লিয়াটুং প্রভৃতি মোগল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খাসগড়, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি অধীনতা স্বীকার করে। খারিজমের শাহ মোগল বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ক্রমে আফগানিস্তান, জর্জিয়া, আজারবাইজান, দক্ষিণ রুষিয়া প্রভৃতি মোগল সম্রাটের হস্তগত হয়। ১২২৭ খৃঃ চেঙ্গিজ্ কানের মৃত্যু হয়।

চেঙ্গিজ কানের উইল অনুসারে ওগতাই সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। ইঁহার রাজত্ব কালে "কিং" (চীনের উত্তরার্দ্ধ) সাম্রাজ্য মোগল আধিপত্য স্বীকার করে। তৎপরে কোরিয়া হস্তগত হয়। জুজির পুত্র বাতু ইউরোপে অভিযান প্রেরণ করেন। মোগলগণ মস্কো ও নব্‌গোরদ্ প্রবেশ করিয়া হাঙ্গারিতে উপস্থিত হয়। হঠাৎ ওগতাইয়ের মৃত্যু হয়। ইউরোপ মোগল হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়। ১২৪১ খৃঃ ওগতাইয়ের মৃত্যুর পর তদীয় স্ত্রী "তুরাকীনা" জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে কয়েক বৎসর যাবত শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। ১২৪৬ খৃঃ ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধারণ সমিতি কর্ত্তৃক "খাকান" বলিয়া মনোনীত হন। ১২৪৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যুর পর তুলইয়ের বংশধরগণ রাজত্ব পরিচালন করেন। তুলইর পুত্র মঙ্গু কেরাকোরামে রাজ-

ধানী স্থাপন করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা খুবীলায়কে দক্ষিণ দেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে রাজধানী কেরাকোরাম হইতে পিকিনে স্থানান্তরিত হয়। অপর ভ্রাতা কালাবেগ পারস্যে প্রেরিত হয় এবং ঐ স্থানে তিনি স্বীয় রাজত্ব স্থাপন করেন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে মঙ্গুর মৃত্যু হয় এবং খুবিলায় "খাকান" মনোনীত হন। খুবিলায় মারকোপোলো কর্ত্তৃক প্রধান কান বা খান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দ খুবিলায় চীনের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন এবং খানবালো (Canbal)নামক স্থানে স্বীয় কোর্ট স্থাপন করেন। এই স্থান পিকিন নামে অভিহিত। ইহার পূর্ব্বতন রাজধানী কেরাকোরাম প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়; ক্রমে মোগল খাকানদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয়। ইহার ফলে চীন হস্তচ্যুত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের অবসানে চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে খুবিলায়ের বংশধরগণ চীনের বশ্যতা স্বীকার করেন।

তুর্কমান--তুর্কী যাযাবর জাতি কাস্পিয়ানের পূর্ব্ব ও অক্সাসের দক্ষিণস্থ অর্দ্ধানুর্ব্বর নিঃবৃক্ষ প্রান্তরে বাস করিত। পূর্ব্বে ইহাদের লুণ্ঠন বৃত্তি ছিল. ক্রমে ইহারা তুর্কীস্থানে আসিয়া শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠে। তুর্কীস্তান আর্য্যদিগের কেন্দ্রভূমি ছিল। ইহা তুরাণ নামে পূর্ব্বকালে অভিহিত হইত।

ছেলজুক--ছেলজুক তুর্কিগণ একাদশ শতাব্দীতে জেকজার্টেস তীরে বসবাস করিত। ইহারা পরে মধ্যএশিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। মোছলেম ইতিহাসে ছেলজুক তুর্কিদিগের স্থান অতি উচ্চ। খেলাফতের অবসানের সহিত ইহাদের আবির্ভাব হয়। যে মোছলেম সাম্রাজ্য নানা বংশে ও নানা বিভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সেই বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য ছেলজুকগণ একত্রীভূত করিয়াছিল। এই সাম্রাজ্য গঠনের পূর্ব্বে স্পেন ও আফ্রিকা বাগদাদের খেলাফত হইতে চ্যুত হইয়াছিল। ছিরিয়া ও মেছোপোটেমিয়া আরব সেনাপতিদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মেছের ফাতেমা বংশীয়দিগের

শাসনাধীন ছিল। পারস্য শিয়ামতাবলম্বী বুওয়ায় বংশীয় বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন বংশ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। যে সময়ে চতুর্দ্দিকে দ্বন্দ্ব ও বিপদ চলিতেছিল, সেই সময়েই ছেলজুক তুর্কিগণ ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নব ঐশীশক্তিবলে দিক্‌দিগন্ত অধিকার করিতেছিল। উহারা পারস্য, মেছোপোটেমিয়া, ছিরিয়া ও এশিয়া মাইনর অধিকার করিয়া আফগানিস্তান হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত মোছলেম এশিয়া পুনর্গঠন করিয়াছিল।

ছেলজুক সাম্রাজ্য জনৈক তুর্কমান সেনাপতি ছেলজুক কর্ত্তৃক গঠিত। ইনি তুর্কিস্তানের খানের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি দলবল সহ নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে বোখারার অন্তর্গত জেন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ইছলাম গ্রহণ করেন। ইনি ও ইঁহার পুত্রপৌত্রগণ ছামানদিগের যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে গজনবীদিগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খোরাছান অধিকার করেন। ১০৩৭ খৃঃ অব্দে ইনি মার্ভ নগরের এবং ইঁহার ভ্রাতা তোগরেল বেগ নেশাপুরের সিংহাসন অধিকার করেন। ক্রমে বল্‌খ, তাবারিস্তান, খারিজম, ইস্পাহান, হামাদান প্রভৃতি রাজ্যভুক্ত হয়। ১০৫৫ খৃঃ অব্দে তোগরেল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং খলিফা কর্ত্তৃক রাজধানীতে ছোলতান নামে ঘোষিত হন। ক্রমে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ এবং মেছেরের খেলাফত বিংশ বৎসর মধ্যে ছেলজুক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে এশিয়া মাইনর, মেছের ও পারস্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎপরে এই সাম্রাজ্যের ক্রমিক অঙ্গচ্ছেদ হইতে থাকে। ১১৫৭ খৃঃ অব্দে শেষ নৃপতি সঞ্জরের রাজত্ব কালে ছেলজুক সাম্রাজ্য কেবল মাত্র খোরাছানে সীমাবদ্ধ ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেছিল। আতাবেগগণ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে ওছমানীয় তুর্কিগণ উহাদের স্থান অধিকার করেন।

ছেলজুক সৈনিক বিভাগ তুর্কিদাস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ছেলজুক নৃপতিগণ বিশ্বস্ত দাসদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহারা মামলুক নামে পরিচিত ছিল। কর্ম্মকুশলতায় ইহারা ক্রমে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ছেলজুকগণ যখন দুর্ব্বল হইয়া উঠে, তখন মামলুকগণ ক্ষমতাশালী হইয়া পড়ে এবং ইহারা আতাবেগের নামে শাসনভার পরিচালন করিতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এনাটোলিয়া ব্যতীত সমগ্র ছেলজুক সাম্রাজ্য ইহাদের হস্তে হস্তান্তরিত হয়। আতাবেগ ইমাদউদ্দিন গেঙ্গীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি মালিক শাহের জনৈক তুর্কি দাস ছিলেন এবং ১১২৫ খৃষ্টাব্দে ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি মোছল, ঝাঞ্জার, হারাণ এবং আলেপ্পো প্রভৃতি রাজ্যভুক্ত করেন। ইনি ক্রুশধারীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র নুরুদ্দিন ও ছায়েফদ্দিন সমগ্র রাজ্য বণ্টন করিয়া লন। ক্রমে ১২২১ খৃঃ অব্দে আয়ুব বংশ খ্যাতিশালী হইয়া উঠে এবং এই বংশ জঙ্গী এবং তৎপরে ছঞ্জর বংশের স্থান অধিকার করে। এইরূপে আতাবেগগণ ছেলজুক রাজ্যের অধিকারী হইয়া পারশ্য, মেছোপোটোমিয়া ও ছিরিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ক্রমে ১০টী ভিন্ন ভিন্ন বংশের উদ্ভব হয়। এই সকল বংশ ক্রমে ওছমানীয় তুর্কিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয় এবং ইহাদের রাজত্ব তুর্ক রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। আতাবেগের শাসন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলুপ্ত হয়।

তুর্ক—ইহারা উত্তরাংশস্থ মোগল শ্রেণীর অন্তর্গত। খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহারা আলতাই অঞ্চলে বাস করিত। তথা হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ইহারা কয়েকটী অস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করে। উজবেগ, তাতার প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা তুর্কমানদিগের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট।

আফগান—আফগানিস্তানের অধিবাসিগণ নানা জাতিতে বিভক্ত। উজবেগ ও হাজরাগণ (আদিম তাতার সম্প্রদায়ের বংশধর) উত্তর দিকে বাস করে। উত্তর পূর্ব্বে কাফরিগণের বসতি। এতদ্ভিন্ন জাট প্রভৃতি যাযাবর জাতিও কোন কোন অংশে দৃষ্ট হয়। নগরগুলিতে তাজিকদিগের বসতি। ইহারা আর্য্য ঈরাণীদিগের বংশধর। আফগানেরা ভারতে সাধারণতঃ পাঠান নামে পরিচিত। ইহারা ছুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। আফগান শব্দ সাধারণতঃ দুরাণী, খিল্‌জী, আবদালী প্রভৃতি সকলের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ইহাদের সকলের ভাষা পুস্ত এবং আচার ব্যবহারে ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহারা উগ্র ও স্বাধীনতা প্রিয় এবং সাম্প্রদায়িক দলপতির ক্ষমতাধীন। দলপতির মৃত্যু হইলে বিশেষ আন্দোলন এবং কখন কখনও বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

বেলুচি—প্রাচীন কালে বেলুচিস্তানে ব্রাহুই সম্প্রদায় ভুক্ত মোগলগণ বাস করিত। ইহারা ছুন্নি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে আর্য্য বেলুচিগণ এদেশে প্রবেশ লাভ করে। ইহারা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত।

ছুফবী—পারশ্যে মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তৎপরে তায়মুর পারশ্য বিধ্বস্ত করেন এবং ইহার বংশধরগণ এক শতাব্দী পর্য্যন্ত পারশ্যের কতকাংশ শাসন করিতে থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে শাহ ইছমাইল ছফবী বংশ স্থাপন করিয়া তায়মুর অধিকৃত প্রদেশগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন এবং খোরাছান তদীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। পারশ্যের শাহগণ পাঁচটী বিভিন্ন বংশে বিভক্ত, যথাঃ—ছফবী, আফগান, আফছার, জেন্দ ও কাজার। ছফবী বংশ আরবের ইমাম মুছা কাজেম হইতে উৎপন্ন। এই বংশে অনেকগুলি দরবেশ জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে আরদাবিলের শেখ ছফিউদ্দিন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরই

বংশধরগণ ছফবী বলিয়া পরিচিত। শেখ ছফির ৪র্থ বংশধর হায়দর সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত হন। ইহাঁর ৩য় পুত্র ইছমাইল তুর্কমান দিগকে ১৫০২ খৃষ্টাব্দে পরাস্ত করিয়া তাব্রিজে রাজধানী স্থাপন করেন। অল্প কাল মধ্যে তায়মুর বংশীয় শাসন-কর্ত্তৃগণ ইহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে শাহ ইছমাইলের রাজত্ব অকছাছ হইতে পারস্য উপসাগর এবং আফিগানিস্তান হইতে ইউফ্রেতিছ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ছফবী বংশ শিয়ামতাবলম্বী হওয়ায় ছুন্নি মতাবলম্বী ওছমানীয় তুর্কীদিগের সহিত মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। তুর্ক ছোলতান ছেলিম শাহ ইছমাইলের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন এবং ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে "চালদিবানের" যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাব্রিজে প্রবেশ করেন। অতঃপর পারস্যের সীমান্ত দেশে অনেকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ৪র্থ মোরাদের সময়ে বাগ্দাদ এবং মেছোপোটেমিয়া ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তর সীমান্তেও উজবেগদিগের সহিত ঐরূপ নানা সংঘর্ষ চলিতে থাকে; কখন আফগানিস্তান ভারতবর্ষের কখনও বা পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে আহম্মদ দুর্রাণী কর্ত্তৃক একটী স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বাবর শাহ ইছমাইলের পক্ষপোষক ছিলেন এবং হুমায়ুনকে হিন্দুস্তান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সহায়তা করিয়াছিলেন। ছফবী বংশের প্রধান নৃপতি শাহ আব্বাছ ওছমানীয় তুর্কিদিগের নিকট হইতে পশ্চিম দেশীয় প্রদেশগুলি জয় করেন এবং সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বৈদেশিক রাজনীতিতে ছোলায়মান, আকবর ও এলিজাবেথের সমতুল্য ছিলেন।

আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া শাহ হোছেনকে পরাস্ত করত ১৭২২ খৃঃ অব্দে রাজধানী ইস্পাহান আক্রমণ করে। ক্রমে ছফবী বংশের শাসন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসে। অবশেষে আফছর বংশীয় নৃপতিগণ ছফবী

দিগকে সাহায্য করিবার ভান করিয়া উপস্থিত হন এবং ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ইহারা পারশ্য সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্রমে আফগানিস্তান অধিকার করেন এবং লাহোরে উপস্থিত হইয়া কর্ণালের যুদ্ধে মোগল সৈন্যকে পরাস্ত করেন এবং ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে দিল্লী আক্রমণ করেন। তৎপরে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং কিয়ৎকালের জন্য পারশ্য সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে ককেশাস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আফছার বংশীয় মাত্র চারি জন নৃপতি রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। আফছার বংশীয় শাহ রোখের বিরুদ্ধে করিম খাঁ জেন্দ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উহার ফলে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শাসন ভার লাভ করেন। করিম খাঁর মৃত্যুর পর জেন্দ ও কাজেম বংশের বিরোধ ঘটে। অবশেষে ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে আগা মোহম্মদ কাজার জয়লাভ করেন এবং জেন্দ আবু ফাতাহ পরাস্ত হন।

ওছমানীয় তুর্ক—ইহারা ছেলজুকদিগের বংশধর। একাদশ শতাব্দীতে ইহারা ইছলাম গ্রহণ করে। ইহারা পারশ্য অধিকার করিয়া ছিরিয়া ও এশিয়া মাইনর রাজ্য স্থাপন করে। ওছমানীয় তুর্কিগণ ১৩শ শতাব্দীতে ছেলজুকদিগের অধীনে চাকরি করিত। ইতিপূর্ব্বে ইহারা খোরাছানে অবস্থিতি করিত। ইহারা যুদ্ধ বিগ্রহে অত্যন্ত পটু ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহারা প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া তুর্কি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের নেতা ওছমান হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। ওছমানীয় তুর্কিগণ মোগলদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া খোরাছান হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ছেলজুক সুলতান ইহাদিগকে মেষ চারণ হেতু ফ্রিজিয়া নামক স্থান দান করিয়াছিলেন। ছবুত নামক সহরে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। ইহারা যুদ্ধ বিগ্রহে ছেলজুক ছোলতানকে সাহায্য করিত। ওছমান ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি রোমকদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে হঠাইয়া

দিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র অরখান ব্রুছা নগর অধিকার করেন এবং জেনী-ছেরী নামক সৈনিক বিভাগ গঠন করেন। এই সৈন্যগণ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত তুর্কি সৈনিক বিভাগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কগণ গ্যালিপলিতে সৈন্য স্থাপন করিয়া ইউরোপে রাজ্যাধিকার বিস্তার করেন। কয়েক বৎসর মধ্যে আর্ডিয়ানোপল, ফিলিপপলিস এবং অবশেষে কনষ্টান্টিনোপল ব্যতীত সমগ্র বলকান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পড়েন। তুর্ক সাম্রাজ্য তায়মুর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কিন্তু ক্রমে তুর্কীগণ পূর্ণ ক্ষমতা সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয়। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বাবশিষ্ট (কনষ্টান্টিনোপল) দ্বিতীয় মোহাম্মদের হস্তগত হয়। ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে ক্রিমিয়া ও এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ তুর্কিদিগের অধিকৃত হয়। তৎপরে ইটালির আরেন্টো দুর্গে তুর্কী পতাকা উড্ডীন হয়। প্রথম ছলিম পারস্যের শাহকে পরাস্ত করিয়া তুর্কিস্তান তুর্ক সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। ১৫১৭ খৃঃ অব্দে মামলুকগণ হইতে ছিরিয়া, মেছের এবং আরব অধিকার করেন। ইনি কেবল পবিত্র মক্কা ও মদিনার অধীশ্বর ছিলেন এমন নহে ; কায়রো হইতে আব্বাছীয় খেলাফতের সর্ব্বাবশেষ হস্তগত করিয়া ইরাকে মোছলেম সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন।

ছোলতান ছোলায়মান অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ইনি বেল-গ্রেড অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় লুইকে বিশ সহস্র সৈন্যসহ পরাস্ত করিয়া হাঙ্গারি হস্তগত করেন। এই দেশ দেড় শত বৎসর যাবত তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকে। ১৫২৯ খৃঃ অব্দে ছোলায়মান ভিয়েনা আক্রমণ করেন এবং সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য করেন। যে সময়ে এলিজাবেথ ইউরোপে বিশেষ পরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় ছোলতান ছোলায়মান অতুলনীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে নানা দেশে অধিকার বিস্তার করিয়া অবর্ণনীয় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে সমগ্র ইউরোপ ভয়ে কম্পিত

হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি পোপকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইনি বারবারি হইতে স্পেনিয়ার্ডদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন এবং সাগর উপকূলগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্ব দানিউব হইতে নীল নদী এবং ইউফ্রেতিস হইতে জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৪র্থ মুরাদ ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে বাগদাদ পারশিকদিগের নিকট হইতে এশিয়াটিক সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। রোমে তুর্ক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে।

১৭৩৬ খৃঃ অব্দে রুষ দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। ক্রিমিয়া, আজব প্রভৃতি হস্তচ্যুত হয়। মেছের কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠে। মেছেরে তুর্কি ক্ষমতা যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাও ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। ত্রিপলি ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকা হস্তচ্যুত হয়। ১৮২৮ খৃঃঅব্দে গ্রীস তুর্কির অধীনতা পরিত্যাগ করে। ১৮৬৭ খৃঃঅব্দে সার্ভিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। রুমেনিয়া, মণ্টেনিগ্রো স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বার্লিন সন্ধিতে বল্কান রাজ্য তুর্কির হস্তচ্যুত হয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

পৃথিবীর ইতিহাসের সময় জ্ঞাপক রেখা।

খৃষ্ট পূর্ব্ব		খৃষ্ট পূর্ব্ব
৮০০০	পিরামিড্ যুগের পূর্ব্বে মেছরের প্রাথমিক সভ্যতা।	৮০০১
৭০০০	এশিয়া কর্ত্তৃক মেছের আক্রমণ।	৭০০১
৬০০০	প্রথম মেছের রাজবংশ। বেবিলন্ রাজ্য স্থাপন।	৬০০১
৫০০০	মেছেরের পিরামিড্ গঠন।	৫০০১
৪০০০	ইউফ্রেতিস্ উপত্যকায় ছেম্ বংশ। বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি। বেবিলন্ রাজত্বের অভ্যুদয়।	৪০০১
৩০০০	কেনান বংশ। আর্য্যাদিগের প্রব্রজন (হিজরত)।	৩০০
২০০০	এছিরিয়া রাজত্ব।	২০০১
১৫০০	চীন ইতিহাসের প্রারম্ভ। মেছেরে রামসিস্ বংশ। ফিনিশিয়া রাজত্বের অভ্যুদয়। হিব্রুরাজত্বের উত্থান। ক্রীট ও ট্রয়। হজরত দাউদ কর্ত্তৃক জেরুজালেম আক্রমণ (১০৪৮)	১৫০
১০০০	হজরত ছোলায়মানের মৃত্যুর পর হিব্রু রাজত্ব—জুডা ও ছামারিয়া (ইস্রাইল) রাজ্যে বিভক্ত। ছিরিয়া দেশে আরমেনিয়া রাজত্ব ও বেবিলন্ দেশে কেল্ডিয়া রাজত্ব।	১০০১

খৃষ্ট পূর্ব		খৃষ্ট পূর্ব
৯০০	ইউরোপে অভিজাত তন্ত্র। প্রাচ্য দেশে আর্য্য মিডিস্-দিগের অভ্যুত্থান। আফ্রিকায় কার্থেজ সংস্থাপন (৮৫০)	৯০০
৮০০	ছিরিয়া, ছামারিয়া ও বেবিলন অধিকার। গ্রীস্ ও ইতালীর উন্নতি। রাজতান্ত্রিক রোম (৭৫৩)	৮০০
৭০০	এছিরিয়ার পতন, মেছের আক্রমণ। ইউরোপে অরাজকতা। রোমের আধিপত্য। জাপান ইতিহাসের আরম্ভ।	৭০০
৬০০	পারসিক সম্রাট ছাইরাসের আধিপত্য। চীনে কনফিউসিয়াস, লাউসী। ভারতবর্ষে বুদ্ধ। রোমে সাধারণ তন্ত্র।	৬০০

খৃষ্ট পূর্ব্ব	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্ট পূর্ব্ব
৫০০	মেছেরে পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মেছের পুনরাক্রমণ ভারতবর্ষে বুদ্ধ ; চীনে কন্‌ফিউসিয়াস্ ; পারস্যে দরায়ুস্ ; গ্রীসে সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিষ্টটল; জুডায় জাকারিয়ার আবির্ভাব।	মেরাথন্ যুদ্ধে পারস্যের পরাজয়।	৫০০
৪৫০	মেছেরের পুনঃ স্বাধীনতা	এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিবাদ।	৪৫০
		গল কর্ত্তৃক রোম আক্রমণ। আটা জেরিক্সিসের অধীনে পারস্যের পুনরভ্যুত্থান।	৪০০
৩৫০	আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক পারস্যের পরাজয়। ভারতবর্ষ আক্রমণ। আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য বিভাগ, মেছেরে টলেমী, এশিয়ায় ছেলুকস্ বংশ। চন্দ্রগুপ্ত ও ছেলুকস্ মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। বেবিলন পার্থীয়া সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত।	কার্থেজের সহিত রোমের ২য় সন্ধি। ইতালীতে রোমের প্রাধান্য।	৩৫০

খৃষ্ট পূর্ব্ব	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্ট পূর্ব্ব
৩০০	ছারিয়ায় ছেলুকস্ বংশ এবং মেছেরের টলেমী বংশের মধ্যে বিবাদ। রোম ও মেছের মধ্যে সন্ধি স্থাপন।		৩০০
	বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মগধরাজ অশোক। পার্থীয়ান্ রাজত্বের অভ্যুদয়। কার্থেজের পতন (২০২)। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় রোমক রাজ্যের বিস্তৃতি।	স্পেনে কার্থেজ-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। হানিবলের সহিত রোমের যুদ্ধ।	২৫০
২০০	মেছের ও ছিরিয়া দেশে রোমকদিগের প্রভুত্ব।	রোমের সহিত মেসিডনের বিবাদ। মেসিডন্ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।	২০০
১৫০	আরব দেশে নবাতীয় রাজত্ব স্থাপন। পার্থীয়া দেশে তাহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা।		১৫০

খৃষ্ট পূর্ব্ব	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ
১০০	প্রাচ্য দেশে রোমক রাজ্য বিস্তার ;	পম্পে। জুলিয়াস্ সিজারের অভ্যুত্থান। সিজার কর্ত্তৃক গল্ আক্রমণ। ব্রিটেনে সিজার।
৫০	ভারতবর্ষে তাতার আক্রমণ। মেছের রোমক সাম্রাজ্যভুক্ত (৩০)।	পম্পের পতন। সিজার প্রকৃত সম্রাট। সিজারের হত্যা (৪৪)। কার্থেজের পতন।

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
১		ব্রিটনে রোমক অধিকার। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিস্তার	১
৫০	টাইটাস্ কর্ত্তৃক জেরুশালেম্ ধ্বংস (৭০)।		৫০
১০০	আরব দেশ রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে গণ্য।		১০০
১৫০		গল এবং স্পেনে রোমক সম্প্রদায়।	১৫০
২০০	পার্থীয়া রাজ্যের অন্তর্দ্ধান। ছাছান রাজত্ব।	খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি নির্য্যাতন।	২০০
২৫০			২৫০

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
৩০০	চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার	সম্রাট্ কনষ্টানটাইন। কনষ্টান্টিনোপল (বাইজেন্টিয়াম) রোমক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ভূমি।	৩০০
৩৫০	পারশ্যের বিরুদ্ধে রোমক আক্রমণের অকৃতকার্য্যতা।	রোমক রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিম রাজ্যে বিভক্ত (৩৯৬)। পূর্ব্ব রাজ্য হইতে জার্ম্মাণী, হাঙ্গেরী, রুশিয়া ও ইতালি এবং পশ্চিম রাজ্য হইতে গথ ও ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সৃষ্টি।	৩৫০
৪০০		ব্রিটন হইতে রোঁমক দিগের অন্তর্দ্ধান। গথ-দিগের পশ্চিম দিকে প্রব্রজন। স্পেনে ভিসি-গথ রাজ্যের সংস্থাপন। আটীলার কর্ত্তৃত্বে হুন্-দিগের অত্যাচার।	৪০০

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্য দেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
৪৫০		সেক্সন্দিগের আক্রমণ। গলে ক্লোডিসের অধীনে ফ্রেঙ্কদিগের অভ্যুত্থান।	৪৫০
৫০০		গলে ফ্রেঙ্কদিগের প্রাধান্য। কনষ্টান্টিনোপলে সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান্। ইংলণ্ডে এঙ্গলসদিগের আবির্ভাব।	৫০০
৫৫০	জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন। প্রাচ্যে পারশিকদিগের আগমন।		৫৫০
৬০০	সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ কর্ত্তৃক পারস্যের পতন। হজরত মহম্মদ (দঃ)। হিজরত (৬২২)। খলিফা আবুবকর ও ওমর কর্ত্তৃক মেছের ও ছিরিয়া অধিকার। পারস্য অধিকার। পশ্চিম রুশিয়ায় খেলাফতের বিস্তার।		৬০০

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
৬৫০	ছারাছেনদিগের প্রাচ্যে এবং আফ্রিকার উপস্থিতি শিয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার।	ছারাছেন বা মুর কর্ত্তৃক স্পেন আক্রমণ। সম্রাট্ লুই কর্ত্তৃক কনষ্টান্টিনোপলে এবং চার্লস্ মার্টল্ কর্ত্তৃক টুরসে ছারাছেনদিগের বাধা।	৬৫০
৭০০			৭০০
৭৫০	খলিফাদিগের সৈনিক বিভাগে তুর্কী।	ফ্রাঙ্কের রাজা পেপিনের উত্তরাধিকারী সম্রাট সারল্মেন কর্ত্তৃক ইব্রু হইতে মুরদিগের বহিস্করণ। সারল্মেন্ পোপ কর্ত্তৃক রোমক সম্রাট পদে বরিত (৮০০)।	৭৫০
৮০০	পশ্চিম দেশে খলিফা দিগের ক্ষমতা বিস্তার।	সারল্মেন্ কর্ত্তৃক সেক্সনদিগের পরাজয়। ইউরোপ উপকূলে ডেন্ জাতির আবির্ভাব।	৮৫০

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
৮৫০	মেছের দেশে ফাতেমীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। আব্বাছ বংশের অধঃপতন।		
৯০০			৯০০
৯৫০	ছারাছেনদিগের নিকট হইতে রোম কর্ত্তৃক প্রাচ্য রাজত্বের পুনরুদ্ধার।	হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া ও পোলাণ্ডের খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি।	৯৫০
১০০০	গজনীর মাহমুদ। ভারতবর্ষে মোসলেম আক্রমণ।		১০০০
১০৫০	ছেলজুক্ রাজত্ব স্থাপন	প্রথম ক্রুসেড্ যুদ্ধ।	১০৫০
১১০০			১১০০
১১৫০	দিল্লীতে গোরী বংশের (Ghori) স্থাপন। ছেল্জুক্ ছালাহউদ্দিনের নায়কত্বে ছারাছেনের জয়। দ্বিতীয় ক্রুসেড্। উত্তর আফ্রিকায় „ মোছলেম ষ্টেট স্থাপন।	স্পেনে মুর অধিকার। ক্যাষ্টিল, ন্যাভার, আরাগন ও পর্ত্তুগালের নৃপতিগণের সহিত মুরগণের দ্বন্দ্ব।	১১৫০

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
১২০০	চেঙ্গিজ্ কান। এশিয়ায় তাতার অধিকার এবং ইউরোপে প্রবেশ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলোপোন্মুখ।	ইংলণ্ডে ম্যাগ্নাকার্টা —স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রধান সনন্দ। মূর সাম্রাজ্যের আয়তন সঙ্কোচ —গ্রাণাডায় সীমাবদ্ধ।	১২০০
১২৫০	ওছমানীয় তুর্কীদিগের অভ্যুদয়। পূর্ব্ব এশিয়ায় কুব্লাই খাঁ।	ক্রুসেড্ যুদ্ধের পর্য্যাবসান। ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট গঠন।	১২৫
১৩০০	মেছেরে মাম্লুক্ রাজত্ব (১২৫২)।	ইউরোপে অটোমান তুর্কীর পদার্পণ	১৩০০
১৩৫০	চীন দেশে মিং বংশের অভ্যুদয়। মোগলদিগের বহিষ্করণ। তায়মুর অধিকার।		১৩৫০
১৪০০			১৪০০

মোছলেম জগতের ইতিহাস।

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
১৪৫০	কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার। ভাস্কোডাগামা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার।	তুর্কীদিগের কনষ্টান্টি-নোপল আক্রমণ (১৪৫৩)। ফার্ডিনেণ্ড ও ইজাবেলার অধীনে স্পেন রাজ্য। মুর রাজত্বের অবসান (১৪৯২)	১৪৫০
১৫০০	ওস্মানীয় তুর্কী কর্ত্তৃক মেছের অধিকার। পারস্যে ছফী রাজত্ব। মোগলদিগের বিতাড়ন (১৫২০)। দিল্লীতে শের শাহ বংশ (১৫৪০)।		১৫০০
১৫৫০	মোগলদিগের পুনরুত্থান (১৫৫৬)।		১৫৫০
১৬০০	পূর্ব্বদেশে পর্ত্তুগীজ ক্ষমতার বিলোপ, দাক্ষিণাত্যে মোগল অধিকার (১৬২০)।		১৬০০

খৃষ্টাব্দ	প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকা	ইউরোপ	খৃষ্টাব্দ
১৬৫০	আফগানিস্তানের ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি।		১৬৫০
১৭০০			১৭০০
১৭৫০	ক্লাইব্ কর্তৃক বঙ্গ অধিকার (১৭৫৭)।	ইটালির স্বাধীনতা। গ্রীস ও বল্কান রাজ্যের তুর্কীর অধীনতা হইতে মুক্তি।	১৭৫০
১৮০০			১৮০০
১৮৫০	রুশ তুর্কীর যুদ্ধ (১৮৬০)। পূর্ব্ব সুদানে মেহেদি (১৮৮০)। আফ্রিকায় ব্রিটীশ আধিপত্য স্থাপন।		১৮৫০
১৯০০	ত্রিপলী ইতালীর অন্তর্ভুক্ত (১৯১০)।		১৯০০

হজরত ইছমাইল আলায়হেছ ছাল্লাম হইতে কোরায়েশ পর্য্যন্ত বংশ তালিকা।

(১ম কং)

১। হজরত ইছমাইল।

২। কীজার।

৩। আউয়াম।

৪। ঔছ (১)।

৫। মররহ্ (১)।

৬। সমায়।

৭। জর্‌রাহ্।

৮। নাজব।

৯। ময়াচ্ছের।

১০। ঈহাম।

১১। অফতাদ।

১২। ইছা।

১৩। ইাচ্ছান।

১৪। আনফা।

১৫। অরওয়া।

১৬। বল্‌খী।

১৭। বতরী।

১৮। হারী।

১৯। অস্তন।

২০। হুমরান।

২১। আর্‌রুয়া।

২২। আবিদ।

২৩। আনফ্।

২৪। আছ্‌কী।

২৫। মাহি।

২৬। নাখুর।

২৭। কাজেম।

২৮। কালেহ্।

২৯। বদলান।

৩০। ইলদারুন।

৩১। হৈরা।

৩২। নাসেল।

৩৩। আবিল-আউয়াম।

৩৪। মৎসাভিল।

৩৫। বরু।

৩৬। ঔছ।

৩৭। সলামান (১)।

৩৮। হমীসা (১)।

৩৯। উদদ (১)।

৪০। আদনান (১)।

৪১। মুয়েদ।
৪২। হমল।
৪৩। নাবেত।
৪৪। সলামান (২)।
৪৫। হমীসা (২)।
৪৬। আলইসাউ।
৪৭। উদদ (২)।
৪৮। আদ।
৪৯। আদনান (২)।
৫০। মুয়েদ (২)।
৫১। নজার।
৫২। মজর।
৫৩। এলইয়াস।
৫৪। মদরকা।
৫৫। খজাইমা।
৫৬। কানানা।
৫৭। নজর।
৫৮। মালেক।
৫৯। ফেহের বা কোরায়েশ